

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚିତ୍ରତନ୍ୟାଚରିତାସ୍ତବ

(ମହାକାବ୍ୟମ୍)

ମହାକବି ଶ୍ରୀକବିକର୍ଣ୍ଣପୁର ବିରଚିତମ୍

(ମୂଳ ଓ ବଙ୍ଗାନ୍ତବାଦ)

ଏମ୍. ଏ. ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ

ଶ୍ରୀପ୍ରାଣକିଶୋର ଗୋସ୍ୱାମୀ

୧୯୫୮

প্রকাশক :

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী
শ্রীগৌরান্ন মন্দির (শ্রীভূমি)
১১২ ক্যানেল স্ট্রীট
কলিকাতা-৪৮

প্রাপ্তিস্থান :

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

ডি, এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :

শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য : পনের টাকা মাত্র

**Shree Krishna
Chaitanya Charitamrita**

MAHAKAVYAM

of

KAVI KARNAPURA

GB1

*(An authentic life story of Sree Chaitanya, the
Incarnate written only nine years after the
disappearance of the Lord.)*

Edited with an introduction by :

Prabhupad Prankishor Goswami

M.A. VIDYABHUSHAN

Rupees Fifteen Only

অন্যান্য বই—

বিলাপ কুসুমাঞ্জলি
গোপাল সহস্রনাম
একনাথী ভাগবত
সঙ্কানীর সাধুসঙ্গ
জ্ঞানেশ্বরী গীতা
বিচিত্র সাহিত্য
নিকুঞ্জরহস্য স্তব
কথকতার কথা
ভাগবত প্রবেশ
ভারত সংস্কৃতি
(হিন্দী)

সূচীপত্র

সর্গ	বিষয়	
প্রথম	বন্দনা, দৈন্ত, শ্রীগৌরান্ন অন্তর্ধানে ভক্তগণের বিরহ	
দ্বিতীয়	নবদ্বীপ, শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরিণয়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, বাল্যলীলা, বিড়ালভাণ্ড, মাতার প্রতি হরিবাসরে ভোজন নিষেধ।	
তৃতীয়	শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দর্শনে, বিবাহ, লক্ষ্মীবিজয়ে শচীর বিলাপ, বিষ্ণুপ্রিয়া পরিণয়।	
চতুর্থ	অধ্যাপনা, গয়াযাত্রা, প্রত্যাগমন।	১
পঞ্চম	শ্রেয়োদ্বাদ, নবদ্বীপ বিহার।	১১৬
ষষ্ঠ	নাম মহিমা প্রচার, শ্রীনিত্যানন্দ মিলন, মুরারিমুখে সামাষ্টক শ্রবণ, ষড়্ভূজ প্রকাশ।	১৬১
সপ্তম	অগ্নে কৃষ্ণদর্শন, ভক্তিশিক্ষা দান।	২০২
অষ্টম	শ্রীবাস বিদ্যেবীর প্রতি ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণভাব প্রকাশ।	২৩৫
নবম	বৃন্দাবন স্মরণ, রাধাগোবিন্দ লীলা।	২৪৬
দশম	গোপীগণের প্রেমলীলা।	২৭১—২৯৬
একাদশ	শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস।	২৯৭—৩২৬
দ্বাদশ	সন্ন্যাসলীলা, নীলাচল যাত্রা, কটকে বিগ্রহ দর্শন।	৩২৭—৩৫৪
ত্রয়োদশ	সার্বভৌমগৃহে, সার্বভৌম উদ্ধার, রামানন্দ বিবরণ কূর্মক্ষেত্রে গমন।	৩৫৫—৩৮৬
চতুর্দশ	শ্রীরম্যে গমন, রামভক্ত মিলন, গোদাবরীতীরে, রামানন্দমিলন, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, সার্বভৌমের কাশীযাত্রা, নীলাচলে স্নানযাত্রা।	৩৮৭—৪১৫
পঞ্চদশ	বৃন্দাবন স্মরণে বিরহ, শুণ্ডিচা মার্জন।	৪১৬—৪৩৬

সর্গ	বিষয়	পৃষ্ঠা
ষোড়শ	রথযাত্রা, শুভিচামন্দিরে নৃত্যকীর্তন ।	৪০৭—৪৫২
সপ্তদশ	উপবনে বিহার, শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ও অহুপমের মিলন, বক্রেখর পণ্ডিতের সঙ্গে নৃত্য, কৃষ্ণদাস কর্তৃক অভিষেক ।	৪৫৩—৪৬৮
অষ্টাদশ	নরেন্দ্রে জলক্রীড়া, দ্বাদশ যাত্রা, মকর, দোলযাত্রা ।	৪৬৯—৪৮১
উনবিংশ	বৃন্দাবনে ।	৪৮২—৫০৬
বিংশ	গৌড়মণ্ডলে, পানিহাটিতে, শান্তিপুরে, শচীদেবীর দর্শন, নীলাচল গমন, স্বধাম গমন, গ্রহকারের দৈত্য় ।	৫০৭—৫১৮

নিবেদন

কবিকর্ণপুর সেন শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীমহাপ্রভুর প্রধান ভক্তগণের অন্যতম। তাঁর বড় ছই ভাই চৈতন্যদাস ও রামদাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মূলস্কন্ধ শাখা গণনায় এই গোষ্ঠীর নাম করেছেন।

শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।

পুত্র ভৃত্য আদি চৈতন্যের অশুচর ॥

চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর।

তিনপুত্র শিবানন্দের—প্রভুর ভক্তশূর ॥ চৈঃ চঃ ১।১০।৬০

এই ভক্তশূর কর্ণপুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, অলঙ্কার কৌস্তুভ, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীগৌরানন্দের প্রণয়রসশরীর শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর নীলাচল থাকাকালে প্রতিবৎসর গোড় বাংলার ভক্তগণকে পথের সবারকম অব্যবস্থার মধ্যদিয়েও নিজের যোগ্যতায় অর্থব্যয়ে, ভোজনাদির ব্যবস্থা, বাসস্থানের সংস্থান করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন শ্রীচৈতন্য দর্শনে।

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।

প্রভুস্থানে যাইতে সভে লয়েন যার সঙ্গ ॥

প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।

নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ১।১০।৫২-৫৩ ঐ

শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যদর্শনে জী ও পুত্রগণকে সঙ্গে করেই নীলাচল আসতেন। কনিষ্ঠপুত্রের বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখনই তার প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ করুণা বর্ষিত হয়। এই পুত্রকে

শ্রীচৈতন্যদয়ানুধি পুরীদাস বলে সম্বোধন করতেন । শুদ্ধচিত্ত পুরীদাস
শ্রীচৈতন্যচরণে প্রণাম করছেন ।

‘কৃষ্ণ কহ’ বলি প্রভু বোলে বার বার ।

তভু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চারণ ॥

শিবানন্দ বালকের বহু যত্ন কৈলা ।

তভু সে বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥

প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল ।

স্বাবর পর্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল ॥

ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে ।

শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি কহেন হাসিতে ॥

তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে ।

মন্ত্র পাঞি কারো আগে না করে প্রকাশে ॥

মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান ।

এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥

শ্রীচৈতন্য বালকের ওষ্ঠে নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করালেন ।
সুপ্তা বাণী জাগ্রত হলেন দিব্যরসসম্পূট শ্লোক ছন্দে—

অবসোঃ কুবলয়মঙ্কোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।

বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥

শ্রীহরির জয় হউক, তাঁকে নমস্কার । ব্রজবালার কর্ণের নীলোৎপল
কুণ্ডল, তাঁদের চোখের কাজল, গলার নীলমণিহার আরো সব অলঙ্কার
এই চিন্তামনোহারী হরি ।

মাত্র সাতবৎসর বয়সে চৈতন্যপ্রভুর কৃপায় যাঁর এমন চমৎকার
কাব্যসুখি হয়, তাঁরই রচনা এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ মহাকাব্যম্ ।

মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই
দিক্‌পাল চতুষ্টয় শ্রীচৈতন্যলীলা বিস্তারে সর্বজনমান্য । লীলাবর্ণনা
আরও অনেকে করেছেন । স্বচ্ছ সরল সাবলীল পরিচ্ছন্ন ভাবগর্ভ তত্ত্ব

ও মাধুর্যরসে পরিপুষ্ট পূর্বোক্ত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ যেভাবে সমাদৃত হয়েছে তার তুলনা নেই। মুরারিগুপ্ত ও কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায়, আর বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুরারি ও কবিকর্ণপুর গ্রন্থান্তরের প্রমাণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কাব্যশ্রষ্টা। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস প্রমাণসাপেক্ষ সিদ্ধান্ত স্থাপন-প্রয়াসী। কোনো তথ্যকে এঁরা বিকৃতভাবে বর্ণনা অথবা বাচন বা ইচ্ছাপূর্বক ভ্রান্ত কিংবদন্তী অবলম্বন করতে পারেন না। চৈতন্যলীলা বর্ণনায় পথিকৃৎ মুরারিকে অনুসরণ করেছেন প্রচুরভাবে একাদশ সর্গ পর্যন্ত কবিকর্ণপুর। বৃন্দাবন দাসও ঘটনা পরম্পরার অনুসরণ করেছেন মুরারি গুপ্তের রচনার। কিছু নতুনও সংযোজনা করেছেন।

কর্ণপুর বলেন—আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ ;

কেচিমুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।

যদ্যদৃ বিলাসললিতং সমলেখি তজ্জৈ-

স্তত্ত্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ ॥

মহাকাব্য ২০।৪২

শৈশবাবধি যে মুরারি প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে পরম অভিজ্ঞ তিনি যে বিলাস লালিত্য বর্ণনা করেছেন, এই শিশু আমি সেগুলি দর্শন করেই লিখেছি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্য-লীলার 'ব্যাস' আখ্যা দিয়ে তাঁর সংক্ষেপ বর্ণনার বিস্তার, অলিখিত বিষয়ের সুসঙ্গত বিস্তার নৈপুণ্যে একক। তিনিও স্থানে স্থানে কর্ণপুরকৃত শ্লোক উদ্ধার করেছেন। মুখ্যতঃ তিনি স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামার শিক্ষা ও বাণীর প্রাধাన్য় দিয়েছেন। মুরারি, কর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের পূর্ববর্তী হওয়ার ফলে ইনি বহুবিষয়ে নতুন ভাবনা ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষ করে দেখবার বিষয় মুরারি, কর্ণপুর ও বৃন্দাবন-দাস বাঙলায় বসেই গ্রন্থ রচনা করেছেন আর কৃষ্ণদাস শ্রীধাম

বৃন্দাবনে বিদগ্ধ বৈষ্ণব মণ্ডলীর পরিবেষ্টনে অবস্থান করবার সুযোগ পেয়েছেন।

কর্ণপুর শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ দর্শন, স্পর্শন ও কৃপা সঞ্চারিত। চৈতন্যজীবন কাব্য রচনায় তিনি যে বাস্তবপন্থী হবেন এটা খুব বিশ্বাসের কথা নয়। ব্রজভাবনা বৈদক্ষী রসিক ভক্তগণের মধ্যে অবস্থান করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহুল পরিমাণে ভাবতাত্ত্বিকতার পরিচয় দিবেন এটাও বিচিত্র নয়। বাস্তবপন্থী কর্ণপুর ও ভাবপন্থী কৃষ্ণদাসের চৈতন্যলীলা বর্ণনা বিন্যাসে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখা গেলেও উভয়ের প্রচেষ্টা এক ও অভিন্ন তা গ্রন্থের নামেই অভিব্যক্ত হয়েছে। কর্ণপুরের গ্রন্থরচনাকালে বৃন্দাবন হতে বৈষ্ণবগ্রন্থ বাঙ্গলায় এসেছে একথা স্বীকার্য নয়, হয়তো কোনো গতিকে কর্ণপুরের গ্রন্থই মহাকাব্য ও চন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী দেখবার অবসর পেয়েছেন। তাই মহাকাব্যের অনেক পরে লেখা হলেও স্বকৃত গ্রন্থের নামও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতই রেখেছেন। ইহাতেও অনুমান হয় কর্ণপুরের নির্বাচিত নামও শ্রীবৃন্দাবনের রসিক ভক্ত গোস্বামিগণের অনুমোদিত ও কৃষ্ণদাস কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

মহাকাব্য সম্বন্ধে প্রাচীনদের বক্তব্য—বন, উপবন, শৈল, সাগর, নগর, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ, মন্ত্রণা প্রভৃতি মহাকাব্যে নানাবিষয়ের বর্ণনা থাকা প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এসব বিষয় লীলা বর্ণনা ও দেশ ভ্রমণ ব্যপদেশে বিভিন্ন সর্গে লক্ষ্য করবার বিষয়। নায়ক শ্রীচৈতন্য যে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্র এবং ধীরোদাস্ত গুণবিশিষ্ট একথাতো আর বিশেষ করে বলতে হবে না। প্রতিটি লীলায় তাঁর সদগুণাবলীর প্রকটনে ধীরোদাস্ত নায়কের স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়েছে।

রসসৃষ্টিতেই কাব্যের সার্থকতা। রসকেই কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে। রসসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য মাধুর্য্য বর্ণনায় এই মহাকাব্যের প্রবৃত্তি। রসধন সৃষ্টিমানরসকেই গ্রহণ করবার আকৃতি এই মহাগ্রন্থে।

মহাকাবিগণ একটি বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি অবলম্বন করেন যাকে আলঙ্কারিকের 'রীতি' বলা যায়। শব্দ ও অর্থ অলঙ্কারযুক্ত বাক্যবিশ্বাসই প্রশংসনীয়। রমণীয় রমণীও যেমন কোনো না কোনো অলঙ্কারের অপেক্ষা রাখে, তেমনি রসযুক্ত বাক্যও অলঙ্কারযুক্ত হলে অধিকতর শোভা ধারণ করে। কাব্যপ্রতিভা স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যশরীরে নানাপ্রকার সুষ্ঠু অলঙ্কার দিয়ে দেয়, তার জন্ত প্রযত্নের প্রয়োজন পড়ে না।

কাব্যসৃষ্টির মুখ্যতম উদ্দেশ্য রসচমৎকৃতি স্বাদন। কোনো বিশিষ্ট নীতি, ধর্ম বা দর্শন বিজ্ঞান উপদেশ কাব্যাকারে রূপায়িত হলেও উৎকৃষ্ট কাব্য নয়। জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মার্মিক সম্বন্ধ স্থাপনেই কাব্যের উৎকর্ষ। কর্ণপুর সেই গোপন রহস্যটি ধরে দিয়েছেন। স্রষ্টার পরিকল্পিত কোনো বিশেষ মত বা তত্ত্ব খ্যাপনে কাব্য সার্থকতার দাবী করতে পারেনা। তবে তথ্যময় জীবনও নীতিরহিত হয় না। শ্রীচৈতন্যের লীলাকথায় নীতি শিক্ষা আছে। মহানের চরিত্র ও সদগুণের বর্ণনা অবশ্যই নীতিবোধ উদ্বোধক। বিশেষতঃ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্তই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।

কর্ণপুরের শ্লোকমালায় কোনো সিদ্ধান্ত স্থাপনের তাগিদ নেই। কোনো মতবাদ প্রখ্যাপনের প্রচেষ্টা নেই। জীবন সম্বন্ধে সরলগতিতে সৌন্দর্য-বোধের সংপ্রতিষ্ঠা আর সৃজনী কল্পনার চরমোৎকর্ষেই মহাকাব্য জয়যুক্ত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে নীতি-শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের গুরুদায়িত্ব বহন করে যুক্তিবহুল ও শাস্ত্রপ্রমাণবাক্য শঙ্কল হয়ে উঠেছে। চৈতন্যলীলা-ছন্দকে সুসঙ্গত, রসমুন্দর ও প্রেমস্নিগ্ধ আলোকে ভাস্বর করে প্রকাশ করবার বাচনভঙ্গি কর্ণপুর অধিগত করেছিলেন। তাই একটানা জীবন কথার স্রোতেও তিনি বৃন্দাবনীয় প্রেমলীলা সরোবরের আবিষ্কার করে মহাকাব্যকে অলৌকিক ভাবোত্তীর্ণ করেছেন।

কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক্ । কাজেই কর্ণপুরের মহাকাব্য ও কৃষ্ণদাসের চরিতামৃত আপাততঃ পৃথক্ বলেই মনে হয় । যতদূর সম্ভব বিচারমূলক বিশ্লেষণকে দূরে পরিহার করে শুধু 'কাব্যের জন্মই কাব্য' এই পরম লক্ষ্য রেখে মহাকাব্যের রচনা । শিল্পী যুগচিন্তকে অতিক্রম করতে পারে না । ঐতিহ্য পরম্পরা প্রভাবিত হয়েও মহাকবির মননধর্মের স্বাধীনতা থাকে অব্যাহত, আর সেটিই হয় তার নিজস্ব সম্পদ । বর্ণিতব্য যুগের ভাব ও ভাষাতেই কবিমানসের প্রবৃত্তি নয় । অষ্টা কবির সৃষ্টি মহাকাব্য যুগধারার পরিচয় দিয়ে যুগাতীত পরম সত্য নিত্য শাস্ত্রত মধুর আনন্দকে প্রত্যক্ষ করেছে । কর্ণপুর কাব্যকলায় বিচিত্রহৃদ অলঙ্কারে সৌন্দর্য্যঅষ্টা, অতএব শ্রেষ্ঠ শিল্পী । এই মহাকাব্যের সৌন্দর্য উপভোগের অবসরে আত্মসম্মেদন, রসোন্নয়ন ও আনন্দ সাক্ষাৎকারে জীব কৃতার্থ হয় ।

লৌকিক রচনার মূলে থাকে কবির আত্মাভিযুক্তির বাসনানিচয় আর যুগবৃন্তের সঙ্গে প্রকৃষ্ট সহযোগের কল্পনাপ্রিয়তা । আরো থাকে তার জৈবলালসার চরিতার্থতা । এই পারমার্থিক মহাকাব্যে মহাকবি ভগবানের লীলার সহযোগী পার্শ্বদ । সিদ্ধস্বরূপে নিত্য কৃষ্ণ সুখাভিলাস সংবিধান তাঁর স্বরূপানুবন্ধি ধর্ম । কাজেই ভগবদ্দিচ্ছায় আবির্ভূত তাঁর প্রিয় নিত্যপার্ষদের কবিকর্ম ভগবানের প্রীতি বিধান ভিন্ন অপর কোনো অভিসন্ধির গন্ধযুক্ত থাকতে পারে না । এখানে আত্মপ্রকাশ বাসনা দূরে থাকুক কল্পনাপ্রিয়তা বা জৈব লালসার লেশমাত্রও নেই । বিশুদ্ধ লীলাকথা ভুবনপাবনী বলেই সাধুগণ একে গ্রহণ করেন ।

বিভিন্ন বাণীভঙ্গিতে বাচ্যার্থ, লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতির প্রয়োগ কুশলতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো কোনো বিশেষ অনুভূতি কিছু কিছু জড়িয়ে যায় । সম্ভবত এই হেতুই একই বিষয়ের বর্ণনায় বিভিন্ন কবির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে । কর্ণপুর ও বৃন্দাবনদাস বা

কৃষ্ণদাসের বর্ণনা এই কারণে একরূপ হবে আশা করা সুসঙ্গত হতে পারে না।

কবি ও ঐতিহাসিকের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান। রম্য-কাব্যে বর্ণিত বিষয়ে বস্তুগত সত্যের চাইতেও সম্ভাব্য সত্যতার সমাদর অধিক। বহুপ্রকার বিচিত্র কথা থেকে কবি তার অভিলষিত প্রসঙ্গগুলিকে সংগ্রহ করে রাখেন তার ভাবসম্পূটে। সেগুলি অপরের সংগ্রহ থেকে অধিক মূল্যবান কিনা তা খতিয়ে দেখবার আগ্রহ থাকেনা। এর ফলে ত্রীচৈতন্য চরিত্রেরও বিচিত্র প্রসঙ্গ বিভিন্ন কবির ভাষায় অধিকতর বিচিত্রতা লাভ করেছে। কাহারও বর্ণনা অযথার্থ বা কিম্বদন্তী বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। আর এ প্রকার প্রচেষ্টায় একাংশ স্বীকার অপরাংশ অস্বীকারের দায় গলগ্রহ হ্যায়ে স্বীকার করতে হয়। ভক্তের বাক্যে অব্যভিচারী। চৈতন্য চরিতাক্ষনে সত্যতম নিত্যতম চিরন্তন প্রিয়তমকে আবিষ্কার করাই কাব্যপ্রতিভার পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

কর্ণপুর ইতিহাসের কথাকেও কাব্য সুষমায় মধুমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। বৃন্দাবনের গ্যায় কোনো ভক্তচক্রের পরামর্শ নিয়ে কাব্য বিস্তারের চেষ্টা তাঁর ছিলনা। রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গ মহাকাব্যে সংক্ষিপ্ত বলে আক্ষেপের কারণ নেই। চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে যে ভাবে বিস্তার করা হয়েছে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় আবার তাকেও নানা ভাবে পল্লবিত করেছেন। কোন ক্রমবিকাশ নীতিতে মিলন প্রসঙ্গ ও প্রহ্লাদপুর গ্রন্থ হতে গ্রন্থান্তরে অধিকতর বৃদ্ধি সামঞ্জস্য ও সিদ্ধান্ত-পূর্ণ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্কারযুক্ত মন নিয়ে সেটি আলোচনার বিষয় হয়ে আছে।

কবিব্যাপার বা কাব্যকৌশল উপযুক্ত অসম্ভাব্য ঘটনার সমাবেশ দর্শনে মনে নানাপ্রকার প্রতিকূল সমালোচনার বৃদ্ধির উদ্বেগ হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, জীবনের সাধারণ ঘটনাও

কুশল কবির বাচনভঙ্গিতে অকুরন্ত সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান হয়ে ফুটে ওঠে। অবিশ্বাস্য ভাববিলাসও সত্য বলে প্রতিভাত হয়, নির্বিশেষ অধ্যাত্ম আলোকও বিদগ্ধ মনের ভাবনারস সঞ্চারে ঘনীভূত রূপ পরিগ্রহ করে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উপমা বা ভাষার রীতিতে অভিনব আনন্দরাজ্যের দ্বার খুলে দেয়।

কর্ণপুর গোস্বামী মহাকাব্যে নানাপ্রকার ছন্দের সংযোজনা করেছেন। শার্দূল বিক্রীরিতম্ থেকে আরম্ভ করে প্রাচীনযুগে প্রচলিত অপ্রচলিত বিবিধ ছন্দের নিশানা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। দশম সর্গের শেষ অংশ থেকেই ছন্দের বিচিত্রতা পরিস্ফুট হয়েছে বিশেষভাবে। কয়েকটি সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হচ্ছে। ১১শ ১-৮৭ মন্দাক্রান্তা, ১২শ ১-১০০ ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা উপজাতি বৃত্ত। ব্যতিক্রম ৪৯ তম শ্লোক ষটপদী এরূপ ত্রিপদী বা একপদীও আছে। ১৩শ ৭৯-৮০ রথোদ্ধতা, ৮১-১০৮ স্বাগতা ও রথোদ্ধতা, ১৪শ ১০৩ ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রা মিলিত উপজাতি। ১৫শ ১-১০৪ পুষ্পিতাগ্রা, ১৬শ ৩৭-৪৭ ভূজঙ্গ প্রয়াত, ১৫শ ১০৫ অগধরা, ১০৭ পৃথ্বী, ১০৯ হিম্বী, ১১০ মালিনী, ১৭শ ১-২৩ মঞ্জুভাষিনী ঐ ২৬-৪০ চন্দ্রবর্ষ ১৭শ ৩০-৩৫ মন্দাকিনী, ৪৪ মত্তময়ূর, ৪৫ কলহংস, ৪৬ ভ্রমর বিলাসিতা, ৪৭ দোধক, ৪৮-৪৯ শালিনী, ৫৪ শশিকলা, ৫৬ লীলখেল, ৫৭-৬২ লোলা। আরো ছন্দ ও বিচিত্র শ্লোক, একাক্ষর, তুক্ষর ও চক্রবন্ধ প্রভৃতি এই মহাকাব্যে দর্শনীয়। এই কাব্যকলাকৌশল প্রদর্শন অল্পবয়স বা স্বল্প জ্ঞানের পরিচায়ক মোটেই নয়। তা ছাড়া সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলাবলম্বনে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে তিনি এক অলঙ্কার শাস্ত্র রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠভূষণ কোস্তুভমণি স্মরণ করেই মহাকবি তার নাম দিয়েছেন ‘অলঙ্কার কোস্তুভ’। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জল নীলমণি রচনা করে অপ্রাকৃতনায়ক নায়িকা ও তাঁদের সহায় সখী দাস দাসীগণের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করেছেন।

শ্রীজীব গোস্বামী গোপাল চম্পুতে শ্রীকৃষ্ণলীলাকে নবীনভর মাধুর্য মণ্ডিত করে উপস্থাপিত করেছেন। সেই সকল শাস্ত্র গোড়ে প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই বাঙ্গলায় মহাকবি কর্ণপুর আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু ও অলঙ্কার কৌস্তুভের দ্বারা রস বিস্তারে প্রাণবন্ত অভিনব গ্রন্থগুলি উপহার দিয়েছেন। বৃন্দাবনে বিদগ্ধ মাধব, ললিতমাধব, বিরচিত হয়েছে, আর কর্ণপুর ‘চৈতন্য চন্দ্রোদয়’ নাটক রচনা করেছেন। পরবর্তী-কালে শ্রীবিখনাথ চক্রবর্তী কর্ণপুরের গ্রন্থগুলির টীকা রচনা করেছেন যমক, অনুপ্রাস, উপমা, অর্থাস্তরঙ্গ্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা, বিরোধোভাষ প্রভৃতি নানা অলঙ্কারে সমৃদ্ধ এই মহাকাব্য সাধারণ বুদ্ধির রচনা নয়। সর্দৈন্য থাকে কবি নিজেকে “শিশু” বলেছেন তার অর্থ এ নয় যে, গ্রন্থ রচনাকালে তিনি এক সাধারণ বালক মাত্র ছিলেন। প্রকৃষ্ট কাব্যকলার সঙ্গে সুপরিচিত না হলে এরূপ মহাকাব্য রচনা হয় না, আর “অলঙ্কার কৌস্তুভ” বা “আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু” কাব্যবিশ্বাসও সম্ভব হয় না।

শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ ষড়্-গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে গোড়-দেশস্থ গৌরভক্ত বৈষ্ণবের মতবাদের বিশেষ কিছু পার্থক্যকে মুখ্যভাবে প্রদর্শন করে যাঁরা তৃপ্তি বোধ করেন, তাঁদের ধারণা যে ভ্রান্তিবিলাস মাত্র এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্বৈষ্ণববধূ প্রাণনাথ (১৮)। তিনি ত্রিবিধ তাপতপ্ত জীবের উদ্ধার হেতু অবতীর্ণ (১৭৭)। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের কথা তাঁর সাধন নাম সংকীর্ণ প্রধান। বিবিধভক্তিসংযোগমাবির্ভাবয়িতুং শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানাবিরাসীৎ। ‘কুলজাতি নিরপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ’ এই উক্তি কবিকর্ণপুরের বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৪৪৮

শ্রীচৈতন্য প্রিয়াবেশের অবশেষে অত্যন্ত মনোরম মূর্তি ধারণ করেন নৃত্য সময়ে (১১২৪)। শ্রীরাধা ভাবে শ্রীচৈতন্যকে মহাকাব্যে

গমনাগমন বিষয়ে কর্ণপুরের নির্ধারণ

- ১। সম্রাটের পর পুরীতে আঠার দিন মাত্র স্থিতি
(মহাকাব্য ১২।৯৪)
- ২। দাক্ষিণাত্য যাত্রা। শ্রীরক্ষক্রে চাতুর্মাশ্র (১৩।৩৫)
- ৩। সেতুবন্ধ যাত্রা, সেই পথে গোদাবরী তীরে (১৩।৩৫)
এক বৎসর পর প্রত্যাবর্তন।
- ৪। স্নানযাত্রার পূর্বে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন (১৩।৫০)
(এই হিসাবে ১৪৩২ ও ১৪৩৩ শক রথযাত্রা দর্শন হয় নাই)
- ৫। ১৪৩৪ স্নানযাত্রা দর্শন পরে অদর্শনে গোদাবরী তীরে
রামানন্দ সঙ্গে পুনরায় মিলন। (১৩।৫৭ ও ১৩।৬০)
- ৬। ১৪৩৪ শক হেমন্তে রামানন্দ সহ শ্রীচৈতন্যের শ্রীক্ষেত্রে
প্রত্যাবর্তন। (১৩।৬০)
- “বহুতীর্থভ্রমণকারী স্মহান্ পুণ্যপয়োনিধি” গোবিন্দ এসে
পরিচর্যায় নিযুক্ত হন। (১৩।১৩০-৩২)
- সেন শিবানন্দের পর স্বরূপদামোদর (পুরুষোত্তম আচার্য)
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। (১৩।১৩৭-১৪৪)
- ৭। ১৪৩৫ শকে সম্রাটের ৫ম বর্ষে বিজয়াদশমীর দিন গোঁড়ে
যাত্রা। (১৩।৫)

মহাকাব্যে ১৯।৬ হইতে ২০।৩৪ পর্যন্ত গোঁড়ে যাতায়াত বর্ণনা।

- ৮। বৃন্দাবন গমন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন (২০।৩৫-৩৭) সংক্ষিপ্ত
বর্ণনা। কাল হিসাবে সাড়ে তিন বৎসর গমনাগমন।
কর্ণপুর বলেন তিন বৎসর। শক হিসাবে ১৪৩১, ১৪৩২,
১৪৩৩, ১৪৩৫, ১৪৩৬ ও ১৪৩৭ শক প্রতিবৎসরই কিছু
গমনাগমন, অতএব কৃষ্ণদাস বলেন, ছয় বৎসর গমনাগমন।

৯ “শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং মহাকাব্যম্” রচনার কাল গ্রন্থের শেষে—

বেদারসা ঋতয় ইন্দু রিতি প্রসিদ্ধি
শাকে তথা খলু শুচৌশুভগে চ মাসি ।
বারে সুধা কিরণ নান্নাসিত দ্বিতীয়া
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুগ্ধ ॥

১৪৬৪ শক আষাঢ় মাস সোমবার কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় ।

১০ । চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের শেষে দেখা যায়—

শাকে চতুর্দশকে রবিবাজিমুক্তে
গৌরোহরির্ধরনিমগ্নে আবিরাঙ্গীৎ ।
তপ্পিংশচতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলা
গ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমশ্রু বক্তৃতাং ॥

১৪০৭ শকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব । আর সেই ১৪৯৪ শকে তাঁর এই লীলা গ্রন্থের আবির্ভাব ।

কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর সম্মাসের ৬৭ বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্ রচনা সময়ে ১৭১৮ বৎসর হইলে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক রচনার সময় তাঁর বয়স ৪৮ বৎসর । গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা ১৪৯৮ শকে সমাপ্ত হয়েছে ।

এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ত্বের প্রথম প্রকাশ বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে ১২৯১ সালে । সম্পাদনা করেন শ্রীরাম নারায়ণ বিচারত্ব অম্ববাদও করেন তিনি । বর্তমান প্রকাশনে ঔ বিষ্ণুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের স্বহস্ত সংশোধিত অধুনা চালতাবাগান গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সেই প্রাচীন গ্রন্থই প্রধানতম অবলম্বন । বরাহনগর পাঠবাড়ীর পুঁথিশালার ৩৯০১ সংখ্যক পুঁথি-খানাও আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করেছে । যারা গ্রন্থ দ্বারা এবং উপদেশ প্রদান করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন তাঁদের আন্তরিক

কৃতজ্ঞতা জানাই। কল্যাণীয়া শ্রীমতী জয়শ্রীমা আমার এই চূর্ণিত গ্রন্থের
অনুলিপি করেছে আর পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান নটরাজ কিশোর
গোস্বামী বাবাজীবন ধৈর্য সহকারে প্রুফ দেখে গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা
করেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি এদের মঙ্গল
হউক। শ্রীভূমিতে আমার প্রতিবেশী অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
মহাশয়ও আংশিক প্রুফ দেখে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ
করেছেন। এই গ্রন্থের জন্ম শ্রীশ্রীহরিসভা অর্থানুকূল্য করে বৈষ্ণব
সাহিত্য প্রকাশে যে উপকার করেছেন তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে
থাকবে।

পরিশেষে শ্রীচৈতন্যের চরণচিস্তামণি সমুদভাসিতান্তর সঙ্গদয়
ভক্তবৃন্দের চরণে প্রার্থনা করি, তাঁরা অদোষদর্শী স্বভাবকৃপালু, অতএব
এই গ্রন্থ সম্পাদনে যে সকল দোষত্রুটি হয়েছে, ক্ষমার দৃষ্টিতে দর্শন
করে আমাকে কৃতার্থ করবেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশ্যদ্বাদশাস্ত্রন
শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী



শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোজয়তি ॥

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভূবি পুরা সচ্চিদানন্দসাম্প্রো
গৌরাদীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননৰ্ত্ত ।
তাসাং শব্দদ্ব্যুতরপরীরন্তসন্তোদতঃ কিং
গৌরাজঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালংকমানঃ ॥১॥

যস্তাজ শ্রীমধুরিমপরীনাহ পীয়ুষসৈকৈ
ভাস্বচ্চামীকরজলময়ৈঃ শাস্তুনিঃশেষতাপৈ
র্যস্য শ্রীমৎপদজলরুহান্মাকরন্দ প্রবাহৈঃ
সাক্ষাৎ প্রকালিতমিব জগচ্ছবদানম্যতাং সঃ ॥২॥

জানুপ্রাপ্ত প্রসূমর ভুজাদগু মুচ্চগুচগু—
ছোত শ্রেণীপটুতর মহোমণ্ডলী মণ্ডিতাজম্ ।
আকর্ণাস্তুঃ স্থলিত—ললিতাপাঙ্গ মত্যস্তুরজ্য—
দৃগুণাভোগং মৃগপতিশতাক্রীড়মানং ভুজামঃ ॥৩॥

সচ্চিদামর ঘন শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণ পুরাকালে শ্রীবৃন্দাবনে সমবর্ণা
গৌরাদী রমণীকুলের সহ নৃত্য করিয়াছেন। তিনিই কি সেই গৌরকান্তি
গোপহৃদয়রীতিগের নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় আলিঙ্গন জনিত অঙ্গহর্দনে শ্রীগৌরাজ
হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে বিরাজ করিয়াছেন ? ॥১॥

ধীর অঙ্গের উজ্জল স্বর্ণব্রহ্মদণ্ড মাধুর্য্যাবৃত-সেকধারা সর্বতাপ নিঃশেষে
দূর হয়, ধীর পাদপদ্ম বিগলিত মধুধারায় দৃশ্যজগতের জড়তা প্রকালিত হয়,
সেই শ্রীগৌরাজকে আমি নমস্কার করি ॥২॥

ধীর জাহ্নবিলবিত বাহুদণ্ড মনোহর, অগাধ আকর্ণবিন্দুত, অত্যন্ত

যস্য শ্রীমদ্বখমণি সূধা রশ্মি রম্য প্রকাশে—
 ত্রৈলোক্যাস্তু ভঁটিত জড়িমঙ্কালনার্যোন্মিষান্তঃ ।
 স্বীয় প্রেমাসুধি লহরিকাপূর পূরণে ভূয়ো
 জাড্যং চক্রে তমিহ তদহো সেবতাং জীবলোকঃ ॥৪॥

স্বীয়ৈলীলাবিলসিত রসৈঃ পাদসেবাবিলাসৈ
 লীলোন্মাদসৈর্যদয়মকরোংপূর্ণপূর্ণাং ত্রিলোকীম্ ।
 মনো ভূয়স্তদিহ করুণা সৈব নিত্যং নবীন
 ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণমতুতরাং তামিমাং জীবলোকঃ ॥৫॥

যত্র শ্রীমদ্বধুরিমময়ী কান্তিরেবা জগাম
 ব্যাহারাস্তং গুরুকরুণতা পূর্ণতামাগতাসীং ।
 বৈদক্ষীয়ং নিখিলশুভগা হস্ত নির্বাহমাণা
 গৌরাজস্য প্রণম তদিদং পাদপাথোজ যুগ্মম্ ॥৬॥

রক্তিমাভ গণ্ডহল, প্রচণ্ড মার্ভণ্ডের ছায় জ্যোতিঃমণ্ডলে ধীর অঙ্গ বিমণ্ডিত,
 শত শত সিংহের বিক্রমে ক্রীড়াশীল সেই শ্রীগৌরাজকে আমি ভজন
 করি ॥৩॥

ধীর শ্রীমণ্ডিত পদনখমণির সূধামাখাচ্ছটার রমণীয় প্রকাশে ত্রিলোকের
 চিন্ময়ভোগজড়তা অজ্ঞান দূর করিয়া নিজ প্রেমপারাবারের তরঙ্গাঘাতে
 ত্রিলোকের অপার্থিব জড়তা বিধান করিতেছে অহো জীবগণ, সেই শ্রীগৌরাজ
 প্রভুর সেবা কর ॥৪॥

আমার মনে হয়, ভগবান গৌরাজ নিজলীলায় বিলসিত রসধারা
 পাদসেবা বিলাস নৃত্যের উল্লাসে ত্রিলোক পূর্ণ করিয়াছে। উহা তাহার
 অভিনব এক করুণার প্রকাশ। বারবার সেই রূপকে জীবগণ প্রণাম
 করুক ॥৫॥

ধীর অঙ্গের কান্তিমাধুরী বর্ণনাতীত পরম গরিষ্ঠ করুণা পূর্ণরূপে
 বিলসিত বৈদক্ষী ধীর সীমাতীতশরী সেই গৌরাজের চরণ কমল যুগলে প্রণাম
 কর ॥৬॥

চিত্রং ভাবদৃশুগজলনিধেশুশ্চ লাবণ্যধামো—
বৈদধ্যাদেৰ্গবমপি সুধীৰ্ভাষিতুং কঃ সমর্থঃ ।
স্বীয়াং শক্তিং দ্বিগুণগুনিভাং চেদ্বিধায়ৈষ বক্তুঃ
শক্তঃ শক্তঃ স্বয়মপি নহি ত্রীলগৌরাজচন্দ্রঃ ॥৭॥

অশ্চ ত্রীমদ্রজবরবধু প্রাণনাথশ্চ লীলা—
লাবণ্যাঢ্যং তরুণিমশুধাসমুত্তং তং বিলাসম্ ।
যে তং পদানুজমধুকরা বক্তুতো হস্ত তেষাং
শ্রদ্ধা কোপি প্রচলহৃদয়শ্চাপলাদেষ বক্তি ॥৮॥

কাসৌ তত্তদ্বিবুধনগরীচক্রচূড়ামণীনাং
ব্রহ্মাদীনাং মুকুটপদবীরত্ননীরাজিতাঙুত্রিঃ ।
চাপলৈক্যপ্রবণহৃদয়ঃ কাহমত্যন্তমুগ্ধ
স্তং কারুণ্যং মহদ্বিত্তি কদাপ্যেয সন্দির্ন হেয়ঃ ॥৯॥

আশ্চর্য্য সেই গুণের সাগর লাবণ্যের ধাম গৌরাজের লীলা বৈদধ্যার
লেশমাও বর্ণনা করিতে পারে কোন্ পণ্ডিত ? ত্রীগৌরাজ নিজেই নিজের
শক্তিকে দ্বিগুণিত করিয়া বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন তাহা হইলেও সমর্থ হইবেন
ইহা বলা যায় না ॥৭॥

গৌরাজ চরণকমলভূজগণের গুণগান শ্রবণে চঞ্চল হইয়া ব্রজবরবধু-
গণের প্রাণনাথ ত্রীকৃষ্ণের লীলালাবণ্যাঢ্য তারুণ্যমুধাসিক্ত গৌর বিলাস
কথা বর্ণনায় এই ব্যক্তি আমি প্রবৃত্ত ॥৮॥

স্বর্গলোকের দেবতাগণের চূড়ামণি ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজের মুকুট-
মণিহারী ঝাঁহার পাদপদ্মের আরতি করিয়া থাকেন। সেই হৃদয়
বহুকুল-তিলক কৃষ্ণই বা কোথায় ? আর স্বভাবতঃ চঞ্চল মূঢ়
মতি আমিই বা কোথায় ? তবে এক কথা করুণা নিধানের
কারুণ্য বশতঃ কখনই এ ব্যক্তি সাধুদের কাছে হেয় হইবেন
না ॥৯॥

যদ্যদৃষ্টং শ্রুতমপি চ যন্তস্তু লীলাবিলাসৈ
 স্তত্ত্বংপ্রাপ্তৈরতিশয়মহামুচ্চিন্তায় যন্তে ।
 ভূয়ো ভূয়ঃ কথিতমিতি যৎ যদ্ধত্তং তত্র তত্র
 ক্ষুদ্রোয়ং তৎ কথয়তি কিয়ন্তৎকৃপায়াবশঃ সন্ ॥১০॥

সংপূর্ণোয়ং ভবতি যদি বা নোত্তমস্তেন কিং মে
 যাবস্তাবৎ প্রভুবিলসিতোৎকীর্ণেন ভূরি ভাগ্যম্ ।
 যদ্বা শক্তেঃ সমমভুবদন্ নৈব হাস্যায় সোহয়ং
 যস্ম্যন্নৈতৎচরিতমখিলং ব্রহ্মণোপি প্রমেয়ম্ ॥১১॥

যত্তেতন্নিম্নহহ ভবিতা দুষণং ন প্রমাদাৎ
 কিস্তিস্তন্নিম্ন খলু সুধিয়ামাগ্রহো জাতু ভাবী ।
 যন্তে শ্রীমচ্চরণকমলদ্বন্দ্বগাথানুমত্তা
 স্তস্মাদেবু ক্ষণমপি ন মে বর্ততে কাপ্যপেক্ষা ॥১২॥

আমি অতি ক্ষুদ্র এবং অতিশয় মুঢ়মতি অতএব প্রভুর
 লীলা বর্ণনে আমার কিছু মাত্র শক্তি নাই, তবে তাঁহার কৃপা
 বশীভূত হইয়াই দেখা ও শুনা চরিত্রের বিষয় কিছু কিছু বর্ণনা
 করিতেছি ॥১০॥

যদিও আমার এই উত্তম নিফল হয়, তথাপি প্রভুর বিলাস বর্ণন জন্ত
 যে সৌভাগ্যের উদয় হইবে তাহার প্রতি আর কোন সন্দেহ নাই ।
 অথবা আমি শক্তি অল্পসারে বর্ণন করিলেও হাস্যাস্পদ হইব না,
 কারণ গৌরাজ চরিত্রের পরিমাণ করিতে ব্রহ্মাদিও সমর্থ হয়েন
 নাই ॥১১॥

প্রভুর লীলা বর্ণন করিতে উত্তম হইয়া আমার গ্রহে যদি ভূরি ভূরি
 দোষ থাকে তাহা হইলেও পণ্ডিতেরা কখনও সে সকল দোষ গ্রহণ করিবেন
 না, কারণ পণ্ডিতগণ ভগবচ্চরণের কথা রূপে উদ্ভূত, স্তবরাং তাঁহাদের জন্ত
 আব আমার কি অপেক্ষা ? ॥১২॥

শ্রীমদ্বন্দ্বানবরবধুপ্রাণনাথঃ সমন্তং
বিশ্বং প্রেমামৃতলহরিভিনির্ভরং প্লাবয়িত্বা ।
তত্তল্লীলামৃতমপি মুহুঃ স্বাদয়িত্বা বিশেষং
ভূয়স্তাসাং নিকটমগমন্তদ্বিয়োগাক্ষমোসৌ ॥১৩॥

ইথাং তত্তদ্বিলসিত সুধাপূরমাশ্বাচ্চ ভূয়ঃ
শিক্ষাব্যাজাং প্রথিতকরণে হস্ত হস্তদর্ধানে ।
এতৎপ্রাণাঃ ইহা জীবনৈঃ সংবিসৃষ্টাঃ
কেচিদ্রুমৌ করুণকরুণাঃ সন্তি কেচিৎ প্রযাতাঃ ॥১৪॥

হা গৌরাজ প্রিয়তম হহা হা প্রভো দীনবন্ধো
হা হা কষ্টং নিজ-ধন-জন-প্রাণ-জাতি-স্বরূপ ।
ইথাং ভূয়ঃ করুণ করুণঃ ক্রন্দতাং বাকপ্রবন্ধ
শ্চিত্তং ভিত্তীরপিচ শতধা হস্ত সত্যঃ করোতি ॥১৫॥

গোপাঙ্গনাগণের প্রাণবন্ধু সেই হরি একবার প্রেমামৃত লহরীতে
জগৎকে পরিপ্লুত করণানন্তর পূর্বলীলামৃত বিশেষরূপে আশ্বাদন করাইয়া
তাঁহাদের বিরোগ সহনে অক্ষম হইয়া পুনরায় তাঁহাদের নিকট গমন
করিয়াছিলেন ॥১৩॥

হরি এইরূপে নবদ্বীপে বিরাজ করিয়া লোক শিক্ষাচ্ছলে ধারাবাহী
বিলাস সুধার আশ্বাদন করত কালক্রমে অভ্যর্হিত হইলে তদীয় ভক্তগণ
কতকগুলি জীবনাবশেষে কেহ রহিলেন আর কেহ তাঁহার অঙ্গগমন করিতে
বাধ্য হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে প্রাণপ্রিয়! হে
দীননাথ! হে প্রভো! হে গৌরাজ! হে করুণাময়! তুমি আমাদের
ধন, জন, প্রাণ ও জাতি স্বরূপ হইয়া আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া
কোথায় গেলে? তখন তাঁহার অহুচরগণের এইরূপ কষ্টকর বিলাপ-
স্বর শ্রবণ শ্রোতৃবর্গের হৃদয় ভিত্তিকে একেবারে শতধা বিদীর্ণ করিতে
লাগিল ॥১৪॥১৫॥

কেচিং কেচিদ্ধ বিকলিতান্তদ্বিয়োগাশ্রিতাপৈ—

দৃষ্ট। বিশ্বং প্রলয়সময়প্রায়শূন্যাতিশূন্যম্ ।

অন্তর্বাষ্পব্রণশতকৃত্যং বেদনাং তৈবিল্যাপৈ—

দূরীকর্তুং রুরুত্বরসকৃদ্বাহহেতুচ্চনাদৈঃ ॥১৬॥

হাহা লীনা ভবতি সততং ক্লোভ শোকাগ্নি পুরে

হাহা প্রাণ প্রিয়তম ভবদ্বিপ্রয়োগে ধরিত্রী ।

পূর্ব্বং যাসৌ তব চরণয়োঃ স্নিগ্ধমুগ্ধে বিহারৈঃ

স্নিগ্ধেরাসীং স্কৃতস্কৃত্য ধন্য ধন্যাত্তি পুণ্যা ॥১৭॥

কিং কিং তস্মাদহহ স্কৃতং দীর্ঘ দীর্ঘং সমস্তা—

চ্চক্রে পৃথী তব পদরসৈর্ঘং প্রকৃষ্টা রসাসীং ।

হাহা সংপ্রত্যপি বিরহিতা হস্ত সর্ব্বংসহেতি

স্বীয়ং নাম প্রকরণ বশাদদ্বিতার্থং চকার ॥১৮॥

কেহ কেহ তাঁহার বিরহাগ্নি সন্তাপে তাপিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া
প্রলয় কালের জ্ঞায় এই জগৎকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ
মর্ম্মভেদনী বেদনা শাস্তি করিবার জন্য অত্যাচরণে হাহাকার শব্দে রোদন
করিয়াছিলেন ॥১৬॥

কেহ কেহ কহিতে লাগিল হে প্রিয়তম ! পূর্বে এই ধরণী তোমার
পাদপদ্ম স্পর্শে স্নিগ্ধ হইয়া পুণ্যবতী ও ধন্য এই নাম ধারণ করিয়াছিল,
একণে সেই মহীয়শুল তোমার বিরহে সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ ও শোকাগ্নি প্রবাহে মগ্ন
হইতেছে ॥১৭॥

কেহ কেহ কহিতে লাগিলেন হে প্রভো ! আর কি বলিব দেখ এই
পৃথিবী ইতিপূর্বে প্রাক্তন পুণ্য বলে তোমার পাদস্পর্শে অপূর্ব্ব রসাদান
করিয়া 'রসী' এই নাম ধারণ করিয়া এখন নিজের সর্ব্বংসহা নামের সার্থকতা
সম্পাদন করিয়াছে ॥১৮॥

হাহা নাথ প্রিয়তম মনোনাথ কারুণ্য সিদ্ধো
 নিঃসীমাগঃ শমনদয়িত প্রেষ্ঠ হাহা হতাঃ শ্বাঃ
 সর্বো লোকস্তব চরণয়ো বিপ্রয়োগেহতি দুর্গে
 লীনো দীনঃ স্বসতি পরমৈর্হৃদ্ধতানাং সমূহৈঃ ॥১৯॥

যে যে শ্লিষ্টাঃ পরম সুহৃদন্তে ত এব প্রযাতা—
 স্তে তে ধন্যাঃ প্রভুচরণয়োঃ প্রেমমাত্রৈক সাধ্যাঃ ।
 হা ধিক্ কষ্টং প্রভুমপি চ তং তং চ সঙ্গং সমেত্য
 প্রাণান্ত স্তদ্বিরহবিকলাঃ সন্তি হা ধিক্ কঠোরাঃ ॥২০॥

যে তৎশ্রীমৎপদ কমলয়োঃ সৌরভীং মাধুরীং বা
 তামাসাশ্রু ক্ষণমপি ন যৎ সর্বমেব ত্যজন্তি ।
 তে বা কষ্টং কিমুত পশবঃ কিং নু বৃক্ষা বিরূঢ়াঃ
 কিং গ্রাবাণঃ শিব শিব নবা চেতনাভিবিহীনাঃ ॥২১॥

কেহ কেহ কহিল হে নাথ ! হে প্রিয়তম ! হে কারুণ্যময় ! হে পুরুষ
 শ্রেষ্ঠ ! হে অপরাধ ভঞ্জন ! হে দয়িত ! হে প্রেষ্ঠ ! তুমি দেখিতেছ না
 যে জনগণ তোমার পাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ইতর সামান্যের ছায় পাপ
 পরবশে সন্দেশ দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করিতেছেন ॥১৯॥

আর কেহ কেহ ইহাও কহিতে লাগিলেন, ঐহার প্রভুর পাদপদ্মের
 প্রেমে অত্যন্তবশ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমাত্মীয়
 পরম সুহৃদ এবং তাঁহারাই বন্ধু, আর আমরা প্রভুর অদর্শনে বিকলেদ্রিয়
 হইয়াও মৃত্যু লাভ করিতে পারিলাম না, অতএব বুকিলাম প্রাণের মত
 কঠিন আর কিছু নাই ॥২০॥

ঐহার প্রভুর পাদপদ্মের গন্ধে মাধুরী লাভ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত
 বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিতেছেন না, হা কষ্ট, তাহাদিগকে, পত, ত্রু-বৃক্ষ
 ও চেতনাবিহীন পাবাণ বলিলেও অতুক্তি হয় না ॥২১॥

যং পাদাস্ত্রোক্রহ যুগ রসাস্বাদনেনৈব তৃপ্তা —
 স্ত্যজ্জৈ কাস্তং ধনজনগৃহং প্রেমমাত্রৈক সাধ্যাঃ ।
 দীনাঃ সন্তুঃ পরমকৃতিনো হন্তু সন্তুঃ সমস্তাং
 কাস্তারাস্তুগিরিষু বিপিনেদেবমেবং চরন্তি ॥১২॥

শ্রীমৎপাদাম্বুজ যুগরসং চক্ষুযাগীয় গন্ধং
 তস্ত্যাত্রায় প্রণয় মধুরং প্রেমসীধুঞ্চ পীত্বা ।
 আশ্বাদৈ্য তদ্বচন মধুরং হন্তু কো জীবলোক —
 স্ত্যবিচ্ছেদং শিব শিব হা হা কথং হন্তু সোঢ়া ॥১৩॥

অত্ৰাপ্যেতচ্চরণকমলদ্বন্দ্বগন্ধেন সর্বৈ
 ত্যক্তাসঙ্গা নিরবধিগলং সর্ববন্ধাঃ সমস্তাং ।
 শৈবরং শৈবরং নটনরভসৈঃ কীর্তনৈঃ সঞ্চরন্তো
 বর্তন্তে তদ্বিরহদহনং কঃ সহেতাস্ত্য তস্য ॥১৪॥

প্রেমের বশবর্তি হইয়া প্রভুর পাদপদ্মের মকরন্দ পানে পরম পরিতৃপ্তি
 লাভ করত ষাঁহার অকিঞ্চনের ছায় কখন কাস্তারে, কখন গিরিগল্লরে কখন
 বা কাননে বিচরণ করিতেছে তাঁহারাই পরমকৃতী পণ্ডিত ॥২২॥

ষাঁহার গৌরান্দেবের পাদপদ্মের মধু চক্ষুদ্বারা পান ও নাসা দ্বারা
 তাঁহার সৌগন্ধ্য আত্মাণ, কর্ণদ্বারা তাঁহার বাক্যামৃতের আশ্বাদন এবং মনো
 দ্বারা তাঁহার প্রণয় মধুর প্রেমামৃত পান করেন, তাঁহাদিগকে কি আর কোন
 প্রকার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ॥২৩॥

ষাঁহার গৌরান্দেবের বিরহ বেদনা অতি দুঃসহবোধ করিয়া তাঁহার
 পাদপদ্মের মকরন্দ গন্ধে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া সর্ব সঙ্ক
 করিয়াছেন, তাঁহারাই জীবন্তের ছায় স্বচ্ছ চিত্তে নৃত্য ও নাম সংকীর্ণন
 করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার বিরহাগ্নি তাহার কিরূপে
 সহ করিবে ? ॥২৪॥

কথয়া দৃষ্টৌ তৌ পরমকরুণৌ হস্ত চরণৌ
কথং বা দম্ভোলিপ্রকরকটিনোয়ং বত জনঃ ।
কথং বা তৎপ্রেম্নঃ পদময়মহো তিষ্ঠতি চ বা
কথং তদ্বিচ্ছেদে শিব শিব বিধের্বৈশসমিদম্ ॥২৫॥

জগচ্ছূণ্যং মন্যে ক্ষিতিরপিচ ছুঃখাগ্নিনিবহে
বিলীনা লীয়ন্তে সকল মনুজাস্তত্র বিকলাঃ ।
তথাপ্যোতে প্রাণাঃ শিব শিব ন গচ্ছন্তি বিধুরা
অহো চিত্রং শিব শিব বিধির্বাম চরিতঃ ॥২৬॥

অহো অতাপ্যস্ত প্রিয়গুণগনানাং লবমপি
ক্ষণং সংশ্লিস্তঃ কতি কতি ন দেহত্যজ ইহ ?
সদা শ্রদ্ধা দৃষ্টা সততমমুভূয়াপি চ স্মৃৎ
বিনা তং জীবামঃ শিব শিব মহদুদ্ভুতমিদম্ ॥২৭॥

গৌরান্ধ দেবের করুণার নিদান সেই চরণদ্বয় কিপ্রকারে দেখিতে পাইব,
আমার হৃদয় বজ্রতুল্য কটিন, কি প্রকারেই বা আমি তাঁহার প্রিয় হইব,
আর এই সমস্তের অভাবে কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিব ? ॥২৫॥

হায় ! জগৎ শূন্য প্রায় হইল, মানব মণ্ডলী ভূমণ্ডলের সহিত
গৌরান্ধদেবের বিরহাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল, কটিন প্রাণ অবসন্ন হইয়াও
গমন করিতেছে না, অতএব বুঝিলাম বিধাতা বাম হইলে এইরূপ দারুণ
ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে ॥২৬॥

ঐহারা সেই গৌরান্ধের গুণের লেশমাত্র শ্রবণ করে তাহাদের আর মৃত্যু
মুখ দর্শন করিতে হয় না, হা দিক, আমরা সর্বদা তাঁহার গুণ শ্রবণ ও
তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন লাভ সুখানুভব করিয়াও এক্ষণে তাঁহা ব্যতীত জীবিত
রহিলাম, হায় ! আমাদের একি স্মরণাপাণ ? ॥২৭॥

অহো ধনৈবেয়ং ক্ষিতিরতিতরাং শ্রীচরণয়ো
রসৈঃ পূর্ণা নান্না গুণগণমহিন্না চ মহতা ।
তদেতদ্বিচ্ছেদানলবিদলিতেয়ং দলতি নো
ন জানীমঃ সীমাং বিধিবিলসিতস্য ক্ষণমপি ॥২৮॥

ইতীহোষ দীর্ঘং শ্বসিতমিদমুচ্চৈঃ প্রলপিতং
বপুঃ ক্ষীণং ক্ষীণং নয়নজলমতাস্তু বহুলম্ ।
বহন্তোমী শ্বত্বা প্রিয়গুণগণং ভূরি করুণং
রুদন্তো বিশ্রান্তং বত মুমুহুরাশ্চর্য্যামিতি তৎ ॥২৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
প্রথমঃ সর্গঃ ॥

পূর্বে যে পৃথিবী গৌরান্ধদেবের চরণ মকরন্দপাতে ও প্রভুর গুণসমূহ এবং
মহিমাতে পরিপূর্ণ থাকায় লোকে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিত, অতঃ সেই
ধরণী তাঁহার বিচ্ছেদানলে আমাদের ছায় দলিতা হইয়াও বিদীর্ণা হইলেন
না, অতএব বিধাতার ক্ষণ বিলাসের কথাও আমরা অবগত নহি ॥২৮॥

করুণা নিধান ভগবান সেই গৌরান্ধদেবের তিরোভাব হইলে সকলেই
দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, অধিক অশ্রুপাত ও
প্রিয়ের গুণ স্মরণে বিলাপ বাক্যের আলাপ করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে
তাঁহাদিগের মুচ্ছা হইতে লাগিল । অহো আশ্চর্য্য ! ॥২৯॥

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

ইয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী
দিবোপি দিব্যাদপি নিশ্মলৈশ্চ নৈঃ ।
মহাস্তি রত্নানি যদা দধাত্যতো
দধৌ নবদ্বীপমতীব দুর্লভম্ ॥১॥

অনেকধা সঞ্চিত ভাগ্যসঞ্চয়ং
সমস্তমেকত্র বিধায় সর্বতঃ ।
মহীকুহৈরুৎপুলকেয়মুৎসুকা
দধৌ নবদ্বীপ ইতি প্রথাং কিম্ ॥২॥

প্রভু কদা বাবতরিশ্চতীত্যদো
বিচিন্তয়ন্ত্যা মনসি প্রকল্পয়া
মনোরথাক্রান্তিবশাদনেকশঃ
সতাং পদাজ্ঞানুগতির্যয়া দধে ॥৩॥

ইয়ং নবদ্বীপমিষেণ মেদিনী
দধার ভূয়ো মথুরামিবাপরাম্ ।
বদেদমুখ্যাঃ স্কৃত্তানি কোহু বা
প্রভোঃ পদম্পর্শরসাকুলাত্মনঃ ॥৪॥

পরম ভাগ্যবতী এই বসুমতী দেবতা ও স্বর্গ হইতেও গরীমসী হইয়াছে
এবং নানাবিধ রত্ন ধারণ করায় ধরণীর যে গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল তদপেক্ষা
দুর্লভ নবদ্বীপকে ধারণ করিয়াছে ॥১॥

নানা স্থান হইতে সেই ভাগ্য একত্র সমাবেশিত করিয়া নবদ্বীপ নামে
নবীন নগরী ইহাকে ধারণ করাতেই কি ধরিয়া সর্বদা বৃক্ষ ধারণচ্ছলে
পুলকিত হইয়াছে ॥২॥

প্রভু, ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন ইহা শ্রবণ করিয়া ধরার মনে আর
আনন্দ ধরে না, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন প্রভু, কবে নবদ্বীপে উদয়

আপ্লাব্য যা ধূর্জটসজ্জটাতটীং
কপালমালাচ্চটয়া সমন্বিতাম্ ।
শশাঙ্কলেখা প্রতিবিম্ব রূপিনী—
মলকপূর্ব্বা শফরীং সমাসদং ॥৫॥

প্রভোঃ পদান্তোজযুগম্ পাবনী
ধারা মনোজ্ঞা মধুনো মহীয়সঃ ।
চকার যত্রাস্পদমুৎসুকা সতী
সমন্ততোহসৌ বিমলাম্বুবাহিনী ॥৬॥

দ্রব স্বরূপাপি ভবাক্রিশোষিণী
স্তূত্রাপি যাসীদ্ধৃৎকৃষ্ণবিগ্রহা ।
ক্ষিত্যশ্রিতাপি ছানদীতি বিশ্রুতা
ভ্রমাপহাপি ভ্রমিবিভ্রমাবহা ॥৭॥

সেয়ং নবদ্বীপভুবো মহীয়সীং
শোভামিবাধায় তদন্তুবাসিনী ।
প্রভোঃ পদান্তোজযুগম্ সৌরভ—
প্রাপ্তৌ বভূবোৎকলিকাকুলীকৃতা ॥৮॥

(চতুর্ভিঃ কলাপং)

হইবেন, কবেই বা এই নবদ্বীপ মথুরার ত্রায় পবিত্রতা লাভ করিয়াছে বলিয়া
ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শরসে আকুল পৃথিবীর পুণ্য সকল, লোকে কীর্ত্তন
করিবে। ধরণী এইরূপ ধ্যান করিতেছেন, এদিকে ধূর্জটের জটাজুট
নিবাসিনী জ্বরধুনী গৌরানন্দেবের আগমন বার্তা শ্রবণে তাঁহার পাদপদ্মের
মধুর ধারা স্পর্শ জন্ম জুখাহুভব ও তাঁহার পাদপদ্মের সৌরভ আভ্রাণ
করিবার নিমিত্ত যিনি পূর্বে কপালমালী মহাদেবের মৌলি মধ্যস্থিত
চন্দ্রলেখা স্বরূপ শফরীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি আজ তাহা পরিত্যাগ
পূর্ব্বক নবদ্বীপের শোভা সম্পাদন করিবার জন্ম আসিয়াছেন। যিনি

বসন্তি যত্র ক্ষিত্তিদেবসন্তমাঃ
সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ ।
নিরন্তরং বেদবিধান কৰ্ম্মশু
শ্রুতিস্মৃতীনাং বিধয়ঃ শরীরিণঃ ॥৯॥

প্রভাবভাজাং ভিষজাং মহন্তমাঃ
স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বিশাং বরাঃ পরে ।
প্রতিষ্ঠয়া নিঃসহস্তুভয়া সদা
সমম্বিতা যত্র বসন্তি মানবাঃ ॥১০॥

যমেতমদ্বৈতমহাশয়ঃ স্বয়ং
সতাং মতিয়া মহিতো মহীয়সা
অলঙ্কারৈতৎ যদীয়ভাবতঃ
প্রভূর্ধরগ্যাং মনুজৈর্বিলোকিতঃ ॥১১॥

উবাস যত্রানিশমতু্যদারধী—
রধীত সর্বগমবেদ কোবিদঃ ।
সতাং বরিষ্ঠঃ পরমো মহাশয়ঃ
শ্রীবাস নামা দ্বিজবংশ চন্দ্রমাঃ ॥১২॥

দ্রবস্বরূপ হইয়াও সংসার সমুদ্র শোষণ করেন, যিনি শুভ্রা হইয়াও কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন যিনি বসুধাশ্রিতা হইয়াও ভ্রমি অর্থাৎ আবর্তের বিলাস সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই বিমলানু বাহিনী নবদ্বীপের শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করত, তাহার প্রান্তভাগে পূর্বেই প্রবাহিতা হইয়াছেন ॥৩৪॥৫॥৬॥৭॥৮

নবদ্বীপ শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত ক্রিয়া কলাপে মুক্তিমান সদাচার পরায়ণ ভূদেব ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান । উত্তমবৈদ্য, স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্য ও শূদ্র প্রভৃতি মানবগণ স্ব স্ব জাতীয় স্বভাব এবং জাতীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক নবদ্বীপে আছেন । অপার মহিমা অদ্বৈত মহাশয় ভাবে অভিভূত হইয়া জন্ম দ্বারা নবদ্বীপকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন । উদারচেতা সর্ব বিদ্যা

বভৌ মহাবংশসমুদ্ভবঃ সুধী
 রনেকবিদ্যাসুধিপার পণ্ডিতঃ ।
 দ্বিজাতিবংশৈকবতংসবদ্যতঃ
 শ্রীমান্ জগন্নাথ ইতীহ বিক্রান্তঃ ॥১৩॥

গুণৈঃ সমন্তৈরয়মেব শুদ্ধধী—
 রধীতবেদো বরণীয় এব হি ।
 ইতীহ নীলান্বর চক্রবর্তীনা
 বরায় যস্মৈ সুধিয়া সুতাপিতা ॥১৪॥

শচীতি নাম্নাতিশুচেরচীকল্প—
 দৃগুণেন সৌশীল্যরসেন তেহনয়া ।
 প্রতিষ্ঠয়া শুদ্ধতমাং গরিষ্ঠতাং
 শচী হি যাং নাপ পুরন্দরপ্রিয়া ॥১৫॥

উপেত্য তং মিশ্রপুরন্দরাহ্বয়ং
 নিসর্গযোগ্যং পদবীমুপাশ্রিতম্ ।
 বভৌ শচী চন্দ্রকলেব নিত্যশঃ
 শচী সমাসাচ্চ পুরন্দরং যথা ॥১৬॥

বিশারদ পরম ধার্মিক ও দ্বিজকুল তিলক শ্রীবাসের নিবাস । সেই নবধীপে মহাবংশ সত্ত্বত অনেক বিদ্যাসুধিপারগ, দ্বিজকুলাবতংস, শ্রীমান্ জগন্নাথ মিশ্র বাস করিতেন । সমস্ত গুণের আকর, শুদ্ধবুদ্ধি, বেদপারগ, মহামাছু দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নীলান্বর চক্রবর্তী ঐ জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়কে বিত্তক মতি সম্ভ্রান্ত কুলজাত, সমস্ত বিদ্যায় অলঙ্কৃত ও পরম পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে শচীনাম্নী নিজের নন্দিনী সম্প্রদান করিলেন, শচীতে সুশীলতাদি যে সকল গুণ গৌরব ছিল তাহা ইন্দ্র পত্নী শচীতেও ছিল না ॥১৩।১৪।১৫।১৬।১৭॥

পুরন্দর পত্নী শচীর ভ্রাতৃ, শচীদেবী ঐ সুপথাবলম্বি জগন্নাথ পতিলাভ করিয়া চন্দ্রকলার ভ্রাতৃ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৬॥

তয়োগৃহে সংবসতো: সতো: সদা

গৃহস্থধর্ম: সত্বদার সাসদং ।

ক্রমেণ চাষ্টৌ তনুজা: পুরোহভবন্

তথৈব পঞ্চতমুপাযযুচ তা: ॥১৭॥

ততশ্চ তৌ সন্ততমেব দম্পতী

বভূবতুর্দুঃখিতমৌ মহন্তমৌ ।

প্রযত্নমাধায় সুতার্থমীয়তু:

প্রভো: পদাজং শরণং কৃপাময়ম্ ॥১৮॥

ততোহতি ভাগ্যেন তয়োরভূং সুত:

স বিশ্বরূপ: শুভরূপশোভিত: ।

মুদং যযৌ সা সুমুখী পিতাপ্যসৌ

ব্যভৃশ্বয়চ্চাধনমাস্ত সত্বসুম্ ॥১৯॥

স বিশ্বরূপ: শুভরূপগর্বিতাং

তনুং বহং শচন্দ্র ইব প্রকাশবান্ ।

নিপঠ্য কালেন লঘীয়সাপ্যসৌ

সমস্তবিভ্রানুধিপারমায়যৌ ॥২০॥

দুইজনে সর্বদা গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলে তাঁহাদের গৃহস্থ ধর্ম সুলভরূপে অহুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ঐ দম্পতীর অগ্রে ক্রমশ: আটটি কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই অকালে পঞ্চতম প্রাপ্ত হয় ॥১৭॥

ঐ দম্পতী নিরন্তর দুঃখিত হইয়া উভয়ে পুত্র কামনায় কৃপাময় পরমেশ্বরের চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইলেন ॥১৮॥

তাঁহারা ঈশ্বরের কৃপাবশত: পরম রূপবান বিশ্বরূপ নামে একটি পুত্রলাভ করিয়া বিপুল ধন প্রাপ্ত দরিদ্র ব্যক্তির হ্রায় পরম সন্তোষলাভ করিলেন ॥১৯॥

বিশ্বরূপ সুলভ রূপ গর্বিত শরীর অবলম্বন করিয়া চন্দ্রের হ্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং অল্পকাল পাঠ করিয়াই তিনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন ॥২০॥

শিশুঃ স আসীদ্বয়সা লম্বীয়সা
 সুধীরধীতাগমবেদসঞ্চয়ঃ ।
 সরস্বতীয়াং রসনাগ্রনর্ভকী
 বভূব বশ্যেব সদাস্ত নিৰ্ভরম্ ॥২১॥

ততশ্চ কালেন শুভেন সুন্দরী
 শচী বিশেষং শুভভে শুভেক্ষণা ।
 ভবিষ্যদ্বিন্দুদয়শংসিনীং পুরঃ
 পুরন্দরাশাং সদৃশী চকার সা ॥২২॥

শচী সতী ভাগ্যমহী মহীয়সী
 সুকৃষ্ণিপীষ্মপয়োনীধৌ মুদা ।
 মনোরমাং দোহদ লক্ষণশ্রিয়ং
 ক্ষপাকরস্তেব নবাং কলাং দধৌ ॥২৩॥

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়োধিকাঃ
 সমীযুরাসন্নতরা সমাপ্ততাম্ ।
 তপস্তমাসশ্চরমঃ সুমঙ্গলো
 বভূব তেষাং জগতঃ সূত্থৈকভূঃ ॥২৪॥

সুবুদ্ধিমান বিখ্যাত, বয়সে শিশু হইলেও সমুদায় বেদার্থ অবগত
 হইয়াছিলেন, তাঁহার বিভাবস্তা ও বাক্য পটুতা দেখিলে বোধ হইত যে
 সরস্বতী তাঁহার বশীভূতা হইয়াই জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতেছেন ॥২১॥

অনন্তর শুভদর্শনা শচী, কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া উদয়িত্তমান চন্দ্রগর্ভা
 পূর্কদিক্ বধূর স্তায় অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের পূর্বে যেমন পূর্কদিক প্রকুল হয়, তদ্রূপ
 পরম শোভা ধারণ করিলেন ॥২২॥

এইরূপে ঐ ভাগ্যবতী শচীদেবী, স্বীয় কৃষ্ণরূপ অবৃত সমুদ্রে চন্দ্র নবকলা
 ধারণের স্তায় তিনিও মনোরম গর্ভলক্ষণ ধারণ করলেন ॥২৩॥

এই ভাবে ত্রয়োদশ মাস অতীত হইলে সুমঙ্গল ও জগতের পরম সুখময়
 কান্তন মাস আসিয়া উপস্থিত হইল ॥২৪॥

অসাবৃত্তনাং পতিরগ্রতস্তদা
প্রভোঃ প্রকাশো ভবিতেতি হমিতঃ ।
স্বকালমুল্লজ্য নিজং পদং দধা—
বার্ত্তিস্থখা তদ্বিষয়ে হি শোভতে ॥২৫॥

উপৈতুকামা সহকারনায়কং
নবপ্রোরোহামবলম্ব্য বীরুধম্ ।
কণন্ত মন্ত, সসমূহনুপুরং
বসন্তলক্ষ্মীবিপিনে পদং দধৌ ॥২৬॥

স্ববেশবিন্যাসমিবাকরোদিয়ং
প্রভোঃ প্রকাশো ভবিতেতি সন্ততম্ ।
বসন্তলক্ষ্মীঃ সততোঃসুকা সতী
সতীব কাস্তাগমনে শুচিস্মিতা ॥২৭॥

স্বভাবমাখ্যংকলকণ্ঠকাকলী—
কলাবিলাসং দধতী শুভস্বরম্ ।
নবং সমুত্তমধুপুষ্প মাধুরী—
ধুরীগমীষদ্ব্যসিতঞ্চ কোমলম্ ॥২৮॥

ঋতুরাজ বসন্ত, প্রভুর প্রকাশ হইবার আর বিলম্ব নাই বিবেচনা করিয়া
সময়ের আগেই আসিয়া উপস্থিত হইল, এ বিষয়ে আকুলতাই শোভনীয় ॥২৫॥

অনন্তর বসন্তলক্ষ্মী সহকার নায়ক বসন্তের নিকট যাইতে অভিলাষ
করিয়া নবপল্লব শোভিত লতাবলম্বি অলিকুলের ঝঙ্কাররূপ নুপুর পদে ধারণ
করিলেন ॥২৬॥

শুচিস্মিতা কুলকামিনী পতি সমীপে গমনের সময় যেরূপ বেশ বিহ্বাস করে
তাহার ঞ্চায় মধুশ্রী পতি বসন্ত প্রকাশ পাইবেন মনে করিয়া বেশ বিহ্বাস
করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

ঐ বসন্ত শ্রীর স্বভাবমন্ত কোকিলকুলের মনোহর কাকলীরবে শুভ স্বর-
মকরন্দপূর্ণ নবকুসুমের রূপ মধুর হাস্ত বহন করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

তমালমালাদলমাধুরীময়ং
 ববন্ধ ধম্মিল্লভরং মনোহরম্ ।
 মধুত্রতালীময়চিল্লিবল্লরীং
 প্রনর্তয়ামাস সূতং মদালসাম্ ॥২৯॥
 উন্মীলয়ামাস চ বামলোচনং
 কুত্ৰাবতংসং নবচারুপল্লবৈ
 লবঙ্গপুষ্পাবলিহারহারিণী
 দধার বাসো নবমালিকাময়ম্ ॥৩০॥
 অশোকমালাদলকুঙ্কুমদ্রবৈঃ
 সদঙ্গরাগং বিদধেহতিহর্মিতা ।
 সমাধুরীপুষ্পপরাগচন্দনৈ—
 র্মনোহরে কেশরকুটুমলস্তনে ॥৩১॥ (পঞ্চভিঃ কুলকম্)
 প্রসেছুরাশা দশ নির্মলং বভৌ
 নভৌ ববুঃ পুণ্যতমাশ্চ মারুতাঃ ।
 মনাংসি সর্বস্য জনস্য ভেজিরে
 প্রসন্নতাং স্বচ্ছমভূমদীজলম্ ॥৩২॥

নিবিড় তমালদলের মাধুরীস্বরূপ কেশকলাপে কবরী বন্ধন করিয়া
 মধুপশ্রৈণীরূপ ভ্রমরকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

ঐ বসন্তলক্ষ্মী মনোহর নবপল্লবে কর্ণভূষণ বিধান করিয়া বামলোচন
 উন্মীলিত এবং লবঙ্গ কুসুম হার ধারণ করেন, তথা নবমল্লিকারূপ বাস
 পরিধান করিলেন ॥৩০॥

তৎপরে অশোককুসুম সমূহের কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্গরাগ এবং মনোহর
 মাধুর্য্যময় পুষ্পের পরাগচন্দনে পরিলিপ্ত কেশর পুষ্পের কুটুমলরূপ স্তন মণ্ডল
 ধারণ করিয়াই যেন হাস্য মুখে অসীম সুখমা প্রকাশ করিলেন ॥৩১॥

সে বাহা হটুক অনন্তর দশদিক্ প্রসন্ন হইল, আকাশ নির্মল হইয়া শোভা
 পাইতে লাগিল, স্নগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, মানবমণ্ডলীর মন
 প্রফুল্ল এবং নদীর জল নির্মল হইল ॥৩২॥

তদা শশাঙ্কঃ পরিপূর্ণমণ্ডলঃ
স পৌর্ণমাসীপরিব্রজ্যহর্ষিতঃ ।
ব্যরোচতাভীব জগন্মনোরম—
শচুস্বন মুহুঃ পূর্বদিগজ্ঞানামুখম্ ॥৩৩॥

অসাবৃত্তনাং পতিরগ্রতোহ ভব—
স্তথৈব পক্ষঃ সিত এব সোহ ভবৎ ।
তথা তিথীনাং প্রবরা চ পূর্ণিমা
গুণানুবন্ধী খলু মঙ্গলোদয়ঃ ॥৩৪॥

বনপ্রিয়াস্তং সময়ে মধুন্দা—
স্তদাদি চক্রুঃ সকলং জয়ধ্বনিম্ ।
তদাদি লাস্ত্যং বিদধূর্মধুভ্রতাঃ
স দক্ষিণস্তং প্রথমং ববৌ মরুৎ ॥৩৫॥

স নির্ভর স্তম্ভভরণে মন্থরো
লতাং লতাং প্রত্যাগমূহনৈর্নবৈঃ ।
পয়োজমাধ্বীক নিদাঘবারিভূ—
দ্ববৌ মরুচ্চন্দনশৈলনন্দনঃ ॥৩৬॥

ঐ সময়ে পরিপূর্ণমণ্ডল চন্দ্র পৌর্ণমাসীর আলিঙ্গনে হর্ষিত হইয়া,
পূর্বদিগ্ধূর মুখচূষন করত জগতের মন হরণ করিয়া অতিশয় শোভা
পাইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

বসন্ত ঋতু, শুক্লপক্ষ, তিথি শ্রেষ্ঠ পূর্ণিমা ও গুণযুক্ত মঙ্গলের উদয় হইল ॥৩৪॥
কোকিলকুল মদমত্ত হইয়া তৎকালীন মধুর স্বরে মঙ্গল জয়ধ্বনি করিতে
লাগিল এবং ভ্রমরগণও জয়ধ্বনি শ্রবণে মঙ্গল নৃত্য তথা দক্ষিণানিল প্রবাহিত
হইতে লাগিল ॥৩৫॥

মলয়াচলবায়ু গুচ্ছ গুচ্ছ প্রত্যেক লতায় লাগিয়া মন্থর হইয়া পদ্ম মধু এবং
নিদাঘকালীন জলকণা বহনে সৌগন্ধ্য ও শৈত্যযুক্ত হইয়া বহিতে লাগিল ॥৩৬॥

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলোদয়ে
জগৎ প্রসাদঃ প্রবভূব নির্ভরম্ ।
অজস্রমেবা শ্রমশূণ্যতাং দধৌ
তমিশ্রমুচ্ছ্রায়বতা তদোজসা ॥৩৭॥

ততঃ প্রভূভূমিগতো মহোজসা
ররাজ সৰ্ব্বাঃ ককুভঃ প্রকাশয়ন্ ।
সমং সমুদ্রীল্য সুধাংশুসঞ্চয়ঃ
পপাত ভূমাবিব বিদ্যাতাং চয়ৈঃ ॥৩৮॥

তদোপরাগঃ সমভূতথা মুহু—
ইরিং বদেতি ধ্বনিকুচ্চকৈর্নৃণাম্ ।
স্বনাম সংকীৰ্ত্তনমশ্রুত্বা নহি
প্রকাশমাত্রেণ ভবেৎ প্রকাশিতম্ ॥৩৯॥

সুধানিধিং তৎসময়ে বিধুস্তদ—
স্ততোদ সানন্দমরুস্তদো ভূশম্ ।
অলং ভয়া সংপ্রাপ্তি শীতদীপ্তিঃ
সমুদগতোহন্তোস্তি ভুবীতি ভাবয়ন্ ॥৪০॥

জগন্মণ্ডলে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সময়ে জগৎ অতিশয় প্রসন্ন হইল,
তাঁহার স্বীয় তেজে অঙ্ককার পদার্থ একেবারে বিলুপ্ত প্রায় হইল ॥৩৭॥

ভগবান্ গৌরান্দের ভূমিষ্ঠ হইয়া অঙ্গ জ্যোতিতে দিক্ সকল আলোকময়
করিলেন, তখন একরূপ বোধ হইল যেন চন্দ্র উদ্ভিত হইয়া বিদ্যুৎ সমূহের
সহিত ভূমিতে পতিত হইলেন ॥৩৮॥

মহাপ্রভুর জন্ম সময়ে মানবগণের ‘হরিবোল’ এই ধ্বনির সহিত গ্রহণ
উপস্থিত হইল, ইহা না হইবেই বা কেন, তাঁহার আবির্ভাব মাত্র হরিনাম
জগতে প্রকাশিত হইবে ॥৩৯॥

চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিতে লাগিল। হে নিশানাথ, তুমি আর কেন বৃথা
উদয় হইতেছ, ঐ দেখ অপর চন্দ্রমা পৃথিবীতে উদ্ভিত হইয়াছেন ॥৪০॥

প্রভু বৃভূষুর্নিজ নামকীর্তনে
নিরন্তরপ্রেমবিলাসলাসঃ ।
তদৈব বীক্ষধ্বমথাকরোদসৌ
জগৎ স্বনামামৃত পুরপুরিতম্ ॥৪১॥

অথাবলোকা শ্রিয় এক-বিভ্রম—
প্রকাশ-বিশ্রাম-মহীকুহাগুরম্ ।
পিতাচ মাতাচ সুখানুধৌ মুহু—
বভূবতুর্মজ্জনমাত্রচেষ্টিতো ॥৪২॥

ততঃ স মিশ্রঃ কৃতপুণ্যসঞ্চয়ৈঃ
সুতং বিলোক্যৈব সুখৈক ভূরভূঃ ।
ইয়ন্তয়া বর্জিতমর্জিতং ধনং
দ্বিজোচ্চয়েভ্যঃ সমদানুর্দৈব হি ॥৪৩॥

প্রকাশমাত্রেণ সুদক্ষিণা গ্রহা
বভূবুরশ্চ প্রথমং সুতুঙ্গকাঃ ।
বভূব রাশিঃ স তু সিংহসঙ্গিতো
নক্ষত্রমুখ্যাপি চ পূর্বফাল্গুনী ॥৪৪॥

সে যাহা হউক, চৈতন্যদেব নিজের নাম সংকীর্তন ও প্রেম বিতরণে
তৎপর হইবেন বলিয়া অক্ষর এই জগৎকে স্বীয় নামামৃত প্রবাহে পরিপূরিত
করিলেন ॥৪১॥

মাতা শচী ও পিতা জগন্নাথ নিজের সেই পুত্রটিকে লক্ষ্মীর একমাত্র বিভ্রম
প্রকাশের বিশ্রাম-মহীকুহের অক্ষর স্বরূপ বিবেচনা করিয়া এবং স্নেহের গাঢ়তা
নিবন্ধন বারম্বার দর্শন করিয়া আত্মাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥৪২॥

মিশ্র মহাশয় স্বকৃত পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ঐ পুত্রকে অবলোকন করিয়া আত্মাদ
সহকারে ত্রাস্ত্রাঙ্গগণকে ষোপার্জিত অসংখ্য ধন দান করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

প্রভুর জন্ম পরিগ্রহ সময়ে গ্রহগণ অমূল্য হইয়া তুঙ্গী হইলেন এবং সেই
সময় পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র ও সিংহরাশি আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৪৪॥

মনোরমং বস্ত্র জগদ্বিরাজি য—
 স্তদেব তস্মৈ যতুকত্বমাযযৌ ।
 তমন্তুরেণ ক্ষিতিমণ্ডলে ন য—
 মনোজ্ঞতাপাত্রমিহাস্তি কশ্চন ॥৪৫॥

সমাধবঃ পার্বণ সৰ্বব্রীপতিঃ—
 শ্রিয়ং সমেত্য দ্বিগুণাং মনোরমাম্
 বভূব তস্তাননচন্দ্র সেবকো।
 মনোরথো ধাবতি ত্বর্লভে যতঃ ॥৪৬॥

বিনিজশোনাম্মুরূহাশ্রয়াঃ শ্রিয়ে
 বিলোচনে তস্য সিসেবিরে মুহঃ ।
 ভ্রুবৌ ভ্রমদ্ভৃঙ্গ বধুগণোহভজ—
 চ্ছুতিদ্বয়ং নূতন পল্লবছাতিঃ ॥৪৭॥

জগতে যে সমস্ত মনোরম বস্ত্র আছে তৎসমুদায়ই ভগবান্ গৌরান্দের
 ব্যতিরেকে আর কে মনোজ্ঞ পাত্র আছে—এই বলিয়া তাঁহার যৌতুকত
 প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ সকল রত্নই শ্রীশচীনন্দনের সমীপে উপস্থিত হইতে
 লাগিল ॥৪৫॥

অনন্তর বসন্তের সহিত পূর্ণিমারাত্রির অধিপতি চন্দ্র মনোহর দ্বিগুণ
 শোভা ধারণ করত ভগবান্ শচীনন্দনের বদন চন্দ্রের সেবক হইলেন,
 যেহেতু লোক সকলের মনোরথ ত্বর্লভ বস্তুর প্রতিই ধাবমান হইয়া
 থাকে ॥৪৬॥

অপর প্রফুল্ল রক্ত পদ্মের গর্ভ গত শ্রী তাঁহার লোচনদ্বয়ের ও চঞ্চল
 ভ্রমর বধুগণ তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের এবং নব পল্লব সকল তাঁহার শ্রুতি যুগলের সেবা
 করিতে লাগিল ॥৪৭॥

তিলপ্রসূনং নবমাস্তু সেবয়া
বভূব নাসাপুটমুগ্নতশ্রিয়া ।
সিষেবিরে দৰ্পণবিষ্মবিভ্রমং—
মনোরমং গণ্ডযুগস্য মণ্ডলম্ ॥৪৮॥

নবীনবন্ধু-ক-নবীনপল্লব—
প্রবালবিষ্মানি নিজশ্রিয়া মুহুঃ ।
জগন্মনোজ্ঞং যুগপৎ সিষেবিরে
নিতাস্তমোষ্ঠাধরমস্ত্র কোমলম্ ॥৪৯॥

শরনিশাশোভাসুরসান্দ্রচন্দ্রিকা
স্মিতং সিষেবেহস্ত্র জগন্মনোরমম্ ।
রদাবলীসম্ভবসম্পদ্বৎসুকা
স্থিতা পরং সংপ্রতি মোক্তিকহ্র্যতিঃ ॥৫০॥

অপূর্বকাক্তস্বর কক্ষুবিভ্রমঃ
শিশ্রায় কণ্ঠং ত্রিবলীবিলোভনম্ ।
যথা নব-স্নিগ্ধ-হিরণ্যয়ত্ৰব—
হ্র্যতিঃসিষেবে মধুরায়তো ভুজৌ ॥৫১॥

নবীন তিলকুম্ভম সকল শোভা দ্বারা তাঁহার অদীর্ঘ নাসাপুটের সেবা
করিতে লাগিল, আর দৰ্পন-বিষ্ম শোভা সকল তাঁহার মনোহর গণ্ডযুগলের
সেবায় তৎপর হইল ॥৪৮॥

নবীন বাঙ্গুলিবৃক্ষের নবীন পত্র ও প্রবাল সকল স্বীয় শোভারূপ সম্পত্তি
দ্বারা তাঁহার মনোহর কোমল ওষ্ঠাধরের এক কালীন সেবা করিতে আরম্ভ
করিল ॥৪৯॥

শারদীয় নিশার স্নানর চন্দ্রিকা তাঁহার জগন্মনোহর হাস্যের আশ্রয়
করিয়াছিল এবং মুক্তামালা তাঁহার দস্ত পঙ্ক্তিকে অবলম্বন করিল ॥৫০॥

অপূর্ব স্বর্ণশঙ্খের বিলাস তাঁহার ত্রিবলী বিলোভন কণ্ঠকে আশ্রয় করিল

সুকোমলৈঃ পল্লবরাজিবিভ্রমৈঃ
 সমুচ্ছসৎ কোকনদশ্রিয়াং চঠৈঃ ।
 অভাজিষাতাং মৃদ্ধ-সুন্দরৌ করৌ
 তদঙ্গুলীশচম্পককোরকাঃ শ্রিতাঃ ॥৫২॥

মহামণীনাং নিচয়ো মহীয়সা
 নিজৌজসা তনুখপঙ্ক্তিমাসদৎ ।
 উপত্যকা শ্রীঃ কলধৌতভূভূতঃ
 সিসেব আপীনমুরস্থলং গুরু ॥৫৩॥

মৃগেন্দ্রমধ্যস্থ বিলাসভাস্মর—
 স্তদীয়মধ্যং ক্রশিমা সমাসদৎ ।
 অধিশ্রিতঃ পল্লববিভ্রমোদয়—
 স্তদীয়নাভিং ললিতশ্রিয়া যুতঃ ॥৫৪॥

এবং নবীন উত্তপ্ত স্বর্ণকাস্তি যেন তাঁহার সুদীর্ঘ ভুজদ্বয়কে সেবা করিতে
 লাগিল ॥৫১॥

তাঁহার করদ্বয় সুকোমল পল্লবরাজি বিরাজিত প্রফুল্ল কোকনদের অর্থাৎ
 রক্ত কুমুদের শোভা সমূহের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল এবং তাঁহার অঙ্গুলী
 সকল চম্পক কলিকাকে যেন আশ্রয় করিল ॥৫২॥

মহামণি সমূহ যেন স্বীয় সুপুঞ্জিত পরাক্রম সহকারে তাঁহার নখ
 পঙ্ক্তি আশ্রয় করিল, আর স্বর্ণ পর্কতের উপত্যকার শোভা যেন তাঁহার
 গুরুতর বিশাল বক্ষঃস্থলকে সেবা করিতে লাগিল ॥৫৩॥

তাঁহার মধ্যস্থল কেশরির মধ্যদেশ তুল্য কৃশ, নাভিমণ্ডল কাঞ্চন কমলের
 স্থায় মনোহর শোভাবিস্তার করিতে লাগিল ॥৫৪॥

তদ্রূপুং ক্রমবৃত্তকোমলং
হিরণ্যরস্তাঙ্ক; তয়ঃ সমাশ্রিতাঃ ।
বিলোহিতাঙ্কোজকলা সমুদগমঃ
সুকোমলং শ্রীযুততৎপদদ্বয়ম্ ॥৫৫॥

অথেহ নীলাশ্বরচক্রবর্তিনা
সমাগতেনাতিসুখাস্তুরাত্মনা ।
গুণৈরনেকৈর্গণিতৈর্মুদং যযৌ
শচী চ সা মিশ্রপুন্দরঃ স চ ॥৫৬॥

সমুদ্রস্থিত্যসকুং কুলদ্বয়ং
পিতৃশ্চ মাতৃশ্চ সুখাবহো ভূশম্ ।
ইতীহ সর্বঃ কথয়ত্নেন কথ্য
মুদং পরামাপ নিরন্তকল্মষঃ ॥৫৭॥

স জাতকর্ম্মাণ্যকরোন্নহামতিঃ
সুখৈকভূমিশ্রপুন্দরঃ ক্রমাৎ ।
প্রসূন তাগ্নুল-সুগন্ধি-চন্দনৈঃ
দ্বিজাতি সংঘান্ সমপূজয়মুহঃ ॥৫৮॥

তাঁহার ক্রমবৃত্ত ও কোমল উরুদ্বয় স্বর্ণ রস্তার ত্রায় এবং তাঁহার চরণদ্বয়
রক্তপদ্মের ত্রায় শোভা ধারণ করিল ॥৫৫॥

মাতামহ নীলাশ্বর চক্রবর্তী, মাতা শচী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র ইহারা
সকলে প্রভুর দর্শন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন ॥৫৬॥

অত্ৰা ত্র নগরবাসিগণ সকলেই কহিতে লাগিলেন সর্ব সুখাবহ এই
সন্তানটী পিতৃমাতৃ উভয়কুল পবিত্র করিবেন, সানন্দ চিত্তে এই কথা বারবার
বলিতে বলিতে তাঁহাদের শরীর হইতে পূর্ব সঞ্চিত পাপ সকল দূরীভূত
হওয়ায় পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছিল ॥৫৭॥

মিশ্র মহাশয় সন্তানের জাত কর্ম্মোপলক্ষে চন্দন, কুম্ম ও তাগ্নুল দ্বারা
দ্বিজগণের পূজা করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

ক্রমাদথোথানবিধানমঙ্গলং
 চকার শ্রুতৌ জগদেকপূজিতঃ ।
 দিনে দিনে তদ্বয়সা সমং সুখম্
 বভূব পিত্রোরতিভূমিমাগতম্ ॥১৯॥

ততঃ স কালেন সুজাহ্নুমণ্ডল—
 দ্বয়েন ভূমৌ বিজহার ভূয়শঃ ।
 চিরং বিয়োগাকুলিতাত্মনঃ ক্লিতে—
 র্জহার তাপং সকলাঙ্গসঙ্গমৈঃ ॥২০॥

কলস্ত পীযুষপয়োধিবিষ্কর—
 স্তরঙ্গবিপ্রটুপ্রকরস্ত কোমলৈঃ ।
 বচো বিলাসস্ত কিস্তিরুদ্ধদগমৈ—
 র্ভৌ পিতুর্মানসহংস উৎসুকঃ ॥২১॥

ভবিষ্যতীদং নিজকৌর্তনাদিভি
 বিলাসলাবণ্য সুধাময়ৈর্জগৎ ।
 ইতীব বিশ্বস্তর ইতু্যাদারধী
 রচীকপন্নাম মনোরমাশয়ঃ ॥২২॥

সেই জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের কুশলার্থ প্রকৃত্ত মানসে পুত্রের ঔখানিক কার্য্য অর্থাৎ স্মৃতিকা গৃহ হইতে পুত্রটিকে স্থানান্তরিত করিলেন। কালক্রমে সন্তানের যত বয়সবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাঁহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥২২॥

জাহ্নুমণ্ডল দ্বারা ধরাস্পর্শ পূর্বক ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, সেই উপক্রমে তাঁহার সর্কাজ স্পর্শ করিয়া চিরবিরহ জন্ম তাপ নির্কাপিত হওয়ার ধরণী অপূর্ব পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন ॥২৩॥

সুধা সাগরের তরঙ্গের স্থায় মনোহর পুত্রের বাকু বিলাসে মোহিত হইয়া তাঁহার পিতার চিন্তহংস উৎসুক হওয়ায় ঐ সুধাসাগরে অবগাহন করিল ॥২৪॥

প্রতপ্তকার্ত্তস্বরশৈলভাসুর
স্মুরন্তুঃ স্মরমুখেন্দুবিলম্বঃ ।
বিলোলনীলালকভালমণ্ডলো
ররাজরাজমরুদং শুকোহসকৌ ॥৬৩॥

প্রভুঃ সমাসাঢ় সশৈশবং নবং
নবেন্দুবল্লিত্যনবং ব্যবর্দ্ধত ।
অশেষমাধুর্যানিধেঃ সমাহৃতং
মহা-মহা-রত্নমিবাতিহর্ষদম্ ॥৬৪॥

ঋণজ্ ঋণংকারমনোজ্ঞকঙ্কণ
প্রবাল-মুক্তা-মণিহারবিভ্রমৈ—
নিতম্ববিশৈকবিলম্বিকিঙ্কিনী —
রবেণ শশ্বৎ কুতুকী ননর্ত সঃ ॥৬৫॥

প্রভু সুধাস্বরূপ বিলাস লাভণ্য ও নিজের নাম সংকীৰ্ত্তন দ্বারা জগৎকে
পরিভ্রষ্ট করিবেন তন্নিমিত্তই কি তাঁহার পিতা তাঁহার নাম পূর্বে বিশ্বস্তর
তাঁহিয়াছিলেন ? ॥৬২॥

সে বাহা হউক, তপ্ত কাঞ্চন তুল্য তাঁহার অঙ্গের কান্তি, পূর্ণিমার চন্দ্র
মণ্ডলের ঞ্চায় তাঁহার মুখ মণ্ডলের শ্রী, চঞ্চল অলকাবলি শোভিত তাঁহার
ললাটদেশ এবং পরিধান দিগ্ধলন শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৩॥

চন্দ্র কলার ঞ্চায় পরিবর্দ্ধিত সুধা সাগর তুল্য তাঁহার শৈশবাবস্থা দেখিয়া
দর্শকগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না ॥৬৪॥

যাহাহউক চৈতন্যদেব ঋণংকার শব্দ বিশিষ্ট মনোজ্ঞ ও কঙ্কণ প্রবাল, মুক্তা
ও মণিহারের শোভায় তথা নিতম্বদেশাবলম্বি কিঙ্কিনীর মনোহর রবে
কৌতুক বিশিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

অথৈষ কালেন শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিতৌ
 পদারবিন্দং মধু মাধুরীময়ম্ ।
 চাস্তম্মুখ্যাশ্চিরবিপ্রয়োগজং
 জহার তাপং করুণাপয়োনিধিঃ ॥৬৬॥

খেলাবিলাসেন বয়স্যবালকৈ—
 বিহর্তু কামঃ কমনীয়বিগ্রহঃ
 নবৈর্নবৈঃ পল্লবসঞ্চয়ৈরমুনু
 জঘান তৈস্তৈর্মুদিতৈঃ স চাহতঃ ॥৬৭॥

তমেকদা তৈঃ শিশুভির্নিরন্তরং
 খেলন্তুর্মনং জননী বিলোক্য সা ।
 অভূদ্বিধর্তুং কৃতকৈতবং কুয়া
 সমুদ্রতা তং ক্ষণমত্যাদারধীঃ ॥৬৮॥

বিলোক্য তামিথমসৌ কুমাঘ্রিতো
 বভঞ্জ ভাণ্ডানি বহুনি সন্ততম্ ।
 তমীদৃশং তত্র বিলোক্য সা শচী
 ববন্ধ ভীতা স্বয়মপ্যতিশ্রুটম্ ॥৬৯॥

করুণানিধান শচীনন্দন যথাকালে ধীরে ধীরে ভূমিতে মধু মাধুরীময়
 পদারবিন্দবিক্ষেপদ্বারা পৃথিবীর চিরবিরহজাত বাতনার অন্ত করিলেন ॥৬৬॥

অতি অকুসুম সেই জগন্নাথকুমার বিহারার্থ বালকগণের সহিত
 কেলিবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়া বালকদিগের অঙ্গে নবপল্লবের আঘাত করিতে
 লাগিলেন এবং তাহাদের হস্তবিক্ষিপ্ত পল্লবদ্বারা আপনার কোমলাঙ্গ
 ভাঙিত করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

একদা জননী তাঁহাকে ঐরূপ ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সরোষ মানসে
 তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইল ॥৬৮॥

বুদ্ধিমান প্রভু বিশ্বভর তাহা দেখিয়া বিরক্ত মানসে বহু ভাণ্ড ভঙ্গ

উপযু্যপৰ্য্যাহিতভাণ্ডসংহতৌ
 স্নুগহিতোচ্ছিষ্ট বিসৰ্জনস্থলে ।
 জগাম মাতৃ: পুরতো মহাপ্রভু:
 প্রকাশয়ন্ জ্ঞানপরাং স বিজ্ঞতাম্ ॥৭০॥

বিলোক্য তত্রাত্যশুচিস্থলে গতং
 স্নুতম্ শচী প্রাহ ভয়াকুলক্রমম্ ।
 জহীহি তাতাশুচিদেবশংস্থিতিং
 মমাক্ষমাগচ্ছ বিধায় শুদ্ধতাম্ ॥৭১॥

নিশম্য মাতুর্বচনং মহাপ্রভু
 ন্যরূপয়ং সচ্চিদাচিন্স্বরূপতাম্
 অব্যেহি মাতুর্বচনং মমেদৃশং
 জহি ভ্রমং চেতসি বিভ্রমাকুলে ॥৭২॥

করিতে লাগিলে মাতা শচী তদর্শনে ভীতা হইয়া বালকটাকে ধরং বহন
 করিলেন ॥৬৯॥

অনন্তর মহাপ্রভু জননীর প্রতি রুষ্ট হইয়া উপযু্যপরি ভাণ্ড সকলে
 পরিপূর্ণ অপবিত্র উচ্ছিষ্ট বিসর্জনস্থলে গমন পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানী ও পণ্ডিতের স্তায়,
 বাগ্জাল বিস্তার করিতে করিতে মাতার সম্মুখে গমন করিলেন ॥৭০॥

তখন শচী অত্যন্ত অস্তিত্ব জ্ঞানস্থিত সন্তানকে কহিতে লাগিলেন, আরে
 বাপ! বিশ্বস্তর! তুমি শুচি হইয়া আমার কোড়ে আইস ॥৭১॥

মহাপ্রভু জননীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎ ও অসৎস্ব বিচারচ্ছলে
 তাঁহাকে জ্ঞানযোগ প্রদান করত কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! অবহিত
 হইয়া আমার বাক্যাহুসারে মায়াকুলিত চিত্তের ভ্রম সকল আশ্রয় পরিত্যাগ
 করুন ॥৭২॥

ইদং হি বিশ্বং সচরাচরং তু য—
 দ্বিলোক্যতে তদ্ভ্রমএব কেবলম্ ।
 পবিত্রতা বাপ্যপবিত্রতাপি বা
 কথং ভবেদম্ব বিচিত্রমেব তৎ ॥৭৩॥

যতো হ্রনানাত্ব ইহৈতদাত্মনো
 ঘটতে নৈবেদমহং মমেত্যপি ।
 স এক আত্মৈব সদাবশিষ্ঠ্যতে
 তদন্যদেতৎ সকলং হি বিভ্রমঃ ॥৭৪॥

ইদং হি যদ্বা সুরমর্ত্যরক্ষসাং
 তনুযু সর্বাসু বসন্তি পঞ্চ তে ।
 ক্ষিতির্জলং ব্যোম মহো মরুত্তত—
 তদাত্মকং সর্বমভিন্নমেব হি ॥৭৫॥

অতঃ পবিত্রং সকলং হি বস্তুতো
 নচাপবিত্রং কিয়দপ্যদো ভুবি ।
 ইথং বদন্তং তমুদারধীঃ শচী
 দধার সা পাণিযুগেন সত্বরা ॥৭৬॥

আরও বলি হে মাতঃ। এক পরমেশ্বর ভিন্ন এই চরাচর বিশ্ব যাহা
 দেখিতেছেন ইহা সমস্তই ভ্রম, আপনার মনে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কথা
 শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম ॥৭৩॥

কারণ আত্মা একভিন্ন নানা নহেন, আত্মার যদি নানাত্ব না থাকিল
 তবে অহং মম ইত্যাদি বাক্যের ঘটনাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এক
 আত্মা ব্যতীত অবশেষে আর কিছুই থাকিবে না, ইহা সমস্তই ভ্রম ॥৭৪॥

এই জগৎ, অথবা দেব, মনুষ্য, বাকস, এই সকলের শরীরে পঞ্চভূত বাস
 করিতেছে, সুতরাং সমুদারই অভিন্ন পদার্থ ॥৭৫॥

পঞ্চভূতাত্মক শরীর যদি অপবিত্র না হয়, তবে ত জগতে আর অপবিত্র

ততঃ সমানীয় সুরাপগাক্সলঃ
 সূতং পরিস্রাপ্য মুদং পরাং যযৌ ।
 তত্তশ্চ কালেন তথৈব তং শচী
 বিলোক্য তত্রৈব ততর্জ্জ ভাষিতৈঃ ॥৭৭॥

পুনঃ পুনর্মন্দমতেহুচিস্থলে
 প্রযাসি কিং কিং নু বিরুদ্ধমীহসে ।
 ইতি ক্রুধা লোহিত-লোল-লোচন—
 শচুকোপ মাতুর্বচনাস্তরে প্রভুঃ ॥৭৮॥

মুহঃ পুরোক্তং কিমপীহ বর্ততে
 নচাপবিভ্রং সকলং হি চিন্ময়ম্ ।
 তথাপি গর্হাং কুরুষে সদৈব মা—
 মিতীহ লোষ্ট্রেণ জঘান মাতরম্ ॥৭৯॥

কিছুই নাই। শচী পুত্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করত সত্ত্বর গিয়া তাঁহার
 হস্ত ধারণ করিলেন ॥৭৬॥

তিনি ভাগীরথীর জল আনয়ন পূর্বক পুত্রকে জ্ঞান করাইয়া পরম
 প্রীতিলাভ করিলেন। সে যাহা হউক, শচী একদা পুত্রকে পূর্ববৎ ক্রীড়া
 করিতে দেখিয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন ॥৭৭॥

অরে দুবুদ্ধি বালক ! তুমি কেন বারবার অণুচি স্থানে গমন করিতেছ ?
 তোমার কি হিতাহিত বোধ নাই ? তখন মহাপ্রভু জননীর এই বাক্য
 শ্রবণ করিবামাত্র চঞ্চল লোচনদ্বয়ক্রোধে আরক্ত করিয়া কহিলেন ॥৭৮॥

জননি ! আমি পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি সমস্ত জগচ্চিন্ময়, ইহাতে
 অপবিভ্র বস্তু কিছুই নাই, তথাপি আপনি আমাকে বারবার তিরস্কার
 করিতেছেন কেন ? এই বলিয়া ক্রোধবেগে জননীকে লোষ্ট্র দ্বারা আঘাত
 করিলেন ॥৭৯॥

তদা তদাঘাতকৃতব্যথা দিতা
 পপাত ভূমৌ মূঢ়লা স্বভাবতঃ ।
 ততঃ স হা মাতরিতি হরাষিতো
 বদন্তদন্ধেষবিশদ্রবশ্মনাঃ ॥৮০॥

স্ত্রিয়ঃ সমাগত্য স্ত্রীতলৈর্জলৈ—
 স্ততস্তদাস্তাং সিমিচুঃ কৃতহরাঃ ।
 মুমোদ সাপি প্রতিরুদ্ধয়া ধিয়া
 তদঙ্গসঙ্গামৃতপুরসেচনৈঃ ॥৮১॥

জগাদ কাচিৎ জগদেকবল্লভং
 দ্রবশ্মনা নর্ম্মপরা মহাপ্রভুম্ ।
 দদাসি মাতে যদি নারিকেলকং
 তদৈব সত্তাঃ সমুপৈতি সুস্থতাম্ ॥৮২॥

স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী শচী পুত্রের ঐ লোষ্ট্রাঘাতে ব্যথিত হইয়া ভূমিতলে
 পতিত হইলে মহামতি বিশ্বস্তর আর্দ্রচিহ্নে হা মাতঃ, হা মাতঃ, বলিতে
 বলিতে শীঘ্র তাঁহার কোড়ে গিয়া বসিলেন ॥৮০॥

জীগণ সত্ত্বর আগমন করিয়া স্ত্রীতল জল দ্বারা শচীর মুখমণ্ডল সেচন
 করায় তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইল এবং তিনি পুত্রের অঙ্গঙ্গ রূপ অমৃত
 প্রবাহের সেচনে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন ॥৮১॥

ঐ সময়ে কোন এক রমণী আর্দ্রচিহ্নে পরিহাসচ্ছলে জগতের এক-
 বল্লভ মহাপ্রভুকে কহিলেন, বৎস! তুমি যদি আপনার জননীকে
 একটি নারিকেল আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে ইনি সুস্থতা লাভ
 করিবেন ॥৮২॥

ইতীদমস্তা বচনং নিশাম্য স
 ত্বরাযুতন্তল্লিকটাদ্বহির্গতঃ ।
 দদৌ তদা তৎক্ষণপাতনেন তৎ—
 সহার্দ্ৰবৃন্তং সহসা ফলদ্বয়ম্ ॥৮৫॥

বিলোক্য তাস্তৎফললভ্তনং শিশো—
 ত্বরাপমশ্চৈরপি তৎ নিসর্গতঃ ।
 স্তবিস্মিতা উচুরিমং দ্বিজস্ত্রিয়ঃ
 কুতস্ত্বয়া লক্ষ্মিদং ফলদ্বয়ম্ ॥৮৬॥

সহকৃতৈস্তাঃ সহসাতিকোপতো
 নিবারয়ামাস ন কিঞ্চিদুচিবান্ ।
 কিমেতদাশ্চর্য্যমমুগ্ধা চেষ্টিতং
 ন হি প্রজ্ঞেশোপি ভবোপি বেত্তি যৎ ॥৮৭॥

তখন মহাপ্রভু রমণীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্ত্বর তথা হইতে বহির্গমন
 পূর্বক তৎক্ষণাৎ আর্দ্রবৃন্ত দুইটি নারিকেল ফল আনয়ন করিয়া প্রদান
 করিলেন ॥৮৫॥

দ্বিজ পত্নীগণ শিশুর পক্ষে বাহা নিতান্ত দুশ্রাপ্য সেই ফলদ্বয় আনয়ন
 দেখিয়া বিস্ময়চিন্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস । বল দেখি, তুমি কোথা
 হইতে এই দুইটি ফল লাভ করিলে ॥৮৬॥

তখন মহাপ্রভু দ্বিজরমণীর বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া ক্রোধাক্রণ-
 লোচনে হৃদ্যর করত তাঁহাদিগকে নিবেদ্য করিলেন । তাহাতে রমণীগণ
 পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এই বালকের কি আশ্চর্য্য চেষ্টা, ত্রুক্ষা বা শিব
 ইহার কিছু মাত্র জানিতে পারে না ॥৮৭॥

কদাচিদেযা নিজমন্দিরে শচী
 স্মৃতেন সাক্ষং শয়িতা নিশান্তুরে ।
 পুরীমনৈকৈঃ পরিপূরিতাং মুহু—
 জ্ঞনৈরিবালক্ষ্য স্মৃতং জগাদ তম্ ॥৮৬॥

প্রযাহি তাত স্বপিতৃগৃহং দ্রুতং
 তথৈতি যাতস্ম স বিপ্রকর্ষতঃ ।
 মনোরমঃ সুল্লরপাদপদ্ময়ো—
 ধ্ব নিস্তলাকোটিববো ব্যবর্জিত ॥৮৭॥

পিতা চ মাতা চ স্নুপুৰস্বনং
 পদাজ্যয়োঃ কেবলয়োর্মনোরমম্ ।
 অকাল-সংফুল্ল-পয়োরুহোল্লস—
 স্মধুব্রতশ্চৈব রবং তদাশৃণোৎ ॥৮৮॥

পরম্পরং তৌ সভয়ং সমুচতুঃ
 কুতস্তলাকোটিরবো মহানিতি ।
 অথৈব মিশ্রো নিকটাগতং স্মৃতং
 সমাল্লিষন্ পুরশব্দহৃষিতঃ ॥৮৯॥

অপর কোন একদিবস নিশাযোগে শচী শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে গৃহ বহলোকে পরিপূর্ণ হইল দেখিয়া আপনার অঙ্কশায়ী সন্তানকে কহিলেন ॥৮৬॥

বৎস ! তুমি শীঘ্র একবার আপনার পিতৃগৃহে গমন কর । বিশ্বস্তর জননীর এই আদেশ প্রতিপালনার্থ গমন করিলে দূরতা হেতু পদকমলের নুপুর ধ্বনি শ্রবণ রূপে বুদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৮৭॥

তখন মাতা শচী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র অকালপ্রফুল্ল পদস্থ নধুকরের ধ্বনির স্তার পুষ্পের চরণদ্বয়ের নুপুর ধ্বনি শ্রবণ করেন ॥৮৮॥

তাহারা পরস্পর সভয়ে কহিতে লাগিলেন, আহা ! কোথা হইতে এক্ষণ

অথাগ্রজোদ্যষ্টসমাসমাত্রিতঃ
স বিশ্বরূপঃ সমুপেত্য সদ্ধয়ঃ ।
গুণান্বুধে: পারমপারমাগতো
বিদম্নিদং বিশ্বমিবাশ্বনঃ সমম্ ॥৯০॥

বভূব সর্বজ্ঞতয়া সমম্বিতঃ
প্রভোঃ পদান্তোরুহসক্তচেতনঃ ।
জগত্যনাসক্তমতির্মহামতিঃ
সমাত্রিতো নির্ভরশাস্তদাস্ততাম্ ॥৯১॥

পিতা বিচিস্ত্যাপ বিবাহমঙ্গলং
গুণস্ত্য রূপস্ত্য তদোচিতাং বধূম্ ।
স চিস্তবৃত্ত্যা নিতরাং ব্যমীযুগং
ক্ষণেন তাং তৎকলনাং বিবেদ সঃ ॥৯২॥

অমহং নুপুরের ধনি হইতেছে ? মিশ্র মহাশয় নুপুর শব্দে আত্মাদিত হইয়া
সমীপাগত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৮৯॥

এদিকে মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ষোড়শ-বৎসর বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া আত্ম-
তুল্য এই বিশ্ব অবগত হইয়া গুণসমুদ্রের অপার পার গমন করিয়াছিলেন ॥৯০॥

তিনি সর্বজ্ঞতাসম্পন্ন এবং মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আসক্ত চিত্ত ছিলেন,
ইহা ভিন্ন তাঁহার জগতের অস্ত্র কোন বস্তুতে আসক্তি ছিল না, শব্দম গুণ
তাঁহাকে যথেষ্ট রূপে আশ্রয় করিয়াছিল ॥৯১॥

পিতা জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বরূপের মাতুলিক বিবাহের নিমিত্ত চিন্তা করিয়া
তাঁহার গুণ ও রূপের অহরূপ একটা কল্পা মনে মনে অব্যবণ করিতে
লাগিলেন । তখন তিনিও তাঁহার সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন ॥৯২॥

স বিশ্বরূপঃ পিতরং তথাবিধৈ—
 র্মনোরথৈরুৎসুকমাকলষ্য তম্ ।
 গৃহং বিহার্য ছ্যাদদীক্ষ সন্তরন
 যথৌ জিহাসুঃ সকলং মহাশয়ঃ ॥৯৩॥

চকার সন্ন্যাসমদভ্রবিভ্রমো
 গুণানুধিঃ সোহৃদিসমাপিতক্রিয়ঃ ।
 ন নিঃস্পৃহাণং জগতীহ নিফলে
 মহাধিয়াং ধাবতি চিত্তবিভ্রমঃ ॥৯৪॥

তদৈতদাশ্রত্য পিতা প্রমুখ সা
 বিলাপমুচ্চৈরকরোন্মুহোহ চ ।
 ততঃ সমাশ্বাস্ত হিতাভিলাষুকৌ
 সদাশিষং তত্র সূতে প্রচক্রতুঃ ॥৯৫॥

যখন বিশ্বরূপ মহাশয় ঐরূপ অভিপ্রায়ে পিতাকে সমুৎসুক দেখিলেন তখন তিনি সকল বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া গৃহ বিসর্জন ও গঙ্গা সন্তরণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন ॥৯৩॥

প্রভূত বিলাসী, গুণসাগর, বিশ্বরূপ কার্য্যসমুদায় সম্পন্ন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কারণ, সুবুদ্ধি ও নিঃস্পৃহ সাধুজনের এই নিফল জগতে কখন চিত্তের বিভ্রম ধাবিত হয় না ॥৯৪॥

অনন্তর পিতা জগদ্রাধ মিশ্র ও জননী শচীদেবী বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাবলম্বন শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করত মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । অনন্তর তাঁহার। কথঞ্চিং আশ্রিত হইয়া তদীয় হিতাভিলাষে তাঁহাকে বথেষ্ট আশ্বাসাদ করিলেন ॥৯৫॥

অয়ং বয়ো নূতনমেব সংশ্রিতো
বতাদিশিশ্রায় যতিত্বমেব যং ।
তদা বিধাতঃ করুণা বিধীয়তাং
সদাত্র ধর্মো নিরতো ভবেদৃষথা ॥১৬॥

ইতীহ ভূয়োতিবিলপ্য হৃ:খিতৌ
কনিষ্ঠমেতশ্চ মনোরমং সূতম্ ।
ননন্দতুঃ ক্রোড়গতং বিধায় তৌ
সুনিবৃত্তৌ তত্ত্বসঙ্গশর্মভি: ॥১৭॥

উবাচ বাচামৃতপূর পূর্ণয়া
মৃতশ্চ জীবপ্রদয়া দয়াসুখি: ।
তদঙ্গবল্লীমবগাহ্য মাতরং
তথৈব তাতঞ্চ সদা দ্রবন্মনা: ॥১৮॥

পরে বিধাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন হে বিধাতা: ! এই বালক নূতন বয়সেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে ; অতএব একরূপ করুণা বিধান করুন বাহাতে ইহার সর্বদা ধর্মে অহরক্তি থাকে ॥১৬॥

জগন্নাথ ঋশি ও শচীদেবী হৃ:খিত চিত্তে এই বলিয়া বারবার বিলাপ করিতে লাগিলেন, পরে বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ অথচ আপনার মনোরম পুত্র গৌরান্ধকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শজনিত স্নেহে নিমগ্ন হইয়া শোক সঞ্চরণ করিলেন ॥১৭॥

অনন্তর দয়ার সাগর গৌরান্ধ আর্দ্রচিত্তে জনমীর অকলতা অবলম্বন করিয়া অমৃতপ্রবাহপূর্ণ ও জীবনপ্রদ বাক্য দ্বারা মাতাকে ও পিতাকে কহিলেন ॥১৮॥

গতোঐন্দ্রো মে ভবতীমুপেক্ষ্য য-
স্তিতিক্রয়ানৌ পিতরঞ্চ শান্তিমান্ ।
মর্যৈব কার্য্য। জনকশ্চ তেহপি চ
ক্ৰণাৎ সপৰ্য্য। সকলৈব নিত্যশঃ ॥৯৯॥

তদা তদাকর্ণয়তোর্বচোমুতং
কলস্বরেণাতিগভীরমর্থতঃ ।
তদৈব পিত্রোরভবং পরিপ্লুতং
স্মৃথৈরনৈকৈর্বপুরুস্তনুরুহম্ ॥১০০

তদঙ্গসঙ্গামুতথারয়া তয়া
মনন্তয়োরাপ্লুতমেব নিশ্চিতম্ ।
অসংবৃতান্তঃ পরিবাহিতেব সা
যদাঙ্গগদম্পথেন নির্গতা ॥১০১॥

যাতঃ, যদিও শান্তিগুণসম্পন্ন আমার অগ্রজ বিশ্বরূপ তিতিক্ষা সহকারে আপনাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিয়াছেন, কল্পন, দুঃখিত হইবেন না, আমি অল্পকাল মধ্যেই আপনাদিগের সমুদায় পরিত্রা কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিব ॥২১॥

পিতা মাতা যখনই পুত্রের এইরূপ গভীরার্থ সমুদ্র বচনামৃত শ্রবণ করিলেন তখনই তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চ সহকারে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল । ১০০।

পরের প্রিয়তম সেই গৌরীদেব অঙ্গস্বরূপ অমৃত ধারাশাতে তাঁহাদের
মনঃনিভান্ত পরিপ্লুত এবং নেত্রদ্বয় হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু ফরিত হইতে
লাগিল ॥১০১॥

পঠন্ সপৰ্য্যাপন্ন এবং সৰ্বদা
তয়োর্মহাকারুণিকঃ সুখাবহঃ ।
বয়স্যভাবেন বয়স্যবালকৈ—
নিরন্তরং খেলতি খেলয়ত্যপি ॥১০২॥

স্বতন্ত্রমালোক্য কদাচিদাত্মজং
পিতা বচোভিনিরভৎ সয়ন্ মুহুঃ ।
তত্তোরজন্তাং শয়িতোতিশুদ্ধধী—
দর্দর্শ সংস্পন্দমদ্রভাগ্যবান্ ॥১০৩॥

সুতঃ স্বতন্ত্রো মম কিং সদা ভবে-
দতীবখেলাকুললোলমানসঃ ।
ইতীব কৃত্বা বহুমন্ত্রে ভবান্
নচৈবমাবিক্ষুতগৌরবিগ্রহম্ ॥১০৪॥

যাহা হউক, মহা কারুণিক সুখপ্রদ গৌরঙ্গ সর্বদা পিতামাতার পরিচর্যা করেন এবং পড়িতে পড়িতে সখ্যভাবে বয়স্য বালকগণের সহিত নিরন্তর খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১০২॥

কোন একদিবস সদ্বৃদ্ধিসম্পন্ন পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে ক্রীড়াপন্ন দেখিয়া তিরস্কার করত নিশাবোগে সুখে শয়ন করিয়া সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে দেখিলেন ॥১০৩॥

একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেন, অহে মিশ্রবর "পুত্র স্বতন্ত্র কাহারও বাধ্য নহে, সর্বদা খেলাতেই আগ্রহচিহ্ন, সে আমার কি করিবে" এই মনে করিয়া তুমি গৌরবিগ্রহকে বহু সম্মান করিতেছ না ॥১০৪॥

পশুর্ঘণা স্পর্শস্থং মহামণে—
 ভক্তগণীমং পরিলোকয়ন্নপি ।
 ন বেত্তি তত্ত্বংসদসদ্বিবেচনাং
 স্বভাবমুঞ্চস্ত বিবেচনা কৃতঃ ॥১০৫॥

ইথং বচোভির্বত ভৎসয়ন্নমুং
 দ্বিজোজগাদাতিরুমারুণেক্ষণঃ ।
 প্রবুদ্ধ আসীতুত এব সম্মনাঃ
 সুবিস্মিতস্তং সকলং জগাদ চ ॥১০৬॥

নিশম্য তৎস্বপ্নমতীব বিস্মিতা
 বভুবুরুংসাহপরাশ্চ মানবাঃ ।
 মনোবচোভিঃ পুরুষর্ষভংপ্রভুং
 মহাশয়োসাবিতি সাধু মেনিরে ॥১০৭॥

পশু ঘেমন মহামণির স্পর্শস্থ গ্রহণ ও স্বচক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াও
 ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে না, তাহার আয় তোমাকে দেখিতেছি ।
 স্বভাবমুঞ্চ ব্যক্তির বিবেচনা কোথায় ? ॥১০৫॥

ঐ ব্রাহ্মণ এই প্রকার ক্রোধভরে আরক্তনেত্র হইয়া বাক্য দ্বারা তর্জন
 গর্জন করে কহিতে লাগিলেন, মিশ্র মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি
 দৃষ্টচিস্ত হইয়া বিস্ময় সহকারে সকলের নিকট এই সমুদায় বৃত্তান্ত
 কহিলেন ॥১০৬॥

প্রোত্বর্গ জগন্নাথ মিশ্রের মুখে ঐরূপ স্বপ্ন শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্মিত
 হইলেন এবং মন ও বাক্য দ্বারা উৎসাহ সহকারে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ গৌরান্ধ-
 দেবকে “ইনি সাধু” এই বলিয়া মানিতে লাগিলেন ॥১০৭॥

ততঃ কদাচিন্‌নিবসন্‌ স্বমন্দিরে
সমুত্তাদাদিত্যমহোজ্জ্বলঃ ।
স্বতেজসাধবন্ততমিস্রসঞ্চয়ো
জগাদ দেবো জননীং পুরস্থিতাম্ ॥১০৮॥

সংক্রায়তাং মাতরিদং বদামি য-
ন্তথৈতি তস্যোদিতমাদদে শচী ।
যমুচ্যতে তাত সমস্তমেব তৎ
করিষ্যতে তৎ বদ তাত ভাষিতম্ ॥১০৯॥

কদাপি মাতুর্হরিবাসরে ত্বয়া
ন কার্য্যমেবাদনমিত্যসৌ পুনঃ ।
জগাদ পশ্চাত্তুহুজোদিতং শচী
সমাদদে নির্ভরভাগ্যভূষিতা ॥১১০॥

পুনশ্চ তাম্বুলফলাদি শুদ্ধিম-
ম্নিবেদিতং যন্তদপাস্ত্র মাতরম্ ।
জগাদ মাতঃ পরিপালয়াত্মনঃ
সুতস্য দেহং চলিতোহহমঞ্জসা ॥১১১॥

এক দিবস গৌরান্দেব সূর্য্যের ছায়া স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অঙ্ককাররাশি বিনষ্ট
করত নিজ মন্দিরে উপবেশন করিয়া সমুখবর্ত্তিনী জননীকে কহিলেন ॥১০৮॥

মাতঃ! আমি এই বাহা আপনাকে কহিতেছি আপনি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ
করুন। শচীমাতা উত্তর করিলেন, বৎস! তুমি বাহা বলিবে আমি তাহাই
করিব ॥১০৯॥

মহাপ্রভু কহিলেন, মাতঃ! আপনি কদাচ হরিবাসরে ভোজন করিবেন
না; পশ্চাৎ ভাগ্যবতী শচীও পুস্ত্রের কথিত বিষয় স্বীকার করিলেন ॥১১০॥

অনন্তর তদ্ব তাম্বুল ও ফলাদি বাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি ঐ

স ইথমুথায় মহাপ্রভুঃ ক্রিতৌ
পপাত শম্পায়ুতকোটিকোটিবৎ ।
ইতীমমালোক্য বিসংজ্ঞমাকুলা
সিষেচ গঙ্গাসলিলৈঃ শচী চিরম্ ॥১১২॥

ততঃ প্রবোধস্থিরয়া ধিয়া সমং
নবপ্রবোধানুজরাজদীক্ষণঃ ।
সমুথিতোহসৌ মহসা নিসর্গিণা
সমাবৃতঃ শারদচন্দ্রবদ্বভৌ ॥১১৩॥

তদা তদাশ্রত্য পিতাপি তাদৃশং
জগাম ভূয়ঃ সহ বিস্ময়ং স্বয়ম্ ।
উবাচ বাচশ্চ সদর্থবাচিকাঃ
কিমেতদেতৎ কিমিতীতিরীতিতঃ ॥১১৪॥

সমুদার পরিত্যাগ করিয়া জননীকে কহিলেন, মাতঃ ! যথার্থ বলিতেছি
সহসা আমার শরীর কম্পিত হইতেছে, অতএব আপনি স্বীয় পুত্রের দেহ
পরিপালন করুন ॥১১১॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু গাত্রোখান করত ভূমিতলে পতিত হইলেন, তখন
তাহাকে দেখিয়া এরূপ বোধ হইল যেন কোটি কোটি বিদ্বাং পুঞ্জীভূত হইয়া
ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। শচী ধরাশায়ি পুত্রকে বহুক্ষণ যাবৎ অচেতন
দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং ভূরি পরিমাণে গলাজল আনয়ন করত তাহার
অঙ্গে সেন্নন করিতে লাগিলেন ॥১১২॥

তাহাতে রাজীবলোচন গৌরান্দের প্রবোধিত ও পূর্কাবেশ প্রাপ্ত হওয়ায়
তাহার স্বভাবলিঙ্গ স্বীয় কান্তিতে শারদ চন্দ্রের স্থায় শোভা প্রকাশ পাইতে
লাগিল ॥১১৩॥

অনন্তর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ঐ বিষয় শ্রবণ করিয়া তাদৃশ পুত্রের নিকট

তদাশয়ং তচ্চরিতং তদঙ্গিতং
বিদন্তি তদ্বিভ্রমমত্র কে জনাঃ ।
নহি স্বয়ম্ভূঃ শ্রুতয়শ্চ তাঃ স্বয়ং
ভবোহপি তাবৎ প্রভবো ভবিষ্যৎ ॥১১৫॥

গুরোগৃহে সম্বসতা মহাধিয়া
সমস্তবিভাঃ সৰ্ব্বতার্থতাঃ কৃতাঃ ।
ক্ষণেন তস্মিন্ বিবিশুশ্চ তাঃ স্বয়ং
পয়োনিধৌ নগ্ন ইবোৎসুক্য ভূশম্ ॥১১৬॥

ততঃ পিতা তস্মৈ নিবৃত্তযৌবনো
জরাং স ভেজে জরিতোহতিত্বর্ঘলঃ ।
তথাবিধং তং পরিলক্ষ্য সঃ প্রভু-
র্নির্নায় গঙ্গাতটভূমিমাকুলঃ ॥১১৭॥

গমন করিলেন এবং বিশ্বসহকারে সদর্থ বাক্য দ্বারা কহিলেন, বৎস ! এ
তোমার কি প্রকার রীতি ॥১১৪॥

প্রভুর আশয়, চরিত্র, ইঙ্গিত এবং বিলাস কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে ?
যে হেতু ব্রহ্মা, স্বয়ং মহেশ্বর ও শ্রুতিসকলও তাঁহার কিক্রিয়াত্রও অবগত
হইতে সক্ষম হয়েন নাই ॥১১৫॥

সে যাহা হউক, বুদ্ধিমান গৌরানন্দেব গুরুগৃহে অবস্থান পূর্বক অল্পকাল-
মধ্যে সমুদায় বিভাগ্য পরিদর্শিতা লাভ করিলেন, ইহাতে বোধ হইল
সাগরাভিমুখী নদীর দ্বার সমুদায় বিতা বেন সমুৎসুক হইয়া তাঁহাতে স্বয়ং গিয়া
প্রবেশ করিতে লাগিল ॥১১৬॥

তাঁহার পিতা যৌবনাবসানে জরাক্রান্ত হইয়া জরে অভিভূত হইয়া অতিশয়
দুর্বল হইলেন দেখিয়া মহাপ্রভু ব্যাকুল চিত্তে তাঁহাকে ভাগীরথীর তীরে
লইয়া গেলেন ॥১১৭॥

পিতৃঃ পদং বক্ষসি ছুঃখিতাত্মনা
 নিধায় তেপে নিতরাং কৃপাবতা ।
 পিতঃ কু মাং প্রোজ্জ্ব্য সুদীনমেককং
 শিশুং কথং হস্ত ভবান্ গমিষ্যতি ॥১১৮॥

নিশম্য বাক্যামৃতমশ্রু হর্ষদং
 ততোস্তকালে দ্বিজপুঙ্গবোহসকৌ ।
 সমর্পণং তে রঘুনাথপাদয়োঃ
 কৃতং সুখী স্ম্যামিতি পুত্রমব্রবীৎ ॥১১৯॥

অথ সা পতিপাদপঙ্কজ—
 দ্বয়মালিঙ্গ্য সগদগদম্বরম্ ।
 পরিদেবনয়ানয়া মুহু—
 ব্রহ্মা নেত্রজলৈরসেচয়ৎ ॥১২০॥

ভাঁহার চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করত এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন,
 পিতঃ। আমি অসহায় শিশুসন্তান, হায়। আমাকে কোথায় ত্যাগ করিয়া
 আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন ॥১১৮॥

তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ পুত্রের হর্ষপ্রদ ঐ বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া
 ভাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তোমাকে রঘুনাথের চরণদ্বয়গলে সমর্পণ করিলাম,
 তুমি সুখী হইবে ॥১১৯॥

অনন্তর জগন্নাথভার্য্যা শচী গদগদস্বরে অনুতাপ করিতে করিতে পত্নীর
 চরণদ্বয় ধারণ পূর্বক অশ্রুবারি সেচন করিতে লাগিলেন ॥১২০॥

অপি মাং পরিহায় হুঃখিতা-
মতিদীনাং কুররীমিব শ্রভো ।
ক হু সম্প্রতি যাসি নীয়তাং
নিজদাসী বহুহুঃখকর্ষিতা ॥১২১॥

দিবি দেবগণে নিরন্তরং
স্মনোবর্ষিণি ভূরিশঃ স্মৃতাং ।
ভুবি কীর্তনতংপরে জনে
দ্যানদীমধ্যগতঃ স নিব্ববৌ ॥১২২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে দ্বিতীয়: সর্গ:

তিনি कहিলেন, নাথ ! কুররীর ছায় হুঃখিতা ও দীনা এই নিজদাসীকে
পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি আপনি কোথায় গমন করিতেছেন, আমি বহুহুঃখে
কাতরা হইতেছি ; আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলুন ॥১২১॥

সে বাহা হউক, শচীমাতা এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, দেবগণ
শ্রবণ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে, পৃথিবীতে মানবসকল হরিকীর্তন
করিতে থাকিলে মহাপ্রভুর পিতা গঙ্গার মধ্যগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ
করিলেন ॥১২২॥

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

নবীনলাবণ্যমুখাসুধারা-

ভূতা নবীনেন সদঙ্গকেন ।

তং যৌবরাষ্ট্রে সকলশ্চ যদুঃ

প্রস্মনচাপোভিষিষেচ ভূয়ঃ ॥১॥

পপাঠ সৎপণ্ডিতবিষ্ণুনাথঃ

সুদর্শনাদপ্যতিহর্ষভাজঃ ।

গুরুত্বমাকল্য মহামুকম্পাং

চকার হর্ষাদনয়োঃ কিমেযঃ ॥২॥

ততশ্চ বৈয়াকরণাং স গঙ্গা—

দাসাদভূং প্রত্যমুভূতবিভঃ

যদেষ বিজ্ঞানমদাদৃ দ্বিজৈভ্য—

স্তেনৈব পুণ্যেন পপাঠ সোহত্র ॥৩॥

অনন্তর কন্দর্প ত্রীগোবিন্দদেবের অঙ্গের নবীন লাবণ্যমূর্ত সন্দর্শন করিয়া
সমুদায় যুবকগণের যৌবরাজ্যে যেন পুনর্বার তাঁহাকেই অভিষেক
করিলেন ॥১॥

সে যাহা হউক ত্রীমহাপ্রভু সুপণ্ডিত বিষ্ণু ও আনন্দভাজন সুদর্শন এই
দুই জনকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন ;
কিন্তু প্রভু এ অধ্যয়ন করা নয়, বোধ হয় ইহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতি অহুগ্রহ
প্রকাশ করা হইল ॥২॥

তাহার পর বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের নিকটে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলেন,
যেহেতু ইনি বহুতর ব্রাহ্মণকে বিজ্ঞান দিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুণ্যবলেই
ত্রীমহাপ্রভু ইহার নিকট পাঠ শ্রীকার করিলেন ॥৩॥

সতীর্থবৃন্দৈঃ পরিহাসবন্তি—

ইসন্ বিশেষং সবদাবদেন ।

ততান লীলাপ্রতিভানবার্তা-

মুখবী সঙ্কবীশ্রবংশরত্নম্ ॥৪॥

কদাচনাসৌ বনমালিনাম্নো

গৃহে সদাচার্যবরস্ত নাথঃ ।

জগাম সন্তাষরসেন হর্ষাদ্—

ষদৃচ্ছয়া শ্রীময়গৌরদেহঃ ॥৫॥

নিবর্তমানেন ততঃ স্তুথেন

সংভাষ্য তং বত্স'নি তেন তত্র ।

অকারি পীযুষমিব ক্ষরন্তী

নেত্রাতিথিঃ কাচনহেমবল্লী ॥৬॥

সা বল্লভাচার্যমুতা চলন্তী

স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াম্ ।

লক্ষ্মীরনেনৈব মহাবতীর্ণা

প্রভোর্থযৌ লোচনবত্স' তত্র ॥৭॥

ভূদেববংশাবতংস চৈতত্তদেব পরিহাসকারী ছাত্রদিগের শাস্ত্রীয় কথার বাদাহ্বাদ করিতে করিতে লীলারস সকল বিস্তার করিতেন ॥৪॥

কোন এক দিবস ঐ গৌরবিগ্রহধারী হরি বদৃচ্ছাক্রমে শাস্ত্রালাপরসে হর্ষ প্রকাশ করত বনমালি আচার্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

কিন্তু তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতে-
ছিলেন, সেই সময় পথমধ্যে কোন অনির্কচনীর স্বর্ণলতা তাঁহার নেত্রগোচর
হইল। আহা, হেমবল্লীর কি আশ্চর্যরূপ! তাহা হইতে যেন অমৃত ক্ষরণ
হইতেছিল ॥৬॥

ঐ হেমবল্লী বল্লভাচার্যের কস্তা, স্বয়ং লক্ষ্মী, যিনি প্রভুর সহিত ভূমে

বিলোক্য স প্রাক্তনবল্লভাং তাং
সুখানুধৌ মজ্জনমাততান ।
নৈসর্গিকং প্রেম যথাবকাশং
প্রসহ্য নামোদয়তীহ কস্মা ॥৮॥

তথাবিধাং তামবলোক্য রামাং
মনস্তভুহ্লসিতঃ কৃপাক্ষিঃ ।
মণিস্বিনা দুর্লভমাভিরাম্যং
ন হৈমনী হারলতা প্রযাতি ॥৯॥

সা শৈশবাদেকপদেন বালা
সমাগতা যৌবনসীম্নি কিঞ্চিৎ ।
পরিত্রুটচ্চাপলজায়মান-
ত্রুপা তমালোক্য ননন্দ শশ্বৎ ॥১০॥

অবতীর্ণা হইয়াছেন, তিনি তৎকালে সখীগণ সমভিঘ্নাহারে গঙ্গায় স্নান নিমিত্ত
গমন করিতে ছিলেন, অকস্মাৎ মহাপ্রভুর নেত্রপথ তাঁহাতেই গিয়া পতিত
হইল ॥৭॥

অনন্তর গৌরাঙ্গদেব আপনার সেই পূর্ববল্লভাকে সংদর্শন করিয়া সুখ-
সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন, কেননা স্বভাবসিদ্ধ প্রেমাবকাশ কাহাকে না আমোদিত
করিয়া থাকে ? ॥৮॥

সে বাহা হউক, কল্পগানিধি শচীকুমার ঐ রামাকে তথাবিধ অবলোকন
করিয়া মনোমধ্যে অতিশয় উল্লসিত হইলেন । আহা, মণিব্যতিরেকে
যেমন বর্ণহারের মনোহর শোভা প্রকাশ পায় না তদ্রূপ ॥৯॥

ঐ বল্লভাচার্য্যের কস্তা শৈশব অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ যৌবনসীমায় পদার্পণ
করিয়া চাক্ষু্যপরিহারকারিণী লজ্জাগহকারে শচীতনয়কে অবলোকন
করত শিরস্ত্রয় আনন্দাহতব করিতে লাগিলেন ॥১০॥

অথাজগামৈষ নিরীক্ষ্য কাস্তাং
তৈস্তৈর্বয়ন্তৈবিরংস্তথৈব ।
পঠন্ সদোদ্গ্রাহপরঃ পরেশো
ররাজ গুটস্থিররম্যলীলঃ ॥১১॥

অথাপরেহ্যর্ধনমালিনামা
প্রভোঃ য আচার্য উপেত্য বেশ্ম ।
নমশ্চকার প্রণতো মহাত্মা
শচীং শুচিঃ সংকথয়ন্ বিধিজঃ ॥১২॥

সুতায় তে দেবি বৃত্তান্তি কাচিং
কন্ত্যতিথন্ত্য গুণরূপশীলৈঃ ।
সা বল্লভাচার্যসুতা বরাজ্জী
মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ ক্ষিতিতোহবতীর্ণা ॥১৩॥

অনন্তর গৌরান্দেব কাস্তাকে অবলোকন করিয়া বয়স্তগণের সহিত বিহার
এবং পাঠ করিতে করিতে গৃহে আগমন করিলেন কিন্তু তৎকালে তাঁহার
বিবাহবিষয়ে অতিশয় ইচ্ছা হইলেও তাহা প্রকাশ না করিয়া মনোরম
লীলাসহকারে বিয়াজ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অনন্তর কোন একদিবস আচার্য্য বনমালিনামক একজন মহামুভব
বিজ্ঞানচার ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর গৃহে আগমন করিয়া বিনয়পুরঃসর শচীদেবীকে
নমস্কার করত কহিলেন ॥১২॥

দেবি ! রূপ, গুণ ও শীলতাসম্পন্ন কোন একটী কন্তা মনে মনে আপনার
পুত্রকে বরণ করিয়াছেন ; তিনি বল্লভাচার্য্যের কন্তা, তাঁহার তুল্য অঙ্গসৌষ্ঠব
যতি বিরল, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভূমিতলে অবতীর্ণ
হইয়াছেন ॥১৩॥

বিধীয়তাং তত্র লঘুপ্রযত্ন-
 স্তনূজরত্নস্য বিবাহকার্য্যে ।
 যদীচ্ছসি শ্রীমতি তাং সদঙ্গাং
 শ্রিয়ং বধূরত্নমনিন্দ্যশীলাম্ ॥১৪॥

ইত্যস্য সংশ্রুত্য বচোমুতং সা
 তুষ্ণীমভূম্নৈব কিমপ্যুবাচ ।
 অশ্রদ্ধাধনা বচনেহস্য তস্মিন্
 স্মৃতেহপি তল্লক্ষণলক্ষণার্থা ॥১৫॥

নৈবাকলয্যাশু বচাংসি শচ্যা
 যযৌ স আচার্য্যবরোত্তিষ্ঠঃখী ।
 বিলোকয়ামাস মনঃকথাভিঃ
 কষায়িতাস্ত্যোথ মহাপ্রভুং তম্ ॥১৬॥

হে শ্রীমতি ! আপনি যদি সেই শোভনশীলা লক্ষ্মীকে বধূরত্নরূপে
 ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পুত্ররত্নের বিবাহকার্য্যে শীঘ্র যত্ন বিধান
 করুন ॥১৪॥

অনন্তর শচী বিপ্রবর বলমালির ঐ বচনামৃত শ্রবণ করিয়া তুষ্ণীভাব
 অবলম্বন করিলেন এবং পুত্রের ঐ কথাকে বিবাহ করিবার বাসনা আছে
 কিনা জানিতে সমুৎসুক হইয়া বনমালির বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে প্রত্না
 করিলেন না ॥১৫॥

অনন্তর আচার্য্যবর বনমালী শচীর বাক্য অবগত হইতে না পারায়
 অত্যন্ত হঃষিত হইয়া মনের কথার কষায়িতান্ত্র, অর্থাৎ তরুণ হওত,
 মহাপ্রভুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৬॥

অসৌ নবদ্বীপকিশোরচন্দ্র-
 শচন্দ্রাননশচন্দ্রসংস্রকাস্তঃ ।
 আচার্যমালোক্য ননাম হৃষ্টো
 দৃঢ়ং পরিষ্রজ্য চ ধীরমুচে ॥১৭॥

আসী: ক গস্তা ভ্রময়ে মহাত্মন
 কথং তু বা ভ্রং বিমনা: প্রয়াসি ।
 স আহ মাতৃশচরণৌ তবৈব
 ত্রষ্টুং গত: সম্প্রতি যামি হ্র:খী ॥১৮॥

ন কিঞ্চিদুচে তমিদং স শৃণু
 স্বমেব গেহং প্রযযৌ কৃপাক্ষি: ।
 তদীয়য়া তদ্বিমনস্তয়াসীং
 স্বয়ং দয়াবারিনিধি: স্তূহ:খী ॥১৯॥

অনন্তর নবদ্বীপের কিশোরচন্দ্র শচীতনয় বাহার পূর্ণচন্দ্রের জ্ঞান বদনমণ্ডল
 ও সহস্রচন্দ্রতুল্য অঙ্গকান্তি, তিনি আচার্য্যকে অবলোকন করিয়া
 প্রণাম করিলেন এবং হর্ষচিত্তে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্বক ধীরভাবে কহিতে
 লাগিলেন ॥১৭॥

হে মহাত্মন! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন এবং কেনই
 বা হ্র:খিত হইয়া প্রতិগমন করিতেছেন? এই প্রশ্নে আচার্য্যবর উত্তর
 করিলেন, আমি তোমার জননীর চরণদর্শন জন্ত আসিয়াছিলাম, সম্প্রতি
 হ্র:খিত হইয়া বাইতেছি ॥১৮॥

তখন কৃপাসাগর গৌরহরি আচার্য্যের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
 কোন উত্তর প্রদান না করত স্বয়ং গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু দয়ানিধি তাঁহার
 বিমনস্কতার আপনিও অতিশয় হ্র:খিত হইয়াছিলেন ॥১৯॥

আগত্য গেহং জননীং ততোহসৌ
 পপ্রচ্ছ নাথঃ স্তনয়িত্বুধীরম্ ।
 কিমুক্তমাচার্যবরায় মাত-
 স্ত্বয়া যতোহসৌ বিমনাঃ প্রয়াতি ॥২০॥

কথং ন তস্মাহুমতো মতিস্তে
 বভূব নামোদিতমুক্তমস্ত্র ।
 শ্রীতির্বিধা স্ত্রাং সৃজনস্ত্র সাধো-
 স্ত্রৈবেব কর্তুং সৃজনঃ প্রমাণম্ ॥২১॥

বিজ্ঞায় পুত্রাহুমতিং মুদাসৌ
 প্রস্থাপয়ামাস তদাত্মলোকম্ ।
 আচার্যবর্ষ্যানয়নায় শীঘ্রং
 নিম্পাতিতে কিং ন তদীচ্ছয়া যৎ ॥২২॥

অনন্তর নবদ্বীপনাথ গৃহে আগমন করিয়া মেঘতুল্য গভীর স্বরে জননীকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আপনি আচার্য্যকে কি বলিয়াছেন, যেহেতু
 তিনি বিমনস্ক হইয়া গমন করিতেছেন ॥২০॥

হা কষ্ট! আপনি কেন তাঁহার অহুমত বিষয়ে সম্মত হইবেন নাই?
 কেন আপনি তাঁহার বাক্যে অহুমোদন করেন নাই? যাহা হউক আপনার
 একার্য্য ভাল বোধ হইতেছে না। মাতঃ! সাধুর বাহাতে শ্রীতি সম্পাদন
 হয় তাহা করাই সাধুজনের নিদর্শন ॥২১॥

তখন বুদ্ধিমতী শচী পুত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া আহ্লাদসহকারে
 আচার্য্যকে আনয়ন করিবার জন্ত শীঘ্র আপনার একটি লোক প্রেরণ করিলেন
 এবং তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আচার্য্য যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন
 তাহা কি না সম্পন্ন হইবে, অর্থাৎ তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন
 করিব ॥২২॥

ক্রতং স আগত্য শচীং প্রণম্যা-
বদৎ কিমাজ্ঞাপয়তীশ্বরী মে ।
বিধীয়তেহসৌ শিরসা নিয়োগো
নিযুক্ত্যতাং তত্ত্বং কিংকরোহস্মি ॥২৩॥

বিজ্ঞাপিতং যোন্তি যদত্র তাত
তদেব কৰ্ত্তুং ত্বমিহ প্রমাণম্ ।
ত্বং বৎসলোহতীব সুহৃৎকুটুম্বং
স্নিগ্ধং স্বয়ং চেত্যথ সা জগাদ ॥২৪॥

ততঃ সমাকর্ণ্য বচঃ স ধীরঃ
স্বধীতসর্ব্বাগমএব তূর্ণম্ ।
শচীং নমস্কৃত্য শুচির্জগাম
বিধিংসুরেতস্ত্য বিবাহকার্য্যম্ ॥২৫॥

ইত্যবসরে আচার্য্য বনমালিকীশীঘ্র আগমন করিয়া শচী মাতাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, ঈশ্বরী ! আমাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন ? আমি আপনার কিঙ্কর ; আমাকে নিয়োগ করুন, আমি মন্তকদ্বারা বিধান করিব ॥২৩॥

অনন্তর শচী আচার্য্যকে কহিলেন, বৎস ! এবিষয়ে আমি বাহা তোমাকে কহিব, তাহা সম্পন্ন করিতে এক তুমি যাত্রাই সমর্থ, যেহেতু তুমি আমার প্রতি প্রীতিমান্ এবং আমার অতি সুহৃৎ কুটুম্ব ও স্নিগ্ধ । অতএব স্বয়ং সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ কর ॥২৪॥

তখন নিখিল শাস্ত্রার্থদর্শী ধীরপ্রকৃতি সেই আচার্য্য শচীদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বিশ্বস্তরের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে শীঘ্র যাত্রা করিলেন ॥২৫॥

সবল্লাভার্চ্যগৃহেতিহর্ষাৎ
 জগাম কৌতুহলপূর্ণচেতাঃ ।
 তূর্ণং বিলোকৈক্যনমসাবুদন্তাৎ
 প্রভ্যাদ্গমোহগ্রার্চিনমেব সাধোঃ ॥২৬॥

স বল্লাভোভূমিস্মরৈকরত্নং
 দিদেশ তস্মৈ বরমাসনং তৎ ।
 পপ্রচ্ছ পশ্চাচ্চ বিনীতচেষ্ঠঃ
 সদৈব ধীরো বিনয়েন ভাতি ॥২৭॥

অমুগ্রহোহয়ং ময়ি তে বভূব
 স্মৃটং যদজাগমনং ত্বদীয়ম্ ।
 কার্যং কিয়দ্বাপ্যবশিষ্ট্যুতে ত-
 দ্বক্তুং মহাধীশ্বমিহ প্রমাণম্ ॥২৮॥

আচার্য্যের চিত্ত কৌতুহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং হর্ষমহকারে
 গমন করিতে করিতে অল্পকাল মধ্যে বল্লাভার্চ্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত
 হইলেন ; তাহাতে ঐ বল্লাভার্চ্য্য পরম সাধু আচার্য্যকে সমাগত দেখিয়া
 প্রভ্যাদ্গমনপূরঃসর তাঁহার বথাবিধি সম্মান করিলেন ॥২৬॥

ভূদেবাগ্রগণ্য ঐ বনমালিকে আসন প্রদান করিতে আদেশ করিয়া
 পশ্চাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন । ঐহারী বিনয়ী ও ধীর, তাঁহার স্বভাবত বিনয়
 দ্বারাই শোভা পাইয়া থাকেন ॥২৭॥

হে মহাশয় ! আপনি যখন আমার গৃহে আগমন করিলেন তখন
 স্পষ্টই বোধ হইল, আমার প্রতি আপনার বখেষ্ঠ অমুগ্রহ হইয়াছে । বাহা
 হউক হে ধীরবর ! এমন কি করিতে হইবে, কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট
 আছে, আপনি আজ্ঞা করুন ॥২৮॥

ইথাং নিশম্যাশু মহাহুভাবঃ
প্রভোবিবাহে ঘটনাং বিধিংসুঃ ।
উবাচ হর্ষোদগতরোমবৃন্দঃ
শুভস্বরাং বাচমনিন্দিতাত্মা ॥২৯॥

গুণৈর্বরোমিশ্রপূরন্দরাত্মজঃ
শরীরবস্ত্রামতনুঃ কিমাত্মিতঃ ।
য এষ সৌন্দর্য্যময়ীং তনুমিমাং
জগন্ত্রয়ীলোকবিমোহিনীং শ্রিতঃ ॥৩০॥

য এষ নিষ্কাততয়া তয়া বিধে
বিধানদক্ষশ্চ বিধানকর্মণি ।
বিধায় সৌন্দর্য্যসমুহমগ্রতঃ
সুধাময়ঃ কোপ্যতনুবিনির্মমে ॥৩১॥

তখন মহাত্মা ও মহাহুভাব বনমালী আচার্য্য বল্লভাচার্য্যের ঐ প্রকার
বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বিবাহ ঘটনা
বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া যুগ্মস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥২৯॥

হে আচার্য্যবর! জগন্নাথমিশ্রের পুত্র বিশ্বস্তর সর্বগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে
দেখিলে বোধ হয় তনুহীন কন্দর্প যেন তাঁহার ঐ তনুতে গিয়াই আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছেন। আহা, গৌরানন্দেব একরূপ আশ্চর্য্যরূপ অবলম্বন করিয়াছেন
যে, যদ্বর্শনে ত্রিলোকীশ্ব লোকমাত্রেয়ই মন বিমোহিত হইয়া যায় ॥৩০॥

জগদ্বিধানদক্ষ বিধাতা সৌন্দর্য্যসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া আপনার
সৃষ্টিকার্য্যে নিপুণতা দ্বারা প্রথমতঃ এই সুধাময় গৌরবিগ্রহরূপ কন্দর্প
নির্মাণ করিয়াছেন ॥৩১॥

যদাস্তচন্দ্রং বিধিনা বিধায় তং
 চিরায় ভূয়িষ্ঠমিবাশ্বসৌষ্ঠবম্ ।
 বিদাম্বভূবে গদতা প্রতিক্ষণং
 চতুর্ভিরাস্তুরপি সাধু সান্বিতি ॥৩২॥

অতঃ স্মৃত্যাস্তব যোগ্যবিভ্রমঃ
 স কল্পবল্যা ইব কল্পভুরুহঃ ।
 যোগোস্ত মুক্তামণিবর্ষ্যয়োরিব
 প্রিয়াকরঃ সর্বজগজ্জনস্য সঃ ॥৩৩॥

নিশম্য সৌম্যোথ স বল্লভদ্বিজো
 দ্বিজৈকরত্নং তমুবাচ হর্ষতঃ ।
 বিচিন্ত্য ভূয়ো মনসা শুভংযুনা
 সথেন বিখ্যাতযশঃসমুচ্চয়ঃ ॥৩৪॥

ঐ গৌরান্দেরূপের রূপমাধুর্য্যের বিষয় আর কি বর্ণন করিব, বিধাতা
 ষাঁহার মুখচন্দ্র নির্মাণ করিয়া চিরকালের জন্ত ভূমিতলে আপনার শিল্প-
 কর্ণের সৌষ্ঠব সন্দর্শন করাইয়া স্বয়ং প্রতিক্ষণে চারিমুখে সাধু সাধু বলিয়া
 প্রশংসা করিয়াছেন ॥৩২॥

অতএব হে মহাশয়! যেমন কল্পতরুর সহিত কল্পলতার, এক উৎকৃষ্ট
 মণির সহিত যেমন মুক্তার যোগ উপযুক্ত হয়, তাহার ঠায় আপনার কন্ঠার
 সহিত বিশ্বস্তরের যোগ, সমস্ত লোকের সুখাবহ হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৩॥

তখন বল্লভাচার্য্য ষাঁহার প্রশস্ত মনহেতু সর্বত্র যশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি
 বিজয়ত্ন বনমালির ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মনোমধ্যে চিন্তা করত
 সহাস্য বদনে কহিলেন ॥৩৪॥

ভাগ্যাতিভাগ্যেন মহানুভব ! মে
 যোগেন তং সংপ্রতি তেন ভূয়তে ।
 তথাবিধস্ত্যাস্ত সমং তথাবিধৈ—
 র্থথাতথং স্তাদ্ঘটনা মনোরমা ॥৩৫॥

যদীশ্বরঃ স্ত্যান্ময়ি সুপ্রসাদভাক্
 ভাগ্যোদয়ো বা যদি মে মহান্ ভবেৎ ।
 যদস্তি পুত্র্যাঃ শ্রুতং মহন্তরং
 তদেদৃশস্তং পতিরেব নিশ্চয়ঃ ॥৩৬॥

যথা গুণৈঃ কাঞ্চনহারবল্লী
 রত্নেন সন্মায়কতাং গতেন ।
 নিস্পন্নতাং যাতি তথা হৃদীয়ৈ—
 গুণৈস্তয়োঃ সংঘটনা ঘটেত ॥৩৭॥

হে মহানুভাব ! যদি তোমার সাহায্যে ও পরমেশ্বরের প্রসাদে এই
 অঘটন ঘটনা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যদি মহাত্মা গৌরাজ আমার কত্মকে
 পত্নীরূপে গ্রহণ করেন তাহা হইলে ইহার তুল্য আর সৌভাগ্য কি ? ॥৩৫॥

হে ব্রাহ্মণ ! ঈশ্বর যদি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন অথবা যদি আমার
 মহৎ ভাগ্যের উদয় হয়, কিম্বা যদি আমার কত্মার স্তম্ভং পুণ্য থাকে, তাহা
 হইলে নিশ্চয় তাহার এতাদৃশ পতিলাভ হইবে ॥৩৬॥

বল্লভাচার্য্য আরও কহিলেন, হে মহাশয় ! গুণভূষিত স্বর্ণহার মধ্যগত
 নারক মণিসহযোগে যেক্রপ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে, তেমনি আপনার
 গুণে যদি ঐ দুইয়ের সংঘটনা ঘটিত হয় তাহা হইলে তক্রপ ভাবে সম্পন্ন
 হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৭॥

ইত্যাচিবাংস্তাং বিনয়োক্তিবস্তয়া
 তয়া মহাপ্রীত ইমং জগাদ সঃ ।
 তবেদৃশা সদ্দিনয়েন সত্ত্বরং
 সংপৎশ্রুতে সৰ্ব্বমশেষমঙ্গলম্ ॥৩৮॥

ইথং স সংভাষ্য মিথো দ্বিজাগ্রো
 জগাদ ভূয়ো নিলয়েষু শচ্যাঃ ।
 শ্রবেদয়ং সৰ্ব্বমদভ্রভাগ্যো
 বিবাহকৌতূহললোলচিত্তঃ ॥৩৯॥

শচী তথা তৎসকলং বিদিত্বা
 হর্ষণে পূর্ণামবিদন্তুনুং স্বাম্ ।
 বিচিন্ত্য মূর্ত্তিং নিজভাগ্যরাশিং
 তনুজরত্নং নিভৃতং জগাদ ॥৪০॥

বল্লাভাচার্য্য বিনয়োক্তি সহকারে এই প্রকার বলিলে আচার্য্যবর
 বনমালী পরম প্রীতি লাভ করত কহিলেন, মহাশয়! আপনার ঈদৃশ বিনয়
 দ্বারা সমুদায় মঙ্গল শীঘ্র সম্পন্ন হইবে ॥৩৮॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বনমালী এই প্রকারে পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া পুনর্বার শচী-
 দেবীর গৃহে গমন করিলেন, তৎকালে তাঁহার চিত্ত বিবাহকৌতূহলে অতিশয়
 চঞ্চল হইয়াছিল, অতরাং শচীদেবীর নিকটে গিয়া ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন
 করিলেন ॥৩৯॥

অনন্তর শচীমাতা আচার্য্যের মুখে পুত্রের বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া
 আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মনোমধ্যে আপনার সৌভাগ্য মূর্ত্তিমান্
 বিবেচনা করিয়া নিভৃতে গমন পূর্ব্বক পুত্রকে কহিলেন ॥৪০॥

বিবাহমাঙ্গল্যবিশেষদক্ষিণে
বিধীয়তাং তৎসময়ঃ স্নানবহঃ ।
তদা তদাকর্ণ্য স চিন্তবৃত্তিভি —
শচকার নাথঃ কলনাং কলানিধিঃ ॥৪১॥

দ্রব্য্যাণ্যদভ্রাণি মনোজ্ঞবিভ্রমো
মাতুর্নিদেশাদহরতদা রহঃ ।
চকার কালং শুভলগ্নভূষিতং
সোহয়ং তদা কিং স্বয়মেব ভূষিতঃ ॥৪২॥

মৃদঙ্গচারুধ্বনিভঙ্গিসঙ্গী
সঙ্গীতকোলাহল উচ্ছ্রিতোহভূৎ ।
তথৈব তত্রাতিশয়ো গরীয়া-
ন্নতোদগমো হৃষিতনর্তকানামো ॥৪৩॥

বৎস ! মাল্য বিবাহের একটা স্নানবহ সময় নিশ্চয় কর। তখন
কলানিধি গৌরহরিও মাতার এই বাক্য শ্রবণ করত চিন্তবৃত্তিদ্বারা একটা দিবস
স্থির করিয়া—॥৪১॥

মাতার নিয়োগাধীন নির্জনে উত্তর দ্রব্যসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন
এবং শুভলগ্নভূষিত একটা সময় স্থির করিলেন। তখন বোধ হইল ঐ সময়
বেন অয়ংই বিবিধ উৎসবে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ॥৪২॥

আহা! তৎকালের মাধুর্য্যময় শোভার বিবর আর কত বর্ণন করিব,
উহা মৃদলের মধুর ধ্বনি সহ সঙ্গীতের কোলাহলে বর্জিত, তথা নর্তকগণের
মৃত্যুভঙ্গীতে অতিশয় গরিষ্ঠ ॥৪৩॥

ভূদেববেদধ্বনিভিঃ সমস্তা-
 স্মৃদঙ্গনাদৈর্জয়নাদমিশ্রৈঃ ।
 সচন্দনৈরাগুরবৈঃ প্রধূপৈ-
 রৌশীরবন্দিঃ স ররাজ কালঃ ॥৪৪॥

উর্ব্বীসত্বর্ব্বীসুররত্নদত্তাং
 জাজ্বল্যমানামধিবাসলক্ষ্মীম্ ।
 আসাত্ত ভাতিষ্ম সরোহিণীকো
 যথা সুধারশ্মিরথৈষ নাথঃ ॥৪৫॥

ততো দ্বিজেন্দ্র্যঃ প্রদহুঃ প্রকামং
 তাস্থলমাল্যান্তপি চন্দনানি ।
 রেজুস্তদা তে সকলা মহাস্তম্ভঃ
 স্মেরাননা হর্ষসমুদ্ভ্রমগ্নাঃ ॥৪৬॥

চতুর্দিকে ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি ও জয়ধ্বনি মিশ্রিত মৃদঙ্গশব্দ এবং চন্দন, অঙ্কুর, উগীর বিশিষ্ট ধূপসকলের সৌরভে সেই কাল আশ্চর্যরূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৪॥

সে যাহা হউক তৎকালে গৌরাজ্জদেব প্রধান প্রধান ভূদেবদিগের প্রদত্ত অতিশয় রূপে জাজ্বল্যমানা অধিবাসলক্ষ্মী লাভ করিয়া রোহিণীসহাধিষ্ঠিত চন্দ্রের তায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪৫॥

তদনন্তর নবদ্বীপচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্টরূপে তাস্থল, মাল্য, বস্ত্র ও চন্দনাদি প্রদান করিলেন ; তাহাতে ঐ সকল মহাহৃদয় ব্রাহ্মণেরা হান্তবদনে আনন্দলাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥৪৬॥

স বল্লভোভ্যেত্য তদা সঙ্কর্ষা-
গীর্বাণরত্নৈর্দ্বিজশূন্দরীভিঃ ।
মহাপ্রভোৰ্গন্ধমুগন্ধি মালৈঃ
স্তুভাধিবাসং বিদধে বিধিজঃ ॥৪৭॥

অথ প্রভাতে বিমলার্কভূষিতে
স্বয়ং কৃতস্নানবিস্ময়থাবিধি ।
প্রভুঃ পিতৃনর্চয়িতুং যথা তথা
নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাকরোদসৌ ॥৪৮॥

ততো দ্বিজাতিশ্রুতিপাঠনাত্তৈ-
মুদঙ্গনাদৈঃ পণবস্বনৈশ্চ ।
বরাদ্ধনাবস্ত্রু বিনির্গতৈস্তৈ-
রুল্ললশব্দৈস্তমুলো মহোহভূৎ ॥৪৯॥

শচী দ্বিজানাং মহিলা যথাযথং
তন্তুংসপর্য্যাগ্রহিলাস্তদাবদৎ ।
অলং ময়া ভর্তৃপদাক্ষহীনয়া
কর্তব্যমেতদ্ব্যবতীভিরেব হি ॥৫০॥

এ সময়ে বিধিজ বল্লভাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীদিগের সহিত সমাগত হইয়া
চন্দন ও মুগন্ধি মাল্য দ্বারা মহাপ্রভুর স্তুভ অধিবাস বিধান করিলেন ॥৪৭॥

তৎপরে চৈতন্যদেব বিমল ভাস্করশোভিত প্রভাতকালে যথাবিধি স্নান-
কার্য্য সমাধা করিয়া পিতৃগণের অর্চনা নিমিত্ত যে রূপ শাস্ত্রে বিধান আছে
তদনুসারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিলেন ॥৪৮॥

ইত্যবসরে ব্রাহ্মণদিগের বেলমস্ত্রপাঠ, মুদঙ্গের ধ্বনি পণববাত্ত ও
নারীদিগের উল্লু উল্লু শব্দে মহা উৎসব হইতে লাগিল ॥৪৯॥

এ সময়ে শচী যথাযথ পূজাপ্রাপ্তা দ্বিজপত্নীদিগকে কহিলেন, হে

সমাতুরিথং করুণোদিতং প্রভু-
 নিশম্য তাতস্মুতিদুঃখবিহ্বলঃ ।
 মুক্তাকলঙ্গুল বিলোচনান্তস্যাং
 বিন্দুহবাহ প্রবরোরুবক্ষসি ॥৫১॥

তথাবিধং তৎসময়ে বিলোক্য সা
 স্রুতং সুদীনাহ সহাজনাগঠৈঃ ।
 পিতঃ কথং মঙ্গলকর্ম্য কুর্ব্বতা
 বিমুচ্যতে বারি দৃশোরমঙ্গলম্ ॥৫২॥

স মাতুরিথং বচনেন নাথো
 ভ্রাঘীয়াস নিশ্বসিতেন তেন ।
 স্নানোরুবক্ষাঃ করুণং বভাষে
 প্রভাতচন্দ্রপ্রতিমাস্তচন্দ্রঃ ॥৫৩॥

শ্রদ্ধাঙ্গীর্ণ ! আমি পতির পাদ-পদ্ম হইতে বিরহিত হইয়াছি। এই সমুদায়
 মঙ্গলকার্য্যে আমার অধিকার নাই, অতএব তোমরা আমার পুত্রের মঙ্গল-
 কার্য্য সমাধা করিতে যত্নবতী হও ॥৫০॥

তখন গৌরানন্দেব মাতার মুখে এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার
 স্মরণহেতুক অতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইলেন এবং স্থল মুক্তাকলঙ্গুল অশ্রুবিন্দু-
 সমূহে বিশাল বক্ষঃস্থল সেচন করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

অনন্তর শচী তৎকালীন পুত্রকে ঐরূপ শোকাকুল দেখিয়া নুহুঃখিত চিত্তে
 নারীগণের সহিত কহিলেন, বৎস ! তুমি মঙ্গলকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া
 চক্ষুর অমঙ্গলধরূপ জল মোচন করিতেছ কেন ? ॥৫২॥

গৌরচন্দ্র জননী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা বিশাল

ধনানি কিম্বা মনুজা ন সন্তি মে
যেনেদৃশং মাতরুদীরিতং বচঃ ।
ত্বয়াহু দৈত্বেন পরাশ্রয়াগ্রহে
বিধীয়তে কিং বদ ত্বংখতপ্তয়া ॥৫৪॥

ত্বয়ৈব দৃষ্টং দ্বিজসজ্জনেভ্যঃ
প্রকামমুকুথং রতসাদ্বিকীর্ণঃ ।
তান্মূলমাল্যানি চ গন্ধবন্তি
প্রকর্ষতোহলঙ্করণাংশুকানি ॥৫৫॥

পিত্রাপি হীনোহমকুণ্ঠশক্তিঃ
কিং মাতরিথং পুরতো মমোক্তম্ ।
অমর্ত্যকার্যোষু সর্দৈব শক্তা-
শুধাপি যল্লৌকিকমেব কুস্মঃ ॥৫৬॥

বক্ষঃস্থল স্নান করত প্রভাতকালীন চন্দ্রসদৃশ মলিন বদনে কহিতে লাগিলেন ॥৫৩॥

মা । বলুন দেখি, আমার ধন বা জন নাই বিবেচনা করিয়া আজ কি আপনার মুখে এইরূপ বাক্য উদ্গত হইতেছে ? হায় ! আপনি ত্বংখে কাতরা হইয়া দৈত্ববশতঃ পরের অর্থনিমিত্ত কি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ? ॥৫৪॥

মা । আপনি ত দেখিলেন আমি হর্ষসহকারে ব্রাহ্মণসজ্জনকে বধেই ধন, তাহুল, অগন্ধি মাল্য ও উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কার সকল প্রদান করিলাম ॥৫৫॥

হে মাতঃ ! আমি পিতৃহীন বলিয়া আমার শক্তি নাই, এই যে আপনি আমার অগ্রে কহিলেন, ইহা আর বলিবেন না । আমরা যখন দৈব কর্ণে সত্যত সমর্থ, তখন লৌকিক কর্ণের কথা কি ? ॥৫৬॥

ইতীরিতং তস্ম নিশম্য মাতা
 তং সাস্তুয়িত্বা মধুরৈর্বচোভিঃ ।
 সচন্দ্রনৈরাগুরবানুলেপৈ-
 লিলেপ বন্ধঃস্থলমাত্মজস্ম ॥৫৭॥

ত্রৈলোক্যমাধুর্যময়ার্যকাস্তিঃ
 প্রসূনমালাভরণানুলেপৈঃ ।
 বিভূষিতঃ স্মেরমুখো বিরেজে
 সৌন্দর্যলক্ষ্যেব বৃতঃ স্বয়ং সঃ ॥৫৮॥

তস্মিন্ ক্ষণে বল্লভভূমিদেবঃ
 সমাপ্য কার্য্যং পিতৃদেবতানাম্ ।
 বিভূষয়ামাস বিভূষিতাঙ্গাং
 সূতামলঙ্কারকুলৈর্মহার্যৈঃ ॥৫৯॥

অনন্তর মাতা পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে সাস্তুনা
 করত চন্দ্রনের সহিত অগুরুর অহুলেপন দ্বারা তদীয় বন্ধঃস্থল লেপন করিয়া
 দিলেন ॥৫৭॥

তাহাতে ত্রৈলোক্যের মাধুর্যময় শ্রেষ্ঠ কাস্তিবিশিষ্ট শচীতনয় জননীদত্ত
 অগুরু চন্দ্রন অহুলেপন দ্বারা বিভূষিত হইয়া হান্তবদনে মনোহর শোভা ধারণ
 করিলেন । তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া বোধ হইল সৌন্দর্যলক্ষ্মী কর্তৃকই যেন
 তিনি স্বয়ং বৃত হইয়াছেন ॥৫৮॥

সে বাহা হউক, ঐ সময়ে ভূদেব বল্লভাচার্য্য দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য
 সমাধা করিয়া বহুমূল্য বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা স্বভাবসুন্দরালী স্বীয় কস্তাটিকে
 অলঙ্কৃত করিলেন ॥৫৯॥

বরশ্চ সৌন্দর্য্যভূতাং বরশ্চ
 বিজ্ঞা স্ততোহস্থানয়নায় জগ্মুঃ ।
 সংপ্রেষিতান্তেন তত্তত্তদৈব
 শুভস্বরাং বাচমমলমুচুঃ ॥৬০॥

বিধীয়তাং সংপ্রতি বৎস যাত্না
 পহ্বান এতে শুভদা ভবন্ত ।
 অথৈষ বন্ধুদ্বিজসজ্জনাঐ
 দোলামধিশ্রিত্য যযৌ প্রসন্নঃ ॥৬১॥

প্রদীপ্তদীপাবলিভির্বিশিষ্টং
 তস্ত্যাবিশং সন্তবনং মনোজম্ ।
 ততোহভি-গম্যালয়মধ্যমেনং
 নিনায় বিপ্রো নিজভাগ্যরাশিम् ॥৬২॥

তৎপরে সৌন্দর্য্য পদার্থের সীমান্বরূপ সেই গৌরান্দের দেবের আনন্দ-
 নিমিত্ত দ্বিজগণকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া অমধুর
 স্বরে গৌরান্দেরকে কহিলেন ॥৬০॥

বৎস ! সম্প্রতি যাত্না কর, তোমার সম্বন্ধে এই সকল পথ শুভপ্রদ-
 হউক । এতৎ শ্রবণে গৌরান্দের প্রসন্ন বদন হইয়া দোলায় আরোহণ
 করত বন্ধু বান্ধব ও ব্রাহ্মণসজ্জনের সহিত যাত্না করিলেন ॥৬১॥

কণকাল মধ্যে তাঁহারা সমধিক ও সমুজ্জল দীপমালা দ্বারা পরিশোভিত
 আগার্য্যের মূশোভন ভবনে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচার্য্য আগমন করিয়া
 আপনার সৌভাগ্য রাশিকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন ॥৬২॥

পাণ্ডাদিনা তং বরয়াস্বভুব স
 দ্বিজো নবদ্বীপমহৌষধীশ্বরম্ ।
 বভৌ বৃতন্তেন মহাপ্রভুস্তদা
 ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীললিতাং ততুং ত্রিতঃ ॥৬৩॥

স গৌরচন্দ্রঃ কণকাজদাদিভি
 বিরাজমানোরু ভুজাস্তরঃ স্বয়ম্ ।
 কল্পদ্রুমশ্রীকুচিরশ্চ বিভ্রমং
 জহারহারী তপনীয়ভূভূতঃ ॥৬৪॥

সুতাং সমানীয় শরম্মিশাপতে
 জ্যোৎস্নামিব স্নাপিতদিগ্ধুগণাম্ ।
 প্রভাবনিধ্বস্ততমিস্রসঞ্চয়াং
 স্বলঙ্কৃতাং তাং প্রভবে দদৌ দ্বিজঃ ॥৬৫॥

নবদ্বীপের মহৌষধি স্বরূপ সেই ঈশ্বর গৌরাজদেবকে বরণ করায়
 তৎকালীন ঐ মহাপ্রভুর শরীর ত্রৈলোক্য স্বয়ম্ভূত লাভন্য সম্পন্ন হইয়া শোভা
 পাইতে লাগিল ॥৬৩॥

লে বাহা হউক গৌরাজদেবের বিশাল ভুজাস্তর কনক নির্মিত অঙ্গদাদি
 অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়াতে এরূপ শোভা বিস্তার হইতেছিল যে, তদ্বারা
 যেন কল্পদ্রুম ও কনকময় সুরমের পর্বতের মনোহর শোভার বিভ্রম অপরূপ
 হইতে লাগিল ॥৬৪॥

অনন্তর দ্বিজবর বনভাচার্য্য শরৎকালীন নিশাপতির জ্যোৎস্নার দ্বারা স্নাপিত
 বদ্বিগ্ধু সকলের তুল্য আপনার তনয়া যিনি অঙ্গদারা অলঙ্কার রাশি বিনষ্ট
 করিতেছিলেন তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রভুর হস্তে সম্প্রদান করিলেন ॥৬৫॥

চিরায় সা লঙ্কফলং মনোরথং
বিলোক্য বালা চরণাঘ্রুজং প্রভোঃ ।
সমাপ্তিতা দীপ্তিমুবাহ ভূয়সীং
সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীরিব সা স্বয়ম্বরা ॥৬৬॥

পরস্পরং তো স্তূমনঃসমূহৌ
বিচক্রতুঃ প্রেমরসেন সার্কম্ ।
তয়োরভিষ্কাসমমাবিরাসী
স্তদৈব চিত্রাশশিনোরিবাসৌ ॥৬৭॥

অথোপবিশ্য প্রভবে প্রদাতুং
সুতাং দ্বিজোহসৌ বিধিনা বিধিজ্ঞঃ ।
বরায় পাত্তং বিনিবেদ্য হৃত্যং
হৃদিস্থিতং প্রেমবিলোচনাভ্যাম্ ॥৬৮॥

তখন বল্লভহৃতি প্রভুর পাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়া চিরকালের মনোরথ
লাভ হইল বিবেচনা করত স্বয়ম্বরা সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর দ্বার অতিশয় শোভা
ৱণ পূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, ॥৬৬॥

সে বাহা হউক ঐ দুই পরস্পর একমন হইয়া প্রেমরসের সহিত বিরাজ
করিতে থাকিলে তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল চন্দ্রমা
ন চিত্রার সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥৬৭॥

অনন্তর বিধিজ্ঞ শুক্লবুদ্ধি বল্লভাচার্য্য আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া বিধি
পূর্ব্বক প্রভুকে কস্তা সম্প্রদান করিবার নিষিদ্ধ হৃদিস্থিত উৎকৃষ্ট প্রেমরূপ
পাত্ত লোচনদ্বয় দ্বারা শ্রেষ্ঠ বরকে নিবেদন করিয়া— ॥৬৮॥

তমর্ঘ্যমর্ঘ্যং মধুপর্কভূষিতং
 সবিষ্টরং সুন্দরমাসনং ততঃ ।
 ক্রমেণ তস্মৈ মহনীয়মূর্তয়ে
 দদৌ বরশ্চ প্রবরায় শুদ্ধধীঃ ॥৬৯॥

দস্তা তনুজাং মহিতায় তস্মৈ
 বভার হর্ষং সদৃশং সমুৎসুকঃ ।
 ইমানি চাসৌ মনসি প্রকামং
 বহির্বিভেদাথ তনুরুহেযু ॥৭০॥

ততো নিবৃন্তে মহিতে মহোৎসবে
 প্রিয়াং সমাদায় কৃপামহানুধিঃ ।
 ররাজ রাজশুখপদ্মবিভ্রমো
 যথা শশী চন্দ্রিকয়া সমন্বিতঃ ॥৭১॥

তৎপরে ক্রমপূর্বক বিষ্টর আসনের সহিত মধুপর্কভূষিত উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য
 পূজনীয়মূর্তি, বরপ্রার্থকে অর্পণ করিলেন ॥৬৯॥

তদনন্তর সমুৎসুক হইয়া মহামাভ বরকে কত্যা সম্প্রদান করতঃ অতিশয়
 গুটি হইলেন ; বিজবরের মনোমধ্যে যে সকল আনন্দ ছিল তাহাই যেন
 লোমাকল্পে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৭০॥

যাহা হউক মহোৎসবক্রিয়া সমাধানানন্তর কৃপাসাগর শচীতনয় লক্ষ্মীকে
 গ্রহণ করিয়া চন্দ্র বেমন চন্দ্রিকার সহিত শোভা পান তরুণ প্রকৃষ্ট
 মুখকমলে অপরূপ শোভা ধারণ করিলেন ॥৭১॥

বিশ্বন্তরো বিশ্বজনায় কোতুকং
বিকীৰ্য্য বিশ্বাতিভরৈর্মহাপ্রভুঃ ।
লক্ষ্মীং সমাদায় শরারিণীং শ্রিয়ং
সৌন্দর্য্যসারশ্চ জগাম বেশ্মনি ॥৭২॥

দ্বিজাঙ্গনানামথ সঞ্চয়ৈঃ সা
শচী স্ততোদ্বাহসুখৈরনৈকৈঃ ।
অস্ফুৰ্ত্তিমত্তাং ধিয়মেত্য গেহে
প্রবেশয়ামাস বধুং স্তুতঞ্চ ॥৭৩॥

দত্তা দ্বিজেন্দ্ৰো বহুধৈব হৰ্ষিতা
বসুনি বাসাংসি-চ চন্দনানি ।
লেভে তদা নিবৃতিমুত্তমাং শচী
সমাপ্তিকৃত্যা হি মহাজনোদ্ধমা ॥৭৪॥

তৎপরে বিশ্বন্তর বিশ্বের আৰ্ত্তিসমূহে কাতর বিশ্বজনের প্রতি কোতুক
বিস্তার করিতে করিতে সৌন্দর্য্যসারের মূৰ্ত্তিমতী লক্ষ্মীর দ্বায় লক্ষ্মীকে গ্রহণ
করিয়া নিজগৃহে বাজা করিলেন ॥৭২॥

অনন্তর শচী যে সকল দ্বিজরমণী পুজোদ্বাহস্থখে আগমন করিয়াছিলেন
ঐহাদের সহিত মিলিত হইয়া বিহ্বল আনন্দচিত্তে পুত্রবধু ও পুত্রকে গৃহে
প্রবেশ করাইলেন ॥৭৩॥

তখন ঐ শচী অতিশয় আনন্দ-সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, বস্ত্র ও চন্দন
প্রভৃতি দান করিয়া উত্তম অুখামুভব করিলেন, যেহেতু মহাজনের উত্তম
কখন বিকল হয় না ॥৭৪॥

বসন স ইথং নিজমন্দিরে প্রভু-
মু'মোদ লক্ষ্যা সহ কান্তয়া তয়া ।
সদা জনন্যা পরিচিস্তিতক্রিয়ো
গৃহস্থধর্ম্যং সত্বদারমাবহন ॥৭৫॥

কান্তাজসজামৃতধারয়া তয়া-
ভিষেচয়ন্তী হৃদয়েশয়দ্রুমম্ ।
মনোভিলাষন্তবকোচ্চয়ং সুখ-
প্রসূনবৃন্দং বিররাজ সা ভূশম্ ॥৭৬॥

উরস্তরাগস্ত কিমজ্জকোরকৌ
মনোহরে হারলতাফলে কিমু ।
লাবণ্যসিন্ধোঃ কিমু কোকশাবকৌ
মনোজদস্তাবলকুন্তকৌ কিমু ॥৭৭॥

এইরূপে মহাপ্রভু সর্বদা লক্ষ্মীনারী কান্তার সহিত স্বীয় গৃহে অবস্থান
পূর্বক আনন্দাহুতব করতঃ জননীর অতিপ্রায়ারূপ উৎকৃষ্ট গৃহস্থধর্ম্যসকল
নির্বাহ করিতে তৎপর হইলেন ॥৭৫॥

তখন সেই বল্লভনন্দিনী পতির অঙ্গসঙ্গরূপ অমৃতধারা দ্বারা হৃদয়সঙ্গ
কান্তরূপ কল্পতরু, বাহাতে অভিলাষরূপ স্তবক ও সুখরূপ পুষ্পসমূহ উৎপন্ন
হইতেছে, তাঁহাকে অভিষিক্ত করতঃ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৬॥

অনন্তর গৌরাসপত্নীর বক্ষঃস্থলরূপ তড়াগে যে দুই স্তন উন্মত্ত হইরাছে
তদৃষ্টে বোধ হয় ঐ দুইটী কি পদ্মকলিকা ? কি মনোহর হারলতার কল ? কি
লাবণ্যাগরচারী চক্রবাক-শাবকদ্বয় ? অথবা কণ্ঠবহনীর কুন্তলদ্বয় ॥৭৭॥

বিধের্নিজং সৌষ্ঠবমুন্নিবীষতো
নির্মাণরম্যে কিমু হেমকুন্তকৌ ।
স্তনৌ নবারক্কেসমুদগকৌ প্রভো:
সংবিল্লতৌ হর্ষভরং বভাস সা যুগ্মকম্ ॥৭৮॥

মুখেন মন্দাক্ষবিনম্রচক্ষুষা
স্মিতামুপ্তেন সদৌষ্ঠরৌচিসা ।
স্মেরেণ গণ্ডেন মধুকপাণ্ডুনা
মনোধিরাজস্ত মনো জহার সা ॥৭৯॥

সুসীমভাজা স্তনকোরকেণ সা
বলদ্বলীকেন কৃশোদরেণ চ ।
নিতম্বিনা সজ্জঘনেন সুন্দরী
সদা মনোনাথ মনঃ সমাদদে । ৮০॥

তদঙ্গসংসর্গসুধাসুরাশে:
প্রবাহ-সংগাহন-শীতলস্ত ।
লাবণ্যমত্যস্তুনিতাস্তকাস্তং
বভূব গৌরাদমহাপ্রভোস্ততঃ ॥৮১॥

কিষ্কা বিধাতা যে উত্তম সৃষ্টি করিতে পারেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ ঐ দুইটি কি মঙ্গল হেমঘটস্বরূপ ? বাহা হউক বলভহুহিতা এইরূপে বীর নবোদগত স্তনদ্বয় দ্বারা মহাপ্রভুর হর্ষাতিশয় বিধানপূর্বক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৮॥

ঐ লক্ষ্মীদেবী লজ্জায় বিনম্র চক্ষু: দ্বৈবংহাস্ত ও বিয়োষ্ঠযুক্ত বদন-এবং হান্তপ্রফুল্ল মধুক পুষ্পতুল্য পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডযুগলদ্বারা, তথা স্তনমোহর স্তনকলিকা, ত্রিবলীবদ্ধ ক্ষীণোদর, নিতম্ব ও স্তন্যর জঘনদ্বয় দ্বারা সর্বদা প্রিয়তমের মনোহরণ করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥৮০॥

অনন্তর প্রিয়তমার সংসর্গরূপ সুবাসাগরে অবগাহন করিয়া শীতলাক্ষ গৌরাদ মহাপ্রভুর মনোহর লাবণ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৮১॥

ইথং কিয়ন্ত্যত্র দিনানি নাথো
নীড়া কুপায়ৈ করুণৈকসিদ্ধুঃ ।
যযৌ মমোনো দিশি সজ্জনোমৈঃ
সার্বং সমুদ্বৈর্নিজসংকুপাভিঃ ॥৮২॥

স যত্র যত্র প্রভুরদগতোভূ-
দভূতপূর্বঃ শতচন্দ্রতুলাঃ ।
বিলোক্য নাথং খলু তত্র তত্র
রূপামৃতেনাপি মুমোহ লোকঃ ॥৮৩॥

লাবণ্যপীযুষনিধৌ মহুয়া
বিলোক্য বক্ত্রে ন্দুমদৃষ্টপূর্বং ।
বিলোচনাভ্যাং সততং পিবন্তু-
স্তৃষ্ণাবিকারস্ত ন পারমীযুঃ ॥৮৪॥

এই প্রকারে কুপাসাগর গৌরাসদেব কিছু দিন গৃহে অবস্থিতি
করিয়া কুপাভাজন সজ্জন ও ধনাঢ্য লোকসকলের সহিত পূর্বদিকে যাত্রা
করিলেন ॥৮১॥

অভূতপূর্ব শতচন্দ্রসদৃশরূপসম্পন্ন গৌরাসদেব যেখানে যেখানে গমন
করিতে লাগিলেন, তত্রত্য জনসমূহ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া তদীক
রূপামৃতে বিমোহিত হইতে লাগিল ॥৮৩॥

মানবগণ প্রভুর লাবণ্যামৃত-সমুদ্রে অদৃষ্টপূর্ব প্রভুর মুখচন্দ্রে সন্দর্শন করিয়া
নিরন্তর লোচনদ্বয় দ্বারা পান করত তৃষ্ণাবিকারের পার গমন করিতে
অর্থ্য হইল না ॥৮৪॥

পরম্পরং তে কথয়াস্তুভূঃ
ক এষ কশ্চৈষ মহানুভাবঃ ।
পুণ্যেন বা কেন্দধার গর্ভে
সুনিবৃত্তা কা সুকুমারমেনম্ ॥৮৫॥

অনঙ্গ এবায়মভূচ্ছরীরী
বিধায় লক্ষ্মীং দ্বিগুণাং স্বকীর্যাং ।
অস্মাকমস্মোঃ শ্রবণদ্বয়স্ত
ন গোচরঃ কুত্রচিদেবমেঘঃ ॥৮৬॥

স্ত্রিয়স্তথোচূর্ণয়নোংপলাভ্যাং
তদাস্তপীযুষরসং পিবন্ত্যঃ ।
ক এষ কন্দর্পসমস্তদর্পং
ভিরঙ্করোত্যঙ্গরুচৈব শঙ্খং ॥৮৭॥

এবং পরম্পর কহিতে লাগিল ইনি কে? এই মহানুভাব কাহার
সন্তান? কোন্ ভাগ্যবতী কোন্ ভাগ্যবলে এই সুকুমারকে গর্ভে ধারণ
করিয়াছে? ॥৮৫॥

কি আশ্চর্য্য! এ প্রকার পুরুষ যে কোন স্থানে আছেন তাহা আমাদের
নয়নদ্বয় বা শ্রবণদ্বয়ের গোচর হন নাই; বোধ হয় অনঙ্গ আপনার দ্বিগুণ
লাবণ্য প্রকাশ করিয়া শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৮৬॥

তৎপরে জীগণ স্ব স্ব নয়নোৎপল দ্বারা তদীয় মুখমাধুরী গান করিতে
করিতে কহিতে লাগিল ইনি কে? স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা যে নিরন্তর
কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিতেছেন? ॥৮৭॥

সৌভাগ্যরাশেঃ কতরের বল্লী
 লীলাবতোহস্তানুপমৈব লীলা ।
 রতিং বিধায়াজ রতিং ন কা বা
 তিরস্করোত্যস্তুত এষ সর্গঃ ॥৮৮॥

শৃংখলসৌ মুকুবধুজনে রিতা
 বাচো নবদ্বীপকিশোরচন্দ্রমাঃ ।
 লাবণ্যলক্ষ্মীস্তিমিতে ন রজ্যতা
 কটাক্ষপাতে ন দদর্শ তাঃ প্রভুঃ ॥৮৯॥

যন্মামমাত্রশ্রবণেন দেহিন-
 স্তুরস্তি সংসারসমুদ্রমুদ্বগম্ ।
 সোহপি স্বয়ং লোচনবজ্রসংশ্রিত-
 স্তদ্বর্ণ্যতাং কেন কৃপা মহাপ্রভোঃ ॥৯০॥

ইনি কি আমাদের সৌভাগ্যরাশির কোন লতা, অহো! এই লীলা
 বিশিষ্ট পুরুষের কি অল্পময় লীলা! যাহা হউক এই সৃষ্টি অতি অভূত, ইহাতে
 রতিবিধান করিয়া কোন্ স্ত্রী না রতিকে তিরস্কার করিয়া থাকে? অর্থাৎ
 রতি যে কল্পৰ্পকে পতিত্রে বরণ করিয়াছেন ইনি ঐ কল্পৰ্প অপেক্ষা কোটিগুণ
 অধিক ॥৮৮॥

অনন্তর নবদ্বীপকিশোরচন্দ্র চৈতন্য মুগ্ধ স্ত্রীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
 করিতে করিতে লাবণ্যলক্ষ্মীপরিপূরিত স্তুতিদ্বিকটাক্ষপাত দ্বারা তাহাদের
 প্রতি অবলোকন করিলেন ॥৮৯॥

ঐ সকল স্ত্রী আরও বলিতে লাগিল, ধাহার নাম শ্রবণমাত্রে দেহধারী
 জনসকল ভয়ানক সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, তিনিই কিনা আজ আমাদের
 মন্ত্রপথ অবলম্বন করিলেন! অহো! মহাপ্রভুর কৃপা কে বর্ণন করিবে? ॥৯০॥

পদ্মাবতীং দ্বীপবতীং কৃপাবান্
 স্নানেন সৌভাগ্যবতীং চকার ।
 তস্মাস্তটং সাধুভিরহিতোহসৌ
 মহাপ্রভুঃ সম্পূহমধ্যবাংসীং ॥৯১॥

মহন্তিরুচৈঃ পুলিনৈঃ সুশোভৈ-
 স্তরস্বিনা দীপ্তিমতী জবেন ।
 তদঙ্গসঙ্গামৃতপুরপূর্ণা
 সৈষা তদা স্বস্তিটিনীসমার্ভুং ॥৯২॥

তরঙ্গহস্তৈঃ শফরীবিলোচনৈ-
 নিতম্বরূপৈঃ পুলিনৈর্বিসারিভিঃ ।
 পদ্মাবতী তুল্যগুণা যুগীদৃশাং
 চকার কৌতূহলমস্ত শাস্বতম্ ॥৯৩॥

সে বাহা হউক, অনন্তর কৃপাবান্ গোবিন্দদেব স্নানঘারা যে দ্বীপবতী
 পদ্মাবতীকে ভাগ্যবতী করিলেন তিনি তাহার তটে সাধুগণকর্তৃক পূজিত
 হইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৯১॥

অত্যাচ্চ পরমসুন্দর দ্বীপবতী শ্রোতস্বতী সেই এই পদ্মাবতী মহাপ্রভুর
 অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অমৃতবেগে পূর্ণা হইয়া ত জাহ্নবীর তুল্যস্বকে প্রাপ্ত
 হইল ॥৯২॥

এই পদ্মাবতী প্রভুর কৌতূকের নিমিত্ত তরঙ্গরূপ হস্ত, শফরীরূপ নেত্র ও
 পুলিন রূপ প্রশস্ত নীতম্ব ধারণ করিয়া যুগলোচনা কামিনীদিগের জ্ঞান
 নবোদয় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল ॥৯৩॥

মহাত্মনাং পুণ্যসমূহভাজাং
কুর্ব্বন্ সুখং নেত্রমহোৎপলশ্চ ।
মমাদ মাদৎকরিরাজগামী
জগন্মনোহারি-বিহার-লীলঃ ॥৯৪॥

তত্রৈব নাথঃ ক্রিয়তঃ স মাসা-
নধ্যাপয়ন্ কোমলচিত্তবৃত্তিঃ ॥
জগজ্জনাহ্লাদকরাস্ত্রচন্দ্রো
নিনায় কোটীন্দুসমানকাস্তিঃ ॥৯৫॥

অথাত্র লক্ষ্মীনিজমন্দিরে সা
প্রাণাধিনাথশ্চুতিমাত্রচেষ্টা ।
পদাঙ্কসংবাহনমার্জনাগ্নৈঃ
শ্ৰুঙ্গসপর্ধ্যানিরতা বভূব ॥৯৬॥

নিরস্তুরং প্রাণপতেঃ সমাগমং
বিচিস্তয়ন্তী চিরমুৎসুকাত্মনা ।
সম্মার্জন-স্বস্তিক-লেপনাদিভি-
শ্চকার সা দেবগৃহেভিষেবগম্ ॥৯৭॥

সে বাহা হউক গজেন্দ্রমন্মগামী, জগন্মনোহারী বিহারলীলাসম্পন্ন
গৌরানন্দেব বাঁহার বদনচন্দ্র জগজ্জনের আনন্দপ্রদ, বাঁহার কোটিচন্দ্রতুল্য
কাস্তি, যিনি কোমলচিত্ত, তিনি তথায় অধ্যাপনবৃত্তি অবলম্বন করতঃ
কতিপয় মাস বাপন করিলেন ॥৯৪।৯৫॥

এ-দিকে লক্ষ্মীদেবী নিজমন্দিরে প্রাণনাথের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া
পাদসংবাহন ও মার্জনাদি কার্য্য দ্বারা শ্ৰুঙ্গর পরিচর্যা প্রভৃতি কার্য্যে নিরতা
হইলেন ॥৯৬॥

এবং উৎসুক চিত্তে সর্বদা পতির আগমন চিন্তা করতঃ মার্জন ও
স্বস্তিক লেপনাদি দ্বারা দেবগৃহের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭ ॥

সুশীতলাভিঃ শুচিশীলতাভি-
গিরা সুধাপুরিতয়াতিমুদ্রা ।
মেনে শচী মুক্তিমতীং শ্রিয়ং তাং
তনুমিবান্ধাং তনুজন্তু তস্য ॥১৮॥

ইথং গৃহে তত্র বধুদ্বিতীয়া
বিচিস্তয়ন্তী তনুজাগমং সা ।
নিনায় কালং চিরমাসজন্তী
বধ্বাং সূতস্নেহমতিপ্রবৃদ্ধম্ ॥১৯॥

বিজ্ঞায় কালাদযথাবিহারিণঃ
প্রভোর্মতং সা নিজ্জচিত্তবৃত্তিভিঃ ।
তামেব বিচ্ছেদরুদ্রং বতাপ্রিতা
তদাতিরোধান্তমিহাকরোন্মদনঃ ॥১০০॥

অনন্তর শচী পুত্রবধুর সুশীলতা ও পবিত্র ব্যবহার দেখিয়া তথা স্নেহোন্মদ
বধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের তহর দ্বার মুক্তিমতী অত্র লক্ষ্মী বলিয়া
বিবেচনা করিলেন ॥১৮॥

বাহা হউক শচীদেবী কেবল পুত্রবধুর সহিত দ্বিতীয় হইয়া সন্তানের
আগমনচিন্তা করতঃ পুত্রের প্রতি যে অতিশয় স্নেহ আছে তাহা বধুর প্রতি
বিধান করতঃ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

অনন্তর লক্ষ্মীদেবী কালবশতঃ স্বীয় চিত্তবৃত্তি দ্বারা অযথা বিহারশীল প্রভুর
বত অবগত হইয়া অর্থাৎ তিনি আত্মাকে পরিত্যাগ করিলেন নিশ্চয় করিয়া
অতিকণ্ঠে তদীয় বিচ্ছেদজন্ত পীড়া উপশর করিবার নিমিত্ত মনঃস্থির
করিলেন ॥১০০॥

দৈবাদথো মন্দিরমধ্যমাগত-
 শচক্ষুঃশ্রবাঃ ক্রুরতরঃ সুপামরঃ ।
 বধ্বাঃ পদং শারদপদ্মসৌরভং
 ভেজে কঠোরৈর্দর্শনৈঃ কঠোরধীঃ ॥১০১॥

তথাবিধাং তামবলোক্য হুঃখিতা
 শচী চকারাথ বিপ্রমার্জ্জনম্ ।
 তথা প্রসন্নোক্তমসঞ্চয়ানসৌ
 যত্নং সমানীয় চিরং বধুপ্রিয়া ॥১০২॥

অনেকথা তৈবিহিতাঃ প্রকারাঃ
 বিষস্ত্য দুরীকরণায় নৈব ।
 শেকুস্তদাদৈবকৃতং বিদিত্বা
 মোহং সমীযুর্বিবিকলাশ্চ সর্ব্বৈঃ ॥১০৩॥

একদিন লক্ষ্মীদেবী মন্দিরমধ্যে অবস্থিত আছেন ইতি মধ্যে দৈবক্রমে
 অভিপামর ক্রুর বভাব একটা কালসর্প আসিয়া শারদ পদ্ম গন্ধতুল্য তদীষ
 চরণতলে কঠোর দশন দ্বারা দংশন করিল ॥১০১॥

বধুপ্রিয়া শচী তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন হইতে দেখিয়া হুঃখিত চিন্তে
 বিষ নিবৃত্তির অনেক প্রকার চেষ্টা করিলেন এবং বত্সসহকারে বিষবৈষ্ম
 সকল আনয়ন করিয়া তাহাদের দ্বারাও প্রতিকারের চেষ্টা করিতে
 লাগিলেন ॥১০২॥

কিন্তু বিষবৈষ্মদকল বিষ নিবারণের নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও যখন
 কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন ঐ দংশনকে দৈবকৃত জ্ঞান করিয়া সকলের
 মোহ উপস্থিত হইল ও চিত্ত ব্যাকুল হইল ॥১০৩॥

তদীশ্বরেণেরিতমেব মত্বা
বধুং বধুস্নেহকৃশা কৃশাদ্রীম্ ।
গঙ্গাতটেহুত্মামিব তত্র গঙ্গাং
নিনায় ধন্যামতিত্বঃখদঙ্কা ॥১০৪॥

ততো বিমানে দিবি রাজমানে
প্রশুনবর্ষেদিবিষদভিরাষ্টৈঃ ।
পত্যাঃ পদাজং হ্রদি গাঢ়মেষা
ততঃ পরিষ্রজ্য জহৌ তনুং স্বাম্ ॥১০৫॥

ততোহঙ্কমারোপ্য সূত্বঃখিতা শচী
বধুং বিমুক্তা রুদতী বিলাপিনী
জগাদ কৃচ্ছাদ্বচসা গরীয়সা
ক্ষোভেণ শোকেন চ গদগদস্বরম্ ॥১০৬॥

অনন্তর বধুস্নেহকাতরা অতিত্বঃখসন্তপ্তা শচী এই বিষয় ঈশ্বরেণেরিত
বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় গঙ্গার ত্রায় ভাগ্যবতী বধুকে গঙ্গাতীরে লইয়া
গেলেন ॥১০৪॥

তদনন্তর স্বর্গে দেবগণ বিমানারোহণে আগমন করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে
থাকিলে লক্ষ্মীদেবী হৃদয়মধ্যে পতির চরণদ্বয় গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করতঃ স্বীয়
শরীর পরিত্যাগ করিলেন ॥১০৫॥

তখন শচী পুত্রবধুর মৃত কলেবর ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিমুক্তিভঞ্জে
রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে ক্ষোভ ও শোকহেতু
সকল বাক্যপ্রয়োগ করতঃ বধুর উদ্দেশে গদগদস্বরে কহিলেন ॥১০৬॥

গতঃ স্মৃতো মে ভবতীং সমর্প্য
 প্রিয়ন্তবাসৌ ময়ি হৃৎখভাজি
 হীনাঙ্গয়াতশ্চমুখং কথং বা
 দ্রক্ষ্যামি হৃৎখেকনিবাসভূমিঃ ॥১০৭॥

ত্বয়া কৃত্য প্রীতিরতীব গৌরবং
 নিরন্তরং যত্র বিশেষভক্তয়া
 কথস্থিদানীং পরিদেবনাঘিভো
 বিলোক্যতে ন ক্লমপ্যয়ং জনঃ ॥১০৮॥

আহুতমাত্রৈব ময়া দদাসি
 প্রহর্ষভীতিশ্মিতভক্তিলজ্জম্ ।
 প্রত্যন্তরং হস্ত কথস্থিদানীং
 ন ভাষসে মাং রুদতীং সশোকাম্ ॥১০৯॥

বৎসে ! আমি অতি হতভাগ্য, কেবল হৃৎখের আধারবন্ধন, আমার
 পুত্র যখন বিদেশে গমন করেন, তখন আমি হৃৎখিত হইব বিবেচনা করিয়া
 তোমাকে আমার নিকট রাখিয়া বান । হায় ! এক্ষণে তোমা ব্যতিরেকে
 সেই পুত্রের মুখ কিরূপে অবলোকন করিব ? ॥১০৭॥

হে বৎসে ! তুমি বাহার প্রতি বিশেষ ভক্তিসহকারে প্রীতি ও গৌরব
 বিধান করিয়াছ, সেই আমি অতিশয় ব্যথার কাতর হইতেছি । কেন এখন
 কণকালের জন্য আমাকে অবলোকন করিতেছ না ? ॥১০৮॥

বৎসে ! আমি যখন তোমাকে আস্থান করিতাম, তৎকালে তুমি আমার
 আস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রহর্ষ, ভীতি, দৈবদ্বন্দ্ব, ভক্তি এবং লজ্জার সহিত
 উত্তর দিতে, হা কষ্ট ! সেই আমি শোকে রোদন করিতেছি, এখন কেন কথ্য
 করিতেছ না ? ॥১০৯॥

যদা ময়ি প্রীতিলবোহপি নাস্তি তে
বভূব দৈবেন যদীদৃশী গতিঃ ।
অমুং তব প্রাণপতিং মমাত্মজং
ন বীক্ষ্য কিংবা ব্রজসি প্রিয়ংবদে ॥১১০॥

অসৌ তব প্রাণপতিঃ প্রিয়ঙ্করো
নিরন্তরং প্রেমনবপ্রকাশিনি ।
অমুং প্রতি প্রীতিলবোহপি নাস্তি তে
কিং মাতরিখং ক্রিয়তে যতন্তুয়া ॥১১১॥

নিরন্তরং যা গমনায় পত্ন্য-
বিচিস্তয়ন্তী ত্বমদশ্র নুভ্র ।
বিলোক্য মাং সাধ্বসপূর্বমাসী:
সলজ্জমশ্রণ্যপসারয়ন্তী ॥১১২॥

অথবা হে বৎসে ! যদি চ আমার প্রতি তোমার প্রীতির লেশমাত্রও না থাকে, দৈববশতঃ একূপ ঘটনা হয় হউক, কিন্তু হে প্রিয়ংবদে ! তোমার যে প্রাণপ্রতি আমার সন্তান, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া কি গমন করিতেছ ? ॥১১০॥

হে নবপ্রেমপ্রকাশিনি ! এই তোমার প্রাণপতি, নিরন্তর প্রিয়ঙ্কর ; হে মাতঃ ! তুমি যখন একূপ ব্যবহার করিতেছ, তখন বোধ হইল ইঁহার প্রতি তোমার কিঞ্চিদ্রাও প্রীতি নাই ॥১১১॥

হে নুভ্র ! যে তুমি নিরন্তর পতির আগমনচিন্তা করিতে করিতে সজ্জল নয়ন হইতে এবং আমাকে দেখিয়া যে তুমি ভয়ে লজ্জাবনত বদনে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে ॥১১২॥

ଯା ହୁଏ ଢେପାଟିଏ ମୟି ସାଧବସାୟ
 ଅଞ୍ଜୀବିତେଶନ୍ତ୍ର ବିୟୋଗହୁଃଖଂ
 ଦତ୍ତା ବହିଷ୍ଠେତସି ତପ୍ୟମାନା,
 ଲଞ୍ଜାବତୀ ପ୍ରତ୍ୟହମେବମାସୀଃ ॥୧୧୩॥

ମା ହୁଏ ତଦୀୟାନ୍ତ୍ରାନ୍ତୁଧାମୟୁଧଂ
 ତବିବ ଚେତଃକୁମୁଦେକକାନ୍ତମ୍
 କଠୋରଚିନ୍ତେ ତମବୀକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଂ
 କଥଂ କୁତୋ ବା ବ୍ରଜସି ଅସହ ॥୧୧୪॥

କଥଂ ମହାକ୍ରୂରମତେ ବିହାୟ ମାଂ
 ଅଭାବୟୁଦ୍ଧୀ ଭବତା ବଧୂରିୟଂ
 ଅଦଂଶି ସର୍ପ ଶ୍ଳେଷମପ୍ୟସୌ ଦୟା
 ହାମେବ ପମ୍ପର୍ଶ ନ ସାମ୍ପ୍ରତଂ ନନ୍ତୁ ॥୧୧୫॥

ହେ ବଂଶେ ! ଆଉ ସେ ତୁମି ଲଞ୍ଜା ନିମିତ୍ତ ଓ ଭୟ ନିମିତ୍ତ ଆମାତେ ବାହିରେ
 ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାଣନାଥେର ବିୟୋଗହୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିয়া ପରିତାପବତୀ ଓ ଲଞ୍ଜାବତୀ
 ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅବସ୍ଥିତି କରିତେ ॥୧୧୩॥

ହେ କଠୋରଚିନ୍ତେ ! ସେହି ତୁମି, ଆପନାର ଚିନ୍ତାକ୍ରମ କୁମୁଦେର ଏକମାତ୍ର
 କାନ୍ତରୂପ ପତିର ଯୁଦ୍ଧଚକ୍ର ସାକ୍ଷୀ ସନ୍ଦର୍ଶନ ନା କରିয়া ଛାଡ଼ି କି ପ୍ରକାରେ
 କୋଥାର ଗମନ କରିତେଛ ? ॥୧୧୪॥

ହା କଣ୍ଠ ! ଅରେ କ୍ରୂର ! ଅରେ ସର୍ପ ! ତୁହି ଆମାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିয়া
 ଆମାର ଏହି କୋମଳସ୍ବଭାବା ବଧୂକେ ଦଂଶନ କରିଲି କେନ ? ନିଶ୍ଚୟ ଜାନିତେ
 ପାରିଲାମ ସମ୍ପ୍ରତି ଦୟା ତୋକେ ମ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ॥୧୧୫॥

যদঙ্গমেতৎ কুশুম্ভৈঃ সুদূরতে
বাপ্পোদ্রুণা চাপি শিরীষকোমলম্
কথং নু বা তেহসহতাতিহুঃসহং
বিষাগ্নিতেজস্তদিদং হতাস্মি তৎ ॥১১৬॥

ইথং সুদীনা বিলপন্ত্যহুক্ষণং
বিলোচনদ্বন্দ্বজলেন ভূয়সা ।
চকার সা ক্ষালিতমেব সন্ততং
স্নেহেন বধ্বা বদনেন্দুমণ্ডলম্ ॥১১৭॥

সমাপ্য কৃচ্ছ্রেণ চিতোচিতাঃ ক্রিয়াঃ
গৃহং যযৌ রোদনমেব কুব্জী ।
কথং বধুশূন্যমবেক্ষ্যতে গৃহং
ভনুজরত্নঞ্চ তথৈতিহুঃখিতা ॥১১৮॥

অরে কীটাধম! যে অঙ্গ শিরীষকুশুম্ভ-সদৃশ কোমল এবং যাহা
কুশুম্ভাঘাত ও বাষ্পগত উন্মাদে পরিতপ্ত হয়, অরে বল! বল দেখি, সেই
অঙ্গ কি প্রকারে তোর দুঃসহ বিষাগ্নি-তেজ সহ করিল, হায়! আমি যে
হত হইলাম ॥১১৬॥

অনন্তর শচীমাতা অতিশয় দুঃখে কাতরা হইয়া অহুক্ষণ বিলাপ করিতে
করিতে স্নেহসহকারে লোচনদ্বয়ের প্রবল অক্ষধারা দ্বারা নিরন্তর বধুর
বদনচন্দ্র সেচন করিতে লাগিলেন ॥১১৭॥

তৎপরে অতিকষ্টে বধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানানন্তর রোদন করিতে
করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং অতিশয় দুঃখে কাতরা হইয়া কহিতে
লাগিলেন, হায়! এখন বধুশূন্য গৃহের প্রতি আমার পুত্ররত্ন কি প্রকারে
দৃষ্টিপাত করিবে? ॥১১৮॥

অথাগতো গৌরসুখাময়ুখঃ
কিয়দ্দিনান্তরমেব গেহে ।
নিস্তার্থ্য তত্রত্যজনানজস্রং
স্বমাতৃহঃখান্যপহর্তু কামঃ ॥১১৯॥

বিলোক্য হর্ষং ন তথাবিধং সা
সুতং চিরং প্রোষিতমপ্যগচ্ছৎ ।
বধুবিয়োগেন সুহৃৎসহেন
তদা যদাধিক্যমনেন ভেজে ॥১২০॥

বিধায় ভূয়ো ভুবি দণ্ডবল্লভিৎ
রজঃ সমাদায় পদদ্বয়স্থ ।
তথাবিধাং তামবলোক্য হুঃখিতাং
প্রপচ্ছ নাথো মনসা বিদম্মপি ॥১২১॥

অনন্তর গৌরচন্দ্র তত্রত্য জনসকলকে উদ্ধার করিয়া কিয়দ্দিনানন্তর জননীকে
দুঃখশাস্তির নিমিত্ত গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১১৯॥

কিন্তু বিদেশাগত পুত্ররসকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আর পূর্ববৎ হর্ষ
লাভ করিতে পারিলেন না, বরঞ্চ পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার বধুনিধন জন্ত শোক
আরও প্রবল হইয়া উঠিল ॥১২০॥

তখন গৌরাজদেব জননীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক বারংবার তদীয়
চরণদ্বয়ের ধূলি গ্রহণ করিলেন । পরে জননীকে শোকহুঃখেকাতরা দেখিয়া,
বদ্বিচ সর্বজ্ঞ মনের দ্বারা সকলি জানিতে পারেন, তথাপি মাতাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥১২১॥

স্বকীয়বাণীসুধয়াবগাহয়-
 ময়ং জনশ্রী: সকলাং তনুং তত: ।
 জগাদ মাতর্মলিনেব লক্ষ্যসে
 কথং ত্রমেবং নহু কথ্যতামিতি ॥১২২॥

ইথং সমস্তং বুবুধে মহাপ্রভু-
 স্তদপ্যমুক্তং সহসা হসন্ মুহু: ।
 তদীয়নেত্রদ্বয়নির্ভরোদগতৈ:
 পয়োভিরাত্মানিতমেব সাক্ষাৎ ॥১২৩॥

বধুস্তবাসৌ পরলোকমাগতা
 মাতস্তদজ্ঞাপ্তি মহদ্ধি কারণং ।
 ইয়ং কদাচিন্ন-হি মানুযী ভবেৎ
 কস্মাপি হেতো: পৃথিবীং সমাগতা ॥১২৪॥

প্রভুবর স্বকীয় বচনামৃতে জননীর সর্কশরীর প্রাবিত করত: কহিলেন,
 মাত: ! আপনাকে কেন মলিনের আয় দেখিতেছি ? আপনি ইহার কারণ
 বলুন ॥১২২॥

বদিত জননী তদ্বিষয়ের কিছু উক্তি করিলেন না, তথাচ তদীয়
 নেত্রদ্বয়ের বাষ্প জল সকলই উহা বলিয়া দিল। মহাপ্রভু হাস্ত করিতে
 করিতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন ॥১২৩॥

মাত: ! আপনার বধু যে পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাহার মহৎ
 হেতু এই-তিনি মানবী নহেন, কোন কারণবশত: পৃথিবীতে আগমন
 করিয়াছিলেন ॥১২৪॥

অহং হি জ্ঞানামি তদেতদস্তা
 যং কারণং ভূমিমুপাগতায়াঃ ।
 তথাগতায়াম্চ সমস্তমেব
 তন্ত্যজ্যতাং মাতরিহ প্রমোহঃ ॥১২৫॥

ইথং নিশম্যাস্তু বচঃ স্মৃতস্ত
 শচী যযৌ নিবৃতিমুত্তমাং সা ।
 ননন্দ পুস্ত্রৈণ সমং তথাত্মৈঃ
 স্ববন্ধুভিঃ সৈববিভবৈঃ শচীব ॥১২৬॥

ততোহতিবেলং মনসা বিচিন্ত্য
 তনুজরত্নস্ত বিবাহকার্য্যম্ ।
 সমানয়ামাস তদৈব কাশী-
 নাথং দ্বিজশ্রেষ্ঠমদীনসত্ত্বা ॥১২৭॥

জননী ! আপনার বধু যে কারণে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং যে
 নিমিত্ত তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, তৎসমুদায় আমার বিদিত আছে ।
 আপনি শোক পরিত্যাগ করুন ॥১২৫॥

অনন্তর শচী, পুস্ত্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসস্তাপ হইতে আত্ম
 শান্তিলাভ করতঃ আপনার পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও বন্ধুদের সহিত পরম স্নেহে ইন্দ্রাগীর
 ভ্রাতৃ কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥১২৬॥

তখন পুস্ত্ররত্নের বিবাহ কার্য্য মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া সহর্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ
 কাশীনাথকে গৃহে আনয়ন করিলেন ॥১২৭॥

আনীয় তং ক্ষিপ্রমুবাচ বিপ্রঃ
তদাত্মজোদ্ধাহবিধিং বিবিৎসুঃ ।
সমুচ্যতাং মত্তমুজায় কন্যাং
সনাতনো বিপ্রবরঃ প্রদাতুম্ ॥১২৮॥

ইথং নিশম্যৈষ বচাংসি বিপ্রঃ
ক্ষিপ্রং প্রমোদেন সনাতনায়
অবেদয়ন্ মাতুলিকং বিধিৎসু-
বৈবাহিকং তং সকলং বিধিজ্ঞঃ ॥১২৯॥

তদা তদাকর্ণ্য বচো বিমুশ্য
শৈশ্ববন্ধুভিঃ কার্য্যমবশ্যমেতং ।
ইথং বিচিস্ত্যথ জগাদ হ্রষ্টো
নির্ণীয়তাং কাল ইদং বিধেয়ম্ ॥১৩০॥

পুত্রোদ্ধাহবিধিৎসু শচী তাঁহাকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে
কাশীনাথ! তুমি বিপ্রবর সনাতনকে গিয়া বল তিনি আমার পুত্ররত্নকে
আপনার কন্যা সম্প্রদান করুন ॥১২৮॥

বিপ্রবর কাশীনাথ বিবাহবিষয়ক সকল বিধিতে পারদর্শী ছিলেন,
শচীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সনাতনের নিকট গমন-
পূর্ব্বক কহিলেন—হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি শচীতনয়কে কন্যা সম্প্রদান
করুন ॥১২৯॥

তখন সনাতন কাশীনাথের মুখে গোৱাজ্ঞ আমার কন্যা গ্রহণ করিবেন
তুমি বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করতঃ ছুট্টিতে কাশীনাথকে কহিলেন,
মহাশয়! তবে আপনি বিবাহের নিমিত্ত দিন স্থির করুন ॥১৩০॥

নিশম্য সর্বং বচনং স বিপ্রঃ
 সুখেন শীঘ্রং সমুপেত্য শচী
 শ্রবেদয়ন্তং পরিকর্য সাহপি
 তুতোষ সানন্দ মমন্দভাগ্যা ॥১৩১॥

সনাতনেন প্রহিতোহ্থ কশ্চিৎ
 সমেত্য তাং তত্র জগাদ নত্বা
 গুণেন রূপেণ বরাং বরাজ্জীং
 স যাচতে তে তনয়ায় দাতুম্ ॥১৩২॥

বিষ্ণুপ্রিয়াং প্রাপ্য তবাত্মজঃ প্রিয়াং
 যথার্থসংজ্ঞামিব তাং করোতু সঃ ।
 বৃন্তে বিবাহে ভবতাং সুনিবৃত্তা-
 বুমামহেশাবিব তৌ পরম্পরম্ ॥১৩৩॥

অনন্তর কাশীনাথ সনাতনের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মাদিত চিত্তে
 তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া শচী মাতাকে কহিলেন দেবী ! সনাতন আপনার
 পুত্রকে কহা সম্প্রদান করিবেন, এই কথা শুনিয়া মহাভাগ্যবতী শচী
 অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন ॥১৩১॥

এমত সময়ে সনাতন কর্তৃক প্রেরিত কোন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শচীকে
 প্রণামপূর্বক কহিলেন, দেবি ! সনাতন আপনার পুত্রকে, রূপে গুণে
 সর্বপ্রধানা বীর পরমাত্মার কহা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ॥১৩২॥

তিনি কহিয়াছেন—আপনার পুত্র আমার কহা বিষ্ণুপ্রিয়াকে গ্রহণ করিয়া
 তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন ; বিবাহকার্য সমাধা
 হইলে উমামহেশ্বরের দ্বায় হইজনে পরম সুখানুভব করুন ॥১৩৩॥

গড়া স সর্বং দ্বিজপুঞ্জবায়
 শ্রবেদয়ন্তং কথিতং সমস্তম্ ।
 সংপত্তিতঃ সোহপি সনাতনৈস্তৈঃ
 সনাতনৈর্হর্ষভরৈরুদাসে ॥১৩৪॥

দ্রব্যানি ভদ্রানি স শুদ্ধকীর্তিঃ
 সমাহরং কৌতুকলোলচেতঃ ।
 নির্ণয় কালং তরসাধিবাসং
 বিধাতুকামো মুমুদে সূতায়ঃ ॥১৩৫॥

শুভেন লগ্নেন বিভূষিতে ততঃ
 প্রকাশমানে সময়ে সমস্ততঃ ।
 শুভাধিবাসং বিদধে মহামতি-
 র্মহাধিয়ামাপ্তফলা মনোরথাঃ ॥১৩৬॥

তখন পরমপণ্ডিত সনাতনপ্রেরিত কাশীনাথ ব্রাহ্মণের মুখে শচী দেবীর
 উক্তিসকল শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন ॥১৩৪॥

অনন্তর বিদ্বদ্ভকীর্তি সনাতন আহ্লাদিত চিত্তে মালমিক দ্রব্যসকল
 আহরণ করিয়া শীঘ্র কস্তার শুভ অধিবাসের কাল নির্ণয় করতঃ অতিশয়
 হর্ষানুভব করিলেন ॥১৩৫॥

তৎপরে মহামতি সনাতন শুভকাল উপস্থিত দেখিয়া আপনার কস্তার
 শুভাধিবাস করিলেন, যেহেতু মহাবুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সমস্ত কার্য্যই সফল
 হইয়া থাকে ॥১৩৬॥

ভতো দদৌ ভূম্বপুঙ্কবেভ্য-
 স্তাস্থূলমাল্যানি সচন্দনানি ।
 সংপ্রেষিতৈস্তৈরপি কারয়িত্বা
 জামাতুরগ্রে মুদিতোহধিবাসম্ ॥১৩৭॥

অথ প্রভাতে প্রভুরাঙ্কিকীং ক্রিয়াং
 স্নাত্বা চকার ছ্যনদীপয়ঃসু সঃ ।
 কিয়দবিলম্বেন চ তং মহীশুরা
 হর্ষাদলংচক্রুরলং প্রসাধনৈঃ ॥১৩৮॥

উচুশ্চ সাধো বিজয়স্ব সাধু
 সাধুবিবাহস্ত বভূব কালঃ ।
 ইত্থং নিশম্যারচয়ৎ কৃপালু
 যাত্নাং সমারুহ মনোজ্ঞদোলাম্ ॥১৩৯॥

তদনন্তর ঐ বিপ্র বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে তাবুল, মাল্য ও চন্দনাদি প্রদান
 করিলেন, এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিয়া অগ্রে জামাতার
 অধিবাসন করাইলেন ॥১৩৭॥

অনন্তর প্রভু প্রভাতসময়ে ভাগীরথীজলে স্নান ও আত্মিক ক্রিয়া সমাধা
 করিলে কিয়ৎকালান্তর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বসনভূষণে ভূষিত করিলেন ॥১৩৮॥

এবং কহিলেন, হে সাধো! বৈবাহিকী যাত্রার শুভ সময় উপস্থিত
 হইয়াছে, তখন দয়াপর গৌরানন্দেব ব্রাহ্মণদিগের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ
 করিয়া মনোহর দোলারোহণ পূর্বক বিবাহার্থ যাত্রা করিলেন ॥১৩৯॥

সন্তপ্তচামীকরগৌরদেহো
দোলায়ুপেতঃ শরদভ্রশুভ্রাং ।
ছঙ্কানুরাশেকুপরি প্রক্লটং
শৃঙ্গং স্নমেরোঃ স জিগায় সতঃ ॥১৪০॥

জামাতরং বীক্ষ্য সমীপমাগতং
প্রোদগম্য হর্ষণে তনুরুহৈঃ সমং ।
পাঠাসনাত্তৈবরয়াস্বভুব
ক্ষণেন কন্থাঞ্চ দদৌ স্কুকুদঃ ॥১৪১॥

দ্বিজস্ত্রিয়ঃ স্বস্তিকধূপদীপৈ-
রমুশ্চ নির্মজ্জন-মাদরেণ ।
চক্ৰুঃ সমানীয় ততঃ স কন্থাং
প্রাদাৎ দ্বিজস্ত্রয় পদান্বুজ্যেভ্যঃ ॥১৪২॥

আহা ! তৎকালীন গৌরান্দেবের আশ্চর্য্য শোভার কথা আর কি বলিব ? তাঁহার দেহ, দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণ অপেক্ষাও গৌরবর্ণ, তিনি শরৎকালীন মেঘভূল্য শুভ্রবর্ণ দোলায় আরোহণ করিয়া যেন ছঙ্কানুরের উপরিত্ব স্নমেকের শৃঙ্গকে জয় করিতেছিলেন ॥১৪০॥

সে যাহা হউক, তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ সনাতন সমাগত জামাতাকে অবলোকন করিয়া হর্ষভরে লোনাঞ্চের সহিত প্রোদগমনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কস্তাদানার্থ উত্তত হইয়া পাঠ ও আসনাদি দ্বারা বরকে বরণ করিলেন ॥১৪১॥

ঐ সময়ে দ্বিজপত্নীগণ স্বস্তিক ধূপ দীপ প্রভৃতি দ্বারা গৌরান্দেবের নির্মজ্জন করিতে লাগিলে তখন দ্বিজবর আপনার কস্তা আনয়ন করতঃ তদীয় চরণারবিন্দে অর্পণ করিলেন ॥১৪২॥

উন্মীলংপটুপটহপ্রকৃষ্টচকা-
 নিস্বানৈঃ ক্ষুটরটিতৈশ্চ মর্দলানাং ।
 শ্রীমন্তির্জয়নিনদৈঃ প্রসূনবৃষ্ট্যা
 রেজাতে স্মিতস্মুখৌ পরস্পরং তো ॥১৪৩॥

ইত্যেবং গৃহমনয়ং বধুং মহন্তি
 বার্দিত্রধ্বনিসহিতৈর্জয়ধ্বনৈশ্চ ।
 সা হ্রষ্টা সপদি নিবেশয়াঞ্চকার
 স্ত্রীরত্নং মুদিতমনাঃ শচী স্বগেহম্ ॥১৪৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥

তৎকালীন উত্তম উত্তম পটহ, চকা, মর্দল প্রভৃতি তুমুল শব্দে বাজিতে
 লাগিলে এবং স্থানে স্থানে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইলে গৌরানন্দেব ও
 তদীয় পত্নী পরস্পর হস্তবদনে মনোহর শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৪৩॥

অনন্তর বিবাহবিধি সমাধা হইলে নানাবিধ বাত্মধ্বনি ও জয়ধ্বনি-
 সহকারে শচীদেবী কস্তুরত্নের সহিত পুস্ত্ররত্নকে গৃহে আনয়ন করিয়া পরম
 পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন ॥১৪৪॥

চতুর্থঃ সর্গঃ

অথ কুপারসবারিনিধীন্দুনা
স্বজনমানসকৈরববন্ধুনা ।
দয়িতয়া সহ তত্র বিরাজিতা
নিজগৃহে জগৃহে গৃহমেধিতা ॥১॥

ক্রতম্বর্ণম্বর্ণরুচঃ শুচে-
মধুরকোমলশীতলবিভ্রমঃ ।
শ্রিয়মসৌ মধুরামতিমূলরী
মবপুষো বপুষোহুরুচাহরং ॥২॥

অমুমবেক্ষ্য হৃদা হৃদয়েশয়ঃ
সপদি নিশ্চিতমিথ্যমমমৃত ।
ইমমুতে মম মম্মথতা জনৈ-
রনুকথং নু কথং ন হসিয়াতে ॥৩॥

অনন্তর গৌরাজদেব যিনি দয়ার সাগর এবং স্বজনগণের মানসরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ, তিনি আপনার দয়িতার সহিত বিরাজমান হইয়া নিজ-গৃহে গৃহমেধীয় ধর্ম অবলম্বন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

আহা ! গৌরাজদেবের আশ্চর্য্য রূপ আর কি বর্ণন করিব ? তিনি দাহোত্তীর্ণ অম্বর্ণের মনোহর বর্ণ অপেক্ষাও মধুর কোমল এবং শীতলশোভা-বিশিষ্ট গৌরবর্ণ ; অপর তাঁহার শরীরের একরূপ সৌষ্ঠব যে তদ্বারা তিনি যেন কন্দর্পের অতি সুন্দর মধুর শোভা হরণ করিতেছিলেন ॥২॥

আহা ! হৃদয়েশয় কন্দর্প গৌরাজদেবকে অবলোকন করিয়া তৎকণাৎ মনোমধ্যে এই নিশ্চয় করিলেন যে, এই গৌরাজমূর্ত্তি-ব্যতিরেকে জনসকল আমার মম্মথতা-বিষয়ে কথায় কথায় কেন না হাস্ত করিবে ? অর্থাৎ

নিজপদাঙ্করসৈরতিশীতলৈ-
 র্জগদপূরয়দাস্তকুপারসঃ ।
 য ইহ তৎকথনে বিরমন্ত্যহো ।
 তনুধরা হু ধরাসু বসন্তি তে ॥৪॥

অথ গুরুত্বমুপেত্য বিকম্বরা-
 সুজবিলোলবিলোচনখেলনৈঃ ।
 দ্বিজগণং সমপাঠয়দেয যৎ
 প্রতিভয়াতিভয়াকুলিতো গুরুঃ ॥৫॥

বিবিধশিষ্যসদস্যপি রাজতঃ
 কনকগৌরতনোর্মধুরছাত্তেঃ ।
 সুখবতঃ পরিপাঠয়তোহস্ত সা
 সুরুচিরা রুচিরাস সুধারসম্ ॥৬॥

গৌরাজমূর্তির বেকুণ অপকুণ মাধুর্য্য ইহা সন্দর্শন করিলে অবশ্য জগতের মন
 অপহৃত হইবে সন্দেহ নাই ॥৩॥

বে গৌরাজদেব কুপাপরবশ হইয়া আপনার চরণপদ্মের শীতল রস দ্বারা
 জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, হায় ! তাঁহার গুণকথন-বিষয়ে বিরত হইয়া বে
 সকল তনুধারী ধরায় বাস করিতেছে তাহাদের জীবন ব্যর্থ ॥৪॥

অনন্তর প্রফুল্ল কমললোচন গৌরাজদেব গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণগণকে
 একরূপ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন যে, তদীয় প্রতিভা অর্থাৎ নবোন্মেষশালিনী
 প্রজ্ঞা দেখিয়া গুরু বৃহস্পতি অথবা গুরু গঙ্গাদাস অতিশয় ভয়াকুলিত
 হইলেন ॥৫॥

যাহা হউক মধুরকাস্তি কনকগৌরতনু গৌরহরি নানাবিধ শিষ্যমণ্ডলীতে
 পরিবৃত হইয়া মধুর বাক্যে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলে তাঁহার প্রসিদ্ধ মনোহর
 সুরুচি অতিশয় সুধারস কেপণ করিতে লাগিল ॥৬॥

দশনরশ্মিভিরচ্ছরদচ্ছদো .
 স্পর্শয়তা সততং বদনেন্দুনা ।
 স্মিতসুখামধুরেণ মহাপ্রভু-
 র্ঘনরুচা নবচারুরুচির্বভো ॥৭॥

সকলশিষ্যমুখানি মহাপ্রভোঃ
 কলয়তঃ ককুভঃ সততারুণাঃ ।
 বিদধিরে বহুবিভ্রময়াবলং-
 করুণয়াহরুণয়া নয়নশ্রিয়া ॥৮॥

করতলেন গিরাং গুরুবিভ্রমৈ-
 ভ্রমবতা স বভো পরিতঃ স্কুরন্ ।
 কনকশৈল ইবোদগতগৈরিকো-
 দয়লতা লয়তাণ্ডবখেলনাম্ ॥৯॥

তখন মহাপ্রভু দশন জ্যোৎস্না দ্বারা নিরন্তর নির্মল বদচ্ছদ স্পর্শনকারী
 সুখচন্দ্র, ঈষৎ হাস্য অমৃতমাধুর্য্য এবং মেঘ তুল্য গভীর বাক্য দ্বারা নূতন
 মনোহর রুচিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাপ্রভু বধন সতত বলবৎ করুণাবিশিষ্ট অরুণ ত্রীসম্পন্ন নয়ন দ্বারা
 শিষ্যগণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন দিক্শকল বহু বহু বিভ্রম ধারণ
 করিতে থাকে ॥৮॥

আর বধন তিনি বিভ্রমবিশিষ্ট স্থল করতলদ্বারা চতুর্দিকে স্ফুর্জিত
 হইয়া এক্রপ শোভা প্রকাশ করতঃ বাক্যপ্রয়োগ করিতেছিলেন যে, কনক-
 শৈলোৎপন্ন গৈরিকের স্তায় হইয়া যেন লয়তাণ্ডবের খেলাকে বিধান করিতে
 লাগিলেন ॥৯॥

ধবলপক্ষসপক্ষরুগং শুকঃ
শুকচঞ্চুরুচং চুলুকীকৃতাম্ ।
মধুরয়োহুর্দধেধরয়োরসৌ
মধুরয়ো যদয়ং পরিজ্ঞ ভূতে ॥১৬॥

নববিকস্বরপক্ষজভাস্বরং
শ্মিতমধুদ্রববিশ্ববিলোভনম্ ।
জহস্বরশ্চ মুখেন্দুমবেক্ষ্য তে
রসময়ং সময়ন্তমশোণতাম্ ॥১৭॥

বিধুরসৌষ্টবতাং লভতাং মুহু-
বিধুরসৌ বলতা বদনাং শুনা ।
মধুরসাম্বিতপুষ্পমনোরমো
মধুরসাদুরসাবভিবর্ত্ততাম্ ॥১৮॥

মহাপ্রভুর পরিধেয় বসন গুরুপক্ষসদৃশ গুরুবর্ণ, নাসাপুট যেন গুরুপক্ষীর
তরুকে চুলুকীকৃত করিয়াছে, এবং তিনি জুড়াহেতু অধরদ্বয়ে যেন মধু
প্রবাহ বিধান করিতেছেন ॥১৬॥

গৌরাজদেবের নববিকসিত পক্ষজসদৃশ বিশ্ববিলোভন মধুদ্রব স্বরূপ
ঈষৎহাস্তবিশিষ্ট মুখচন্দ্র বাহা রসময় কোকনদকে তিরস্কার করিতেছিল
তাহা সন্দর্শন করতঃ শিষ্যসকল হাস্য করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

আহা ! গৌরাজদেবের বলবৎ বদনচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া
চন্দ্র অসৌষ্টব লাভ করিলেন এবং মধুরসাম্বিত পুষ্পমনোরম মধু অর্থাৎ বসন্ত
মহাপ্রভুর মুখমাদুর্য্য সন্দর্শনে অসাদুরূপে অবস্থিত হইল ॥১৮॥

ইতি জনঃ পরিপাঠয়তি প্রভো
 প্রভবতা প্রতিভানরসাক্ষিনা ।
 মধুরিমানমবেক্ষ্য সমুজ্জগৌ
 নবমুখা বসুমধামিব কিং শ্রিতা ॥১৯॥

ইতি কয়ন্তি দিনানি মহাপ্রভুঃ
 সমনয়ং পরিপাঠ্য কৃপানিধিঃ ।
 নিজন্তনোর্মহসা স দিনন্দিনং
 প্রভবতা ভবতাপচয়ানপি ॥২০॥

স জননীভগিনীপতিনা গয়াং
 সমমুপৈতুমনাস্তদনস্তরম্ ।
 নিজমনোরমচেষ্টিতবিল্রমৈঃ
 স্তমসসাং মনসাং মৃদমাবহৎ ॥২১॥

সে বাহা হউক, গৌরান্দের বলবৎ প্রতিজ্ঞা সমুদ্রদ্বারা শিষ্যগণকে
 অধ্যাপন করিতে থাকিলে তদ্রূপ জনসকল তদীয় অপক্লপ ক্লপলাবণ্য
 অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল—নবমুখা বসুমধাকে আশ্রয় করিয়াছে
 না কি ? ॥১৯॥

এইরূপে কৃপানিধি মহাপ্রভু কিছুদিন শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইতে
 থাকিলে দিন দিন তাঁহার অঙ্গলাবণ্য এমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে,
 তাহাতেই যেন ভবতাপ সকল একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল ॥২০॥

অনন্তর গৌরহরি জননীর ভগিনীপতি আচার্য্যরূপের সহিত গয়াধারে
 গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ মনোরম চেষ্টা বিলাস দ্বারা সাধুজনদিগের
 মনোমধ্যে আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন ॥২১॥

ପ୍ରଥମମୁଲ୍ଲସିତୋ ବିଜୟୋଦ୍ଧମେ
ପରಿಸମାପ୍ତବିଧିର୍ମହିତୋ ମୁହଃ ।
ଦ୍ଵିଜଗଣେନ ସୁଥୈର୍ବବୁଧେ ଜୟ-
ସ୍ତବତା ନବତାମରସେକ୍ଷଣଃ ॥୨୨॥

ଦ୍ଵିଜଗଣୈର୍ଭଗଣୈରିବ ସଂକ୍ଷରନ୍
ଦ୍ଵ୍ୟାତିସୁଧା ବସୁଧାସୁ ଶଶୀବ ସଃ ।
ସୁକର୍ଷିତୈଃ ପଥି ତୈର୍ବିଳସନ୍ ପ୍ରଭୁ
ରସମୟଂ ସମୟଂ ଉତ୍ତମଶ୍ରୁତ ॥୨୩॥

କଚ ବିଲୋକ୍ୟ ମନୋଜ୍ଞତମାଂ ଶୂଳୀଂ
ଶୂଳପୟୋରୁହପାଦପୟୋରୁହାମ୍ ।
ଉପତରଞ୍ଜିମି ତେନ ବିଶବିଭ୍ରାମେ-
ନ ମଧୁପା ମଧୁ ପାତୁମହୁଃସୁକାଃ ॥୨୪॥

ଗୟା ଗମନୋଦ୍ଧତ ନବପଦ୍ମେକ୍ଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମତଃ ଉଲ୍ଲସିତ ହୈରା ଶ୍ରୀକ୍ଳାଦି
ବିଧି ସମାପନ କରিলେନ, ପରେ ଜୟଧ୍ବନିବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ଵିଜଗଣକର୍ତ୍ତୃକ ମୁହମୁହଃ ପୂଜିତ
ହୈରା ପରମଶୁଦ୍ଧେ ବୁଦ୍ଧି ପାହିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୨୨॥

ଅପର, ଚକ୍ରମା ସେମନ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାମଧ୍ୟେ ଶୋଭା ପାହିରା ଧାକେନ, ମହାପ୍ରଭୁଓ
ତଦ୍ରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୈରା ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀପ୍ରାପ୍ତ ହୈଲେନ ଏବଂ ପଥମଧ୍ୟେ
ସଂକ୍ଷାର ଶ୍ରୀମତେ ଗମନ କରିତେ କରିତେ ସେହି ସମୟକେ ମଧୁର ହୈତେଓ ମଧୁର ବୋଧ
କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୨୩॥

ଅନନ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୈରା ଏକଟି ମନୋରମ ପ୍ରଦେଶ
ଅବଲୋକନ କରତ ତାହାତେ ଉପବେଶନ କରିଲେ ଅଳିକୂଳ ବ୍ୟାକୂଳ ହୈରା
ଶୂଳପଦ୍ମେର ଶୂଳାଞ୍ଜଳି ତଦୀୟ ପାଦପଦ୍ମେ ମଧୁପାନ କରିତେ ଅତିଶୟ ସମୁଦ୍ଧକ
ହୈଲ ॥୨୪॥

নিভৃত-নীল-মধুভ্রত-লোচনৈ-
 র্জলিত-কেশর-দন্ত বিকশ্বরৈঃ ।
 বিকসিতাশ্মুরুহাননমণ্ডলৈ-
 র্মধুরসামধুরসামধুশালিনী ॥২৫॥

মদনমহুরহংসবধুগতি-
 প্রতিপদোল্লসিতা মধুরাকৃতিঃ ।
 কমলিনীততিরস্ত মুদং দধে
 সরসি কো রসিকো বিলসেন্ন হি ॥২৬॥ যুগ্মকম্

মধুকরা মধুপানমদোন্মদাঃ
 কিমিদমেব গদস্তি মুহুমূর্ছঃ ।
 স্মৃটসরোজবনীধবনীতলে
 কলভতাং লভতাং রসিকো জনঃ ॥২৭॥

সরসি কা রসিকা বিরতা ভবে-
 ছরসি কো রসিকোহধৃততৎকূচঃ ।
 নহু কথঙ্গু কথঙ্গন তৌ মতো
 কমলকোমলকোরকবল্লযৌ ॥২৮॥

তদনন্তর সরোবরमध्ये ভ্রমররূপ লোচনসমূহে, কেশররূপ দন্তশ্রেণীতে, বিকসিত পদ্মরূপ মুখমণ্ডলে হংসদিগের মধুর শব্দে ও তাহাদিগের গমন-মাধুর্য্যে উৎকৃষ্ট মধুরস বিশিষ্টা, মধুশালিনী মধুরাকৃতি কমলিনী সকল গৌরাজদেবের হর্ষবিধান করিতে লাগিল। সে বাহা হউক এতাদৃশ সরোবরে কোন্ রসিক বিলাস না করে ? ॥২৫।২৬॥

তখন অলিকুল মধুপানে ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিল, এই অবনিতলে রসিকজন কি নলিনীবনস্থ করিশাবকের ছায় আচরণ করিয়া থাকে ? ॥২৭॥

তাহারা আরও কহিল সরোবরে কোন্ রসিক বিরতা হয়, আর কোন্

ইহ দৃশাং সুদৃশাং সুষমাং সমাং
তুলয়িতুং লয়িতুঞ্চ মুহমূহঃ
কুবলয়ং বলয়ং পবনৈর্বনৈ-
রকতি বা কতি কা মধুরা ধুরাঃ ॥২৯॥

তনুতরঙ্গতরঙ্গমবীক্ষ্য সা-
হতনুতরঙ্গগতং প্রিয়মাকুলা ।
তনুতরঙ্গময়ন্ত্যখিলং পয়ো-
হতনুতরঙ্গমমুগ্ধা সিতচ্ছদী ॥৩০॥

কলরুতা গরুতামবধুননং
বিদধতী দধতী প্রণয়ং প্রিয়ে ।
অকৃতকা কৃতকাহপি মুদং বিভো-
র্মদকলোদকলোলিতচক্রিকা ॥৩১॥

রসিক বক্ষঃস্থলে তাহার কুচমণ্ডল ধারণ না করে, আর কোন্ রসিকই বা
কোমল কমল কোরকছরকে স্তম্ভয় বলিয়া মাগ্ন না করে ? ॥২৮॥

আহা ! ঐ সরোবরমধ্যে যে সকল কমল আছে তাহারা সুলোচনা
রমণীদিগের লোচনসকলের সুবমাতুলনা এবং আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত
বারংবার সজল পবনের সহিত কত কত মধুর ভার প্রাপ্ত না হইয়াছিল ॥২৯॥

তখন রাজহংসীগণ নিজ নিজ পতিকে রঙ্গ করিতে না দেখিয়া তাহারা
সরসীকে তরঙ্গাকুলিত করিয়া অতিবেগে স্বীয় পতি হংসের নিকট ধাবমান
হইতে লাগিল ॥৩০॥

এবং মধুরভাবিণী সেই হংসীগণ কাকুরবে পক্ষঘর বিধ্বনন করিতে করিতে
সরোবরকে আবর্জিত করতঃ মহাপ্রভুর তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল ॥৩১॥

ভগ্নুত্তরজজবেন তরঙ্গিতং
নিকটগং সরসং সরসং তটম্ ।
পরিবিলোক্য যযৌ মুদমুত্তমাং
সুরুচিরে রুচিরেব হি কামিনঃ ॥৩২॥

অমলশীকরশীতলমেতরঃ
কুবলয়ং কলয়ন্ বলয়াকৃতি ।
বলয়সাধ্বসসাধ্বতিমহুরঃ
শ্রমহতীর্মহতীবিদধে মরুৎ ॥৩৩॥

অথ পথি প্রথিতাতিমুখোদগমং
লঘু চলন্তমলন্তু মবেক্ষ্য সঃ ।
কিমহুরাগরসৈরতিলোহিতো
দিনপতির্ন পতিশ্রুতি বিহ্বলঃ ॥৩৪॥

তরঙ্গাকুলিত সেই সরোবরের তট অবলোকন করিয়া অখিলরসামৃত-
মূর্তি শ্রীগোরাঙ্গদেব অসীম আনন্দ লাভ করিলেন, যেহেতু মনোহর বস্তু
সন্দর্শন করিলে কামী পুরুষেরও মন অতিশয় আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া
থাকে ॥৩২॥

সে বাহা হউক অনন্তর অমল জলকণাবাহী শুলীতল সমীরণ মন্দ মন্দ
বহনশীল হইয়া মহাপ্রভুর পথপ্রযজনিত মহতী শ্রান্তি নিবারণ করিতে
লাগিল ॥৩৩॥

ঐ সময়ে দিনকর মহাপ্রভুকে সুখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া যখন
অহুরাগরসে অরুণবর্ণ হইলেন, তখন সকলেই অহুমান করিতে লাগিল
এই দিনপতি বিহ্বল হইয়া পতিত না হন ? ॥৩৪॥

অথ বিলোক্য গতধ্বরমাচলে
পিপতিষুং পরিপকফলাকৃতিম্ ।
দিনকরং ভ্রমরৈঃ সহ নিঃসৃতৈ-
র্গতরসা তরসা ভবদজ্জিনী ॥৩৫॥

অপততা কচনাপিচ নির্ঘতা
মদকলালিকুলেন সমস্ততঃ ।
সহজবৈরবতীচ বভূব সা
কুমুদিনী মুদিনী রজনী তদা ॥৩৬॥

নববিকাশপর্যাপি কুমুদ্বতী
মধুকরৈঃ স্নতরাং পরিবোধিতা ।
বলবতা দয়িতেন যথা ভবেৎ
প্রিয়তমায়তমানবিরামতঃ ॥৩৭॥

ঐ সময়ে পরিপক ফলের আকারবিশিষ্ট পতনেচ্ছু দিনমণিকে নিঃসৃত
অলিকুলের সহিত অস্তাচলগত হইতে দেখিয়া নলিনীসকল মলিন হইয়া
পড়িল ॥৩৫॥

তখন ভ্রমরগণকে গুন গুন শব্দে নলিনীর প্রতি অত্যাধর প্রকাশপূর্বক
তাহাতে পতিত দেখিয়া কুমুদিনীর হর্ষদায়িনী রজনী যেন প্রতিহিংসার
বৈরতাব অবলম্বন করিল ॥৩৬॥

প্রিয়তমার প্রসন্নবদন দেখিবার নিমিত্ত প্রিয়তম যেমন তাহার নিদ্রাভঙ্গ
করে, তদ্রূপ ভ্রমরগণও কুমুদিনীকে মুদ্রিত দেখিয়া তাহাদিগকে প্রতিবোধিত
করিতে লাগিল ॥৩৭॥

অবিরতং নলিনী মধুমাধুরী-
মদমদা অপি পুষ্পলিহো মুহঃ ।
কুমুদিনীমভজগ্নিরতস্পৃহা
নবরসা বরসাধুজনা: থলু ॥৩৮॥

শিষয়িমূর্নিশি কারুণিকস্ততঃ
কচন নীবৃতি-নিবৃতিমানসঃ ।
সহসমস্তজনেন স্তুনিদ্রতা-
ঘটনতোহটনতো বিররাম সঃ ॥৩৯॥

দিনমুখস্ত বিলোকয়তস্ততো-
হপরদিনে লঘু বাতি নভস্বতি ।
রুচিরতাং করুণাময়বারিধে-
হৃদয়মুদ্রয়মুৎসুকতা যযৌ ॥৪০॥

রসিক জনসকল যেমন নিরন্তর একরসের আশ্বাদন করিতে করিতে
বৈরক্তিপ্রযুক্ত অন্তরসের আশ্বাদন করিতে অভিলাষ করে, তজ্জপ মধুপান-
মস্ত ভ্রমরগণও কমলিনীকে পরিত্যাগ পূর্বক কুমুদিনীকে অবলম্বন করিতে
লাগিল ॥৩৮॥

তখন পরমকারুণিক মহাপ্রভু শয়নেছু হইয়া জনপদে আর ভ্রমণ
করিলেন না, সেই স্থানেই নিদ্রাসুখ অহুভব করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে স্ত্রীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল,
মহাপ্রভু প্রভাতকালের রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া মহা মহা আনন্দলাভ করিতে
লাগিলেন ॥৪০॥

ସମ୍ପଦି ସକ୍ଳୁଚତା ଦଳତା ନବଂ
 ଦଳଚୟେନ ତତଃ ସମବିଭ୍ରମା
 ଉଦୟତାବିଶତାଲିକୁଲେନଚ
 ପ୍ରବସତାବସତା ରଞ୍ଜସାହିପିଚ ॥୪୧॥

ଦିନମୁଖେଷୁ ତତାନ ମହାପ୍ରଭୋ-
 ମୁଦମନେକତମାଂ ପଥି ଗଞ୍ଜତଃ ।
 କୁମୁଦିନୀ ନଳିନୀଚ ସମନ୍ତତୋ
 ବିଧିକୃତେହଧିକୃତେବ ବିଚିତ୍ରତା ॥୪୨॥ ଯୁଗ୍ମକମ୍

ସ ହ୍ରଦୟେ ହ୍ରଦୟେଞ୍ଜିତମୀଞ୍ଜଣା-
 ଦକୃତକୋହକୃତକୋ ନ ହି ବିଭ୍ରମଃ ।
 ଅରଣତୋ ରଣତୋପି ମୁଦଂ ପ୍ରଭୋ-
 ଦିବିରତା ବିରତା ବିତତିର୍ଦଧେ ॥୪୩॥

ଅନନ୍ତର ଅଳିକୁଳ କୁସୁମରେଖୁତେ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣଧାରଣ ପୂର୍ବକ ନିଦ୍ରା ହରିତେ ଉଦ୍ଧିତ
 ହରିଆ ଦେଖିଲ, ପୁଞ୍ଜାଦିର ଦଳସକଳ ଉଦ୍ଭିଗ୍ରପ୍ରାୟ ହରିଆଛେ ; ସୁତରାଂ ତତ୍କାଳୀନ
 ତାହାରା କମଳବନେ ପ୍ରବେଶପୂର୍ବକ ପଦ୍ମର ମଧୁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଇଲ ॥୪୧॥

ଅନନ୍ତର ବିଚିତ୍ର ଶୋଭାଶାଳିନୀ ନଳିନୀ ଓ କୁମୁଦିନୀ ପ୍ରାତଃକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ
 ହିତସ୍ତତଃ ବିଚରଣ କରିତେ ଦେଖିଆ ଡାହାଙ୍କେ ଅଶୀମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିତେ
 ଲାଗିଲ ॥୪୨॥

ତଦନନ୍ତର ଶ୍ରୀ ବନହରୀର ଐକ୍ଳବ୍ୟ ଶୋଭାସନ୍ଦର୍ଶନ କରିତେ କରିତେ ବିଲସିତ
 ଚିତ୍ତେ ବନମଧ୍ୟେ ଗମନ କରିତେ ଲାଗିଲେ ତଦ୍ଦର୍ଶନେ ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପରମ ପରିତୁଷ୍ଟ ଲାଭ
 କରିଆ ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀତିସାଧନ କରିତେ ଲାଗିଲ ॥୪୩॥

চিরমিব প্রতিবোধমুপাগতা
গিরিভূবো বিভুলোচনবজ্রগাঃ ।
বিবিধপত্রিরবেণ জয়ধ্বনিং
সপদি সম্পদি সন্তুতমাদধুঃ ॥৪৪॥

সুহরিতা হরিतालरुचाङ्गयৈঃ
কচন কাঞ্চনকান্তরুচিঃ কচিং ।
ঘনসমান-সমা স্বরুচাহসিতা
কচ সিতা চ সিতাচ্ছশিলাচয়ৈঃ ॥৪৫॥

বিকসিতৈঃ কসিতৈঃ কুশুমোচ্চয়ৈ-
রিব দরী বদরী-বিধুরায়িতা ।
বিহসতীহসতীক্ষণগে প্রভা-
বধরভূধরভূরতিসুন্দরী ॥৪৬॥ যুগ্মকম্ ॥

অগবয়ৈর্গবয়ৈঃ শরগীকৃতং
বিস্মরৈঃ স্মরৈরুপশোভিতম্ ।
বৃত্ততরং তত্তরকুভিরীশ্বরঃ
স্থলমলোলমলোকয়দধ্বনি ॥৪৭॥

তখন গিরিশ্রী প্রভুর চরণরেণু স্পর্শ করিয়া প্রতিবোধিত হইয়াই যেন
পক্ষিদিগের কণ্ঠরবচ্ছলে জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল ॥৪৪॥

ঐ পর্বতীয় নিয়ভূমিসকল হরিतालतुल्य হরিদ্বর্ণে, কাঞ্চনের পীতবর্ণে,
চন্দ্রকান্ত শিলার স্তায় শ্বেতবর্ণে ও কষ্টিপাষাণতুল্য কৃষ্ণবর্ণে বিবিধরূপ ধারণ
করিয়া মহাপ্রভুর দর্শনেই যেন হাস্য করিতে লাগিল ॥৪৫॥৪৬॥

তখন মহাপ্রভু গো, গবর এবং নানাবিধ মনোরম বৃগসকল দ্বারা
পরিশোভিত ঐ বনস্থলীকে মুহমূহঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

অনুজলোচন-লোচনবিভ্রমৈ-
 রনুপদং হু পদং নটয়ন্ত্যসৌ ।
 দ্রুততমং তত-মঞ্জুরসং ন তং
 বশয়িতা শয়িতা যুগসন্ততিঃ ॥৪৮॥

ইতি স বজ্রনি গৌরসুধানিধি-
 বিবিধকৌতু কবীক্ষণ কৌতুকী ।
 বিরূরুচে সুখমগ্গমনা ব্রজন্
 বিবিধ-সদ্বিধ-সংপরিপালিতঃ ॥৪৯॥

পথি স চীরনদে প্রভুরাতনোৎ
 প্লবন-তর্পণ-পূজনযুৎসুকঃ ।
 জরিতমস্ত বপুঃ সমভূস্ততো
 ন চরিতং চরিতং ভবতি প্রভোঃ ॥৫০॥

এবং তিনি ঐ বনছলী মধ্যে যে সকল যুগকূল ব্যাকুল চিন্তে নৃত্য করিতে
 করিতে বিচরণ করিতেছিল, তাহাদিগের চমৎকার বক্রলোচনের শোভা
 দেখিয়া পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ॥৪৮॥

অনন্তর চমৎকার রূপধারী সেই গৌরহরি গৃহস্থ এবং উদাসীনীর সাহায্যে
 নিজের উজ্জলকাজিতে গম্ভব্য পথ সকল সমুদ্ভাসিত করিতে করিতে বহুদূর
 চিন্তে গয়াধামে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

তদনন্তর তিনি পথ মধ্যে চীর নামক নদে যুহুযুতঃ স্নান তর্পণ ও পূজা
 করিতেছিলেন হঠাৎ দারুন অর তাঁহার শরীর আক্রমণ করিল বটে কিন্তু
 তাঁহার নিরবের কোন প্রকার ক্রম ভঙ্গ করিতে পারিল না ॥৫০॥

পথি শরীরগতেয়মসুস্থতা
 কথমভূং প্রতিকূলকরী মম ।
 ইতি বিচিস্তয়তা দ্বিজ সঞ্চয়ো
 নিজগদে জগদেককুপালুনা ॥৫১॥

অথ বিচিস্ত্য ভূশং মনসাত্মনো
 জ্বরশমায় মহাপ্রভুরৌষধম্ ।
 ক্ষিতিসুরাজিষ্পয়ো ঋদিশং স্বয়ং
 নহি কুপাং হি কুপাসুধিরুজ্জ্বতি ॥৫২॥

জ্বরশমোথ বভূব মহাপ্রভোঃ
 সপদি তেন তদীয়পদাসুনা ।
 জগতি তচ্চরিতানি বিদন্ত কে
 সুনিভূতা নিভূতানি জগন্তয়ে ॥৫৩॥

তখন জগন্তের এক কুপানিধান ভগবান্ সেই মহাপ্রভু পথে কিরূপে এই
 শরীর অনুস্থ হইল, ইহা যে আমার প্রতিকূলকারী মনোমধ্যে এরূপ নিশ্চয়
 করিয়া সহচর বিশ্রগণকে কহিলেন ॥৫১॥

অনন্তর মনে মনে নিশ্চয় করিলেন বিশ্রপাদোদক ব্যতিরেকে জ্বর
 উপশমের মহৌষধ আর নাই অতএব আপনার পাদোদক অর্পন করুন ।
 তাহাতে জ্বর নিবৃদ্ধি হইবে, যেহেতু কুপা সমুদ্র কখন কুপা পরিত্যাগ
 করেন না ॥৫২॥

এই বলিয়া গৌরহরি বিশ্রপাদোদক সেবা করিলেন, তাহাতেই তাঁহার
 জ্বর শান্তি পথ অবলম্বন করিল, অতএব পরমকাক্ষণিক সেই গৌরাজদেবেক
 বিচিহ্ন মহিয়ার বিষয় এ সংসারে কে অবগত হইতে পারে ? ॥৫৩॥

অথ সমেত্য স রাজগিরিং প্রভু-
 দ্বিজগণেন মুদা ব্যতনোত্তদা ।
 পিতৃসমর্হণমুত্তমমাদরা-
 ত্তপরমে পরমোষ্ঠিসরস্তুপি ॥৫৪॥

অখিলতীর্থবরেষু পিতৃক্রিয়াঃ
 স কৃতসদ্ধিষি তত্র সমাপয়ন্ ।
 অথ গয়াং সহ ভূসুরসঙ্ঘৈ-
 রবিশদাবিশদাভিরুৎসুকৈঃ ॥৫৫॥

অথ স গৌরকিশোরসুধাকরঃ
 প্রথিতমীশ্বরপূর্বপুরীতি তম্ ।
 সপদি বীক্ষ্য মুদং নিরপায়িনীং
 হ্রদি তদাদিতদাপি যযৌ প্রভুঃ ॥৫৬॥

অনন্তর মহাপ্রভু, সহচর সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া গয়াধামের এক
 প্রদেশে রাজগিরি ও ব্রহ্মসরোবরে উপস্থিত হইয়া তথায় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা
 পিতৃপ্রাঙ্গাদি কার্য্য সমাধা করিলেন ॥৫৪॥

মহাপ্রভু এইরূপে অনেক তীর্থদর্শন এবং তাহাতে কর্তব্য কার্য্য
 সমাধানান্তর বিত্তহান্না ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রক্লম্ভিত্তে গয়াধামে প্রবেশ
 করিলেন ॥৫৫॥

অনন্তর গৌরকিশোর সুধাকর দৈবরপুরী নামক একটি সন্ন্যাসীকে
 সন্দর্শন করিয়া অতুল আনন্দলাভ করিলেন ॥৫৬॥

তমবনম্য নিপত্যচ ভূতলে
বহল-হর্ষ-পরিপ্লুত-মানসঃ ।
অথ জগাদ গভীরঘনস্বরং
বিনয়তো নয়তোষকরীং গিরম্ ॥৫৭॥

তব পদান্বজ্বলমিদং প্রভো
বহল ভাগ্যভরেণ বিলোকিতম্ ।
বদ যথা হরিভক্তি গুণাস্তবেৎ
প্রভবতো ভবতোয়ধিশোষণম্ ॥৫৮॥

ইতি নিশম্য মহাপ্রভু-ভাষিতম্
মুদমবাপ্য যতিঃ স মহাশয়ঃ ।
মমুদমাং প্রভবে করুণানিধিঃ
কৃতদয়ং তদয়ং তমমমৃত ॥৫৯॥

তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভূতলে পতিত হওত সমুৎসুক চিত্তে বিনয়
পূর্বক প্রীতিকর ও ঘন গভীর স্বরে নীতিগর্ভ বাক্যে কহিলেন ॥৫৭॥

হে প্রভো ! অথ সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে দর্শন করিলাম, যে প্রকার
হরিভক্তির গুণ প্রভাবে ভব সমুদ্র পার হইতে পারি আপনি আমাকে
সেইমত উপদেশ প্রদান করুন ॥৫৮॥

অনন্তর সেই মহাত্মা যতি মহাপ্রভুর ঐ বাক্য শ্রবন করিয়া করুনার্জ
চিত্তে তাঁহাকে গোপীজন বসন্তের বস্ত্র উপদেশ করিলেন ॥৫৯॥

অমুম্বাপ্য মমুং ব্রজভাবিনী—
জনপতে: পুলকাকুরশোভিনা ।
বিগলদঙ্কভূতা বিনয়াদয়ং
নিজগদে জগদেককুপাবতা ॥৬০॥

যতিপতে ভবতঃ পদসঙ্গমাং
সুমহতীহ বভূব কৃতার্থতা ।
স্বগুরুভক্তিৱিতি প্রতিগৃহতা
বিচকরে চ করে পদজং রজঃ ॥৬১॥

অথ স কঙ্ক নদীপ্লবনে যথা—
বিধি বিধায় পিতৃন্ সমতর্পর্যং ।
শবমহীভৃতি পিণ্ডমদাদধো
করুণতোহরুণতোপ্যরুণেক্ষণঃ ॥৬২॥

বহাপ্রভু বতির নিকট কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রেম পুলকিত চিত্তে সজল
নয়নে বিনয় বচনে যতিকে কহিলেন ॥৬০॥

হে যতিপতে ! আমি অদ্য আপনার প্রসাদাৎ কৃতার্থ হইলাম বলিয়া
ভক্তির সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন ॥৬১॥

অনন্তর করুণানিধান অরুণলোচন গৌরাঙ্গদেব তথা হইতে গমন করিয়া
কঙ্কতীর্ণে উপনীত হওত তাহাতে স্নান তর্পণ সমাধানানন্তর প্রেতশিলায়
গিয়া পিণ্ডদান করিলেন ॥৬২॥

সমবতীৰ্য্য ততো ব্যতনোং ক্রিয়াঃ
পিতৃগণস্য স দক্ষিণমানসে ।
দ্বিজগণৈশ্চ তথোত্তরমানসে
সহদয়ৈশ্চ দৈয়ৈক সুধাকরঃ ॥৬৩॥

পিতৃগণস্য গয়াশিরসি ক্রিয়া
অথ বিধায় হরেঃ পদপদ্ধতিম্ ।
প্রভুরবেক্ষ্য মুদং হৃদি নির্ভরাং
স সহসা সহ সাধুর্জনৈর্ঘয়ো ॥৬৪॥

কথমভূন্ন হরেঃ পদপদ্ধতিং
সমবলোকয়তো মুদ্রতৈব ন ।
ইতি বিচিন্তয়তোহস্য দৃশোঽরৌ
বিপুলকঃ পুলকশ্চ তদাতবৎ ॥৬৫॥

ইতি তথাবিধয়া নিজচেষ্টয়া
সপদি মুক্তসমন্তজনপ্রভুঃ ।
অভবতুল্লসিতশ্চলিতুং তদা
মধুবনে ধুবনেন চলন্তুঃ ॥৬৬॥

তদনন্তর নবদ্বীপচন্দ্রে সেই গোরাধদেব তথা হইতে দক্ষিণ ও উত্তর মানস
সরোবরে এবং গয়াশিরে পিতৃ প্রদান পূর্বক গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া
সহচরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৬৩৬৪॥

পরে তিনি যনে যনে এইরূপ করিলেন হায় ! আমি গদাধরের পাদপদ্ম
দর্শন করিলান তথাপি আমার হৃদয় কেন কোমল হইল না ?

এই বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে তৎকালীন তাঁহার চক্ষুঃ অশ্রুজল
পরিপূর্ণ এবং পুলকে আকুল হইল ॥৬৫॥

তৎপরে মহাপ্রভু ঐ প্রকার কোন ইষ্ট সাধন মানসে তৎকথাং

অথ দিবঃ সমভূদশরীরিণী
 সপদি গীর্নবমেঘবরাকৃতিঃ ।
 পুনরুপৈশ্চ্যতি তত্র মহাপ্রভুঃ
 স্বভবনং ভব নন্দয়িতুং পুনঃ ॥৬৭॥

ইতি নিশম্য দিবো গিরমুক্তমাং
 প্রমুদিতেন মহাপ্রভুনা ততঃ ।
 নিজগৃহে চলিতুং মহিতাশয়ৈঃ
 প্রববৃতেহববৃতেন মহীশূরৈঃ ॥৬৮॥

অথকিয়দ্দিনমাত্রবিলম্বতো
 নিকটমাগত আত্মজ ইত্যসৌ ।
 নিজগৃহান্ সমপূরয়ত্বংসবৈঃ
 স্নুমহতামহতা হি মনোরথাঃ ॥৬৯॥

সমুদায় পরিবার-বর্গ পরিত্যাগ করিয়া কম্পিত কলেবরে মধুবনে প্রবেশ
 করিলেন ॥৬৬॥

অনন্তর নবীন নীরদের স্তায় মনোহররূপ দর্শন এবং হঠাৎ এইরূপ
 দৈববাণী হইল যে, অহে গৌরহরি ! পুনরায় গৃহে গমন করিয়া সাংসারিক
 সুখের আবাদন করগে ॥৬৭॥

তখন মহাপ্রভু এইরূপ মধুর দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের
 সহচর ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হওত গৃহের প্রতি যাত্রা করিলেন ॥৬৮॥

এদিকে শচীদেবী পুত্রকে গৃহে আগমন করিতে দেখিয়া নানাবিধ উৎসবে
 পরিপূর্ণ করত স্বীয় মনোহর মুসিক করিলেন ॥৬৯॥

মুহুমুদঙ্গযশঃ-পটহোল্লসৎ-
পণব-কাহল-কাংস্ত-স্মদর্দলৈঃ ।
যুগপদেব ভূশং পরিতাড়নাং
ধ্বনিরভূম্নিরভূত ইবোচ্ছিতঃ ॥৭০॥

অতিসুখেন পরিপ্লুতমানসা
সুরুচিরেণ চিরেণ তনুভুবা ।
গৃহমুপেত্য ততো দদৃশে মুদা
স্বজননী জননীতিষু কোবিদা ॥৭১॥

প্রভুরথো জননীপদজং রজঃ
করতলেন শিরস্তদধাম্মুছঃ ।
অথ পপাত স দণ্ডবদ্বংসুকো
ভুবি নয়ং বিনয়ং বিদধম্মুছঃ ॥৭২॥

তখন মধুর বৃন্দ, যশঃ, পটহ, পণব, কাহল, কাংস্ত ও মাদর্দল
প্রভৃতি নানাবিধ বাস্ত যন্ত্রের ধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ সকল পরিপূর্ণ হইয়া
উঠিল ॥৭০॥

ইত্যবসরে মহাপ্রভু দীর্ঘদিনের পর গৃহে আগমন করিয়া লোকনীতি
নিপুণা ও প্রকৃত বদনা নিজের জননীকে সন্দর্শন করিলেন ॥৭১॥

অনন্তর মহাপ্রভু সমুৎসুক চিত্তে জননীর পাদপদ্মের ধূলি হস্ত দ্বারা
গ্রহণ পূর্বক মন্তকে ধারণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম
করিলেন ॥৭২॥

সুধনং সুততং সুধনং সুততং
সহসা শুষিঠৈঃ সহ সাশুষিঠৈঃ ।
অথ বাতমভূদথ বাতমভূ-
রভসোতম ভূরভসোতমভূঃ ॥৭৩॥

অথ কাঞ্চন কাঞ্চনব্যালতাং
মুহুলাং মুহুলাঞ্চিত-শুভ্রপটাম্
মুদিতামুদিতামথ বীক্ষ্য তনুং
বসু তস্য সুতস্য সসজ্জ শচী ॥৭৪॥

দ্বিজগণায় সনর্ভক-বাদক-
প্রভৃতয়েহপিচ ভিক্ষুগণায় সা ।
নিজসুতাগমনোল্লসিতা দদৌ
নিভৃত-সংভৃত-সম্পদিজং বসু ॥৭৫॥

গয়ায়া ইত্যেবং স্বগৃহমগমদুরিকরুণ-
প্রভূঃ পৌষশ্যান্তে সকলতনুভূতাপশনঃ ।
ততো মাঘশ্যাদৌ নিরবধি নিঈজৈঃ কীর্তনরসৈঃ
প্রকাশং চাবেশং ভুবি বিকিরতি স্মাতুদিবসম্ ॥৭৬॥

তখন পুনরায় কাংশু, বংশী, বীণা ও মুরজ প্রভৃতির মনোহর ধ্বনি হইতে
লাগিল ॥৭৩॥

তৎপরে শচী তন্তুকাঞ্চন তুল্য গৌরবর্ণ শুভ্রবসনধারী নিজ পুত্রের
শরীর অবলোকন করিয়া তদীয় আগমন মহোৎসবে উল্লসিত হইয়া
নর্ভক, বাদক, গায়ক, ভিক্ষুক ও ব্রাহ্মণদিগকে বধেষ্ঠ ধন দান করিতে
লাগিলেন ॥৭৪॥৭৫॥

সে বাহা হউক এইরূপে সকল জীবের তপোপশমন, অতি দয়াসু মহাপ্রভু

ইতি ক্ৰণোংক্ৰিণ্ডসমস্তচেষ্টিতঃ
 প্রতিক্ৰণং গায়তি নির্ভরং মুহুঃ ।
 পদে পদে রোদিতি রোমহর্ষণৈ-
 বিমুক্তকণ্ঠং কক্ৰণাপয়োনিধিঃ ॥৭৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
 চতুর্থ: সর্গ: ॥

পৌষ মাসের অন্তে গয়া হইতে গৃহে আগমন করিলেন, তদনন্তর মাঘ মাসের
 প্রথম দিন হইতে নিরন্তর নিজ কীর্তন রস দ্বারা প্রকাশ ও আবেশ দিন দিন
 পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৭৮॥

এইরূপে কক্ৰণা নিধি মহাপ্রভুর উৎসবে সমস্ত চেষ্টা আকিণ্ড হওয়ার
 তিনি ক্ৰণে ক্ৰণে লোমাঞ্জেয় সহিত মুক্ত কণ্ঠে গান এবং পদে পদে বারম্বার
 রোদন করিতে লাগিলেন ॥৭৭॥

পঞ্চমঃ সর্গঃ

আগত্যস্বগৃহমথ স্বকীৰ্ত্তনাত্মৈঃ
সংরেজে নিরবধি রোদনৈৰ্বিভিন্নঃ ।
দৃষ্টে বংবিধিমনিশং সবিস্ময়াসী-
দিত্যেতৎ কিমিতি কিমিত্যথ প্রনুঃ সা ॥১॥

যামিষ্ঠাং শয়িতবতঃ শচী কদাচিৎ
পুলস্ত্য প্রথমমবেক্ষ্য রোদনং সা ।
ক্রহীৎ কিমহহ তাত রোদিষি হুং
সাশঙ্কং তমিতি জগাদ ভূরিভাগ্যা ॥২॥

তৎশ্রুত্বা ন কিমপি চেদুবাচ নাথঃ
প্রেমার্জো নয়নজলাসিক্তসর্বগাত্রঃ ।
সাত্যস্তুং নিরবধি চিস্তিতা তদাসীৎ
প্রেমেত্যেতদপি বিবেদ দৈবযোগাৎ ॥৩॥

অনন্তর মহাপ্রভু গয়াধাম হইতে গৃহে আগমন করিয়া নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ও
নিরবধি রোদন সহকারে অধৈর্য্য হইয়া শোভা বিস্তার করিতে থাকিলে,
শচীমাতা এবিধিভাবে অবলোকন করত একি একি বলিয়া অতিশয়
বিস্ময়াগ্ন হইলেন ॥১॥

একদা ভূরিভাগ্যবতী শচীদেবী রজনীতে শয়ান তনয়ের প্রথম রোদন
অবলোকন করিয়া সশোকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বৎস! তুমি কেন
রোদন করিতেছ বল ? ॥২॥

তৎকালীন মহাপ্রভু প্রেমে আত্ম ও নয়ন জলে অভিষিক্ত হইতে
হিলেন জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না,

জ্ঞাত্বৈতৎ বিমলমনাঃ শচী তনুজং
সার্দ্রাক্ষী বিনয়পরা ভৃশং যযাচে ।
মহ্যং যদ্বনমখিলং প্রযচ্ছসি ত্বং
প্রোমাখ্যং কিমু ন দদাসি সাম্প্রতং তৎ ॥৩॥

দেবানামবিদিতমেতদত্যাভ্যং
প্রোমেদং যদবগতং ত্বয়া গয়ায়াম্ ।
দীনায়ৈ তদিহ হ মে প্রযচ্ছ তাত
স্নেহশ্চে যদি ময়ি তিষ্ঠতি ক্ষণঞ্চ ॥৫॥

ইত্যস্তা গিরমধিগম্য গৌরচন্দ্রঃ
স্নেহার্দ্রঃ প্রতিবচনং দদৌ জনন্যৈ ॥
তন্মাতস্তব ভবিতা চিরেণ নুনং
যন্তে স্তাদ্গুরুতরবৈষ্ণবাহুকম্পা ॥৬॥

তাহাতে শচীদেবী অতিশয় চিন্তা করিতে করিতে সহসা জানিতে পারিলেন
যে ইহা পুত্রের প্রেম বিকার ভিন্ন অত্ন কিছু নহে ॥৩॥

তখন বিস্তৃত চিন্তা শচীদেবী দৈবযোগে পুত্রের তাদৃশভাব অবগত
হইয়া বিনয় সহকারে অশ্রু মুখে বারম্বার যাচঞা করিতে লাগিলেন আমাকে
বহু ধন বাহা দিতেছ তন্মধ্যে একনে প্রেমধন কি দিবে না ? ॥৫॥

হে বৎস! আমি অতি দুঃখিনী সম্প্রতি তুমি গয়াধামে দেবচূর্মভ বে
প্রেমধন লাভ করিয়াছ, যদি আমার প্রতি তোমার ক্ষণকালের ক্ষণও স্নেহ
থাকে তাহা হইলে ঐ প্রেমধন আমাকে বিতরণ কর ॥৬॥

গৌরচন্দ্র জননীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহার্দ্র চিন্তে কহিলেন মাতঃ !
সুদীর্ঘ কালানন্তর যখন আপনার প্রতি বৈষ্ণবদিগের গুরুতর অহুকম্পা হইবে
তখনই আপনি প্রেমধন লাভ করিতে পারিবেন ॥৬॥

তচ্ছ্রদ্ধা মুদমধিকাং যযৌ ততঃ সা
 তন্নুনং মম ভবিতেন্তি হৃষ্টচিত্তা ।
 গৌরান্ধোপি তদধিগম্য মাতৃচিত্তং
 বিপ্রেন্দ্রান্ বিনয়পরো জগাদ ভূয়ঃ ॥৭॥

প্রেমাং নিরবধি মুগ্যতে জনন্যা
 ভক্তিঞ্চ প্রভুচরণে গরীয়সীয়ম্ ।
 তে স্ম্যতাং সপদি যথাশিষো ভবন্তি-
 যুজ্যস্তাং তদনু তথোচুরেবমেতে ॥৮॥

ইত্যেবং কচন রুদন্ বিলোচনাভ্যাং
 ধারাণাং শতশতমাদধাতুরঃসু ।
 শ্লেষ্মাণং ক্ষিপতি মুহুমূর্ছঃ স্থবিষ্ঠং
 নাসাভ্যাং ভুবি বিলুঠন্ কচিৎ স নাথঃ ॥৯॥

অনন্তর পুত্রের এই বাক্য শ্রবন করিয়া শচীদেবীর আর আনন্দের
 পরিসীমা রহিল না, তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হায় ! আমি কি প্রেমধন
 লাভ করিতে পারিব ? তখন গৌরান্ধদেব জননীর অন্তঃকরণের ভাব
 বুঝিতে পারিয়া বিনয় সহকারে ব্রাহ্মনদিগকে কহিলেন ॥৭॥

হে মহোদয়গণ ! আমার জননী প্রেম এবং প্রভুর চরণে গরীয়সী ভক্তি
 অব্ধেবণ করিতেছেন অতএব আমার জননীর অন্তঃকরণ মধ্যে যাহাতে প্রেম
 ও ভক্তির উদয় হয় আপনারা সেইরূপ আশীর্বাদ করুন, এতচ্ছ্রবণে
 ব্রাহ্মনেরাও তদনুরূপ আশীর্বাদ করিলেন ॥৮॥

দ্বিজগণের মুখে এই প্রকার আশীর্বাদ বাক্য শ্রবন করিয়া গৌরান্ধদেব
 একরূপ আনন্দিত হইলেন যে নয়নদ্বয়ের অশ্রুজল সমূহে তদীয় বন্ধঃস্থলে
 শতশত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, নাসারন্ধ্রে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে
 আরম্ভ হইল এবং তিনি ভূমিতে লুঠনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

প্রত্যুষপ্রভৃতি দিনং সমস্তমেব
 প্রেমাশ্রুপ্রচুরবরৈ রুদন্ বিনীয় ।
 যামিহাং ভবতি সতি প্রভুঃ প্রবোধে
 বৈকল্যাদ্দিনমিতি তর্কয়াস্বভুব ॥১০॥

সঙ্খ্যায়াং কিমপি রুদন্ বিমুক্তকণ্ঠঃ
 প্রাতঃ শ্রু্যং কথমপি চেদ্বহিঃ প্রবোধঃ ।
 তন্নক্তং ব্রজতি কিয়ং কদেতি গোয়ো ।
 বৈকল্যাদ্দদতি ন তস্য কালভেদঃ ॥১১॥

নামৈকং শ্রবণপথং যদৈব গচ্ছে-
 ত্ত্বংসোহয়ং ভুবি বিলুঠন্ বলপ্রকামম্ ।
 দ্রাঘিষ্ঠৈঃ শ্বসনসমীরণৈঃ সর্কটম্প-
 ন্নেত্রান্তপ্রস্রমরধারয়াচ রেজে ॥১২॥

মহাপ্রভু প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিন বিনয় সহকারে প্রেমাশ্রু ও উচ্চ
 রবে রোদন করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রভু ব্যাকুলতা বশতঃ
 এ দিন হইল নাকি এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকেন ॥১০॥

অনন্তর সঙ্খ্যাকালে গৌরানন্দেব বিমুক্ত কণ্ঠ হইয়া রোদন করিতে করিতে
 কহিলেন যখন বাহ্য প্রকাশ দেখিতেছি তখন প্রাতঃকাল হইল, রাত্রি কি
 গমন করিয়াছে ? এইরূপে গৌরহরির কালের ভেদ হইতে লাগিল ॥১১॥

যখন মহাপ্রভুর একটিমাত্র নাম কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয় তখন তিনি
 প্রবলরূপে ভূমিতে লুপ্তিত হয়েন এবং দীর্ঘনিশ্বাস সমীরণ ও কম্পনের সহিত
 নেত্রান্তের পবিত্র জলধারার অভিশররূপে বিরাজিত হইতে থাকেন ॥১২॥

সোংকণ্ঠং নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণে-
 ত্যাজল্পন কচন বিভিন্ন-সম্মকণ্ঠঃ ।
 হর্ষোদ্বৈগন্তহুর্নহসঞ্চয়ৈর্বিভাতি
 প্রায়োহয়ং প্রতিদিনমেবমেব ভূত্বা ॥১৩॥

স স্নাত্বা দিবসমুখে করোতি পূজা-
 মশ্নাতি প্রতিদিবসং মুদা নিবেদ্য ।
 সদ্ধিপ্রানপি পরিপাঠয়ন্তু দারান্
 মাঘাতানিতি চতুরো নিনায় মাসান্ ॥১৪॥

প্রেমার্জঃ সপুলকমেকদা মুরারে-
 বৈদ্যশ্যালয়মগমং কৃপাসমুদ্রঃ ।
 তত্রাসৌ সপদি নিবেশ্য দেবগেহে
 সংভিন্নো নয়নজলৈঃ সমধ্যবাৎসীং ॥১৫॥

সে যাহা হউক তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম
 জপ করিতে করিতে অতিশয় হর্ষসম্বিত পুলকাক্ত শরীরে শোভা বিস্তার
 করেন, প্রতিদিন তাঁহার এইরূপ অবস্থা উৎপন্ন হয় ॥১৩॥

গৌরহরি প্রাতঃস্নান, পূজা ও যথাকালে নিবেদিত বস্তু আহার করিয়া
 বিত্ত্ব কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণকুমারদিগকে অধ্যয়ন করাইয়া মাঘাদি মাস চতুষ্টয়
 অতিবাহিত করিলেন ॥১৪॥

অনন্তর, একদিবস সেই কৃপাসমুদ্রে গৌরহরি মুরারি বৈভের গৃহে গমন
 পূর্বক তথায় সহসা দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া সজল নয়নে অবস্থিতি করিতে
 লাগিলেন ॥১৫॥

আশ্চর্য্যং দশনযুগেন গাং বলীয়ান্
 বারাং বপুর্নিদমাবহন্ ক এষ: ।
 মর্ম্মস্পৃক্ তুদতি মহামহী প্রভুলো
 ভূয়েহসাবিতি নিগদন্ সসর্পা পশ্চাৎ ॥১৬॥

ইত্যুক্তা সপদি তথা তদীয় ভাবং
 সংগৃহ্ণন্ ভুবি ভুজ্জাহ্নুভি ব্রজন্ স:
 ঘূর্ণা ভিস্তুরলতরেণ দৃগ্ যুগেন
 জাঘিষ্ঠামপি বিদধে চ হুংকৃতিং তাম্ ॥১৭॥

দস্তাগ্রৈঃ সপদি স পৈস্তলানুপাত্তং
 ধ্বাসৌ বহভয়মুন্মথোতিদূরে ।
 সংক্ষিপ্যংস্তদহু মুরারিগুণ্ডমুচে
 রূপং মে সহজমুদীরয়েতি শশ্বৎ ॥১৮॥

তদনন্তর ঐ স্থলে যে ঘটনা হইল বলি শ্রবন কর, মহাপ্রভু সেই দেবালয়
 মধ্য হইতে কহিতে লাগিলেন, অহো ! এ-কে ? ইঁহাকে যে বড় বলবান্
 দেখি, ইনি দস্তাগ্রে ধারণা ধারণ করিয়া প্রকাণ্ড পর্বত সদৃশ বারাহী মূর্তি
 ধারণ পূর্বক আমার মর্ম্মস্পর্শি বেদনা দিতেছেন, এই বলিতে বলিতে
 পশ্চাদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥১৬॥

তদনন্তর মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া বরাহ ভাব অঙ্গীকার করত ভূমিতে
 হস্ত ও জাহ্নু নিক্ষেপ পুরঃসর গমন করিতে করিতে ঘূর্ণিত চক্ৰ লোচন যুগল
 হইয়া ভীষণরূপে হুকার করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

পরে শীঘ্র করিয়া একটি বৃহৎ পিঙ্গলের জলপাত দস্তাগ্রে ধারণ পূর্বক
 দূরে নিক্ষেপ করিয়া মুরারিগুণ্ডকে কহিলেন হে মুরারে ! আমার আভাবিক
 রূপ বর্ণন কর ॥১৮॥

তচ্ছ্ৰীভূবি নিপতন্ স ভীতভীতো
নো বিদ্যো বয়মিহ তে স্বরূপমেতৎ ।
আত্মানং স্বয়মেবমাত্মনৈব বেথে-
ত্যাচেহসৌ প্রতিবচনৈশ্চ গীতয়োকৈঃ ॥১৯॥

ভূয়োহসৌ স হসিতবন্ধুদ্রবৈশৈঃ
প্রত্যাচে প্রতিবচনৈঃ প্রভুস্তমেনম্ ।
বেদোয়ং নহু কিমু বেত্তায়ং বিমুক্ত
সংমোহাদবচিনুতেহঙ্কবৎ স নিত্যম্ ॥২০॥

ইত্যুক্তঃ। ঋতিগদিতং নিপঠ্য ভূয়ঃ
সোংপ্রাসং স পরিহসন্তুবাচ নাথঃ
বেদানামিহ খলু নাস্তি শক্তিরেষা
জ্ঞাতুং মামিতি নিগদন্ যযৌ স্বগেহম্ ॥২১॥

গুপ্ত মহাশয় মহাপ্রভুর মুখে এই বাক্য শ্রবন করিবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া
ভূমিতে পতিত হইলেন এবং কহিলেন, প্রভো ! তোমার রূপ তুমিই বলিতে
পার, আমরা তোমার স্বরূপ বর্ণন করিতে সমর্থ নহি এই বলিয়া প্রতিবচন
প্রদান করিলেন ॥১৯॥

মহাপ্রভু পুনরায় হান্তবদনে স্তম্ভুর বাক্যে কহিলেন, হে বৈভয়াজ ! বেদ
আমার মহিমার বিষয় কিছুই অবগত নহেন, কিন্তু নিত্য অঙ্কের ছায় অন্বেষণ
করিয়া থাকেন ॥২০॥

এই বলিয়া ঋতিপাঠ করত সপরিহাস বচনে কহিলেন, হে মহাশয় !
আমাকে জানিতে পারে বেদের একরূপ শক্তি নাই, এই বলিতে বলিতে স্বীয়
গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥২১॥

অম্বেদ্যঃ স্বর্গহমভি ক্ষপেশকোটি-
 শ্রীযুক্তঃ পরপরভাগভাক্ প্রতীকঃ ।
 শ্রীবাসং নিজপুরতঃ স্থিতং মহম্বা —
 নভ্যাচে সহ বলহুঙ্কৃতৈর্বচোভিঃ ॥২২॥

ত্বং ভোঃ পশ্যসি ন কি-মত্র পঞ্চবক্তৃন
 ষড়্‌বক্তৃনহপিচ চতুর্মুখান্ সমেতান্ ।
 সোপ্যাচে ন খলু বিলোক্যতে ময়াসৌ
 ষড়্‌বক্তৃপ্রভৃতিজনঃ সমাগতোয়ম্ ॥২৩॥

ইত্যুক্তে সতি তদনুপতস্থিরাংসং
 নাম্না শ্রীপতিমমুজং দদর্শ বিপ্রঃ ।
 সোভ্যেত্য শ্রুতিনিকটেষু ধীর-মুচে-
 হৃদৈতস্তাগমনকথাং প্রভুং দিদৃক্ষোঃ ॥২৪॥

কোটিচন্দ্রে বিনিবিত্ত অঙ্গ-কাস্তিশালী গৌরহরি আপনার গৃহের সমীপে
 সম্মুখবর্ত্তি শ্রীবাসকে অবলোকন করিয়া বারম্বার হৃদ্য প্রদান পূর্ব্বক
 কহিলেন ॥২২॥

ওহে শ্রীবাস ! পঞ্চবক্তৃ ষড়্‌বক্তৃ ও চতুর্মুখ প্রভৃতি সকলে সমাগত
 হইয়াছেন, তুমি কি ইহাদিগকে দেখিতেছ না । এতক্ষণে শ্রীবাস কহিলেন,
 প্রভো আপনি যে কহিতেছেন ষড়্‌বক্তৃ প্রভৃতি সকলে সমাগত হইয়াছেন,
 কৈ, আমি ত তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না ॥২৩॥

এই বলিয়া শ্রীবাস ধীর পশ্চাৎবর্ত্তি নিজ অমুজ শ্রীপতির প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিলে, শ্রীপতি নিকটে আগমন করিয়া ধীরভাবে তাঁহার কর্ণের সমীপে
 কহিলেন, প্রভুর দর্শনাভিলাষে অদৈত্যচার্য্য প্রভুর আগমন হইয়াছে ॥২৪॥

আচার্যঃ কিমিহ সমাগতোস্তি তশ্চৈ
তজ্জ্ঞাত্বা সপদি সমুখিতোহ জিরেষু ।
আগত্য প্রতিপদহুংকৃতাং স বাণীং
প্রত্যাচে মহিত মহামহঃ সমূহঃ ॥২৫॥

তে জ্ঞাস্ত্যন্ত্যাহ সপত্ত মুত্র যে যে
যাস্ত্যন্তি স্ত্যামধুনাধিকার হীনাঃ
ইতু্যক্তা গুরুতর হুংকৃতৈ-বিভিন্নঃ
শ্রীবাসালয়মগমং দ্রুতং প্রভুঃ সঃ ॥২৬॥

তত্রৈব দ্রুতমধিগত্য গাঢ়বন্ধং
সম্বধ্যার্গলমবরদ্বয়ে বিকূর্বন ।
বহ্নাবিক্লুত-সহজ-প্রকাশ-ভাস্বা-
নাবাসে রহসি ররাজ গৌরচন্দ্রঃ ॥২৭॥

তখন শ্রীবাস অঙ্গনে উপবেশন করিয়াছিলেন, আচার্য্য প্রভুর আগমন
শ্রবন করিবামাত্র গাত্রোথান পূর্বক কহিলেন, আচার্য্য কি আগমন
করিয়াছেন ? ইতিমধ্যে পরমগুরু মহাতেজস্বী পূজ্যতম সেই মহাপ্রভু প্রতি-
পদে গুরুতর হুঙ্কার ধ্বনি করিতে ২ আগমন করিয়া কহিলেন ॥২৫॥

সম্প্রতি যাহারা এক্ষণে অধিকারহীন হইয়া পরলোকে গমন করিবে
তাহারাই জানিতে পারিবে, গুরুতর হুঙ্কার পূর্বক এই মাত্র বলিয়া অতিসঙ্কর
পৃথক্ হইয়া শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥২৬॥

গৌরাজন্দ্র তথায় শীঘ্র উপস্থিত হইয়া দৃঢ়রূপে দ্বার অবরোধ করত
গৃহাভ্যন্তরে বহু বহু স্বর্ঘের দ্বায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥২৭॥

অদ্বৈতো নিজনিলয়াং সমাগতোহসৌ
সপ্রাশ্ৰুতসহজে বিলোকিতব্যঃ
ইত্যেবং মনসি বিধায় সংপ্রতিজ্ঞাং
তৎকালে বহিরুদভূং কবাটয়োস্তৎ ॥২৮॥

শ্রীবাসদ্বিজকুলচন্দ্রমঃ কনীয়া-
নেমঃ শ্রীপতিরথ তৎসমাগমং তম্ ।
দাশঙ্কং সপদি নিবেদয়াঞ্চকার
জ্ঞাত্বৈবেতৎ স্বয়মমুচৎ প্রভুঃ কবাটম্ ॥২৯॥

সঙ্কল্পো মনসি কৃতো যথৈব তেন
শ্রীভাজং প্রভুমবলোক্য তং তথৈব ।
অদ্বৈতস্তৃণনিচয়ং রদৈর্গৃহীত্বা
শুম্নিকো ভুবি নিপপাত দণ্ডবৎ সঃ ॥৩০॥

তখন অদ্বৈতাচার্য্য নিজ গৃহ হইতে আগমন করিয়া বাভাবিক রূপে
প্রাশ্ৰুত গৌরহরিকে অবলোকন করিব বলিয়া মনোমধ্যে এই সং
প্রতিজ্ঞা বিধান করিয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥২৮॥

এদিকে দ্বিজকুল চন্দ্র শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতি বিশঙ্কিত মনে
দ্বার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুকে আচার্য্য মহাশয়ের আগমন
সম্বাদ প্রদান করিলেন. তখন গৌরহরি আচার্য্য মহাশয়ের আগমন
বার্তা শ্রবণ করিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন ॥২৯॥

ঐ সময়ে আচার্য্যবর মনে করিলেন আমি যেকল্প মনোমধ্যে সঙ্কল্প
করিয়াছিলাম মহাপ্রভুকে তদনুরূপেই অবলোকন করিলাম, এই বলিয়া
দণ্ডে তৃণশূন্য ধারণ পূর্বক সপ্রেমে প্রভুর অঙ্গে দণ্ডের দ্বারা ভূমিতে
পতিত হইলেন ॥৩০॥

তং দৃষ্ট্বা প্রভুরপি দোষ্যৈন শীঘ্রং
 শ্রীভাজং স্বয়মিব মুন্নিয়া পশ্চাৎ ।
 হর্ষণাশিথিলিত-মাল্লিষদ্বিশেষম্
 প্রেমাশ্র-অবগম্যৈঃ সিসেচ ভূয়ঃ ॥৩১॥

ইত্যেবংবিধবিবিধোল্লসদবিহারৈ-
 বিশ্রান্তোহভবদুতুনায়কো বসন্তঃ ।
 অত্রান্তে প্রভুনটনাবলোক হৃষ্টঃ
 কিং গ্রীষ্মঃ প্রহসতি মল্লিকা বিকাসৈঃ ॥৩২॥

বিচ্ছেদাদিব সুরভেদিনাশ্রমুনি
 প্রত্যগ্রাদতিবিধুরাণি সংশ্রয়ন্তে ।
 উদ্দীপ্যাদিনকরজাতবেদসঃ কিং
 জ্বালাভিনিরবধি দেহদাহবজ্রা ॥৩৩॥

তখন মহাপ্রভু ছুইবাহ দ্বারা ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উত্তোলন
 করিলেন এবং প্রেমাশ্র সমূহ দ্বারা তাঁহাকে অতিশয় রূপে অভিষিক্ত
 করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

প্রভুদয় এইরূপে বিহার করুন এদিকে ঋতুরাজ বসন্ত বিবিধ বিহারে
 শ্রান্ত হইয়া পড়িলে বসন্ত অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর অধিকার বিনষ্ট হইলে, প্রভুর
 নৃত্য দর্শন কোড়কী গ্রীষ্ম ঋতু যেন মল্লিকা কুসুম বিকাশে হস্ত করিতে
 লাগিল ॥৩২॥

বসন্তের অবসানে গ্রীষ্ম ঋতুর দিন সকল অতিশয় প্রচণ্ড বলিয়া বোধ
 হইতে লাগিল, দিনকরের কিরন জাল অগ্নির দ্বারা জীবলোককে দগ্ধ
 করিতে লাগিল ॥৩৩॥

উদামদ্যামণিকুচো মুহুর্জলন্ত্যো
যতপ্যাশ্রয়ময়মম্বু শোষয়ন্তি ।
পদ্মিণ্যাস্তদপি দধাত্যতীব সৌখ্যং
হুঃখঞ্চ প্রিয়বিহিতং প্রিয়ং তনোতি ॥৩৪॥

নৈদাঘং নিজমহসা নিদাঘরশ্মিং
তক্ষুর্বনু সততং নবনবেন গোরঃ ।
অশ্বেদ্যদ্বিজতনুজানু বিপাঠয়নু স
প্রোক্তিগ্নপ্রকট নিজপ্রকাশ আসীৎ ॥৩৫॥

ইত্যেতদ্বিধসহজপ্রকাশভাস্বানু
নির্ভিন্নঃ সদরুণসর্বগাত্রযষ্টিঃ
প্রত্যাগ্রোন্মিষদরুণোৎপলাজিঘ্রুয়ুগাঃ
শ্রীবাসালয়মগমদ্বিমুক্তসঙ্গঃ ॥৩৬॥

গ্রীষ্মকালে মার্ভণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ জাল যদি পদ্মিনীদিগের আশ্রয়
স্বরূপ জল শোষণ করেন তথাচ তিনি পদ্মিনীর অশ্ব বিধান করিয়া থাকেন,
যেহেতু প্রিয়ব্যক্তি হুঃখ বিধান করিলেও তাহা অশ্বের নিমিত্ত হইয়া
থাকে ॥৩৪॥

সে বাহা হউক, গৌরানন্দেব সতত স্বীয় নিত্য নূতন তেজঃ দ্বারা
নিদাঘকালীন ঐ নিদাঘ রশ্মিকে তিরস্কার করিয়া বিরাজ করিতে করিতে
অত্র এক দিবস ব্রাহ্মণদিগের তনবগণকে অধ্যয়ন করাইয়া অতিশয় রূপে
শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

অনন্তর স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ স্বরূপ গৌরহরি অরুণবর্ণ গাত্রযষ্টি
ধারণ করিয়া একাকী নির্বেদ যুক্ত চিত্তে অরুণ কবল সদৃশ চরণযুগল দ্বারা
শ্রীবাসের আলয়ের প্রতি গমন করিলেন ॥৩৬॥

উন্মীলদ্যুমণিগণপ্রকাশভাজং
প্রত্যগ্রন্থটতরশোণসারসাক্ষম্
গচ্ছন্তং ক্রতমরুণাজিঘ্রপদ্যোস্তৈ-
বিন্যাসৈঃ পথি দদৃশুর্জনাঃ সচিভ্রম্ ॥৩৭॥

তৎপূর্য্যাং সপদি নিবেশ্য দেবগেহ-
স্থালিন্দোপরি পরিতস্থিবান্ পরেশঃ
ধ্যায়ন্তং গৃহমধি নির্ভরৈকতানং
শ্রীবাসং প্রকটপ্রকাশমাজুহাব ॥৩৮॥

তচ্ছ্রুত্বা সপদি গৃহাদ্বর্হিবভূব
ধ্যানাদি প্রকটমপোহ্য বিপ্রমুখ্যঃ ।
উন্মীলং গুরুমহসং মহায়তাজং
সোহদ্রাক্ষীম্নিজপূরতঃ স্থিতং পরেশম্ ॥৩৯॥

আহা ! তৎকালীন মহাপ্রভুর শোভার কথা আর কি বলিব, তাঁহার
নয়ন যুগল উদয়শীল সূর্য্যের তায় অরুণ বর্ণ, উনি যখন অরুণবর্ণ চরণ
কমলের বিভ্রাস দ্বারা গমন করেন সেই সময় লোক সকল আশ্চর্য্য রূপে
দর্শন করিতে থাকে ॥৩৭॥

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইয়া তদীয় দেবগৃহের
স্থালিন্দোপরি উপবেশন করিলেন এবং গৃহ মধ্যে একান্ত ধ্যানপরায়ন
শ্রীবাসকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

তখন বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানাদি পরিত্যাগ
পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া মাত্র সন্মুখে
মহাতেজস্বী শোভনাজ শচীতনয় গৌরানন্দদেবকে সন্মুখে দর্শন করিলেন ॥৩৯॥

উদ্ভাস্তুঃ প্রকটনিজপ্রকাশবেগৈ-
রজ্যন্তির্মহিত তন্ম বৈর্মহোভিঃ
পাথোভিঃ সুরসরিতো মমাভিষেকং
শীঘ্রং কুর্বিতি নিজগাদ গৌরচন্দ্রঃ ॥৪০॥

তচ্ছ ভা সপদি সহোদরৈরমুখ্য
শ্রীরাম প্রভৃতিভিরুৎসুকৈর্মহন্তিঃ ।
তচ্চেষ্টাসুখবিবশৈস্তদাহ্রিয়স্ত
দ্রব্যানি স্বয়মিব জগ্মু রাস্ততত্বম্ ॥৪১॥

তৎ কৈশ্চিন্নবকলসীশতং সমস্তা-
দাজহ্রে ঝটিতি তথা জলৈঃ পুপূরে ।
সর্বভিঃ সবিধগতাভিরঙ্গনাভিঃ
স্বর্বাঙ্গীজলহরণায় শীঘ্রমীয়ে ॥৪২॥

অনন্তর অভিনব তেজোময় ত্রিমূর্তিধারী গৌরচন্দ্র নিজ শোভার
মুশোভিত হইয়া ত্রীবাসকে কহিলেন, গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া শীঘ্র
আমাকে অভিষেক কর ॥৪০॥

শ্রীরাম প্রভৃতি ত্রীবাসের সহোদর ভ্রাতৃগণ অতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে
মহাপ্রভুর অভিষেক চেষ্টায় বিবশ হইয়া যে সকল অভিবেচনিক দ্রব্য
আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তৎসমুদয় দ্রব্য যেন স্বয়ংই আহৃত হইতে
লাগিল ॥৪১॥

অনন্তর ত্রীবাসের কতিপয় ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ একশত নুতন কলস আনিয়া
উপস্থিত করিলে অঙ্গনাগণ শীঘ্র গঙ্গাজল আনয়ন করিতে গমন
করিলেন ॥৪২॥

গজারীবিরচিতপীঠমধ্যরাজী
 শ্রীগৌরঃ প্ৰবনচিকীৰ্ষয়াজিরাস্তুঃ ।
 হৃদ্ধাক্ষেরুপরিগতশ্রমেরুশৃঙ্গ-
 স্ত্যভিক্ষাং সপদি বিড়ম্বয়াস্বভূব ॥৪৩॥

আনীতৈরতি লঘুজহ্লুকশ্চকায়াঃ
 পাথোভিঃ সুরভিস্বাসিতৈঃ প্রকামম্
 কপূরাগুরুগুরুগন্ধসারবন্তিঃ
 শ্রীবাসস্তমভিষিষেচ হৃষ্টচিত্তঃ ॥৪৪॥

দ্রাঘিষ্ঠৈর্নিরবধি-শশ্বত্বম্মিষন্দি-
 স্তেজোভিঃ কণকনিকাশরাজিগৌরৈঃ ।
 অত্যচ্ছাবপুষি পতন্ত্যমুগ্ধ ধারা
 গৌরাজীক্ৰিয়ত ইবাভিষেকবারাম্ ॥৪৫॥

তদনন্তর মহাপ্রভু যখন অঙ্গন*মধ্যভাগে ধবলাকার গজারী পীঠোপরি
 উপবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহাকে ক্ষীরদাগর মধ্যস্থিত সমেরু শৃঙ্গের স্তায়
 বোধ হইতে লাগিল ॥৪৩॥

যাহা হউক, এদিকে কামিনীগণ সত্বর জাহ্নবী জল আনয়ন করিলে
 তাহাতে কপূর অগুরু প্রভৃতি গুরুতর গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া তদ্বারা
 হৃষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুর অভিব্যেক কার্য্য নির্বাহ করিলেন ॥৪৪॥

তৎকালীন মহাপ্রভুর কনক সদৃশ গৌরবর্ণ অঙ্গের অতিশয় তেজোরশ্মি
 দ্বারা যে সকল অভিব্যেক বারিধারা অঙ্গে পতিত হইতেছিল সে সমুদায়ই
 গৌরবর্ণ প্রাপ্ত হইল ॥৪৫॥

গঙ্গানাং কলসশতেন সজ্জলানাং
সেকোয়ং ঝটিতি পটীবদজ্জভাজম্
নিবু'ঢ়োহভবদমুভুয় তজ্জলং ভু-
রুচ্ছাসৈঃ সুবহকৃতার্থতাং জগাম ॥৪৬॥

স্নানান্তে বরবসনেন সারয়িত্বা
গাত্রান্তঃ করমুগলেন তস্মৈ পশ্চাৎ ।
শ্রীবাসন্তমুতরশুভ্রশুভ্রবাসো-
দ্বন্দ্বেন প্রসরবতা সুথেন ভেজে ॥৪৭॥

শ্রীগৌরশুভবসনদ্বয়ং গৃহীত্বা
নীহারপ্রচয়সুপ্তমেবশোভাম্
জগ্রাহোদ্ভটমহসা মহীয়সাসৌ
সংভিন্নো দ্রুতমবিশচ্চ দেববেশে ॥৪৮॥

তখন পৃথিবী গৌরচন্দ্রের অঙ্গ বিগলিত অভিবিক্ত বারিধারা সকল
অঙ্গে পটা বস্ত্রের ছায়া ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জানিতে
লাগিলেন ॥৪৬॥

সে বাহা হউক শ্রীবাস গৌরানন্দেবের স্নানান্তর হস্তে উৎকৃষ্ট বসন
গ্রহণ করিয়া তদ্বারা তদীয় গাত্রজল অপসারণ করত পশ্চাৎ শুভ্রবর্ণ দুইখানি
সুপ্রশস্ত সূক্ষ্ম বসন মহাপ্রভুর অগ্রে অর্পণ করিলেন ॥৪৭॥

তখন মহাপ্রভু বসনদ্বয় পরিধান করিয়া নীহার সংসিক্ত স্নেহক
পর্কভের শোভা ধারণ পূর্বক স্নমহস্তেজে দেদীপ্যমান হইয়া শীঘ্র দেবগৃহে
প্রবেশ করিলেন ॥৪৮॥

তস্মান্তঃ সপদি নিবিশ্য গৌরচন্দ্রঃ
পর্য্যঙ্কে ললিতরুচৌ মহামহেশ্বান্
দেবানাং প্রতিকৃতিসঞ্চয়ং সমস্তা-
দাক্ষিপ্য স্বয়মকরোং সুধোপবেশম্ ॥৪৯॥

অপ্রাপ্যাবিসরমমুগ্ধ বেষ্মমধ্যে
তেজোভির্বহিরপি সন্ধিভিব্যাভেদি
তৎকালে জননিচয়স্ত হর্ষরাশিঃ
স্বাস্তান্তঃ পুলকভরৈর্বহির্বভূব ॥৫০॥

সর্বৈ তৎসময়মবাপ্য হর্ষমগ্না
গৌরাজং পরিবিবিহুস্ত্রিলোকনাথম্
শ্রীবাংশীধ্বনিমথ শুশ্রুবুশ সর্বৈ
রম্যং তন্মুখকমলোদগতং চিরায় ॥৫১॥

তথায় পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া মহাতেজোময় শরীরের শোভাক
দেবমূর্ত্তি সমূহকে আক্ৰেপ করিয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

অনন্তর যখন গৃহভ্যন্তরে মহাপ্রভুর তেজ সমূহ অবসর প্রাপ্ত না
হইয়া সন্ধি সকলের দ্বারা বহির্ভাগে নির্গত হইতে লাগিল, তখন জন
সমূহের অন্তর্কর্ষিত হর্ষরাশি যেন পুলকভরে বহির্ভাগে প্রকাশ পাইতে
লাগিল ॥৫০॥

তদনন্তর জন সকল হর্ষে নিমগ্ন হইয়া গৌরাজ দেবকে ত্রিলোকনাথ বলিয়া
অবগত হইল এবং কখন কখন মহাপ্রভুর মুখ কমলোৎপন্ন সুমধুর বাংশীর ঐ
সকল মানবগন শ্রবণ করিতে লাগিল ॥৫১॥

তত্তাপে সুখমতুলং সমস্তলোকৈ-
 রাসেদে পুলককুর্লৈরথোঞ্চদক্ষম্
 সংভোজে নয়নজলৈঃ স রোমহর্ষঃ
 শ্রীগৌরে জয়তি তথাবিধে তদানীম্ ॥৫২॥

গৌরান্দোহবদদথ ভূশূরৈকরত্নং
 শ্রীবাসং পরমমহামহোবিভিন্নঃ
 এতস্মান্দুবনবরান্দুবদগৃহাস্ত-
 র্যাস্ত্রামীত্যথ সততপ্রকাশরম্যঃ ॥৫৩॥

তচ্ছ্রদ্ধা ঝটিতি সহোদরৈঃ সমস্তৈ-
 স্তদেগং সুখবিবশৈঃ সমস্কৃতোচ্চৈঃ ।
 মধ্যদ্বারি চ বহুবেষ্টনৈস্তথা তৈ-
 রাবব্রে ভবতি শ্লোগোপিতং যথা তৎ ॥৫৪॥

তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তির অভুল হর্ষোদায় হওয়াতে অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ
 হইল এবং তৎকালীন সজল নয়নে অতিশয় হবিত হইয়া শ্রীগৌরান্দের প্রতি
 জয়ধ্বনি বিধান করিতে লাগিল ॥৫২॥

তৎপরে গৌরচন্দ্র অতিশয় তেজোরাশি প্রকাশ পূর্বক দ্বিজকুল প্রদীপ
 শ্রীবাসকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি এই গৃহ হইতে তোমার গৃহে
 গমন করিব ॥৫৩॥

গৌরান্দেবের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুখেবিবশ হইয়া শ্রীবাসের
 অনুজগণ সেই গৃহ শ্লোভিত এবং তাহার মধ্যদ্বার যে প্রকারে শ্লব্দের গোপিত
 হয় সেই রূপে আবরণ করিলেন ॥৫৪॥

শ্রীবাসস্তদহু গদাধরং বভাষে
খট্টাংগং সকলমমুদ্রা নীয়তাং তৎ ।
ইত্যুক্তঃ স চ সকলং নিনায় তত্র
প্রেমার্জো নিরবধি-বিশ্বুতাত্মচেষ্ঠে ॥৫৫॥

সচ্চন্দ্রাতপমুপরি প্রতত্য তূর্ণং
তস্ত্রান্তে সুরুচিরচামরাণি তেনে ।
পর্য্যঙ্কোপরি কশিপুস্তমং নিপাত্য
শ্রীমন্তির্বরবসনৈরথানুবব্রে ॥৫৬॥

গৌরাজস্তদথ গৃহং ব্রজন্ বিরজে
তেজোভির্লঘু তিরয়ন্ বিবস্বদোজঃ ।
শম্পানাং শতশতকোটিকোটিবৎ স
প্রোন্মীল্য ক্ষিতিমিব সংশ্রিতশচকাস্তি ॥৫৭॥

অনন্তর শ্রীবাস গদাধরকে কহিলেন হে ভ্রাতঃ । তুমি এই গৃহস্থিত খট্টা
প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ দ্রব্য আমার গৃহে লইয়া চল, এই বলিলে গদাধর
প্রেমে আত্মীভূত ও নিরন্তর আত্ম চেষ্ঠা বিশ্বত হইয়া তদগৃহস্থিত দ্রব্য সমুদায়
উাহার গৃহে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন ॥৫৫॥

তদনন্তর শীঘ্র করিয়া সেই গৃহের উপরিভাগে উৎকৃষ্ট চন্দ্রাতপ ও চামর
বিষ্ণুস্ত করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উত্তম তুলিকা আস্তরন করত তাহাতে শ্লশোভন-
বসন দিয়া আচ্ছাদন করত তৎসমুদায় গৌরচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন ॥৫৬॥

অনন্তর গৌরাজদেব সেই গৃহে গমন পূর্বক স্বীয়তেজোরাশি দ্বারা
স্বর্ঘ্যতেজকে লঘুরূপে তিরোহিত করিয়া শোভিত হইলেন এবং জুতল
আশ্রয় করাইয়া যেন অসংখ্য সৌদামিনীর দ্বায় অত্যন্ত উদ্দীলিত হওত
প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫৭॥

পাদান্তোরুহযুগলং বিলাসপূর্ব্বং
বিশ্রান্ত্য ক্রিতিষু চলন্যহামহস্থান্ ।
পর্য্যকং পরমমনোহরং স ভেজে
মেরোঃ সচ্ছিত্র ইবাশ্চশৈলপৃষ্ঠম্ ॥৫৮॥

সদেগাঁরৈঃ পরমমহোভিরুগ্নিষন্দিঃ
সর্বাণুঃ পরিমিলিতা তদা তদীয়েঃ ।
বভ্রাজ প্রমথমিব প্রজেশসৃষ্টাং
শুক্লবস্ত্র্যনিশমিলাবৃত্তস্য শোভাম্ ॥৫৯॥

কৈশ্চিদ্ধা পরিপিগিষে ন গঙ্গসার-
স্তাস্বলং ন হি কতি সজ্জিতং প্রচক্রে ।
আজহে কুসুমশতং তদা ন কৈশ্চিৎ
পূর্ণা ভূঃ কিমিব মহোৎসবৈস্তদানীম্ ॥৬০॥

মহাতেজস্বী মহাপ্রভু পাদপদ্ম যুগলকে বিলাস পূর্ব্বক ক্রিতিতলে নিক্ষেপ
করত গমন করিয়া স্নেহের শোভিত শিখরদেশ যদি অশ্রু পর্কণ্ডের
পৃষ্ঠদেশে শোভা পায় তাহার স্তায় মনোহর পর্য্যকোপরি গিয়া উপবেশন
করিলেন ॥৫৮॥

তখন শ্রীগোবিন্দের সুপ্রকাশিত অখণ্ড প্রশস্ত গৌরবর্ণ পরম তেজোরূপ
দ্বারা সমস্ত পুরী প্রকাশিত হইয়া প্রজাপতি সৃষ্ট ইলাবৃতবর্ষের শোভাকে
যেন ছকার করত দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥৫৯॥

আহা ! তৎকালে কোন্ ব্যক্তিই বা চন্দন ঘর্ষন করে নাই ? কোন্
জনই বা অসংখ্য তাড়ুল সজ্জিত করে নাই ? কোন্ ব্যক্তিই বা শত শত
পুষ্প আহরণ করে নাই, এবং কোন মহোৎসবেতেই এ পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়
নাই ? অর্থাৎ তৎকালীন বিবিধ মহোৎসবে পৃথিবী পূর্ণা হইয়াছিল ॥৬০॥

কপূরৈর্মরিচসিতাভিরপ্যখণ্ডা-

নন্দন্তানুভবসহোদরং সমস্তাং ।

কৈর্নো বা সপদি পয়োবিভাবনাদি-

ব্যাপারৈ রস ইব সম্মদাং প্রসস্তে ॥৬১॥

সোৎকণ্ঠং সপদি গদাধরেণ পুষ্পৈঃ

সামোদৈরতিরুচিঠৈঃ স্বয়ং তদানীম্ ।

মাল্যোঘঃ প্রবণতরেণ সৌষ্ঠবেন

স্বস্বাস্তুরিব স মনোরথৈ জুগুশ্বে ॥৬২॥

উত্তংসং কুটিলকচোচিতং বতংসো

সশ্রীক শ্রুতি যুগলোচিতৌ তথৈব ।

নৈপুণ্যাদ্বিরচিত পুষ্পবন্ধরম্যং

গ্রৈবেয়ং তদনু ললাটিকাঞ্চ কাস্তাম্ ॥৬৩॥

অপর, কোন্ ব্যক্তিগণই বা তৎক্ষণাৎ হর্ষ হেতু ঐ সময়ে কপূর, মরিচ, সিতা ও হৃদয়ের বিভাবনাদি ব্যাপার দ্বারা সর্বতোভাবে অখণ্ডানন্দের অনুভব তুল্য রসকে বিস্তার করে নাই ॥৬১॥

তখন স্বয়ং গদাধর অগন্ধ অথচ অশ্লি মনোহর পুষ্প দ্বারা উৎকণ্ঠা সহকারে তৎক্ষণাৎ অল্পরূপে অনেক প্রকার মাল্য রচনা করিলেন, অতি স্পৃহা বশতঃ পুষ্পের দ্বায় তাঁহার মনও তৎকালে আমোদিত অর্থাৎ সর্ষ ও অতি রুচির হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হইল তিনি যেন মনের দ্বারাই মাল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬২॥

তৎপরে তিনি কুটিল কেশের উপযুক্ত উত্তংস অর্থাৎ শিরোভূষণ, নৃশোভন কর্ণযুগলের উপযুক্ত অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ এবং নিপুণতা সহকারে পুষ্প বন্ধ দ্বারা রমণীয় গ্রৈবেয় অর্থাৎ কণ্ঠভূষণ এবং তৎপক্ষাৎ মনোহর ললাটিকা রচনা করিলেন ॥৬৩॥

হারঞ্চ গ্রন্থনশুকোশলাতি মুক্তং
কেয়ুরে বলয়য়ুগঞ্চ কঙ্কণে চ ।
সর্বাসামপি বিদধে তদঙ্গুলীনাং
সচ্ছোভাচিতরুচিরোন্মিকাসমূহম্ ॥৬৪॥

রম্যং সারসনমপি ক্রমাৎ পদাজ্জৈ
মঞ্জীরং তদনু তদঙ্গুলীবিভূষাম্ ।
নির্ম্মায় ক্ষণত ইতঃ স গৌরদেহে
সোৎকণ্ঠং চিরমুপযোজয়াষভূব ॥৬৫॥

আপাদাঙ্গুলি-বর-ভালপট্টদেশং
শ্রীখণ্ডাগুরু-ঘনসার-কুঙ্কমানাম্ ।
সৎপঙ্কৈর্বপুরলিপত্তদীয়মেতৎ
সোৎকণ্ঠং নিবিড়মনস্তভাগ্যরাশিঃ ॥৬৬॥

তদনন্তর শুকোশলে অতি সুন্দর হার, কেয়ুর অর্থাৎ বাহস্থিত ভাড়, বলক
কঙ্কন এবং সমস্ত অঙ্গুলীর উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট শোভা সম্পন্ন অঙ্গুরী রচনা
করিলেন ॥৬৪॥

তাহার পর মনোজ্ঞ সারসন পাদপদ্মে নুপুর তদন্তে অঙ্গুলীভূষণ
এই সকল ক্ষণকাল মধ্যে বথাক্রমে নির্মাণ করিয়া অতি উৎকণ্ঠা
সহকারে শ্রীগৌরোদয়ের শরীরে অঙ্গে অঙ্গে উপযোজিত অর্থাৎ পরিধান
করাইলেন ॥৬৫॥

অনন্তর, অনন্ত ভাগ্যরাশি সেই গদাধর পাদপদ্মের অঙ্গুলী হইতে উৎকৃষ্ট
কপাল পর্যন্ত চন্দন, অঙ্কুর, কপূর ও কুঙ্কম প্রভৃতি প্রভৃতির দ্বারা শ্রীগৌরোদয়ের
গৌর অঙ্গ অতি উৎকণ্ঠায় প্রগাঢ়রূপে লেপন করিলেন ॥৬৬॥

লিপ্তস্তাপিচ বপুষো ঘনং শূপকৈঃ
 শ্রীখণ্ডাণ্ডরুরচিঠৈ রতিপ্রমোদৈঃ ।
 তেজোভিঃ পরিতিরয়ন্তিরেতত্ছৈ-
 রুদ্যোতৈঃ কনকনিকায়-চারুগৌরৈঃ ॥৬৭॥

তৈরৈতৈঃ কুশুমবিভূষণৈঃ সমন্তৈ-
 স্তৈরৈতৈর্মলয়জ-কুশুমস্ত পকৈঃ ।
 তেজোভিনিজবপুষো নিসর্গগৌরৈঃ
 সংভিন্নঃ ক ইব বভূব গৌরচন্দ্রঃ ॥৬৮॥

দ্বারাগ্রেহজিরভূবি বেষ্টনানি দৃষ্ট।
 নাস্মাভিঃ প্রভুরবলোকিতব্য এব ।
 ইত্যেবং মনসি বিভাব্য তেপুরুচৈঃ
 শ্রীবাসপ্রভৃতিসর্গভ্যসর্বপত্ন্যঃ ॥৬৯॥

আনন্দপ্রদ অথচ সুগন্ধ শ্রীখণ্ড ও অণ্ডরুর পঙ্ক দ্বারা ঘন লিপ্ত অবয়বের
 উজ্জ্বল ভূষণ বস্তুর অতিশয় তিরস্কারকারী ও উদ্যোতিত স্তবরাং কনক
 রাশির স্তায় মনোহর গৌরকিরণ তথা সেই সেই কুশুম ভূষণ, সমস্ত
 মলয়জ ও কুশুম পঙ্ক এবং নিজাদের নৈসর্গিক গৌরকাস্তি দ্বারা
 শ্রীগৌরচন্দ্র মিশ্রিত হইয়া, যেন অস্তু কোন পৃথক্ গৌরচন্দ্রের স্তায়
 হইয়াছিলেন ॥৬৭॥৬৮॥

দ্বারাগ্রে অঙ্গন ভূমিতে আবরণ সকল অবলোকন করিয়া আমরা কি
 মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে পাইবই না এইরূপ মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া
 শ্রীবাস প্রভৃতির ব্রাতৃপত্নীগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন ॥৬৯॥

গৌরান্নঃ সপদি তথাবিধা বিদিত্বা
তাঃ সৰ্ব্বাঃ কৃতশুকতা দ্বিজাতিপত্নীঃ ।
এভাঃ কিং গৃহমধি নো বিশন্তি সৰ্ব্বা
আগচ্ছস্থিতি নিদিদেশ তত্র পশ্চাৎ ॥৭০॥

শ্রীবাসন্তদনু নিদেশমেতদীয়ং
জ্ঞাত্বা তাঃ সপদি সমাজুহাব হর্ষাৎ ।
তাঃ সৰ্ব্বা অপি বিবিশুঃ সহর্ষলজ্জং
বৈকল্যাদগৃহমবলোকনায় তস্মা ॥৭১॥

আবিশ্য প্রকটিতসংপ্রকাশরম্যং
তং দৃষ্ট্বা মুদমতুলামভূতপূর্বাম্ ।
সংপ্রাপুর্ভুবি চ নিপেতুরাস্ততোষা-
ন্তং পাদানুজমপি নির্ভরং প্রপন্নাঃ ॥৭২॥

শ্রীগৌরান্ন সেইসকল পুণ্যবতী ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে তদবস্থ জানিয়া
“ইহারা সকল কি গৃহ প্রবেশ করিতে পাইতেছেন না, আগমন করুন”
এই বলিয়া পশ্চাৎ সেইস্থানে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন ॥৭০॥

অনন্তর শ্রীবাস শ্রীগৌরান্নের আদেশ অবগত হইয়া হর্ষভরে সকল
স্ত্রীগণকে প্রবেশ করিতে আত্মান করিলেন, তখন তাহারা গৌরচন্দ্র দর্শনার্থ
বিস্ময় হইয়া হর্ষিত ও লজ্জিতবদনে গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥৭১॥

অনন্তর তাহারা প্রবেশপূর্বক একটি সংপ্রকাশ দ্বারা রম্যমূর্তি
গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া অতুল ও অভূতপূর্ব হর্ষলাভ করিলেন এবং
পরিভোবপ্রাপ্তি হেতু তদীয় চরণাবলি দেখে প্রশংসা হইয়া ভূমিতে প্রণাম
করিলেন ॥৭২॥

মচ্ছিত্তা ভবত সদেত্য ভীক্সুমুজ্ঞা
 সর্বাসাং শিরসি পদারবিন্দধুগ্ধম্ ।
 কারুণ্যামৃতরসসেচনাতিসার্দঃ
 শ্রীগৌরঃ পরমশুভানুধিব্যধস্ত ॥৭৩॥

তৈরৈতৈরতিমহতাং সতাং মহন্তিঃ
 শ্রীবাসপ্রভৃতিভিরেব সংপ্রকাশঃ ।
 পশুন্তিনিজনিজচিত্তহর্ষরাশি-
 দেহীব প্রথমমলং তদা ব্যতর্কি ॥৭৪॥

সর্বৈ তচ্চরণসরোরুহাং সমীপম্
 স্বর্ণাঢ্যং সকলমিহ প্রচিক্ষিপুস্তে ।
 তৈরৈতৈরথ সমভূতদৈব খট্টা
 সংকল্পব্রততিরিবাতিরত্নপুং সা ॥৭৫॥

অনন্তর “তোমরা সকলে মৎপরায়ণ হও” এই বলিয়া মহাশুগনিধি
 শ্রীগৌরাজ ঐ সকল স্ত্রীগণের প্রতি কারুণ্যামৃতরস সেচন করত আর্দ্র চিত্ত
 হইয়া তাঁহাদের মস্তকে পাদপদ্ম সমর্পন করিলেন ॥৭৩॥

তদনন্তর অতি মহৎ সাধুগণ হইতেও মহত্তম প্রসিদ্ধ এই শ্রীবাসাদি সং-
 প্রকাশ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া নিজ নিজ চিত্তের হর্ষরাশিই যেন মূর্তিমান
 হইয়াছেন এই বলিয়া প্রথমতঃ তৎকালে অতিশয়রূপে তর্ককরিতে
 লাগিলেন ॥৭৪॥

তৎপরে তাঁহারা শ্রীগৌরাজের পাদপদ্মসমীপে স্বর্ণযুক্ত বিবিধ বস্তু
 অর্পন করার তৎকালে সেই সকল দ্রব্য দ্বারা মহাপ্রভুর খট্টা যেন প্রসিদ্ধ
 কল্পলতার দ্বায় অতিশয় রত্নপ্রসবিনী হইল ॥৭৫॥

কাৰ্পাসং বসনযুগং জহৌ নিবীয়
ক্ষৌমং ত্রীযুতমথ হেমগোরদেহঃ ।
ভঙ্কত্ৰং দ্বিজবনিভাত্য আত্মনৈব
স্নেহেন চ্চাশিশদসৌ কৃপাসমুদ্ভঃ ॥৭৬॥

ভূয়োহৃচ্ছুচি বসনং দদৌ প্রসন্নঃ
প্রাসাত্য নিজপরমপ্রিয়েভ্য এভ্যঃ
পর্য্যঙ্কোপরি পরিতস্থিবান্ বিলাসী
সংরেজে সুবিলসিতানি তানি কুর্বন্ ॥৭৭॥

উৎসার্য্য ক্ষণমমূলিপ্তমেব ভূয়ঃ
সংধন্তে মলয়জপঙ্কমিষ্টগন্ধি
মাল্যানি ক্ষণনিহিতানি তানি হিত্বা
ভূয়োহসৌ রহসি দধাতি পুষ্পমালাঃ ॥৭৮॥

সে বাহা হউক, তদনন্তর কৃপানিধি হেমকান্তি ত্রীগোবিন্দ পটুবসন
পরিধান করিয়া কাৰ্পাসবস্ত্র ছুইখানি পরিত্যাগ করিলেন এবং স্নেহ সহকারে
স্বয়ং সেই বস্ত্র ব্রাহ্মণবনিভা-দিগকে দান করিতে অহুমতি করিলেন ॥৭৬॥

অনন্তর প্রসন্ন হইয়া আপনার পরমপ্রিয় ত্রীবাসাদি ভক্তদিগকে পুনর্বার
প্রসাদস্বরূপ অস্ত্র পবিত্র বসন অর্পন করিলেন এবং বিলাসশালী হইয়া
পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সকল দত্ত বস্তুকে অশোভিত করিয়া
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৭॥

ত্রীগোবিন্দ কিছুকাল অহলিপ্ত চন্দন পঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার
মনোহর গন্ধ চন্দন পঙ্ক ধারণ করিতেছেন, এবং তৎক্ষণাৎ সমর্পিত
পুষ্পমাল্য সকল পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে নতুন পুষ্পমালা সকল পরিধান
করিতেছেন ॥৭৮॥

তান্মূলং সততমুপাশ্রতোহস্ম ভূয়-
স্ত্যক্তেনাপ্যতিবহলেন চৰ্ব্বিতেন ।
পূর্ণঃ স্যাৎ সপদি পতদগ্রহস্তদেনং
বারংবারমপনয়ন্তি বিপ্রপত্ন্যঃ ॥৭৯॥

আঘ্রেয়ং সপদি বিজিজ্ঞাতি স্ম নাথো
ভোগ্যঞ্চ প্রতিবুভুজে কৃপাসমুদ্রঃ ।
আদেয়ং যদপি দধার সৰ্ব্বমেবং
গৌরাক্ষঃ সবিলসিতং চকার ভূয়ঃ ॥৮০॥

যুয়ং নৃত্যথ ঝটিতীত্যথো কৃপাবা-
নদ্বৈতপ্রভুবরমাদিদেশ ধীরম্ ।
তচ্ছ হুত্বা মুদিতমনাঃ সমং মহন্তি-
র্গায়ন্তিঃ সুখবিবশৈরসৌ ননর্ত ॥৮১॥

অপর, শ্রীগৌরাক্ষ নিয়ত তান্মূল ভোজন করিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ
অতিচর্কিত তান্মূলগুলি পরিত্যাগ করত পতদগ্রহ পূর্ণ করিতেছেন, এবং
বিপ্রপত্নীগণ বারম্বার ঐ পতদগ্রহ পরিষ্কার করিতেছেন ॥৭৯॥

অনন্তর দীননাথ দয়াসাগর গৌরহরি আভ্রণেশাযোগি বস্ত্র সমূহ শীঘ্র
আভ্রাণ করিলেন, ভোগ্যযোগ্য বস্ত্র ভোগ সমুদায় করিলেন, এই প্রকারে
অতি বিলাসের সহিত সমুদায় কার্য্য পুনঃ করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

তদনন্তর কৃপাবান্ মহাপ্রভু “তোমরা সকলে শীঘ্র নৃত্য কর” এই
বলিয়া পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ প্রভুবর অদ্বৈতকে আদেশ করিলেন, তখন অদ্বৈত প্রভু
মহাপ্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া লুট চিত্তে গায়নশীল সুখবিবশ মহম্যক্তি-
গণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৮১॥

শ্রীবাসোদিত-সমুপাগতা সৰুস্পং
সা দেবী সৰুলজগজ্জনন্য মাতা ।
মাত্তেতি প্রথিতবতী মহাপ্রভোৰ্ঘা
তৎকালে প্রভুপুরতো বভূব ভীতা ॥৮২॥

তাং দৃষ্ট্বা সপদি মহাপ্রভুর্মুখাজ্জং
তত্তিৰ্য্যক্ সচকিতমেব সামি চক্রে ।
তদদৃষ্ট্বা হৃদি সমবাপ্য হৃৎখমেঘ
শ্রীবাসঃ সভয়মুবাচ গৌরচন্দ্রম্ ॥৮৩॥

নৈবেদং পরমদয়ন্ত তে কৃপালো-
র্যোগ্যক্ষেদ্বয়মপি কুত্র তে ভবামঃ ।
নৈতন্তে প্রভুবর যুজ্যতে প্রভুত্বং
তৎপশ্চাৎ ত্বরিতমুবাচ তাত্ত্ব বিপ্রঃ ॥৮৪॥

যিনি মহাপ্রভুর মাতা বলিয়া বিখ্যাতা এবং যিনি সমস্ত জগজ্জনেরও
মাতা, সেই শচীদেবী শ্রীবাসের বাক্যে উপস্থিত হইয়া তৎকালে প্রভুর
অগ্রে ভয়ে কম্পিতাঙ্গী হইলেন ॥৮২॥

মহাপ্রভু জননীকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সচকিতভাবে মুখপদ্ম
অঙ্ক সঙ্কুচিত করিলেন, তদর্শনে শ্রীবাস হৃদয়ে হৃৎখ প্রাপ্ত হইয়া সভয়ে
শ্রীগৌরচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন ॥৮৩॥

হে ভগবন্! তুমি পরম দয়ালু, কৃপা সমুদ্ভূত, তোমার এরূপ কর্তব্য উপযুক্ত
নহে, যদি উপযুক্তই হয় তবে আমরা তোমার কোথায় অর্ঘ্য কেহই নহি, হে
প্রভুবর। তোমার প্রভুত্বের উপযুক্ত করা হয় নাই, এই বলিয়া পশ্চাৎ
বিপ্রবর শ্রীবাস সেই শচীদেবীকে কহিলেন ॥৮৪॥

আগচ্ছ প্রণম নিপত্য ভূমিপৃষ্ঠে
 ঞ্জৈষং পুনরপি তাং বিলম্ব-মানাম্
 নায়াং তে স্মৃত ইতি নম্যতাং নিপত্য
 স্মাপৃষ্ঠে হরিতমিতি শ্রিয়ং জগাদ ॥৮৫॥

ইত্যেবং পরিকলয়ন্ত্যসৌ নিপত্য
 স্মাপৃষ্ঠে প্রভূমনমন্তদৈব দেবী
 শ্রীবাসস্তদবসরে জগাদ নাথম্
 সাশঙ্কং দ্রুতহৃদয়ো ভয়েন ধীরঃ ॥৮৬॥

কারুণ্যং কুরু ভগবন্ প্রভো তদস্মৈ
 যেনেয়ং ত্বয়ি ন করোতি পুঞ্জভাবম্
 যেনেয়ং তবচরণে ভবেৎ প্রপন্ন
 তেনৈব প্রভবতি নিবৃত্তির্মমাপি ॥৮৭॥

মাতঃ! শচীদেবী! আগমন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া প্রণাম
 করুন, কিন্তু শচীদেবী আসিতে বিলম্ব করায় পুনর্বার কহিলেন, জননি!
 ইনি আপনার পুত্র নহেন, অতএব আপনি শীঘ্র ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রণাম
 করুন, এই প্রিয়বাক্য উপদেশ করিলেন ॥৮৫॥

দেবী শ্রীবাসের দৈদৃশ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া
 ভগবদ্ভাবে পুত্রকে প্রণাম করিলেন, তখন ঐ অবসরে অপরিত্রীক শ্রীবাস
 শঙ্কিত হইয়া ভয় হেতু চঞ্চল হৃদয়ে বহাপ্রভূকে কহিলেন ॥৮৬॥

হে ভগবন্! হে প্রভো! আপনি এই শচীদেবীর প্রতি সেই প্রকার
 করুণা করুন, বাহাতে ইনি আপনার প্রতি পুত্র ভাবনা না করেন এবং
 বাহাতে আপনার চরণে প্রপন্ন হইবেন, তাহা হইলেই আমিও মুহূর্ত্তা লাভ
 করিতে পারি ॥৮৭॥

ইত্যুস্তে সতি সহসা মহাশয়োহস্ত্যা
মুর্দ্ধি শ্রীযুত-পদপঙ্কজং স নাথঃ
আধায় প্রথিত-কৃপান্তথৈব তস্মৈ
কারুণ্যং পরিকলয়ন্ বাচ হ্রষ্টঃ ॥৮৮॥

স্পৃষ্টৈঃ তৎপদকমলে তদৈব চিত্রং
নেত্রাভ্যামভিদধতী জলং গরীয়ঃ
বিভ্রাস্তা পুলকিতদেহযষ্টিরাসীৎ
সোদ্যামং নটনপরা হতব্রতৈব ॥৮৯॥

এতৈঃ সা বহুবিধচেষ্টয়া প্রসহ
ব্যাবৃত্তা সূচিরমিবা প চিত্তধৈর্যম্
ক্রন্দন্তী নয়ন জলেন ধৌতদেহা
সংভিন্না সভয়মসৌ জগাম গেহম্ ॥৯০॥

শ্রীবাণ এই বাক্য বলিলে অনাথনাথ মহদন্তঃকরণ মহাপ্রভু ভগবদ্
আবেশে শচীদেবীর মস্তকে শ্রীমৎ পাদপদ্ম অর্পণ পূর্বক কৃপা প্রকাশ করত তৎ-
প্রযুক্তই তাঁহার প্রতি তক্রপ কারুণ্য করিয়া হঠ চিহ্নে কহিলেন ॥৮৮॥

কি আশ্চর্য্য ! শচীদেবী আমার এই চরণ কমলদ্বয় স্পর্শ করিয়াই দুই
নেত্রে অবিচ্ছিন্ন জলধারা ধারণ করিতেছেন এবং পুলকিতাঙ্গী হইয়া নির্ভজ্জার
স্তায় উন্মত্তভাবে অতিশয় নৃত্য করিতেছেন ॥৮৯॥

অনন্তর শচীদেবী এই সকল শ্রীবাণাদি ভক্তগণ কর্তৃক বহুবিধ চেষ্টায়
সহসা ঐক্লপভাবে হইতে সূচির কালের মধ্যেই চিহ্নে ধৈর্য্য লাভ করিলেন
এবং ক্রন্দন করিতে করিতে নয়ন জলে ধৌতাসী হওত পৃথক্ ভূত হইয়া
ভীতচিহ্নে গৃহে গমন করিলেন ॥৯০॥

উল্লিঙ্গ-প্রথম-সরোজপত্রনেত্রো
 গৌরাজঃ পরমবিলাসবান্ কৃপাবান্ ।
 যামিণ্ডা বিগতকুশদ্বিয়ামবত্যা-
 স্তদ্ব্যামদ্বয়মনয়ন্তথা-বিহারৈঃ ॥১১॥

আল্লৈষৈঃ কতিচ তথৈষ কাংশ্চিদন্তা-
 নার্চুসৈস্তদন্তুচ চর্কিতৈস্তথান্তান্ ।
 ইত্যেবং পরমকৃপানিধিঃ স্নতৃপ্তান্
 চক্রে সন্মিলসিতলীলয়া মহত্যা ॥১২॥

ইত্যেবং পুনরপি দেবতালয়েহসৌ
 সংগত্য ক্ষণমবতস্থিবান্ বিরেজে ।
 তৎপশ্চাদতিকরণঃ ক্রমাচ্চ তূর্ণাং
 ভ্রাতৃণামপি চতুরো গৃহান্ জগাম ॥১৩॥

প্রথম বিকসিত পদ্মদলের ছায় ধাঁহার নেত্র, সেই পরম বিলাসী, কৃপালু
 গৌরাজদেব হুই প্রহর রাত্রির পর বিগত নিদ্র হইয়া অবশিষ্ট প্রহরদ্বয়
 ভক্তগণে তদ্রূপ বিহার দ্বারা যাপন করিলেন ॥১১॥

অর্থাৎ কোন কোন ভক্তকে আলিঙ্গন, কোন কোন ভক্তকে চুষন এবং
 কোন কোন ভক্তকে চর্কিত বস্ত্র প্রদান ইত্যাদি রূপ বিবিধ বিহার দ্বারা
 পরম কৃপানিধি গৌরহরি মহতী স্নবিলাস লীলায় ভক্তগণকে অতিশয় পরিভূপ্ত
 করিলেন ॥১২॥

এইরূপে মহাপ্রভু পুনর্বার দেবালয়ে গমন করিয়া, ক্ষণকাল তথায়
 অবস্থান পূর্বক শোভিত হইলেন, তৎপশ্চাৎ অতিশয় করুণাশালী মহাপ্রভু
 শ্রীবাসের ভ্রাতৃ চতুর্ভয়ের প্রত্যেকের গৃহে গমন করিলেন ॥১৩॥

ইত্যেবং বহু বিলসন্ কৃতপ্রকাশো
ভূয়োহপি প্রভুরধিগম্য দেবগেহম্ ।
তান্ সর্বানবদদলং বিলম্বিতৈস্তদ
গচ্ছামীত্যতিকমনীয়গৌরদেহঃ ॥৯৪॥

তচ্ছ ভা বচনমমুশ্রু তে সমস্তা
অদ্বৈতপ্রভৃতয় এবমেব মুচুঃ ।
এবং চেদ্বয়মপি তদগালে কৃপাণং
বদ্বৈতং সপদি শরীরমাজ্জহীমঃ ॥৯৫॥

গৌরান্ধোহপ্যথ হসিতং বিধায় সত্ৰা-
গিত্যেতৎ কিমিতি কিমাত্ম বাক্যমেতৎ ।
উজ্জৈবং ক্ষণমবতস্থিবান্ ধরণ্যাং
ছঙ্কাতৈঃ সহ নিপপাত চিত্রমেতৎ ॥৯৬॥

অতিকমনীয় গৌরদেহ মহাপ্রভু ঐশ্বর্য প্রকাশ পূর্বক এই প্রকারে
বহুবিধ বিলাস করিতে করিতে পুনর্বার দেবগৃহে গমন করিয়া সেই সকল
ভক্তগণকে কহিলেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই অতএব আমি গমন
করিতেছি ॥৯৪॥

তখন অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া এই
এই বাক্য কহিলেন প্রভো ! আপনি যদি এ প্রকার করেন তাহা হইলে
আমরা সকলে গলদেশে খড়্গা বন্ধন করিয়া এখনি শরীর পরিত্যাগ
করিব ॥৯৫॥

অনন্তর গৌরান্ধদেব হাস্যপূর্বক কহিলেন, “তোমরা শীঘ্র একি বাক্য
বলিতেছ” এই বলিয়া ক্ষণকাল ধরণীতে অবস্থিত হইয়া সহকারে পতিত
হইলেন, বাহা হউক ইহা অতীব আশ্চর্য্য ॥৯৬॥

- ইত্যেবং ভুবি সূচিরং বিলুষ্ঠা নাথো
 • নিশ্চেষ্টঃ সমজনি হেমগৌরদেহঃ ।
 তৎকালচ্যুতমিব কাঞ্চনাচলশ্চ
 স্ফাপুষ্ঠে জ্বলদনিশং মনোজ্ঞশৃঙ্গম্ ॥১৭॥

ভূয়োহয়ং মুদি চ বিলুষ্ঠা চত্বরাস্তঃ
 সংমূৰ্ছমিব বিররাম রম্যমুষ্টিঃ ।
 চেষ্টাভ্যং ন কিমপি নোত্তরঞ্চ কিঞ্চি-
 ন্স্পন্দঃ শ্বসিতসমীরণশ্চ নৈব ॥১৮॥

চিক্ষেপ ক্ষিতিষু যথা ভুজৌ তথা তৌ
 তাদৃক্ষাবিব কিল তস্তুতুষ্টিরায় ।
 তস্তুৌ ত্রীপদযুগলং তথা যথাসৌ
 চিক্ষেপ ক্ষণমতু বিশ্বতাজ্জেষ্টঃ ॥১৯॥

অনাথনাথ স্বর্ণকাস্তি গৌরঙ্গদেব এইরূপে বহুক্ষণ ভূতলে বিলুপ্তিত হইয়া
 চেষ্টাশূন্য হইলেন, তখন মহাপ্রভুকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কনকাচল
 স্মেরুপর্কতের তৎকালপতিত নিরন্তরজাজ্বল্যমান মনোহর শৃঙ্গ ভূপৃষ্ঠে
 পতিত হইয়াছে ॥১৭॥

রমনীয়মুষ্টি ত্রীগৌরঙ্গ পুনর্বার অঙ্গনমধ্যে বিলুপ্তনপূর্বক যেন মুচ্ছিত
 হইয়াই বিরাম প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালীন তাঁহার অঙ্গচেষ্টা, উত্তরদান,
 স্পন্দনাদি এবং নিশ্বাস বায়ু প্রভৃতি কিছুই ছিলনা ॥১৮॥

অপর ভূতলে যেমন হস্তক্ষেপন করিলেন, হস্তদ্বয় তদ্রূপই যেন চিরকালের
 নিমিত্ত রহিল এমং পদযুগল যেমন নিক্ষেপ করিলেন পদযুগল তদ্রূপই যেন
 চিরকালের নিমিত্ত রহিল, এইরূপে গৌরহরি ক্ষণকাল অঙ্গচেষ্টা বিস্মৃত
 হইলেন ॥১৯॥

ইত্যেবং ভবতি সতি ক্ষপাব্যপায়ে
পৰ্য্যাসীৎ সপদি রবিঃ সমুদগতোহভূৎ ।
মূৰ্ছাভিগতসকলক্রিয়ঃ প্রকামং
নৈবায়ং প্রকৃতিমবাপ গৌরচন্দ্রঃ ॥১০০॥

তে সর্বের পরমপরং সহস্রভারৈ-
দুঃখানাং কিমিতি কিমিত্যদৌরয়ন্তুঃ ।
নিশ্চেষ্টং প্রভুমবলোক্য ভূমিপৃষ্ঠে
স্বিন্নাস্রাঃ পরিমুমুহুর্জতং সমস্তাং ॥১০১॥

যাতৈষা সপদি নিশা সমুদগতোহর্কঃ
সম্পন্মোহপি চ ঘটিকার্ক এষ সোহপি ।
যামার্কস্তদনু চ যাম এষ ভূতো
হা হা কিং তদপি বুবোধনৈষ নাথঃ ॥১০২॥

সে বাহা হউক এইরূপ ব্যাপারে রজনী শেষ হইলে পর শীঘ্র সূর্য্যদেবের
উদয় হইল কিন্তু তখনও গৌরচন্দ্র সম্যক্ মূৰ্ছাগত রহিলেন, কোন ক্রমে
প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না ॥১০০॥

অনন্তর ঐ সকল ভক্তগণ অসংখ্য দুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া পর ও
অপরে সকলেরই একি হইল ? একি হইল ? এই কথা বলিতে বলিতে
ভূপৃষ্ঠে প্রভুকে নিশ্চেষ্ট অবলোকন করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শীঘ্র মোহগ্রস্ত
হইলেন ॥১০১॥

এবং কহিতে লাগিলেন, এই রজনী দেখিতে দেখিতে গত হইল,
সূর্য্যদেবও উদিত হইলেন, অর্দ্ধঘটিকা সময়ও হইল, পুনর্বার অর্দ্ধপ্রহর
হইল এবং একপ্রহর হইল, হা কষ্ট হা কষ্ট ! এখনও ত কৈ গৌরচন্দ্র
চেতন পাইলেন না ॥১০২॥

ইত্যেতৎ সততমুদীরয়ন্ত এতে
 দুঃখার্জাশ্চলিত ইতি প্রভেদপুরুষৈঃ ।
 সংরুদ্ধে পরমদৃঢ়ে কবাটবন্ধে
 তৎপূর্য্যাং তমভিনিবেশ্য তে নিষেছঃ ॥১০৩॥

অদ্বৈতস্বথ শতহুঙ্কৃতৈঃ করেণ
 ক্ষিপ্তাভ্রো বদনমমুগ্ধ সংসিষেচ ।
 গৌরান্দ্রস্তদপি ন বোধতামবাপ
 স্পন্দং নিঃস্বসিতসমীরণং ন চাপি ॥১০৪॥

চিস্তাভির্মনসি বিভাব্য কীর্তনং ত-
 চক্রুস্তে মধুমধুরং সুধীরধীরম্ ।
 তচ্ছ্রুত্বা স তু চিরকালমেব নাথো
 নহেব প্রকৃতিমিয়ায় গৌরচন্দ্রঃ ॥১০৫॥

ভক্তগণ এইরূপ পরস্পর বিলাপকরত দুঃখে কাতর হইয়া “ইনি
 চলিয়াছেন” এই জ্ঞানে অত্যন্ত শোকানলে সন্তপ্ত হইলেন এবং সেই পুরীতে
 অতিশয় দৃঢ় কবাট দ্বারা সংরুদ্ধ গৃহে মহাপ্রভুকে প্রবেশ করাইয়া সকলেই
 অবস্থান করিয়া রহিলেন ॥১০৩॥

অনন্তর অদ্বৈত প্রভু শত শত হুঙ্কার শব্দপূর্বক হস্তে জল লইয়া
 ক্ষেপন করত মহাপ্রভুর বদন সেচন করিলেন কিন্তু তথাপি মহাপ্রভু চেতনা
 বা স্পন্দন অথবা নিশ্বাস বায়ু কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না ॥১০৪॥

তৎপরে ভক্তগণ অনেক চিস্তার পর অতিশয় ধীর ও সুমধুর স্বরে
 কীর্তন করিতে লাগিলেন কিন্তু তৎপ্রবণে দীর্ঘকালেও নাথ গৌরচন্দ্র প্রকৃতি
 প্রাপ্ত হইলেন না ॥১০৫॥

অশ্রাস্তং শ্রবণপথৈঃ প্রবিশ্য চেত-
 স্তস্মৈতৎ স্মধুরকীৰ্তনামুতেন ।
 তৈঃ সার্কং সুখিতমনোভিরত্র ভূয়ঃ
 সন্তেনে সপদি তনুরুহেষু হৰ্ষঃ ॥১০৬॥

যক্ষর্ষৈঃ সমমুদভূৎ স রোমহৰ্ষো
 গৌরশ্চ প্রকৃতিমুপেযুষঃ সমস্তাৎ ।
 তদুৎথৈঃ সমমপি নির্ভরৈবিবৃন্তিৎ
 পার্শ্বশ্চ প্রভুরকরোৎ ক্রমেণ তত্র ॥১০৭॥

গৌরাজশ্চিরমমুভূয় কীৰ্তনং তৎ
 প্রব্যক্তং দৃঢ়শয়িতঃ শনৈরুদস্থৎ ।
 তৈভূয়ন্ত্যজতি সতি প্রভৌ প্রকাশা-
 বিষ্কারং ব্যাঘটি তদাশ্চ বেষভূষা ॥১০৮॥

অনন্তর স্মধুর সঙ্কীৰ্তনরূপ অমৃত নিরন্তর শ্রবণপথ দ্বারা চিত্তে প্রবিষ্ট
 হইয়া সুখিত মনো ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গেই অতি শীঘ্র রোম সকল হৰ্ষোৎপাদন
 করিল অর্থাৎ লোমাঙ্ক দর্শনে ভক্তগণেরও হৰ্ষোদয় হইল ॥১০৬॥

সৰ্কতোভাবে স্বভাব সম্পন্ন গৌরচন্দ্রের আনন্দে যেমন রোমহৰ্ষ হইল
 তৎকরণে প্রভু তেমনি দুঃখিতভাবে সেই স্থানেই ক্রমে ক্রমে পার্শ্ব
 পরিবর্তনও করিলেন ॥১০৭॥

গৌরাজদেব নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান হইয়া অনেকক্ষণ উচ্চ সঙ্কীৰ্তন
 অনুভব করত অঙ্গে অঙ্গে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহাপ্রভু প্রকাশ-
 আবির্ভাব পরিত্যাগ করিলে পর তৎকালে ঐ সকল ভক্তগণ গৌরচন্দ্রের
 বধাস্থানে তৎসমুদায় বেষভূষা পরিধান করাইয়া দিলেন ॥১০৮॥

উথায় প্রভুরথ দেবগেহভিত্তিঃ
 সংহত্য প্রকটনিজপ্রকাশতেজঃ ।
 ভূয়োহসৌ যুহুমধুরাং দধার লক্ষ্মীং
 নৈদাঘো রবিবিব শারদেন্দুরাসীং ॥১০৯॥

আশ্বস্ত্য ক্ষণমথ দন্তসং প্রসূন-
 ত্তোতৈতৈস্তুরধরদলে বিভেদয়ন্ সং ।
 প্রত্যাচে চিরশয়িতো যথা প্রবুদ্ধো
 নিদ্রাস্তে কিমপি কথঞ্চনাপ্যজানন্ ॥১১০॥

এতাবান্ কিমু সময়ঃ স্মৃপ্তিভাজা
 নিদ্রায়ামতি গমিতো ময়া চিরায় ।
 প্রত্যাষে যদহমপাঠয়ং দ্বিজাতী-
 নাশ্চর্য্যং কিমিতি তদেব সংস্মরামি ॥১১১॥

অনন্তর মহাপ্রভু দেবগৃহের ভিত্তির উপর আরোহণ পূর্বক প্রকটিত
 স্বীয় প্রকাশরূপ তেজঃ সংহত করিয়া পুনর্ব্বার যুহু মধুর কান্তি ধারণ
 করিলেন, তাহাতে মহাপ্রভুর একরূপ আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল
 যে, যেমন গ্রীষ্মকালের সূর্য্য শারদীয় শিশির শোভা ধারণ করে ॥১০৯॥

অনন্তর মহাপ্রভু ক্ষণকাল আশ্বস্ত হইয়া দন্তরূপ প্রশস্ত পুষ্পের কান্তি
 দ্বারা অধরৌষ্ঠদ্বয়কে বিভিন্ন করিয়া চিরশয়িত ব্যক্তি যেমন নিদ্রাস্তে কিছু
 যাত্র জানিতে পারে না, তাহার ছায় প্রভাস্তর করিতে লাগিলেন ॥১১০॥

অহে ভক্তগণ! আমি স্মৃপ্তি দশাপন্ন হইয়া সূদীর্ঘ নিদ্রায় এত সময়
 কি বাপন করিলাম? কারণ আমি প্রত্যাষে যে, ব্রাহ্মণ সকলকে অধ্যয়ন
 করাইয়াছি, কি আশ্চর্য্য! তাহাও যে আমার স্মরণ হইতেছে ॥১১১॥

সোংপ্রাসং তদহু জগাদ গৌরচন্দ্রং
 শ্রীবাসো বিমল মনাগ্নিহস্ত ।
 নেদানীং প্রভবিতুমর্হতি তদীয়া
 মায়েয়ং বিদিততমা বভূব ভূয়ঃ ॥১১২॥

তচ্ছুত্বা কিমিতি কিমাথ কিং হু বা মা-
 মিত্যেবং পরিহাসসি প্রকামমেব ।
 নো জানে ক্ষণমপি কিঞ্চিদেতদেতৎ
 প্রত্যুচে সচকিতমেব গৌরচন্দ্রঃ ॥১১৩॥

যামানাং ত্রয়মিতি সম্ভূব তত্রা-
 তীতৈরষ্টভিরপি সার্বমত্র যামৈঃ ।
 ন স্তানং নচ গৃহকর্ম্য নাত্তচেষ্টা
 নো নিদ্রা নচ শয়নং তদা জনস্ত ॥১১৪॥

মহাপ্রভু অটুহাস্তপূর্বক এইকথা বলিলে তখন নির্খলমতি শ্রীবাস
 দীর্ঘহাস্ত করিয়া গৌরচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! আমরা আপনার
 মায়া জানিয়াছি আপনি পুনর্বার আমাদের প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে
 পারিবেন না ॥১১২॥

গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের ঐ কথা শুনিয়া “কি? কি বলিতেছ? আমাকে কি
 অতিশয় পরিহাস করিতেছ? আমি ক্ষণকালের জন্ত এসকল কিছু
 জানিনা” এই বলিয়া সচকিত ভাবে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দান করিলেন ॥১১৩॥

পূর্বদিনের অষ্টপ্রহরকাল ও পরদিনের তিনপ্রহরকাল এই একাদশ
 প্রহর উক্ত প্রকারে তথায় যাপিত হইল, তৎকালে কোন জনেরই স্নান বা
 গৃহকর্ম্য, কি অস্ত্র চেষ্টা, কি নিদ্রা কি শয়ন, কিছুই হইল না ॥১১৪॥

ইত্যেকাধিকদশভিঃ সুদীর্ঘদীর্ঘৈ-
 ধামৈশ্চৈনিমিষ ইবাভবৎ স কালঃ ।
 এতেষু ক্ষণমপি পক্ষ্মণাং বিবৃতি-
 নৈবাসীৎ সুখমহতাং তদা জনানাম্ ॥১১৫॥

নেত্রাভ্যাং চিরমুপবাস-সম্পূহাভ্যাং
 শ্রোত্রাভ্যাং বধিরতয়া বিবর্জিতাভ্যাম্ ।
 স্বাস্তেন প্রথমসমুদগতেন লোকা
 নিষ্পন্দা ইব সততং বভূবুরেতে ॥১১৬॥

অশ্রাস্তং গতনিমিষং বিলোকয়ন্ত্য
 গৌরাক্ষাহিতপরমপ্রসাদমুখাঃ ।
 দেহাদি ক্ষণমপি নৈব সম্মরুস্তা
 বাহ্যাস্তঃপ্রমদভরেণ বিপ্রপত্ত্যঃ ॥১১৭॥

বাহ্যহটক এই রূপে অতি সুদীর্ঘ একাদশ প্রহরকাল নিমিষতুল্য বোধ
 হইল, তৎকালে সুখাহুভবহেতু মহৎজনসকলের ঐ সমুদায় প্রহরে
 ক্ষণকালের জন্তও চক্ষুর রোমের পরিবর্তন হয় নাই ॥১১৫॥

তৎকালে জনসকলের নেত্রদ্বয় যেন চিরউপবাসে সম্পূহ হইয়াছিল
 অর্থাৎ নেত্রদ্বয় দ্বারা কোন বস্তু দেখিতে কাহারও ইচ্ছা হয় নাই, শ্রোত্র
 সকলের বধিরতাহেতু বর্জিত হইয়াছিল অর্থাৎ সকল ব্যক্তিরই শ্রবণ বৃত্তি
 রোধ হইয়াছিল এবং অন্তঃকরণ যেন প্রথম উৎপন্ন হওয়ার (অর্থাৎ অভিনব
 বাল্যকালের মনে যেমন কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ) সকলে নিষ্পন্দ
 হইয়াছিলেন ॥১১৬॥

এই প্রকার বিপ্রপত্তীগণ নিরন্তর নিমিষশূন্যলোচনে গৌরাক্ষদেবকে দর্শন
 করিয়া এবং গৌরাক্ষাপিত পরম প্রসন্নতার মুখহইয়া অন্তর্বাহ্যে হর্ষভরে
 ক্ষণকালের জন্তও স্বকীয় দেহাদিকে স্মরণ করেন নাই ॥১১৭॥

ইত্যেবং পরমরহস্যমীক্ষমাণাঃ
ক্ষুৎতৃষ্ণাপরিভবমেব নাপুরেতে ।
কিঞ্চৈতৎ ক্ষণমিব চেদ্দিনদ্বয়ং স্তা-
ত্ত্বং কিং ক্ষুৎপ্রভৃতিভিরত্র দেহধর্মৈঃ ॥১১৮॥

অত্রাস্তে পরমশুখেন সজ্জয়িত্বা
গাত্রোদ্বর্তনপরবস্ত্রদন্তচিত্তৈঃ ।
স্নানায় প্রতি বিদধে তথোত্তমং তৈ-
র্গৌরাজঃ পরমকুপারসাম্বুরাশিঃ ॥১১৯॥

স্নানাস্তে নিজনিজবেশ্য জগ্মুরেতে
গৌরাজঃ পুনরপি তস্মৈ বেশ্য গড়া ।
শ্রীরামপ্রভৃতিসহোদরৈশ্চতুর্ভি-
স্ত্বংপত্নীভিরপি সমর্হিতো ররাজ ॥১২০॥

ভক্তসকল এইরূপ প্রভুর পরম রহস্য দর্শন করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার পরাভূত
হয়েন নাই, কি আশ্চর্য্য ! যখন দুই দিন ক্ষণকালতুল্য হইল, তখন এখানে
ক্ষুধা প্রভৃতি দেহধর্মসকলের দ্বারা কি হইতে পারে ? ॥১১৮॥

ইত্যবসরে ভক্তগণ, সুসজ্জিত অঙ্গের উদ্বর্তন প্রভৃতি বস্ত্রের প্রতি চিন্তা
সন্নিবিষ্ট করিলে পরম কুপারসের সমুদ্র গৌরাজদেব তাঁহাদিগের সহিত
স্নানার্থ উত্তম করিলেন ॥১১৯॥

ভক্তগণ স্নানাস্তে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাজদেব
পুনর্বার শ্রীবাসের গৃহে গিয়া শ্রীরাম প্রভৃতি তদীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও
তাঁহাদিগের পত্নীগণ কর্তৃক সম্যক্ প্রকারে পূজিত হইয়া শোভিত
হইলেন ॥১২০॥

অগ্গন্ধৈর্বরবসনৈশ্চ ভূষণৈশ্চ
 শ্রীখণ্ডবসনহিষ্টৈশ্চ ধীরপট্টৈঃ ।
 স্নেহেন প্রতিদিননূতনেন দষ্টৈ-
 গৌরাজঃ সুখমতুলং জগাম ভূয়ঃ ॥১২১॥

প্রত্যক্ষং তন্মুখলিপ্য চন্দনেন
 অগ্গবৃন্দৈরপি বপুঃস্থ ভূষয়িত্বা ।
 সদ্ধাসৌহৃপি চ পরিধাপ্য স্নানশুভ্রং
 যদযোগ্যং তদপি স্নেহেন ভোজয়িত্বা ॥১২২॥

প্রত্যগ্রাং প্রতিদিবসং তদর্পয়িত্বা
 তাং শ্রীতিং দ্বিজবৃষভাশ্চ তৎস্রিয়শ্চ ।
 আসেহুনিরুপমভাগ্যসিদ্ধুপুৰৈ-
 রশ্রান্তং পরিমিলিতং প্রমোদবৃন্দম্ ॥১২৩॥

তাঁহাদিগের প্রতিদিন নূতন নূতন স্নেহ সহকারে প্রদত্ত মাল্য, গন্ধ, উৎকৃষ্ট বসন, ভূষণ ও চন্দনদ্রবসহিত অঙ্কুরপঙ্কজদ্বারা শ্রীগৌরাজদেব পুনর্বার অতুল আনন্দ অহুভব করিতে লাগিলেন ॥১২১॥

সে যাহা হউক দ্বিজবরসকল ও তাঁহাদের পত্নীগণ শ্রীগৌরাজদেবের প্রত্যেক অবয়ব চন্দন দ্বারা লেপন করত মাল্যসমূহে শরীর ভূষিত করিয়া তথা উত্তম স্নান ও শুভ্র বসন পরিধান করাইয়া, উপযুক্ত ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করাইয়া এবং শ্রীগৌরাজদেবকে প্রতি দিবস অভিনব শ্রীতি অর্পণ করিয়া নিরুপম ভাগ্যসিদ্ধির প্রবাহদ্বারা নিরন্তর সম্মিলিত প্রমোদসমূহ প্রাপ্ত হইলেন ॥১২২॥১২৩॥

ইত্যেবং সহজনিজপ্রকাশতেজঃ
সন্দর্শ্য স্থিরকরণশ্চিরং বিলম্ব্য ।
স্বং গেহং মধুরমুখো যযৌ ততোহয়ং
মাতৃস্তাং মুদমতিনির্ভরাং বিতম্বন্ ॥১২৪॥

ইত্যেবং প্রচুরকৃপামৃতং বিতম্বন্
জ্যৈষ্ঠাশ্বিনীভিরতিসম্মদেন মাসৈঃ ।
পৌষান্তং নটনরসৈর্নিদাঘবর্ষে-
র্হেমন্তং সহ শরদা নিনায় নাথঃ ॥১২৫॥

ঋতুনামেতেষাং প্রতিদিনমথামুক্ষণমসৌ
প্রভূর্মাসং মাসং প্রতি যদকরোন্নর্তনরসম্ ।
তদেতন্মৈবায়ং কথয়িতুমলং কিং পুনরহো
মনুষ্যাস্তু ক্ষুদ্রাঃ সুরগুরুসহস্রং ক হু পুনঃ ॥১২৬॥

অনন্তর এই মধুরানন গৌরচন্দ্র সংযত মনে এইরূপ স্বীয় নৈসর্গিক প্রকাশ-
তেজ সন্দর্শন করাইয়া বহুকণ বিলাস করণানন্তর নিজগৃহে গমন করিয়া
জননী শচীদেবীর অতুল আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥১২৪॥

দীননাথ গৌরচন্দ্র এইরূপে জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত অষ্টমাস অতিহর্ষে
প্রচুর কৃপামৃত বিস্তার করত গ্রীষ্ম, বর্ষা ; শরৎ ও হেমন্ত, এই চারি ঋতু
নৃত্যরসে অতিবাহিত করিলেন ॥১২৫॥

কি আশ্চর্য্য । গৌরচন্দ্র এইসকল ঋতুর প্রতিমাসে প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে
যে নৃত্যরস প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং মহাপ্রভুও কহিতে সমর্থ নহেন,
মহাশয়ের কথা কি । তাহারাত অতি ক্ষুদ্র, অসংখ্য বৃহস্পতির বর্ণনে ক্ষমতা
নাই ॥১২৬॥

শ্রীবাসায় এব নৃত্যতি সদা তদ্ভূত্ভিনির্ভরং
 গায়ন্তিহরিকৌন্তনামৃতরসং শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ।
 তৎসঙ্গামৃতদীর্ঘিকা-নিরবধি-স্নাতাস্তদাশ্রোদৃগতং
 বাক্পীষ্মমী নিপীয় বহুধা নিত্যং বিজহুস্তথা ॥১২৭॥

স তু গদাধরপণ্ডিতসন্তমঃ
 সততমশ্র সমীপ-সুসঙ্গতঃ ।
 অশুদিনং ভজতে নিজ জীবিত
 প্রিয়তমং তমভিস্পৃহয়া যুতঃ ॥১২৮॥

নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ
 শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ ।
 বিহরণামৃতমশ্র নিরন্তরং
 সঙ্গপভুক্তমনেন নিরন্তরম্ ॥১২৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে নবদ্বীপ-
 বিহারবর্ণনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥

শ্রীবাসের ভ্রাতৃগণ কীৰ্ত্তনরূপ অমৃতরস পান করিতেন, তাহাদিগের সঙ্গে
 প্রভুবর গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের গৃহেতেই সৰ্বদা নৃত্য করিতেন, স্নতরাং শ্রীবাসের
 ভ্রাতৃগণ গৌরান্ধসঙ্গরূপ অমৃতদীর্ঘিকায় নিরবধি স্নান ও গৌরান্ধমুখোদগত
 বাক্যামৃত বহু প্রকারে পান করিয়া গৌরান্ধের তুল্যই নিত্য বিহার
 করিতেন ॥১২৭॥

সে বাহাউক, প্রসিদ্ধ সাধুশ্রেষ্ঠ গদাধরপণ্ডিত নিরন্তর মহাপ্রভুর
 নিকটেই হইয়া প্রতিদিন নিজ প্রিয়তম প্রাণেশ্বর গৌরান্ধকে অতিশয় স্পৃহা-
 সহকারে ভজনা করিতেন ॥১২৮॥

প্রতিদিন রজনীতে মহাপ্রভুর নিকটে স্থিরভাবে ঔৎসুক্যসহকারে
 শয়ন করিতেন । শ্রীগৌরান্ধদেবও নিরন্তর এই গদাধরের বিহারামৃত
 উত্তমরূপে উপভোগ করিতেন ॥১২৯॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

শ্রীবাসগেহমুপগম্য কদাচিদেষ
ব্যাখ্যাং চকার তদনন্তরমেব নীল্যাম্ ।
মাহাত্ম্যমুদ্ভটমিদং পুরুষার্থসর্ব-
শ্রেষ্ঠং শ্রুতিপ্রকরদ্বর্জভমোদমাদৌ ॥১॥

স্বীয়ে বিলাস-রস-নব্যমহাসুরাশৌ
নিত্যং কুতূহলপরো বিজিহীষু'রেষঃ ।
আদৌ স্বনামমহিমামৃতরম্যপূরং
হর্ষাদ্ভচোহ জলিপূর্টেজ্জগতি ব্যাকারীং ॥২॥

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নাটমৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥৩॥

তদনন্তর এই মহাপ্রভু কোন সময়ে শ্রীবাসের গৃহে গমন করিয়া প্রথমত
মামসকলের শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য বাহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ-
চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বেদসকলেও দ্বর্জভ আমোদস্বরূপ, তাহাই
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ॥১॥

ইনি স্বীয় বিলাসরূপ নুতন মহাসমুদ্রে কুতূহলসহকারে বিহার করিতে
ইচ্ছুক হইয়া হর্ষহেতু অগ্রে নিজ নামের মহিমাবৃন্তের রমণীয় প্রবাহরূপ বাক্য
অঞ্জলিপুট দ্বারা জগন্মণ্ডলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥২॥

কেবল হরিনাম ব্যতিরেকে কলিতে নিশ্চয় অস্ত্র গতি নাই, ইহাই ভূমো
বলিতে লাগিলেন ॥৩॥

নাভ্যঃ পুমানয়মুদেতি সর্দৈব ভূমৌ
 নামস্বরূপমিতি তন্তু কলৌ বিদন্তু ।
 বারব্রয়ে চ পুনরুক্তির্থৈবকারো
 দাচ'্যায় সর্বজগতো বহুজাড্যভাজঃ ॥৪॥

কৈবল্যমেব তদিদৃষ্টিতি কেবলশ্চ
 শব্দশ্চ দাচ'্যমননে প্রতিপাদনন্তুৎ ।
 যন্তুত্থা বদতি তন্তু গতির্হি নাস্তি
 নাস্ত্যেব নিশ্চিতমিদং পুনরেবকারাৎ ॥৫॥

ইতু্যচিবানথ কৃতপ্রকটপ্রকাশঃ
 শ্রীমদ্বরাসনমুপেত্য কৃপাসমুদ্রঃ ।
 পাদারবিন্দযুগলেন মনোরমেণ
 শ্রীরামপণ্ডিতমুখান্ সমমস্পৃশদ্দ্যাক্ ॥৬॥

এই নামস্বরূপ আদি পুরুষ সর্বদাই পৃথিবীতে উদ্ভিত হয়েন না, কেবল কলিযুগে উদ্ভিত হইয়াছেন । তিনবার পুনরুক্তি এবং তিনবার এববার যে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা জড়জগতে হরিনাম মাহাশ্লোের দৃঢ়তা নিমিত্ত, ইহাই জানিতে হইবে ॥৩॥

উক্ত নামমাহাশ্লোের শ্লোকে “কেবল” এই শব্দ দ্বারা সেই কৈবল্যই প্রতিপাদিত করিয়া কেবল শব্দ দ্বারা হরিনামের মাহাশ্লোে দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন । কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার অর্থ্য বলে তাহার আর গতি নাই, ইহাই ‘এব’ শব্দ দ্বারা নিশ্চয়রূপে সম্পাদন করিয়াছেন ॥৫॥

প্রকটপ্রকাশ কৃপাসমুদ্র গৌরহরি এইবাক্য বলিয়া শোভন আসনে উপবেশন করত মনোরম পদারবিন্দ-যুগল দ্বারা শ্রী শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতিকে স্পর্শ করিলেন ॥৬॥

তেহপি প্রণম্য সহসা নতকঙ্করেণ
 প্রেমস্বরূপভজনং মুদিতাঃ সমীযুঃ ।
 তেভ্যো দদাবভিমতং ভগবান্ প্রকামং
 শ্রীমান্ স্বভক্তজনবৎসলতাতিরম্যঃ ॥৭॥

শুক্লাশ্বরো দ্বিজবরঃ সুভগোহথ কশ্চি
 দূচে প্রভুং প্রকটিতাতিশয়প্রকাশম্ ।
 দ্বারাবতীঞ্চ মথুরাঞ্চ সদৈব গত্বা
 মাং হুঃখিনং ক্লণমবেক্ষ্য দয়স্ব নাথ ॥৮॥

কিং তত্র সন্তি ন শৃগালচরাস্ততঃ কিং
 তেষাং ভবেৎ কিমথ তে ন পুনঃ শৃগালাঃ ।
 ইত্যুক্তবত্যথ বিভৌ দ্বিজপুঙ্গবোহয়
 মুচ্চৈঃ পপাত ভুবি দণ্ডবহুংসুকায়া ॥৯॥

তখন নিজ ভক্তজনের বাৎসল্য দ্বারা অতিশয় রমণীয় শ্রীমান্ ভগবান্ সেই ভক্তগণকে যথেষ্টরূপে অভিমত প্রেমরূপ ভজন প্রদান করিলেন এবং তাঁহারাও সহসা প্রণামপূর্বক হঠে হইয়া নতমস্তকে গ্রহণ করিলেন ॥৭॥

অনন্তর শুক্লাশ্বরনামক সৌভাগ্যশালী কোন একজন দ্বিজবর, অতিশয় প্রকাশপ্রকটনকারী সেই মহাপ্রভুকে কহিলেন, নাথ ! আপনি সর্বদাই দ্বারকা এবং মথুরায় গমন করিয়া এই হুঃখিত মানুষ ব্যক্তিকে ক্লণকাল অবলোকন করিয়া দয়া করিবেন ॥৮॥

পুনর্ব্বার কহিলেন দ্বারকা ও মথুরায় কি শৃগাল নাই; তাহাতেই বা তাহাদের কি হইবে ? “তথাকার শৃগালকে শৃগাল বলা যায় না” মহাপ্রভু এই কথা কহিলে দ্বিজবর শুক্লাশ্বর উৎসুক চিত্তে ভূমিতে দণ্ডের ভায় পতিত হইলেন ॥৯॥

ভূয়শ্চ ভূরিকরণো নিজগাদ বিপ্রং
দীনানুকম্পিতহৃদয়ো হৃদয়েকবেত্তা ।
অথৈব তেহত্র ভবিতা প্রভুপাদপদ্মে
সপ্রৈমভক্তিরিতি গৌরমুখাময়ুখঃ ॥১০॥

সত্তোহথ তস্মা চরণেষু নিপত্য ভূয়ঃ
স্থিতমনাঃ পুলকসঞ্চয়পূরিতাদঃ ।
উচ্চৈশ্বরেণ বহলাশ্রভরৈবিভিন্নো
বাগ্গদগদেন চ রুরোদ মহানুভাবঃ ॥১১॥

শ্রীমান্ গদাধর-মহামতিরতু্যদার-
শীলঃ স্বভাবমধুরো বহুশাস্তমূর্তিঃ ।
উচে সমীপশয়িতঃ প্রভুনা রজন্তাং
নির্মল্যমেতদ্বুরসি প্রতীসার্যামেভ্যঃ ॥১২॥

তখন ষাঁহার প্রচুর করুণা এবং ষাঁহার হৃদয় দীন জনকেই অনুকম্পিত
করিতে তৎপর, ও যিনি হৃদয়ের একমাত্র বেত্তা, সেই গৌরচন্দ্র পুনর্বার
তুলাধরকে কহিলেন—অতাই প্রভুর পাদপদ্মে তোমার ভক্তি হইবে ॥১০॥

অনন্তর সেই মহানুভব ব্রাহ্মণ তৎকর্ণাং প্রভুর চরণে পতিত হইয়া
পুনর্বার আর্দ্রচিন্তে পুলকসমূহে পূরিতাদ ও বহলাশ্রভরে বিভিন্ন উচ্চস্বরে
গদ গদ বাক্যে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অনন্তর মহামতি, অতিশয় উদারশীল স্বভাবমধুর ও শাস্তমূর্তি শ্রীমান্
গদাধরকে মহাপ্রভু রজনীতে নিকটে শয়ান দেখিয়া কহিয়াছিলেন যে, এই
সমুদায় নির্মল্য ভক্তগণের বন্ধুহলে অর্পণ কর ॥১২॥

ইথাং স যদযদদদাং প্রমদেন যস্মৈ
যস্মৈ জনায় তদিতঞ্চ গদাধরোহপি ।
প্রাতর্দদৌ সততমুল্লসিতায় তস্মৈ
তস্মৈ মহাপ্রভু-বিমুক্ত-মহাপ্রসাদম্ ॥১৩॥

সংগ্রথ্য মাল্যনিচয়ং বিরচয্য যত্নাং
সদগন্ধসার-ঘনসার-বরাদি-পঙ্কম্ ।
অঙ্গেষু তস্য পরিয়োজয়তি স্ম নিত্যাং
সোৎকর্ষমত্র স গদাধর-পণ্ডিতাশ্রয়ঃ ॥১৪॥

সায়ং কদাচিদথ তৈঃ স্বপদাজুভক্তৈঃ
শ্রীগৌরচন্দ্র উদিতো নিজকীর্তনাকৌ ।
আকস্মিকৈর্গগনমণ্ডলমঘুবাহৈ-
র্যাপ্তং নিরীক্ষ্য করুণোহজনি বিম্বভীত্যা ॥১৫॥

এইরূপে মহাপ্রভু প্রমোদিত হইয়া যাহাকে বাহাকে যে যে বস্তু অর্পণ
করিতে অহুমতি করিয়াছিলেন, গদাধরও প্রাতঃকালে উল্লসিত চিহ্নে
সেই সেই ভক্তগণকে মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত মহাপ্রসাদ নিরন্তর প্রদান করিতে
লাগিলেন ॥১৩॥

গদাধর পণ্ডিত উৎকৃষ্ট চিহ্নে প্রত্যহ অতিযত্নে মাল্যসকল গ্রহন এবং
প্রশস্তগন্ধযুক্ত চন্দন ও কুসুমাদি পঙ্করচিত করিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে পরিধান
করাইতেন ॥১৪॥

অনন্তর কোন একদিবস সায়ংকালে স্বীয় পাদপদ্মের ভক্তগণসহিত নিজ
কীর্তনসমুদ্রে উদিত হইয়া অকস্মাৎ মেঘমালাপরিব্যাপ্ত গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ
করিয়া কীর্তনের বিঘ্নভয়ে করুণাবিত হইলেন ॥১৫॥

আদায় পাণিকমলেষু মন্দিরাগ্র্যং
রাগান্ স্বরাংশ্চ সকলান্ স কৃতার্থয়িত্বা ।
উচ্চৈর্জগৌ স্বগুণসঞ্চয়মেব হৃষ্টঃ
শ্রীমাননঙ্গ ইব বিগ্রহবান্ পৃথিব্যাম্ ॥১৬॥

সত্ত্বস্তদা জলমুচো মরুতা প্রকীর্ণা
ভেজুর্দিশং দিশমমী সহ চিত্তখেদৈঃ ।
ব্যোমাভিনির্মলমভূত্বেদীয় চন্দ্রঃ
সার্বং সমস্ত-ভগণেন তমোহপহর্ত্যে ॥১৭॥

রজ্যন্ প্রসারিতকরঃ পরিরভ্য গাঢ়ং
রম্যাং ক্ষপানববধুং বিতমোহস্তরীয়াম্ ।
আনন্দসিন্ধুলহরীচয়মুচ্ছলন্তুং
জ্যোৎস্নামিষাদিব রমত্যয়মোষধীশঃ ॥১৮॥

তদনন্তর ধরাতলে মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গের ভায় শ্রীমান্গোরচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে
করকমলে উৎকৃষ্ট মন্দিরা গ্রহণপূর্ব্বক রাগ এবং স্বরসকলকে কৃতার্থ করিয়া
আপনার গুণসমুদায় উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৬॥

তৎকালে জলধরমণ্ডল সমীরণকর্ত্তক বিচলিত হইয়া দিগ্‌বিদিকে গমন
করিল, নভোমণ্ডল অতি নির্মল হইল এবং অন্ধকারনাশের নিমিত্ত নক্ষত্র-
মালার সহিত চন্দ্র উদিত হইলেন ॥১৭॥

চন্দ্র রক্তবর্ণকর প্রসারিত করিয়া তমোময় বসনবহিতা ও রমনীয় মূর্ত্তি
রজনীকুপা নববধূকে গাঢ়তর আলিঙ্গনকরিয়া জ্যোৎস্নাহলেই বেন উচ্ছলিত
আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গসমুদায়কে ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন ॥১৮॥

গীর্বাণবজ্রা নি তদা বিমলে সদৃশৈঃ
 গীযুষমুদগিরতি তত্র সুধাময়ুখে ।
 শ্রীগৌরশীতকিরণোহপ্যবনৌ স্বলোকে
 সঙ্কীর্ণনামৃতরসে রমতি স্ম ভুয়ঃ ॥১৯॥

শ্রীমৎপদাজ্জপদবীবরহংসকাঠৈঃ
 পাণিপ্রবালমুগলং বলয়ৈর্লয়ৈশ্চ ।
 লাংস্তোদগমে সপদি মন্থথমন্থথশ্চ
 শ্রীগৌরশীতকিরণশ্চ বরাজ্জ ভুয়ঃ ॥২০॥

বিপ্রাজনাগণমুখেন্দুবিনির্গতৈস্তৈ-
 রুচ্চৈরুলুনির্দৈর্জয়নাদমিশ্রৈঃ
 থেহবস্থিতশ্চদিবিষম্ভিচয়শ্চ হর্ষ-
 স্বানৈরভীবতুমুলঃ স্মহোৎসবোভুৎ ॥২১॥

এদিকে তৎকালীন সুবিমল নক্ষত্রমালায় নভোমণ্ডল বিমল হইলে অমৃত-
 কিরণ চন্দ্রও অমৃতবর্ষণকরিতে লাগিলেন, অত্ৰদিকে পুনর্বার গৌরচন্দ্রও
 স্বীয় ভক্তগণের সহিত কীর্তনরূপ অমৃতরসে বিহার করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

নৃত্য উপস্থিত হওয়ায় মন্থথের মন্থথ শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম উৎকট
 নুপুংরে এবং অরুণবর্ণ করমুগল বলয় ও গানের লয় দ্বারা অতিশয় শোভা
 পাইতে লাগিল ॥২০॥

এ সময়ে বিপ্র বনিতাদিগের মুখচন্দ্রবিনির্গত উচ্চ জয়মিশ্রিত উলু উলু
 জ্বনি তথা স্বর্গকদেবদেববৃন্দের হর্ষশব্দে নৃত্যমহোৎসব অতিশয় তুমুল হইয়া
 উঠিল ॥২১॥

কুন্দারবিল্ল করবীর নবীনমল্লি-
জাত্যাদিপুপ্পনিবহৈ রবকলপ্তমালাঃ
শ্রীখণ্ডকুসুমলসনৃগনাভিপঙ্কৈ-
রালিপ্য সর্বতত্ত্বমেষ ররাজ নৃত্যন্ ॥২২॥

শুক্লাশ্বরঃ সতু নিপত্য ধরাতলান্তঃ
শ্রীগৌরচন্দ্রমবদৎ সভয়ং মহাত্মা
হে নাথ সম্প্রতি কৃত্য ভবতা নবীন-
দীপং নবৈব মধুরা বিবিধৈর্বিহারৈঃ ॥২৩॥

ইত্যুক্তবান্ বহলগদগদ গত্তপত্ত-
বাক্যেন ভূমিমভিতো গলদশ্রুপূরঃ
বৈষ্ণল্যদৈশ্চন্দ্রদয়ঃ সততং বিযুক্ত-
কণ্ঠং রুরোদ বহশঃ স্তবনেন তস্ম ॥২৪॥

তখন এই মহাপ্রভু কুন্দ, পদ্ম, করবীর, নবমল্লিকা, ও জাতি প্রভৃতি পুপ্প
সমূহের মালা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া এবং সুগন্ধিচন্দন, কুসুম ও নৃগনাভিপঙ্ক
দ্বারা স্বীয় তুলেপন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে অতিশয় সুশোভিত
হইলেন ॥২২॥

ঐগম্বে মহাত্মা শুক্লাশ্বর ভূমিপতিত হইয়া সভয়ে মহাপ্রভুকে নিবেদন
করিলেন, নাথ ! সম্প্রতি বিবিধবিহারদ্বারা আপনি এই নবদ্বীপকে নুতন
মধুরাই করিলেন ॥২৩॥

এই বলিয়া বিপ্রবর অতিশয় গদগদ স্বরে গত্ত পত্ত বাক্য দ্বারা মহাপ্রভুর
স্তব করিয়া নিরন্তর মুক্তকণ্ঠে অনেক রোদন করিলেন, তখন তাঁহার বিহ্বলতা-
প্রযুক্ত হৃদয় দৈশ্চন্দ্রমুক্ত হইল ও গলিত অশ্রুপ্রবাহে ধরণী সিঁকা হইতে
লাগিল ॥২৪॥

নৃত্যন্ বয়স্করুচিরাংসতটেহৃতিপীনং
দোস্তন্তমর্পয়তি স ক্ষণমপ্যুদারম্
উদ্ধামবেপথুচলৎসকলাঙ্গযষ্টি-
ভূমৌ স্থলত্যম্পদং বিবশঃ ক্ষণঞ্চ ॥২৫॥

তেভ্যোবরান্ ক্ষণমীপশ্বরভাবরম্যো
ভূয়ো দদাতি সদয়ং সদয়ৈকসিদ্ধুঃ
নানাবিধৈরভিকৃপারসসিদ্ধুচন্দ্রো
লোকানশিক্ষয়দশেষবিলাসভাবৈঃ ॥২৬॥

আরুহ্য স ক্ষণমপি স্বপদাজ্জভক্ত
স্বদ্ধং মহাপ্রভুরতীববিকাররম্যঃ
আক্রীড়তি স্বজনহর্ষসমুদ্রপূর-
মুল্লাসয়ম্মিশি নিশাকরকোটিকাস্তঃ ॥২৭॥

সে যাহা হউক, মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে কখন সখার মনোহর
স্বল্পোপরি উদার বাহন্তন্ত অর্পণ করিতেছেন, কখনও বা অতিশয় কম্পহেতু
সমস্ত অঙ্গযষ্টি কল্পিত হইতেছে এবং ক্ষণকাল বা বিবশ হইয়া ভূমি তলে
পতিত হইতেছেন ॥২৫॥

তখন সেই দয়াসিদ্ধ মহাপ্রভু ক্ষণকাল দীপ্তরভাব অবলম্বনপূর্বক সেই-
সকল ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ বর প্রদান করিতেছেন এইরূপে অতিশয় কৃপা-
রসের সমুদ্রস্বরূপ গৌরাসুন্দেব অশেষ বিলাসভাবসমুদ্রারা লোকসকলকে
শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

কোটি কোটি নিশাকরের দ্বার দ্বার উজ্জলকান্তি সেই গৌরচন্দ্র
প্রেমবিকারে রমনীরমূর্ত্তি হইয়া ক্ষণকাল নিজ পাদপদ্মসেবি ভক্তের স্বল্পে
আরোহণ করিয়া স্বজনবর্গের হর্ষসমুদ্রের প্রবাহ উল্লাসিত করিয়া সব্যক-
রূপে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

অগ্নেহ্যরুদ্রদহিমাংসুসহস্রভাষান্
ভূমৌ বসন্ করতলদ্বয়তাল পূরৈঃ
সৰ্বা দিশঃ প্রতিরবোম্মুখরাঃ সমস্তাং
কুব্বন্মুবাচনিজপাদপয়োজভক্তান্ ॥২৮॥

ভোঃ পশ্য পশ্য ভুবি রোপিতমাস্রবীজং
চূতস্য পশ্য পুনরক্ষুর এষ জাতঃ
পশ্যৈষ সম্প্রতি বভূব বিতস্তিমাত্রো ।
ভূয়োহপি পশ্য বিটপোহস্য বভূব শীঘ্রম্ ॥২৯॥

শাখা বভুবুরিহ পশ্য নিমেষমাত্রাং
পশ্যাস্য পল্লবচয়ঃ পরিভো বভূব
পশ্যৈতদেব পরিপক্বমভূদধাস্য
পশ্যাভবদ্ গ্রহণমপ্যতিচিত্রমেতৎ ॥৩০॥

নবোদিত সহস্রখ্যতুল্য দীপ্তিশালী গৌরান্দেব অচ্চ কোনোদিন
ছুতলে উপবিষ্ট হইয়া ছই করতলের তালসমূহদ্বারা দিক্‌সকলকে
সৰ্ব্বতোভাবে প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বীয় পাদপদ্মের ভক্তগণকে
কহিলেন ॥২৮॥

অহে ! দেখ দেখ ভূমিতে আস্রবীজ রোপণ করিলাম, পুনর্বার দেখ
এই আস্রের অক্ষুর হইল, আবার দেখ এই অক্ষুর বিতস্তি মাত্র হইল, পুনর্বার
দেখ শীঘ্র ইহার শাখা নির্গত হইল ॥২৯॥

দেখ এই বৃক্ষে নিমেষ মাত্রে শাখা হইল, দেখিতে দেখিতে পুনর্বার
চতুর্দিকে পল্লব সমূহ উৎপন্ন হইল, আবার দেখ, ফলও পরিপক্ব হইয়া উঠিল
এবং দেখ ইহার দর্শনও অতি আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল ॥৩০॥

বুদ্ধশ্চ সৰ্ববিটপশ্চ ফলঞ্চ সৰ্বং
 মায়াকৃতং সকলমেব কূতোহপি নাস্তি ।
 শৈলুষচেষ্টিতমিদং বিতথং যদেত-
 ত্ত্বংপ্রাপ্তবৈকৃতমনর্থকতাং প্রয়াতি ॥৩১॥

এতত্তদপ্যমৃতমেব যদীশ্বরশ্চ
 কৌতূহলায় পুরতঃ কুরুতে জনৌঘঃ
 প্রাপ্নোতি সত্বসনয়কৃৎমতি প্রকামং
 মায়াকৃতেন চ ফলং লভতে বিচিত্রম্ ॥৩২॥

এবং হি বিশ্বমখিলং বিতথং যদেত-
 ম্পিঙ্গাশ্রিতে সততমীশ্বরসেবনায়
 তৎ সার্থকং ভবতি সম্যগসত্যমেতৎ
 সত্যং ভবেদশুচি যন্তদিদং শুচি স্যাৎ ॥৩৩॥

বুদ্ধ, শাখা ও ফল এ সমস্তই মায়াবৃত্ত অর্থাৎ কুহকজনসম্পাদিত
 হইয়াছিল, পুনর্বার ঐ সকল কোথায় চলিল আর কিছুই নাই, এ মিথ্যা-
 শৈলুষ অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের চেষ্টা, যেহেতু এ সমুদায় ক্লগকাল মধ্যে বিকৃত
 হইয়া লয় প্রাপ্ত হইল ॥৩১॥

মহাশয়গণ এই কুহককার্য্য যদি ঈশ্বরের অগ্রে কৌতূহলের নিমিত্ত করে,
 তবেই উত্তম বলন ও যথেষ্ট ধনলাভ করিতে পারে কিন্তু মায়া নিমিত্তকৃত
 হইলে বিচিত্র কললাভ হয় না ॥৩২॥

বাহা হউক, এই নিখিল মিথ্যাবিশ্ব যদি নিরন্তর ঈশ্বরের সেবানিমিত্ত
 হয়, তাহা হইলে এই অসত্য সংসার সম্যকরূপে সার্থক হয়, যেহেতু
 ঈশ্বরান্বিত অশুচিও শুচি হইয়া থাকে ॥৩৩॥

তস্মাজ্জর্নৈঃ সকলমেব পরেশ্বরস্ত
সেবার্থমপ্যনৃতমেতদিহাবচেয়ম্
সংসার এষ নহি তস্ত ভবেদ্ বিরোধী
সেবাপরম্ নহি বাধ্যতে এব কৈশ্চিৎ ॥৩৪॥

অত্রাস্তুরে স্বপুরতঃ স্থিতমভ্যুদারং
প্রোচে মহাকরণ এষ মুকুন্দদত্তম্
ব্রহ্মেতি কিং নু ভবতাত্ম নিরূপ্যতে ত-
দিথং নিগন্ত চ পপাঠ পুনঃ স্বয়ং সঃ ॥৩৫॥

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদান্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥৩৬॥

ভূয়োহপি তং সমনুশিষ্য জগাদ নাথঃ
কিঞ্চিৎ ক্রোধাধরদলদ্বয়কম্পিতেন ।
রূপং চতুর্ভূজমভীববরং ততোহনু-
মুনঃ কিয়দ্বিভূজমিত্যয়ি কিং মতং তে ॥৩৭॥

অতএব ইহলোকে মহাশয় যদি সমুদায় মিথ্যা বস্তু পরমেশ্বরের সেবানিমিত্তই
সঞ্চয় করে তাহা হইলে এই সংসার তাহার আর বিরোধী হয় না, কেননা
সেবারত ব্যক্তিকে কেহই বাধা দিতে পারে না ॥৩৪॥

ইত্যবসরে পরমকরণ মহাপ্রভু আপনার সমুখস্থ উদার স্বভাব মুকুন্দ
দত্তকে কহিলেন, অহে মুকুন্দ । তুমি কি এই সংসারে ব্রহ্মনিরূপণ করিয়া
থাক ? এই বলিয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

অনন্ত, সত্য, আনন্দ ও চিদান্ম পরমাত্মার বোগিগণ রত হয়েন, এই হেতু
রামপদে এই পরমব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন ॥৩৬॥

অনন্তর মহাপ্রভু পুনর্ব্বার মুকুন্দকে যথোচিত শাসনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ক্রোধে

যত্নান্ননোহিতমবৈষি তদা পরম্মা-
 ত্তদৈভুজং বরমিতি প্রতিকীৰ্ত্তয় ত্বম্
 শ্রুত্বৈষ তন্নিগদিতং করুণাবিলাসি
 ভূমৌ নিপত্য নিজগাদ সহর্ষশঙ্কম্ ॥৩৮॥

স্নাতং ময়া সুরনদীপর্যসি প্রকামং
 শ্রীবৈষ্ণবাজিৎ রজসাজমলকৃতঞ্চ
 শ্রীমন্মহাদীপ পদপদ্মযুগাতপত্রং
 মুক্তি প্রযচ্ছ কুরু দাস্ত্রপদেহভিষেকম্ ॥৩৯॥

এবং নিশম্য করুণারসপূর্ণচেতা-
 ত্তদ বাক্-সুখাপ্রমুদিতেন ততঃ পরেশঃ
 শ্রীমৎ পদানুজয়ুগং নিজলোকনাথ-
 মস্তাদধাচ্ছিরসি পুততমে প্রসন্নঃ ॥৪০॥

অধরোষ্ঠ কম্পন করত কহিলেন, “মুকুন্দ ! চতুর্ভূজরূপ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা দ্বিভূজ-
 রূপ কিছু নূন” ইহাই কি তোমার মত ? ॥৩৭॥

বাহা হউক, তুমি যদি আপনার হিত বাঞ্ছাকর, তবে “সেই পরমপুরুষ
 দ্বিভূজ মুক্তিই শ্রেষ্ঠ ইহা কীর্ত্তন কর, তখন মুকুন্দ মহাপ্রভুর করুণা বিলাস-
 যুক্ত বাক্য শ্রবণকরত ভূমিপতিত হইয়া হর্ষ ও শঙ্কা সহকারে কহিতে
 লাগিলেন ॥৩৮॥

হে শ্রীমন্। আমি বথেষ্টরূপে গজাঙ্গলে স্নান করিয়াছি এবং শ্রীবৈষ্ণব
 দিগের চরণধূলি দ্বারা অঙ্গকেও অলঙ্কৃত করিয়াছি, এক্ষণে আপনার পাদপদ্ম-
 যুগলরূপ আতপত্র আমার মস্তকে প্রদানকরিয়া আমাকে দাস্ত্রপদে
 অভিষিক্ত করুন ॥৩৯॥

পরম ঈশ্বর গৌরানন্দেব এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক করুণারসে পূর্ণ ও মুকুন্দকে

রোমাঞ্চসঞ্চয়সমক্ষিতদেহযষ্টি-
 নির্ঘদ্বিলোচন পয়োন্মরবৃন্দধৌতঃ
 তৎ পাদ পঙ্কজযুগন্ত তদৈব লঙ্কা
 স্পর্শং বভূব ক ইবাতিশয়োৎসুকাত্মা ॥৪১॥

ভূয়ো জগাদ করুণৈক নিধিমুঁরারিঃ
 শ্রীগৌরচন্দ্র ইদমুন্ডট ভাবরম্যঃ
 আধ্যাত্মিকং কিমু কৃতং হু তবাস্তি গীতং
 সত্যং বদাশু তদিদং যদি বা কৃতং ভোঃ ॥৪২॥

বাঞ্ছাস্তি চেত্তব তু জীবিতমেব কিম্বা
 প্রেমোদয়েষু তদিদঞ্চপলং বিহায়
 শ্রীমৎকৃপারসপরিপ্লুতপাদপদ্ম-
 মাহাত্ম্যরূপগুণবর্ণমাতনুষ্ণ ॥৪৩॥

বাক্যামৃতে হঠমনা হইলেন, তদনন্তর প্রসন্নচিত্তে নিজ ভক্তের নাথস্বরূপ
 আপনার স্পর্শোত্তিত পাদপদ্ম যুগল তাঁহার মস্তকে ধারণ করিলেন ॥৪০॥

অনন্তর মুকুন্দ মহাপ্রভুর পাদপদ্মযুগলের স্পর্শলাভে কোন এক অনির্ব-
 চনীয় উৎসুকআত্মা হইলেন, তৎকালে তাঁহার অঙ্গযষ্টি রোমাঞ্চ সঞ্চয়ে
 সমক্ষিত অর্থাৎ ভূষিত হইল এবং নেত্র যুগল-বিগলিত জলধারায় সমূহঅঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গ ধৌত হইতে লাগিল ॥৪১॥

তখন করুণানিধি গৌরচন্দ্র উন্ডটভাবে রম্যমূর্ত্তি হইয়া পুনর্ব্বার মুরারিকে
 কহিলেন, অহে মুরারি গুপ্ত । তুমি কি আধ্যাত্মিক কার্য্য করিয়াছ ? না তোমার
 কীর্ত্তিত আছে, যদি করিয়া থাক তবে তাহা শীঘ্র সত্য করিয়া বল ॥৪২॥

অথবা তোমার যদি প্রেমোদয়ে জীবিত থাকিতে বাঞ্ছ হয় তবে চপলতা
 পরিত্যাগ করিয়া কৃপারসপরিপ্লুত শ্রীমত্তগবৎপাদপদ্মের মাহাত্ম্য রূপগুণ-
 বর্ণন বিস্তার কর ॥৪৩॥

শ্রদ্ধামহাপ্রভুবচো মধুরং ততোহসৌ
 “নারায়ণো”হবদদমুং প্রতি বৈভমুখ্যঃ
 কারুণ্যমীশ্বর বিধেহি মুরারিগুণে
 বক্তুং যথার্থিতি তবৈব চরিত্রমেবঃ ॥৪৪॥

শ্রদ্ধাথ তং প্রতি তদা পরমপ্রহৃষ্ট-
 স্তুং প্রার্থনং স নিজ্জগাদ কৃপাসমুদ্রঃ
 যদ্যদ্বদিদৃশ্যতি তদেষ সমস্তমেব
 শুদ্ধং ভবিষ্যতি ভবিষ্যতি শক্তিরূপা ॥৪৫॥

শৃণ্বন্নসৌ তদ্বদিতং স্তমনাঃ প্রহৃষ্টঃ
 প্রোৎফুল্লরোমনিচ্যো মুমুদে মুরারিঃ
 পীযুষসিন্ধুযু নিমগ্নমিবাতি বেল-
 মাত্মানমুদ্ভটসুঠৈকবশে। বিবেদ ॥৪৬॥

(“সুঠৈকরসঃ” পাঠ)

অনন্তর মহাপ্রভুর মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া বৈভবর নারায়ণ মহাপ্রভুকে
 कहিলেন, হে ঈশ্বর ! আপনি মুরারি গুণের প্রতি সেইরূপ কৃপা করুন
 যাহাতে ইনি আপনার চরিত্র বর্ণন করিতে সক্ষম হইতে পারেন ॥৪৪॥

অনন্তর কৃপাসমুদ্র গৌরহরি তাঁহার বাক্য শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া
 স্তবীয় প্রার্থনা স্বীকারপূর্বক তাঁহাকে कहিলেন, এই মুরারি বাহা বাহা
 বলিবে তৎসমুদায় শুদ্ধ এবং ইহার বাকুশক্তি অতি মহতী হইবে ॥৪৫॥

তখন মুরারি মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নমনা ও অতিশয়
 হৃষ্ট হইলেন এবং যোযাফিত কলেবরে অন্ত্যস্ত আনন্দপরতন্ত্র ও
 লবধিক আনন্দান্তঃকরণে আপনাকে যেন অমৃতসাগরে যথবোধ করিতে
 লাগিলেন ॥৪৬॥

শ্রীবাস পণ্ডিতমহামতিরত্নাদার-
 শীলঃ স্বভাবহর্ষিভক্তিরতোহতিধীরঃ
 শুদ্ধঃ স্বধর্মনিরতো বহুশাস্তদাস্ত-
 স্তং সেবনেন মুমুদে হনুদিনং মহাত্মা ॥৪৭॥

এবং নিরন্তরমুপাসনয়া চ নৃত্যঃ
 সঙ্কীর্ণনৈরপি তথা বিবিধৈশ্চ ভাবৈঃ ।
 শ্রীবাসপণ্ডিতমহাশয় এব নিত্যং
 তৎসঙ্গতোহতিবিলসন্ মুমুদে মহাত্মা ॥৪৮॥

অধ্যাপয়ন্ দ্বিজসুতানপরেছ্যরীশঃ
 শশ্বৎ স্বনামগুণকীর্তনমাততান
 দৈবাত্ত্ববাচ পুরতো দ্বিজসুহুরেকো
 নাথং ন কিঞ্চিদপি জাতু বিদংস্তদন্তে ॥৪৯॥

যিনি স্বধর্মে অত্যন্ত আসক্ত তথা স্বাভাবিক স্বভাব অতিপবিত্র ও
 শমদমাদিগুণসম্পন্ন সেই উদারস্বভাব মহাত্মা মহামতি অতিশুধীর
 শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর সেবাকার্য্যেই প্রতিদিন আনন্দাহুভব করিতে
 লাগিলেন ॥৪৭॥

এই প্রকার নিরন্তর উপাসনা, নৃত্য, সঙ্কীর্ণন এবং বিবিধ ঐশ্বর্য্যভাবে
 কেবল মহাত্মা শ্রীবাসপণ্ডিতই মহাপ্রভুর সঙ্গীহইয়া বিলাসসহকারে
 আনন্দাহুভব করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

সে বাহা হউক, অপর একদিন মহাপ্রভু ব্রাহ্মণবালকদিগকে অধ্যয়ন
 করাইতে নিরন্তর নিজ নাম অর্থাৎ হরিনামের গুণকীর্তন বিস্তার
 করিতেছিলেন, এমনসময়ে এক ব্রাহ্মণবালক সন্মুখে আসিয়া প্রভুকে
 নিবেদন করিল, নাথ। আমি আপনার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥৪৯॥

‘নাম্নো য এষ মহিমা খলু সৌহৃৎবাদ’
ইথং খলস্ত্য বচনং পরিকর্ণ্য সর্বম্ ।
কর্ণে পিথায় সহ তেন পুরঃসরেণ
গঙ্গাতটং সমগমদৃষ্ণয়া মহত্যা ॥৫০॥

স্নাত্বা সচেল উদগাং সহ চেলবৃন্দৈঃ
স্তূষ্টৈঃ স্তুচিনিজগৃহং মুদিতো জগাম ।
যঃ কীর্তয়ত্যনুদিনং য ইদং শৃণোতি
স প্রেমি নামি নিতরাং ভবতি প্রলীনঃ ॥৫১॥

ইথং স্বনামমহিমা প্রথমং প্রকামং
প্রখ্যাপিতঃ ক্রমত এব শনৈস্তথৈব ।
আধ্যাত্মিকং পদমপাসিতমাত্মপাদ-
পদ্মোপসেবনরসেন পরমেশ্বরেণ ॥৫২॥

“নামের এই যে মহিমা ইহা নিশ্চয়ই অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসামাত্র”
মহাপ্রভু খলের এই বাক্য শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ঘৃণায় কর্ণদ্বয় অবরোধকরত
ঐ বিপ্রবালককে অগ্রে করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন ॥৫০॥

অনন্তর মহাপ্রভু সবস্ত্রে গঙ্গান্নান করিয়া সেই সকল আর্দ্র ও পবিত্র বস্ত্রের
সহিত শুচি হওত আনন্দচিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন । যে ব্যক্তি
মহাপ্রভুর এই লীলা নিরন্তর কীর্তন করেন এবং যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করেন,
তিনি নিশ্চয় প্রেম ও নামে নিমগ্ন হইবেন ॥৫১॥

সে যাহা হউক, এইরূপে পরমেশ্বর গৌরচন্দ্র প্রথমতঃ নিজনামের মহিমা
যথেষ্টরূপে বিস্তার করিয়া পরেও ক্রমশঃ অল্পে অল্পে ঐ নামমহিমা বিস্তার করিতে
লাগিলেন এবং সেইরূপ আধ্যাত্মিক পদকে কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবারসে
দুরীভূত করিয়াছিলেন ॥৫২॥

নাথঃ কদাচিদথ তৈর্নিজপাদভক্তৈঃ
 শ্রীবাসপণ্ডিতমুখৈঃ সুখসাগরঃ সঃ ।
 অদ্বৈতচন্দ্রমবলোকিতুমশ্য গেহে
 শ্রীমাননঙ্গ ইব বিগ্রহবান্ প্রতস্থে ॥৫৩॥

গচ্ছন্ পথি প্রথিত-নর্তন-কীর্তনাতৌ-
 গায়নটনপি জগাম তদশ্য বেশ্ম ।
 অদ্বৈতচন্দ্র মধিভূমিষু দণ্ডবৎ স
 ভূয়ঃ পপাত নিজভক্তমহত্ত্ববেদী ॥৫৪॥

আলিঙ্গনাশ্রুত পরস্পরমুৎসুকাজৌ
 তৌ চক্রতুঃ পরমকারুণিকৌ জগৎসু ।
 অদ্বৈত এব কিমু কিং নু স গৌরচন্দ্র
 ইত্যাহিতৌ জনচয়েন বভূবতুশ্চ ॥৫৫॥

আনন্দাশ্রুতি নবদ্বীপনাথ গৌরচন্দ্র একদিবস নিজপাদপদ্মসেবি শ্রীবাস
 পণ্ডিত প্রভৃতি প্রিয়তম ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রকে অবলোকন
 করিবার নিমিত্ত শরীরধারী শ্রীমান্ অনঙ্গের হায়ে তদীয় গৃহে শান্তিপূরে গমন
 করিলেন ॥৫৩॥

গৌরচন্দ্র পথে গমন করিবার সময় অনবচ্ছিন্ন স্মরণ নৃত্যকীর্তন করিতে
 করিতে অদ্বৈতের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন অদ্বৈতচন্দ্র মহাপ্রভুকে
 দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডের হায়ে পতিত হইলে নিজ ভক্তের মহাবেত্তা
 শ্রীগৌরানন্দদেবও পুনর্বার ভূমিতে দণ্ডের হায়ে পতিত হইলেন ॥৫৪॥

অনন্তর যখন পরম কারুণিক গৌরচন্দ্র ও অদ্বৈতচন্দ্র পরস্পর উৎসুকাজ
 হইয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন জগদ্ব্যপ্তে “ইনি অদ্বৈতচন্দ্র কি ইনি
 গৌরচন্দ্র” এই রূপে জন সকল উভয়কে তর্ক করিতে লাগিল ॥৫৫॥

শুদ্ধাসনে সমুপবিষ্ট স গৌরচন্দ্রঃ
 স্বচ্ছাং কথামকথয়ং করুণৈকরাশিঃ ।
 আবিষ্কৃত-স্বপদভক্তি-বিলাস-লোলো
 নানাবিধেন নিজভক্তি নিরূপণেন ॥৫৬॥

অদ্বৈত এষ নিজগাদ ততো মহাত্মা
 ভক্তিঃ কলৌ ন খলু বর্তত এব মূঢ়াঃ ।
 'যে সংবদন্তি কুখিয়ঃ সকলান্ত এতে
 পশ্যন্ত তত্তদশৃণোং স্বয়মেব নাথঃ ॥৫৭॥

নাস্তীতি যো বদতি তস্য গতির্হি নাস্তি
 তস্মৈব জন্ম বিফলং খলু মোহতি পাপী ।
 ভক্তির্হি রাজতি কলৌ সততং তদাতি
 ক্রোধারুণাক্ষিযুগলো ভগবান্ জগাদ ॥৫৮॥

শ্রীবাস এষ তদনন্তরমিখমুচে
 দৃষ্ট্ৱ ততো দ্বিজমবৈষ্ণবমেকমুগ্রম্ ।
 বিপ্রো বভূব নিতরাময়মত্র নূনং
 সঙ্কীৰ্তনে কথমিতো বহিরেষ যাতি ॥৫৯॥

তদনন্তর করুণার একমাত্র রাশি স্বরূপ গৌরচন্দ্র শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক
 আবিষ্কৃত নিজপাদপদ্মের ভক্তি বিলাসে চঞ্চল হইয়া নানাবিধ স্বীয় ভক্তি-
 নিরূপণ দ্বারা পবিত্র কথা কহিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

তৎপরে মহাত্মা অদ্বৈতচন্দ্র কহিলেন, যে সকল কুবুদ্ভি ও মূঢ় লোকেরা
 বলিয়া থাকে, কলিযুগে ভক্তিযোগই নাই তাহার। সকলে দেখুক, এই কথা
 স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রবণ করত ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া কহিলেন । যে বলে
 কলিতে ভক্তি নাই, তাহার গতি নাই, তাহার জন্ম বিফল, সে নিশ্চয়
 অতিশয় পাপী, যেহেতু কলিতে নিরন্তর ভক্তি বিরাজ করিতেছেন ॥৫৭॥৫৮॥

তদনন্তর শ্রীবাস একজন উগ্রবস্ত্রাব অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে দেখিয়া কহিলেন,

ত্বচ্ছিস্তয়ালমলমত্র নচৈষ বিপ্র-
 আয়াশ্চতীত্যবিতথং নিজগাদ নাথঃ ।
 নৈবাগমং সচ তদীয় মনোনিদেশৈ-
 রত্রাস্তরে মুদমিয়ায় স ভূমিদেবঃ ॥৬০॥

শ্রীবাসবিপ্রতিলকাংসতটে স দক্ষং
 বিম্বশ্চ বাহুমিতরঞ্চ গদাধরাংসে ।
 শ্রীরামপণ্ডিতবরাক্রতটে পদাক্ষং
 দত্তা ররাজ স সুধাংগুসমূহকাস্তুঃ ॥৬১॥

ক্রৌড়াপরোহশ্চ নিলয়ে স মহেশ্বরশ্চ
 রাজীবলোচনযুগঃ কলধোতগোরঃ ।
 স্মেরাননঃ সপদি দর্পক-দর্পহারী
 রেজে নিজৈর্জনচয়ৈ রচয়ন্ বিহারম্ ॥৬২॥

অন্য নিশ্চয় এই সঙ্কীর্ণনের মহাবিল্ল উপস্থিত হইল, এ স্থান হইতে কি রূপে
 অত্রাক্ষণ বহির্গত হইবে ॥৫৯॥

এই কথা শুনিয়া নবদ্বীপনাথ গৌরচন্দ্র সত্য করিয়া কহিলেন যে
 তোমার চিন্তায় প্রয়োজন নাই, এ স্থানে অত্রাক্ষণ আসিবে না, তখন অত্রাক্ষণ
 মহাপ্রভুর মানসিক আজ্ঞায় তথায় আগমন করিলেন না, তাহাতে ভূদেব
 শ্রীবাস অতিশয় আনন্দানুভব করিলেন ॥৬০॥

অনন্তর বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের স্বন্ধে দক্ষিণবাহ ও গদাধরের স্বন্ধে বাম-
 বাহ বিভ্রাসপূর্বক এবং শ্রীরামপণ্ডিতের মস্তকে চরণপদ্ম সমর্পণ করিয়া
 সুধাংগুসমূহভূল্যমনোজ্ঞমূর্ত্তি গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১॥

অতঃপর, বাহার 'লোচনযুগল পদ্মভূল্য, বর্ণ স্বর্ণ অপেক্ষাও গৌর,
 বদন হাস্যাহিত এবং যিনি কল্পপের দর্পহারী সেই গৌরহরি তৎকালীন

অধ্যাত্মতত্ত্বমভি গৌরমহাপ্রভুঃ স
ব্যাখ্যাং চকার বহুত্বগ্ৰমবোধমশ্রুতৈঃ ।
একোহবশিষ্ঠ্যত ইহাবিরতং স আত্মা
সৃষ্টৌ স এব পুনরেকক এব ভাতি ॥৬৩॥

ইথাং প্রসার্য স্বকরৌ করুণাসমুদ্রৌ
মুষ্টিচকার চ পুনর্জন্মমেব নৃত্যান্ ।
সচ্চিৎস্বরূপমথ তত্ত্বনিরূপণং ত-
দুয়ো জগাদ জগদেকগতিঃ প্রকামম্ ॥৬৪॥

ভাবোহপি নিশ্চিতমনর্থক এব তস্মাৎ
সদ্রূপমেব সুধিয়ামবধারণীয়ম্ ।
যদ্বক্ষ্যণো ভবতি নৈব কদাপি মুক্তি-
রেকত্বমেতদববোধমুতে হি সা স্মাৎ ॥৬৫॥

নিজ ভক্তগণের সহিত বিহার করত শ্রীঅর্ঘ্যেতের গৃহে বিরাজ করিতে
লাগিলেন ॥৬২॥

অনন্তর গৌরান্ন মহাপ্রভু সাধারণের অতিশয় হর্কোদ অধ্যাত্মতত্ত্ব বহু
প্রকারে ব্যাখ্যা করত কহিলেন এই জগতে এক আত্মাই স্বয়ং অবশিষ্ট
থাকিবেন এবং সৃষ্টি সময়েও সেই এক আত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন ॥৬৩॥

এইরূপে জগতের একমাত্র গতি করুণাসাগর গৌরহরি নৃত্য করিতে
করিতে শীঘ্র করষুগল প্রসারণ পূর্বক পুনর্বার মুষ্টি বন্ধন করিলেন এবং বর্ণে-
রূপে নিত্য ও চিৎস্বরূপ তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

ভাব অর্থাৎ উৎপত্তিশীল পদার্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্মের অনর্থ স্বরূপ কিন্তু
জ্ঞানীগণ উক্তভাবেক ব্রহ্মরূপে জানিয়া থাকেন, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় দেখেন,
বেহেতু ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই সেই মুক্তি হয় না ॥৬৫॥

পশ্যাদুলী করগতে পুনরেককস্য
সৈকোহমুতেন নিচিতাং পরিলোচিতাঞ্চ ।
অন্যত্র ব্রণেন গলতাতিতরামবত্যাং
নো পশ্যতি ক্ষণমপি প্রকটং ঘৃণার্তঃ ॥৬৬॥

ইথং স এক ইহ শেষপদং হ্যনাদি-
রাত্মা সর্দৈব পরিশ্রিত্যত এবমেঘঃ ।
সোপাধিরেব ভবতি প্রকটাহুপাধে-
মুক্তোহন্যথা স খলু কশ্চিদপীহ জীবঃ ॥৬৭॥

ইথং প্রভূর্বহ নিরূপ্য নিসর্গদুর্গং
জ্ঞানং তথা লঘুতয়া স্বজনান্ বিবোধ্য ।
বিশ্রাম্য তত্র গলদশ্রবণরপ্ততাক্ষে
রোমাঞ্চসঞ্চয়যুতো মধুরং জগাদ ॥৬৮॥

অপর দেখ, এক ব্যক্তিরই হস্তে দুইটি অঙ্গুলী আছে, একটি অমৃতসিক্ত ও অপরটি গলিতকুষ্ঠে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সেই অঙ্গী ব্যক্তি পূর্বটিকে উত্তমজ্ঞানে দর্শন করত অপরটিকে সম্যক ঘৃণার্ত দেখে না, অর্থাৎ দুইটাকেই অঙ্গ বলিয়া জানে, তদ্রূপ সাকারবাদিরও নিরাকারবাদিকে ঘৃণা করা কর্তব্য নয় ॥৬৬॥

এইরূপ সংসারে সেই এক অনাদি আত্মাই শেষপদবাচ্য অর্থাৎ এই আত্মাই নিত্যকাল অবশিষ্ট থাকিবেন, সোপাধি ব্রহ্মই প্রকটিত উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরূপাধি অর্থাৎ নিগুণ হয়েন, অন্তথা সেই সোপাধি ব্রহ্মকে জীবও বলা যায় ॥৬৭॥

এইপ্রকারে মহাপ্রভু স্বভাবতঃ অতি দুর্গম জ্ঞানমार्গ বহলরূপে নিরূপণ করিয়া এবং স্বজনদিগকে ঐ জ্ঞান সহজে বুঝাইয়া দিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন, পরে বিগলিত অশ্রদ্ধারায় পূর্ণনেত্র ও রোমাঞ্চ সঞ্চে পরিব্যাপ্ত হইয়া মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥৬৮॥

স্নিহস্মনাঃ পুলকিতো বিরুদন্ হসংশচ
 প্রেমাংসবেন জড়বদগতদেহধৰ্মা ।
 গায়ন্নটরপি সমস্তমিদং ত্রিলোকং
 মন্তুক্ত এব পরিপাতি পুনাতি নিত্যম্ ॥৬৯॥

“বাগ্গদগদা দ্রবতে যশ্চ চিন্তং
 রুদত্যভীক্ষং হসতি কচিচ্চ ।
 বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যতে চ
 মন্তুক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥”

ইত্যুক্তবান্নিজজ্ঞনৈঃ করুণৈকসিদ্ধুঃ
 স্মেরাননঃ প্রমুদিতো মধুরং ননৰ্ত্ত ।
 নৃত্যোত্ততঃ স্বয়মসৌ জগতীতলে যৎ
 প্রেমপ্রকাশয়তি তৎকরুণৈব সৈষা ॥৭০॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু তৎকালীন স্নিহচিত্ত ও পুলকিত হইয়া রোদন, হাস্ত এবং
 প্রেমাবেশে জড়ের স্থায় দেহধর্ম্য বিষ্মৃত হইয়া গান ও নৃত্য করিতে করিতে
 কহিলেন, আমার ভক্তই এই সমস্ত ত্রিলোক নিত্য পরিপালন ও পবিত্র
 করিতেছেন ॥৬৯॥

আমার কথা শ্রবণে বাহার বাক্য গদগদ ও চিন্তা দ্রবীভূত হয়, কখন
 রোদন, কখন হাস্ত, কখন লজ্জাশূন্য হইয়া গান ও নৃত্য করে, এরূপ আমার
 ভক্তিয়ুক্ত ব্যক্তি ভুবনকে পবিত্র করেন ॥

এই শ্লোক উচ্চারণ পূর্বক করুণাসিদ্ধু হাস্তবদন গৌরচন্দ্র আনন্দিত হইয়া
 নৃত্য করিতে লাগিলেন, আহা ! নৃত্যোত্তত গৌরচন্দ্র স্বয়ং জগতীতলে যে
 প্রেম প্রকাশ করিলেন, তাহাই ইহঁার করুণা ॥৭০॥

তত্রাপরেত্মরমলত্মমণিপ্রকাশো-
 হৃদৈতঃ সমেত্য করুণানিধিদর্শনায় ।
 স্নাহার্চনঞ্চ বিরচ্য্য সমেতি যাবৎ
 শ্রীবাসগেহমগমৎ প্রভুরেষ তাবৎ ॥৭১॥

গত্বাথ তত্র স মনাগ্‌ষসিতং বিধায়
 দণ্ডে প্রসূনমুপযোজ্য চ হুঙ্কুতেন ।
 এতদগদার্চনমহো কৃতমস্তি তুষ্ট-
 শাস্ত্যর্থমিথমবদৎ কমলায়তাক্ষঃ ॥৭২॥

একোহস্তি তুষ্টতম এব মদীয়ভক্ত-
 দ্বেষী গলদব্রণতমূর্বহকুষ্ঠরোগৈঃ ।
 ভূয়োহপি তং পরমনারকিনং বিধাস্তে
 তচ্ছিশ্যকানপি তথা শ্বশৃগালভক্ষ্যান্ ॥৭৩॥

সেই স্থানে অপর একদিন নির্মলস্বর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ অদ্বৈতপ্রভু
 করুণানিধি গৌরচন্দ্রের দর্শন নিমিত্ত স্নান পূজা করিয়া আসিবেন, ইতিমধ্যে
 মহাপ্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥৭১॥

অনন্তর কমলায়তলোচন মহাপ্রভু তথায় গমন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত
 দণ্ডকে পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করিয়া হস্তারধনি সহকারে এইরূপ কহিলেন যে,
 আমি তুষ্টদিগের শাস্তিনিমিত্ত এই গদার পূজা করিয়াছি ॥৭২॥

আমার ভক্তদেবী একজন অতিশয় তুষ্ট আছে, বহুবিধ কুষ্ঠরোগে তাহার
 শরীরে ব্রণসকল গলিত হইতেছে, কিন্তু আমি পুনর্বার তাহাকে
 পরম নারকি ও তাহার শিষ্যগণকেও কুকুর শৃগালের ভক্ষ্য বিধান
 করিব ॥৭৩॥

ইচ্ছামি গন্তমটবীমিত এব সা ভূ-
 দ্ব্যাত্ত্ব্য কেহপি সদৃশা হরয়ন্তথান্যে ।
 কেচিস্তথা তৃণনিভাস্তরবশচ কেচি-
 স্তেনেদমেব স্মহদ্বিপিং সুহৃগ্ম ॥৭৪॥

অদৈত আগত ইতি শ্রুতমস্তি কিং ত-
 ন্নায়াত্যসৌ চিরমতো নহু তত্র যামি ।
 ইথং বিচিস্তয়ত এব পুরোহস্ত ভূমৌ
 সোহয়ং নিপত্য সভয়ং প্রণনাম ভূয়ঃ ॥৭৫॥

উত্থাপ্য শীঘ্রমথ তস্ত করে গৃহীত্বা
 প্রাহ ত্বদর্থমিহ নুনমুপাগতোহস্মি ।
 ইত্যাচিবান্ সহ স তেন সদা কৃপালুঃ
 খট্যামধিষ্ঠিত ইতঃ প্রকটং ররাজ ॥৭৬॥

অতঃপর কহিলেন, আমি এ স্থান হইতে বন গমন করিতে ইচ্ছা
 করিতেছি, এক্ষণে তাহা ব্যাঘ্র, বানর ও তৃণতর সকলে সমাকীর্ণ হওয়ার
 স্মহৎ বন হৃগ্ম হইয়াছে ॥৭৪॥

অদৈত আগমন করিয়াছেন ইহা কি শুনা গিয়াছে, বোধ করি যখন বিলম্ব
 হইয়াছে তখন তিনি আগমন করেন নাই, তবে আমিই সেইখানে গমন
 করিতেছি। মহাপ্রভু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে অদৈত প্রভু আগমন
 করিয়া ত্রীগোবিন্দদেবের অগ্রে ভূমি পতিত হইয়া সভয়ে প্রণাম করিলেন ॥৭৫॥

তখন গৌরচন্দ্র অদৈতকে উঠাইয়া তদীয় কর ধারণপূর্বক কহিলেন,
 “আমি আপনার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি” এই বলিয়া পরমকৃপালু
 গৌরহরি অদৈতের সঙ্গেই খটায় আরোহণ করিয়া প্রকটরূপে বিরাজ করিতে
 লাগিলেন ॥৭৬॥

তস্ত্রাজ্জয়াথ স ননর্ভ ভূশং মহাত্মা-
 দ্বৈতঃ স্মৃতাতিশয়বিহ্বলচিত্তবৃত্তিঃ ।
 তন্তুদ্বিলোকা মুদিতো নিজগাদ নাথ-
 স্তং তন্মনঃ সরসয়ন্ রসসিদ্ধচন্দ্রঃ ॥৭৭॥

সংপ্রার্থ্যতে সততমেভিরয়ে মহাত্মন !
 প্রেমা তথা তব কৃতে খলু দাস্যতে সঃ ।
 সোহপ্যত্রবীজব পদাম্বুজমুখভক্তা
 এতে ভবন্তি খলু পাত্রমমুগ্ধ সত্যম্ ॥৭৮॥

জ্যোৎস্নাবতীষু রজনীষু তথোপবিষ্ট-
 স্তৈঃ সার্কমুগ্ধদধরছাতিদীপ্যমানঃ ।
 অদ্বৈতমেব নিজগাদ ভবান্ হি ভক্তঃ
 ক্লৌণ্যাং স্বদর্থমিহ নূনমুপাগতোহস্মি ॥৭৯॥

অনন্তর মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈতপ্রভু স্মৃতাতিশয়ে বিহ্বলচিত্ত হইয়া
 অত্যন্ত নৃত্য করিতে লাগিলেন, তদর্শনে স্বরূপ রসাম্বুচন্দ্র গৌরানন্দের দৃষ্ট
 হইয়া অদ্বৈতের মনকে অহরন্ত করিয়া কহিলেন ॥৭৭॥

অরে মহাত্মন অদ্বৈত ! এই সকল লোক সর্বদা প্রেম প্রার্থনা করিতেছে,
 কিন্তু সেই প্রেম আপনার নিমিত্তই দান করিতেছি । অনন্তর অদ্বৈতও কহিলেন,
 এই সমস্ত লোক আপনার পাদপদ্মের ভক্ত, সুতরাং ইহঁরাই প্রেম দানের
 পাত্র ॥৭৮॥

অনন্তর চন্দ্রভূল্য দীপ্তিশালী গৌরচন্দ্র জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে ভক্তগণের
 সহিত উপবেশন করিয়া অদ্বৈতকে কহিলেন আপনিই ভক্ত, নিশ্চয়ই আপনার
 জন্তই আমি এই ধরাতেলে আগমন করিয়াছি ॥৭৯॥

তচ্ছ্রুতাথ জগদে মধুরৈর্বচোভি-
 ভীত্যা চ ভূরিকরণো জগতীপতিঃ সঃ ।
 শ্রীবাসভূমুরবরণে ভবংকুপৈষা
 ভক্তঃ ক এষ যদিদং স্বয়মীশ উচে ॥৮০॥

রোষণে কম্পদর্শনচ্ছদনদয়ন্তঃ
 শ্রীবাসপণ্ডিতমুবাচ দৃঢ়ৈর্বচোভিঃ ।
 ভক্তঃ কিমুদ্ধব ইহৈনমুতে মদীয়ঃ
 কিম্বা শুকন্তব যদেবমভূন্ননীষা ॥৮১॥

অস্ত্যাং হি ভারতভূবি প্রকটং কিমন্তো-
 হৈত্বতং বিনাস্তি সকলামরসজ্যবন্দ্যাম্
 মন্তু ল্য এব তদয়ং হবধারণীয়ো
 নৈবাস্ত্য কোহপি ভুবনে সদৃশোহস্তি জাতু ॥৮২॥

এই কথা শ্রবণান্তর দ্বিত্বর শ্রীবাস করুণানিধি জগৎপতি স্বয়ং ঈশ্বর
 গৌরহরিকে সভয়ে মধুর বাক্যে কহিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর মহাপ্রভুকে এই কথা
 বলিলেন যে, “হে প্রভো ! ভক্ত কে ? ইহাতে কেবল আপনার অমুগ্রহ
 মাত্র ॥৮০॥

এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে গৌরচন্দ্রের অধরোষ্ঠ যুগল কম্পিত হইতে
 লাগিল, তখন তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে স্নদৃঢ় বাক্যে কহিলেন, এই অবৈত
 ব্যতিরেকে উদ্ধব অথবা শুকদেব আমার ভক্ত, ইহাই কি তোমার বুদ্ধি
 হইল ? ॥৮১॥

এই ভারত ভূমিতে দেববৃন্দের বন্দনীয় অবৈত তিন আর কে প্রকট
 আছে ? এই অবৈতকেই আমার তুল্যরূপে জানিবা, ইহলোকে ইহঁদের সদৃশ
 আর অন্য কেহই নাই ইহা নিশ্চয় অবধারণ করিও ॥৮২॥

তুষ্টীং বভূব তদয়ং বচনং নিশম্য
 তন্তুস্তদা পুনরুবাচ তথা কৃপালুঃ ।
 অধ্যাত্মমত্র ন কদাপি ভবদ্বিধেন ।
 জিহ্বাগ্রতোহপি করণীয়মিদং ক্ষণঞ্চ ॥৮৩॥

যত্নাচ্যতে ক্ষণমপি প্রকটং কদাপি
 নো দাস্মতে পরমহর্ষভক্তিয়োগঃ ।
 ইত্যুক্তবত্যাথবিভৌ মম বিশ্বাস্তি স্মা-
 তুপ্সিন্ তথা কুরু তথৈত্যবদন্যহাস্তঃ ॥৮৪॥

উচে মুরারিরিদমীশ্বর বেদ্বি নৈবা-
 ধ্যাং কদাপি ভগবন্ করুণাং বিধেহি
 জানাসি তচ্ছ্রুতমিহাস্তি ময়া পুরস্তা-
 দিত্যেব তং পথি জগাদ মহাপ্রভুঃ সঃ ॥৮৫॥

শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া তুষ্টীস্তুত হইয়া রহিলেন, তখন কৃপাবান্ গৌরচন্দ্র
 পুনর্কীর্ত্তন করিলেন, অহে শ্রীবাস ! তোমার সদৃশব্যক্তি যেন ক্ষণকালের জন্ত-
 ও জিহ্বাগ্রে অধ্যাত্মবাক্য আনয়ন না করেন ॥৮৩॥

যদি অধ্যাত্ম তত্ত্ব উচ্চারণ কর তাহা হইলে আমি ক্ষণকালের জন্তও
 শ্রীকৃষ্ণে হর্ষভ ভক্তিয়োগ প্রদান করিব না । মহাপ্রভু এই কথা বলিলে
 শ্রীবাস কহিলেন প্রভো ! বাহাতে আমার অর্থে তত্ত্ব বিশ্বাস্তি হয় তাহাই
 করুন এবং মহাস্তগগণও ঐরূপ বলিতে লাগিলেন ॥৮৪॥

অনন্তর মুরারি শুণ্ড কহিলেন হে ঈশ্বর ! হে ভগবন্ ! আমি কখন অধ্যাত্ম
 তত্ত্ব অবগত নহি, আমার প্রতি করুণা বিধান করুন । অনন্তর মহাপ্রভু
 কহিলেন তুমি জান, ইহা আমার পূর্ব হইতেই শ্রুত আছে ॥৮৫॥

ইথং নিদাঘসময়ঃ স তদীয়নৃত্য-
গীতামৃতেন সততং সকলে নুলোকে ।
শৈত্যং স্বভাবমবলম্ব্য চকার ভূয়ঃ
স্নিগ্ধং বিচিত্রমিদমত্র মনস্তড়াগম্ ॥৮৬॥

সুশ্লেষণশুভ্রবসনেন সুখাবহেন
কৃত্বা শিরস্তম্বপমাং মধুরাং বিভূষাম্ ।
উত্তমশুভ্রজন্মমনোহরহারকণ্ঠে
নৃত্যোত্তমে বিজয়তে কনকাদ্রিগৌরঃ ॥৮৭॥

উদ্দামদোৰ্ঘ্যবিলাসবিশেষভাজা-
কেয়ুরকঙ্কণ লসদ্বলয়াদিনা চ ।
হৈমাজুলীয়বিলসদ্বিরলাঙ্গুলীকো
নৃত্যোত্তমে জয়তি মন্থমন্মথোহসৌ ॥৮৮॥

এই প্রকার সমুদায় মর্ত্যলোকে গ্রীষ্ম সময় নিরন্তর নৃত্যকীর্ত্তনরূপ
অমৃতে শৈত্যস্বভাব অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার মনোরূপ তড়াগকে যেন স্নিগ্ধ
করিল । ইহাই আশ্চর্য্য ॥৮৬॥

অনন্তর কনকাল সদৃশ গৌরচন্দ্র সুখাবহ শুভ্র ও সুন্দরবসনে মত্তকের
অহুগম মধুর বিভূষা করিয়া সুপ্রকাশ প্রবালের মনোহর হার কণ্ঠদেশে পরিধান
পূর্ব্বক নৃত্যোত্তমে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৮৭॥

আহা ! সুবর্ণ নির্ম্মিত অঙ্গুরীতে ধাঁহার সুবিরল অঙ্গুলী সকল শোভিত,
সেই কন্দর্পেরও বিমোহনকারী গৌরচন্দ্র বাহ যুগলের বিশেষ শোভা সম্পাদক
কেয়ুর, কঙ্কণ ও শোভমান বলয়া প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত হইয়া নৃত্যোত্তমে
জয় যুক্ত হইতেছেন ॥৮৮॥

প্রত্যগ্রফুল্লসরসীকুহরম্যপাণিঃ
 কাস্তিচ্ছটাস্রবণদীপিতদিক্‌সমূহঃ ।
 বক্ষঃস্থলদ্ব্যতিবিনির্জিতমেকশৃঙ্গে
 নৃত্যাত্যসাববিরতং মধুরাধরোষ্ঠঃ ॥৮৯॥

চঞ্চলম্নোরমধটীপরিধানরম্য-
 স্তম্ভদ্বিহিবিলসতা রসনেন কত্রঃ ।
 উদ্দামনর্ভকঘট্টামুকুটার্ঘরত্নং
 লাস্ত্রে বিলাসরসিকো মধুরং চকাস্তি ॥৯০॥

শ্রীমন্নিভম্ব-পরিবিশ্ব-বিলম্বিরাজ-
 ত্তদামসারসনবিভ্রমচিন্তহারী ।
 উরুদ্বয়োরু পরিণাহমিষণচারু-
 সদ্ভূতরামকদলীদ্বয়মেব বিভ্রং ॥৯১॥

অপর, অভিনব প্রফুল্ল পদ্মের ত্রায় ধাঁহার হস্ত রমণীয়, ও ধাঁহার অঙ্গ
 লাভ্য ইত্যন্ততঃ বিচলিত হইয়া চতুর্দিক উদ্দীপিত করিতেছে, ধাঁহার
 বক্ষঃস্থলের কাস্তি স্ববর্ণাচল স্তম্ভের শৃঙ্গকেও নির্জিত করিতেছে এবং ধাঁহার
 অধরোষ্ঠ স্তম্ভুর, সেই মহাপ্রভু অবিরত নৃত্যে জগৎকৃত হইতেছেন ॥৮৯॥

অপিচ, যিনি চঞ্চল মনোরম ধটী পরিধান করিয়া রমণীয় হইয়া তথা
 ঐ ধটীর বহিস্থিত অশোভিত ক্ষুদ্র ঘটিকায় কমণীয় এবং যিনি উদ্দাম
 নর্ভকগণের মস্তকের পূজনীয় বস্ত্রস্বরূপ, সেই বিলাস রসিক গৌরচন্দ্র
 মধুরভাবে শোভা পাইতেছেন ॥৯০॥

অপর, শোভন নিতম্বের উপরি লম্বমান মনোজ্ঞ কটিবন্ধন স্ত্রীর
 বিলাসে যিনি সকলের চিন্তহারী হইয়াছেন এবং যিনি উরুদ্বয়গণের মহতী
 বিশালতাছলে অচারু ও বর্জুল রামরত্নাকেই বেন ধারণ করিয়াছেন ॥৯১॥

শ্রীমৎপদানুজযুগং বরহংসকাঠৈ-
 রুত্তমথেন্দুমণিদীপ্তিভিঃ প্রফুল্লম্ ।
 বিভ্রদ্বিলাস পরমস্বতলঞ্চ রম্যং
 নৃত্যোৎসবে বিজয়তে দ্রুতহেমগৌরঃ ॥৯২॥

উত্তমপ্রবালরুচিরঞ্জিতপাদমূলো
 বিভ্রাসচারুমধুরং বিহরন্ পৃথিব্যাম্ ।
 নৃত্যোত্তমে মধুরকোমলকাস্তিকাস্তিঃ
 শ্রীমাননঙ্গ ইব বিগ্রহবাংশচকাশে ॥৯৩॥

উত্তমদঙ্গকরতালকমন্দিরাঠৈ-
 রুচ্চৈশ্চরং স্বরপুরঃসররম্যগীতৈঃ ।
 বিপ্রাঙ্গনাগণ মুখানুরূহোদগতেন
 প্রোচ্চৈ রুল্লুনিদেন মহান্মহোহভূৎ ॥৯৪॥

বাহার উৎকৃষ্ট নুপুরাদিতে এবং উদয়শীল নখরূপ চন্দ্রকাস্তমণি হইতে
 সমুৎখিত কিরণমালায় শোভমান পাদপদ্ম যুগল প্রফুল্ল, বাহার ক্রোড়তল
 পরমবিলাসে মনোহর হইয়াছে, সেই গলিতকাঞ্চনকাস্তি গৌরচন্দ্র নৃত্যোৎসবে
 জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৯২॥

বাহার পাদমূল প্রবালকাস্তিসমূহে রঞ্জিত সেই সুমধুর কোমলকাস্তি
 শ্রীমান্ গৌরহরি পৃথিবীতে মনোজ্ঞ মধুর পদবিভ্রাসে বিহার করিতে করিতে
 নৃত্যোৎসবে শরীরী কন্দর্পরাজের স্থায় প্রকাশ পাইতেছেন ॥৯৩॥

আহা ! বাদিত মৃদল, করতাল ও মন্দিরার ধ্বনিতে সমধিকরূপে স্বর
 উন্নত হওয়ার রমণীয় গান এবং বিপ্রাঙ্গনাগণের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত উল্লু-
 ধ্বনিতে সেই নৃত্যোৎসব সুমহান্ হইয়া উঠিল ॥৯৪॥

পুংস্কোকিলস্বরমনোহরকণ্ঠনাদাঃ
 সন্মন্দিরাযুগবিভূষিতপানিপদ্মাঃ ।
 উচৈর্জগুঃ সপদি নৃত্যমবেক্ষ্য তস্মৈ
 হৃষ্টাঃ প্রমোদমধুরং পুলকাকুলাঙ্গাঃ ॥১৫॥

রোমাঞ্চসঞ্চিততনু গলদঙ্কধারা-
 ধৌতঃ শ্রমানুলহরীপরিমিশ্রিতাঙ্গঃ ।
 ভাবৈরথাষ্টভিরশেষরসেন নাথঃ
 প্রোদ্দাম নর্তক ঘট মুকুটার্ঘ্য রত্নম্ ॥১৬॥

উদ্দামনিশ্চিস্তিমাক্রুতবেপমান-
 রক্তাধরদ্বিতয়পল্লবকাস্তিকম্রঃ ।
 দস্তাং শুধৌতদশনচ্ছদভিন্নকাস্তি-
 কাস্তো ররাজ নটনেন বিলাসভাজা ॥ (যুগ্মকম্) ১৭ ॥

তখন বিপ্রাঙ্গনাগণ মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করত অতিশয় হৃষ্ট এবং
 অতীব পুলকাকুল হইয়া হস্তে উত্তম মন্দিরা গ্রহণ পূর্বক কোকিলতুল্য
 সুশ্রাব্য উচ্চস্বরে আনন্দে স্নমধুর গান করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

তৎকালে ষাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত, গলদর্শ্য দ্বারা ধৌত, ও
 শ্রমজন্ত বহমান ঘর্ষবারিতে সর্বদা পরিব্যাপ্ত এবং যিনি অষ্ট সাত্ত্বিক
 ভাব ও অশেষ রসে প্রোদ্দাম নর্তক সকলের মুকুটের পূজনীয় রত্ন স্বরূপ,
 তথা যিনি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা কম্পিত দুইটি রক্তবর্ণ অধর পল্লবের
 মনোহর কাস্তিতে কমনীয় এবং ষাঁহার দশন কিরণে ওষ্ঠের কাস্তিভেদ
 হইতেছে, সেই কমনীয় মুর্তি নবদ্বীপনাথ গৌরচন্দ্র বিলাসশালি নৃত্য দ্বারা
 শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৬॥১৭॥

ইথং বিধায় নটনং নবকম্বলেন
রম্যে বরাসনতলে পটুবিভ্রমাঢ্যঃ ।
তত্রোপবিশ্য বিশদে মধুরং জগাদ
শ্রীবাসপণ্ডিতমতীব সুভাগধেয়ম্ ॥৯৮॥

শ্রীবিষ্ণুভক্তিরিয়মেব ভবানমুখ্য
বাসঃ স্থিতিস্থয়ি বিরাজতি বিষ্ণুভক্তিঃ ।
শ্রীবাস ইত্যধিকৃতো মধুরেণ নান্না
পশ্চান্মুরারিমবদৎ কবিতাং পঠেতি ॥৯৯॥

সোহয়ং পপাঠ কবিতাং স্বকৃতামনেকাং
শ্রীরাঘবেন্দ্রগুণরূপবিলাসগাথাম্ ।
ইথং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-
শ্লোকাষ্টকং পদমধাস্তদমুখ্য মুর্দ্ধি ॥১০০॥

অতিশয় বিলাসশালী শ্রীগৌরানন্দেব এইরূপে নৃত্যবিধান পূর্বক
নূতন কম্বল দ্বারা উত্তম আসনে উপবেশন করিয়া অতিশয় ভাগ্য সম্পন্ন
শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলেন ॥৯৮॥

অহে শ্রীবাস! এই দেখ, শ্রী শব্দে বিষ্ণুভক্তি, তোমাতেই ইঁহার বাস
অর্থাৎ স্থিতি বিরাজ করিতেছে, সুতরাং বিষ্ণুভক্তি তোমাতেই আছে এই
নিমিত্ত “শ্রীবাস” এই মধুর নাম তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, এই বলিয়া
পশ্চাৎ মুরারি গুপ্তকে কহিলেন তুমি কবি কবিতা পাঠ কর ॥৯৯॥

তখন মুরারিগুপ্ত শ্রীরাঘবেন্দ্রের গুণ, রূপ ও বিলাস-গাথা সম্বন্ধিত অনেক
স্বকৃত কবিতা পাঠ করিলেন এবং শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র, এইরূপে রঘুনন্দন
রাজসিংহ রামচন্দ্রের শ্লোকাষ্টক শ্রবণ করিয়া মুরারি গুপ্তের মন্তকে চরণপদ্ম
সমর্পণ করিলেন ॥১০০॥

ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদা-
 দ্ভালে লিলেখ চতুরক্ষরমেতদেব ।
 পশ্চাৎ পপাঠ মধুরং মধুরাকৃতিঃ স
 শ্লোকং মহাপ্রভুরতীব কৃপাসমুদ্রঃ ॥১০১॥

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
 ন স্বাধ্যায়ন্তপন্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥'
 ইত্থং পপাঠ মধুরং তত আগতাংস্তা-
 নূচে দ্বিজান্ দ্বিজময়ুখসমাপ্নুতোষ্ঠঃ ।
 শ্রীবাস এব বদতীহ যদা যথা বৈ
 কর্তব্যমেতদধুনা নিয়তং ভবন্তিঃ ॥১০২॥

শ্রীরামপণ্ডিতমথাহ সদৈব কার্য্যং
 জ্যেষ্ঠশ্চ সেবনমিদং হি মমৈব সেবা ।
 এতেন তে সকলমেব শিবায় ভূয়া-
 দিত্থং বদন্ স রুরুচে রুচিরাননেন্দুঃ ॥১০৩॥

এবং কহিলেন, অহে মুরারি গুপ্ত ! তুমি আমার অহুগ্রহে শ্রীরাম চন্দ্রের দাস হও, এই বলিয়া তাঁহার ললাটদেশে "রামদাস" এই চারিটি অক্ষর লিখিয়া দিলেন । পশ্চাৎ অতীব কৃপাসমুদ্র মধুরাকৃতি মহাপ্রভু অমধুর স্বরে শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন যথা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । হে উদ্ধব ! যোগশাস্ত্র অথবা সাংখ্যযোগ, স্বয়ং বেদ শাখার অধ্যয়ন বা তপস্তা অথবা দান দ্বারা আমাকে তজ্রপ প্রাপ্ত হয় না, যেমন মদ্বিয়ক দৃঢ় ভক্তি দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ।

এই প্রকার অমধুরস্বরে শ্লোক পাঠানন্তর যে সকল ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন হাশু বদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই শ্রীবাসই যখন বাহা বলিবেন এক্ষণে আপনাদের নিয়ত তাহাই করা কর্তব্য ॥১০১।১০২॥

অনন্তর শ্রীরাম পণ্ডিতকে কহিলেন তুমি সর্বদা জ্যেষ্ঠের সেবা করিও এবং

শ্রীবাসপণ্ডিতসমর্পিতদ্বন্দ্বপুগ-

মাণ্ড্যানি তত্র স নিষেব্য ততোহবশেষম্ ।

তেভ্যঃ প্রসাদস্মুখো নিজপাদপদ্ম-

ভক্তেভ্য এব ভগবান্ প্রদদৌ কৃপাক্ষিঃ ॥১০৪॥

ইথং নিনায় সকলাং স নিশাং নিশেশ-

কোটিপ্রকাশমধুরাননচন্দ্রবিম্বঃ ।

উদ্যাতি তিগ্নকিরণেথ মহাপ্রভুং তম্

সংনম্য বেশ্মনি যথাতথমীয়ুরেতে ॥১০৫॥

ভূয়শ্চ দেবতটিনীপ্লবনেন মুক্ধাঃ

সংপূজ্য দেবসদনাচ্চ যথাযথং তে ।

আজগ্মুরস্ত পদপঙ্কজদর্শনার্থং

তন্মাত্রজীবনমহৌষধয়ো মহাস্তুঃ ॥১০৬॥

নিশ্চয় জানিবা যে, ইহা আমারই সেবা, ইহাতে তোমার সম্যক মঙ্গল হইবে এই বলিয়া মনোহর চন্দ্রবদন গৌরান্দের বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥১০৩॥

তদনন্তর শ্রীবাস পণ্ডিতের সমর্পিত দ্বন্দ্ব, গুণবাক্য ও মাণ্ড্য সকল গ্রহণ করিয়া অবশেষে কৃপাসমুদ্র গৌরান্দের প্রশস্ত বদনে নিজ পাদপদ্মের ভক্ত-দিগকে অবশেষ প্রদান করিলেন ॥১০৪॥

সে বাহা হউক, কোটি কোটি নিশাপতির তায় সুপ্রকাশ মধুরানন ও চন্দ্রকান্তি সেই গৌরহরি এই প্রকারে সমুদায় নিশাপানন করিলেন, অনন্তর সূর্য্যদেব উদয় হইলে তত্তগণ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন ॥১০৫॥

গৌরচন্দ্রই বাহাদিগের মহৌষধি স্বরূপ সেই সকল মহান্তগণ সুরতরঙ্গিণী গঙ্গায় অবগাহনে মনোহর-কান্তি সম্পন্ন হইয়াও দেবার্চন করিয়া দেবভবন হইতে যথাক্রমে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ পুনর্বার আগমন করিলেন ॥১০৬॥

দৃষ্ট । মহাপ্রভুরৈষ সমাগতাংস্তা-
নুচে পয়োধরগভীরবঃ স্নধীরম্ ।
অত্রাগতোহস্তি মতিমানবধূত-নিত্যা-
নন্দঃ শ্রুতং কথমমুঘ্য বিলোকনং স্মাৎ ॥১০৭॥

হে রামপণ্ডিত মুকুন্দ মুরারি গুপ্ত
নারায়ণ দ্রুতমিতস্তুরিতং প্রযাত ।
অত্রাস্তি স প্রচুরভাগ্যভরো মহাত্মা
গত্বা সমানয়ত তং মহিতাত্মভাবম্ ॥১০৮॥

আজ্ঞাপিতা ইতি মহাপ্রভুনা ততস্তে
গত্বা ভূশং পথি বিচার্য ন তং বিলোক্য ।
ভূয়ঃ সমেত্য চ বিলোকিত এষ নৈব
কুত্রাপি কিং বত বিধেয়মিতিদমুচুঃ ॥১০৯॥

অনন্তর সমাগত ভক্তগণকে অবলোকন করিয়া মেঘের ছায় অগভীর
রবশালী গৌরহরি স্নধীর বাক্যে কহিলেন, “মতিমান অবধূত নিত্যানন্দ এই
স্থানে আগমন করিয়াছেন, তোমরা একথা শুনিয়াছ ? বলিতে পার
কি ? কি রূপে ইহার দেখা হইবে ?” ॥১০৭॥

তৎপরে কহিলেন “হে রাম পণ্ডিত । হে মুকুন্দ ! হে মুরারি গুপ্ত ! হে
নারায়ণ ! তোমরা শীঘ্র এ স্থান হইতে গমন কর, সেই মহাত্মভাব নিত্যানন্দকে
লইয়া আইস, তিনি প্রচুর ভাগ্যশালী মহাত্মা এই স্থানেই কোথায়
অবস্থিত আছেন” ॥১০৮॥

মহাপ্রভু কর্তৃক ভক্তগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তৎপরে গমন করত
পথ মধ্যে অনেক অহসঙ্কান করিলেন, কিন্তু কোনস্থানে নিত্যানন্দকে দেখিতে
না পাইয়া পুনর্বার প্রভুর নিকটে আগমন করত নিবেদন করিলেন, হায় !
কৈ আমরা ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এখন কি কর্তব্য হয় ? ॥১০৯॥

ভূয়ন্তথাহ ভগবানধুনা ন দৃশ্যঃ
সোহয়ং ভবন্তিরিহ সাযমবেক্ষিতব্যঃ ।
স্বান্ স্বান্ গৃহান্ সপদি গচ্ছত তত্তদানী-
মত্রোগমিষ্যথ তথ্যেতি যযুর্গৃহং তে ॥১১০॥

সায়ং ততঃ পথি চলন্ সহ তৈঃ কৃপালু-
বৈব্ৰুং মুরারিমবলোক্য জগাদ ধীরম্ ।
আচার্য্যনন্দনগৃহেহস্তি হি সোহবধূত-
স্তত্র প্রযাহি চপলং তমিহানয়েতি ॥১১১॥

ইথং স তত্র সমুপেত্য দদর্শ নিত্য্য-
নন্দং প্রভুং চ সমলোকয়দেষ সাক্ষাৎ । (পঞ্চাৎ)
আনম্য তং মধুরমাহ সুধাংসুকত্রঃ
কাক্কা নয়েন বিনয়েন কৃপারসাক্ষিঃ ॥১১২॥

অনন্তর ভগবান্ গৌরচন্দ্র পুনর্বার কহিলেন তোমরা এক্ষণে তাঁহাকে
দেখিতে পাইবে না, সাযংকালে দর্শন করিও, সম্প্রতি স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন
কর, সাযংকালে এই স্থানে আসিও, এই কথা বলিলে ঐ সকল ভক্তগণ
নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন ॥১১০॥

তদনন্তর কৃপালু গৌরচন্দ্র সাযংকালে ভক্তগণ সহিত পথমধ্যে ভ্রমণ
করিতে করিতে বৈব্ৰু মুরারিকে দেখিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, আচার্য্য নন্দনের
গৃহে সেই অবধূত নিত্যানন্দ অবস্থিত আছেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে
এই স্থানে লইয়া আইস ॥১১১॥

এই প্রকারে চন্দ্রতুল্য কমলীয়-কান্তি কৃপাসমুদ্র গৌরহরি তথায় উপস্থিত
হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন, পঞ্চাৎ প্রণাম করিয়া কাকু
ও বিনয় সহকারে মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন ॥১১২॥

ত্বং ভূতলেহতুলমহামহিমার্গবোহসি
 সংসারসাগর বিশোষণমাতনোষি ।
 নিঃশেষদেহিকুল নন্দথুম্বেব কুর্ব্বন্
 পাষাণ্ডিনাং হৃদয়মাকুলয়শ্চেষম্ ॥১১৩॥

ত্বং ত্যক্তলোকনিচয়োহপি সমস্তলোক-
 সম্যক্শ্রিতাজিঘ্রকমলদ্বয় এব নিত্যম্ ।
 বৈরাগ্যমাশ্রয়সি সন্তুতমেব লোকে
 রাগো মহান্ প্রবিরতঃ খলু লক্ষ্যতেহসৌ ॥১১৪॥

ইত্যাচিবান্ সহনিজাজিঘ্রসরোজভক্তৈঃ
 সঙ্কীৰ্ত্তনং সমকরোন্নটনঞ্চ ভূয়ঃ ।
 তত্রাবধূতপদধূলিভিরাত্মলোক-
 শীৰ্ষং চকার পরিপূততমং পরং সঃ ॥১১৫॥

আপনি এই ভূতলে নিরুপম মহামহিমার সমুদ্রস্বরূপ এবং সংসার-
 সাগরের বিশেষ রূপে শোষণ বিস্তার করিতেছেন, তথা সমুদায় দেহধারি-
 দিগের আনন্দ বৃদ্ধি করত পাষাণ্ডিগণের হৃদয়কে অশেষ রূপে আকুলিত
 করিতেছেন ॥১১৩॥

হে ভগবন্! আপনি সমুদায় লোক পরিত্যাগ করিলেও লোক সকল
 সম্যক্ প্রকারে আপনার চরণপদ্মদ্বয়কে নিত্য আশ্রয় করিয়াছে, কি আশ্চর্য্য !
 যদিচ আপনি ইহলোকে নিরন্তর বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছেন তথাপি
 আপনাতে অবিরত হুমহান্ রাগ লক্ষিত হইতেছে (এই শ্লোকটিতে
 বিরোধাভাস অলঙ্কার আছে) ॥১১৪॥

গৌরহরি নিত্যানন্দকে এই কথা বলিয়া নিজ পাদপদ্মের তক্তগণের
 সহিত পুনর্বার সঙ্কীৰ্ত্তন ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, পরে ঐ সঙ্কীৰ্ত্তনের
 মধ্যে অবধূত নিত্যানন্দের চরণধূলি দ্বারা স্বীয় লোক সকলের মস্তক সম্যক্
 রূপে পবিত্র করিতে লাগিলেন ॥১১৫॥

ইথং ব্রজন্ পথি শচীতনয়ঃ স তৈস্তৈ-
 স্তস্ত্যাবধূতপরমশ্চ কথাং জগাদ ।
 জ্ঞানং পুরো ভবতি ভক্তিৱথো বিরক্তি-
 রিথং বদত্যয়মতঃ পরমোহয়মেব ॥১১৬॥

ইথং বিচিন্ত্য করুণাক্ষিরথাপরেছ্য-
 ভিক্ষার্থমশ্চ নিয়তং নিরতো বভূব ।
 সন্তোজিতং তদগু চন্দনকুঙ্কুমাতৈঃ
 প্রত্যঙ্গমেবমহুলিপ্য ননন্দ নাথঃ ॥১১৭॥

অশ্বেছ্যরেষ ভগবানবধূতবেশঃ
 শ্রীবাসগেহমগমং ক্ষুধিতঃ প্রকামম্ ।
 আমন্ত্র্য সোহনুমুদে ধরণীসুৱাগ্র্যো
 ভিক্ষাং দদৌ তদগু চন্দনকৈলিলেপ ॥১১৮॥

অনন্তর শচীনন্দন গৌরান্ধদেব সেই সেই ভক্তগণের সহিত পথমধ্যে
 গমন করিতে করিতে শ্রেষ্ঠতম অবধূত নিত্যানন্দের কথা কহিতে লাগিলেন,
 ইহাঁর অগ্রে জ্ঞান, ভক্তি ও বিরক্তি বর্তমান আছে অতএব ইনি অতিশয়
 শ্রেষ্ঠ ॥১১৬॥

করুণাসাগর গৌরান্ধদেব এই রূপ চিন্তা করিয়া পর দিবস নিত্যানন্দের
 ভিক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর বভুবান হওত তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া
 পশ্চাৎ চন্দনকুঙ্কুমাদি দ্বারা তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অহুলেপন করত আনন্দিত
 হইলেন ॥১১৭॥

অত্রদিবস নিত্যানন্দ ক্ষুধার্ত হইয়া দ্বিজবর শ্রীবাসের ভবনে গমন
 করিলেন । শ্রীবাসও তাঁহাকে আশ্বাসপূর্বক বখেটে ভিক্ষা দিলেন এবং
 ভোজনান্তে চন্দনাদি দ্বারা তদীয় অঙ্গসমুদায় লেপন করিয়া দিলেন ॥১১৮॥

বিশ্রামমত্র স চকার তথৈব ভুক্ত্য।
 তত্রৈব সোহপি করুণানিধিরুদগতোহভূৎ ।
 আগত্য দেবনিলয়ে বরকম্বলেন
 রম্যং বরাসনমুপেত্য ররাজ নাথঃ ॥১১৯॥

উচেৎবধূতমথ গৌরমুখাকরোহসৌ
 মাং পশ্য পশ্য কৃতবানসি যচ্ছ্রমং ত্বম্ ।
 ইত্যুক্ত এষ নহি কিঞ্চন তস্যদেহে
 প্রৈক্ষিষ্ট নৈব তদবুদ্ধ মহানুভাবঃ ॥১২০॥

জ্ঞায়া স ইথমতি কারুণিকস্তত্ত্বা-
 নুচে বহির্ভজত শীঘ্রমিতো ভবন্তুঃ ।
 গচ্ছৎসু তেযু স চ তত্র দদর্শ তস্য
 দেহে দিনেশশতকোটিমহো মহীয়ঃ ॥১২১॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভোজনান্তে বিশ্রাম করিলে পর, করুণানিধি গৌরহরিও
 সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবালয়ে গিয়া উৎকৃষ্ট কম্বলের
 রমণীয় আসনে উপবেশন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১১৯॥

অনন্তর গৌরচন্দ্র অবধূতকে কহিলেন, আপনি যে শ্রম করিয়াছেন তন্নিমিত্ত
 আমাকে দর্শন করুন, এই কথা বলিলে অবধূত তাঁহার দেহে কিছুই দেখিতে
 পাইলেন না, মহানুভাব মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিলেন ॥১২০॥

তখন অতি কারুণিক গৌরহরি ঐ বিষয় অবগত হইয়া ভক্তগণকে
 কহিলেন তোমরা এস্থান ইহাতে শীঘ্র বাহিরে গমন কর, এই আজ্ঞায়
 ভক্তসকল গমন করিলে প্রভুবর নিত্যানন্দ গৌরান্দের অঙ্গে শতকোটি
 সূর্য্যের স্থায় অতীব মহৎ তেজ দর্শন করিলেন ॥১২১॥

পূৰ: ষড়্ভিৰ্দোৰ্ভি: পৰমৰুচিৰং তত্র চ পুন-
 শ্চতুৰ্গাং বাহুনাং পৰমললিতত্বেন মধুরম্ ।
 তদীয়ং তদ্রূপং সপদি পৰিলোচ্যাশু সহসা
 তদাশ্চৰ্য্যাং ভূয়ো দ্বিভূজমথ ভূয়োহপ্যকলয়ৎ ॥১২২॥

বিলোক্যেথং তন্তং পৰমৰমণীয়ং সুমধুরং
 কৃপাসিক্তো কৃপামৃতমিদমমলং প্রমুদিত: ।
 জহাসোচ্চৈৰ্নৃত্যমতিশয়সুখাস্ফালনপরো
 ভূশং নিত্যানন্দং সুখজলধি সংপ্লাবিততনু: ॥১২৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
 ভক্ত-সম্মেলনম্ নাম ষষ্ঠ: সৰ্গ: ।

তৎপরে প্রথমত: ছয় বাহতে ঐ মূৰ্ত্তি পৰম রুচিকৰ, পুনৰ্বার সেই মূৰ্ত্তি চাৰি
 বাহতে পৰম মনোহর হওয়ায় তদীয় মধুর রূপ অবলোকন করিলেন, তাহার
 পর তৎকথাং সেই প্রসিদ্ধ অত্যাশ্চৰ্য্য দ্বিভূজ মূৰ্ত্তি দৰ্শন করিলেন ॥১২২॥

কৃপাসমুদ্র গোবিন্দদেবের এই প্রকার সেই সেই পৰম রমণীয় সুমধুর রূপ
 দৰ্শন করত নিত্যানন্দ অতিশয় প্রমুদিত হইয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন
 এবং নৃত্য করিতে করিতে গুণে বাহ আশ্ফালন করত সুখসমুদ্রে তাহার
 তনু সংপ্লাবিত হইল ॥১২৩॥

সপ্তমঃ সর্গঃ

অপরেছ্যরেষনিশি স্তুপ্তিমিতো
বিরুরোদ নির্ভরমতিপ্রকটম্ ।
তনয়ং তথাবিধমবেক্ষ্য শচী
সভয়ং জগাদ জগদেকপতিম্ ॥১॥

কিমু তাত ! রোদিত্তি ভবানবদং
স তথেষতি মাতরমুবাচ ততঃ ।
অয়ি নিদ্রয়া বিকলিতেন ময়া
স বিলোকিতোহস্তি মধুরো মধুরঃ ॥২॥

নবনীল-নীরদসমূহ-রুচি-
র্নবনীল-কণ্ঠদল-মণ্ডনকঃ ।
ঘনমেছুরাতিকুটিল-প্রসরং-
কচসঞ্চয়-প্রসৃতভালতলঃ ॥৩॥

অপর একদিন গৌরচন্দ্র রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় রোদন করিতে ছিলেন,
শচীদেবী তনয়কে তথাবিধ অবলোকন করিয়া জগতের একমাত্র পতি
গৌরান্ধকে কহিলেন ॥১॥

বৎস, তুমি রোদন করিতেছ কেন ? এই কথা শুনিয়া গৌরান্ধদেব
মাতাকে কহিলেন, অয়ি মাতঃ ! আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কোন একটি
স্বপ্নমধুর মূর্তি অবলোকন করিয়াছি ॥২॥

মা ! সেই মূর্তির আশ্চর্য্য শোভার কথা আর কি বলিব, স্বাহার নবনীরদ
সমূহের ছায় কান্তি, স্বাহার ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, মেঘের ছায় স্নিগ্ধ নীলবর্ণ
কুটিলতম কেশকলাপ ললাটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ॥৩॥

সুরসুনসঞ্চয়বতং সরস-
 প্রমদভ্রমন্তু মরবিভ্রমভূৎ ।
 অলসোল্লসাম্মধুরচিল্লিলতঃ
 শ্রবণান্তসঞ্চরিতনেত্রযুগঃ ॥৪॥

অরুণারুণাঙ্গিকমলঃ প্রমদো
 ঘনসাস্ত্রদৃষ্টিহরীমধুরঃ ।
 সদপাঙ্গভঙ্গিমজ্জগন্মদনঃ
 স্মিতগণ্ডমণ্ডলসম্মুরঃ ॥৫॥

তপনীয়কুণ্ডলবিলাসলস-
 চ্ছবণদ্বয়ীহৃত জগদ্ধদয়ঃ ।
 নববিভ্রমভ্রমকড়ম্বলস-
 ন্মধুরাধর ছ্যতি সুধামধুরঃ ॥৬॥

বাহার লবঙ্গপুষ্পের শুষ্করচিত শিরোভূষণে মধুরসকল রসলোলুপ
 হইয়া ভ্রমণ করিতেছে এবং বাহার নেত্রলতা অলসযুক্ত ও নেত্রযুগল শ্রবণ
 পর্যন্ত সুদীর্ঘ ॥৪॥

লোচনপদ্ম, প্রভাতিক অরুণের ছায় অরুণ বর্ণ কমলনয়ন, ঘনতর
 দৃষ্টিতরঙ্গে ন্মধুর, উত্তম অপাঙ্গভঙ্গিধারা জগতের মদন স্বরূপ, এবং বাহার
 হাস্যাহিত গণ্ডমণ্ডল প্রশস্ত মুকুর তুল্য দেদীপ্যমান হইতেছে ॥৫॥

যিনি সুবর্ণ নির্মিত কুণ্ডলের সঞ্চালনযুক্ত শ্রবণদ্বয়ে জগতের হৃদয়কে
 আকর্ষণ করিতেছেন এবং যিনি অভিনব বিভ্রম বৃক্ষের কড়ম্ব অর্থাৎ
 প্রবালাকুরের ছায় মনোহর অধর কান্তিতে অধা অপেক্ষাও মধুর ॥৬॥

দশনপ্রসূন রুচিমঞ্জরিকা-
 ধরপল্লবারুণিমকত্ৰমুখঃ ।
 মধুমাধুরী মধুর সচিবুকঃ
 শুচিকম্বুকণ্ঠতটহারধরঃ ॥৭॥

নবমৌক্তিকপ্রকরহারলতা-
 বিলসদগলো বিলসদংসতটঃ ।
 তপনীয়নুত্ৰপরিকণ্ঠলস-
 দ্বরকৌস্তভক্ষুরতুরঃসরণিঃ ॥৮॥

অমরপ্রসূননবমাল্যকলা-
 ললিতোরুপীনসতুরো মধুরঃ
 বরজানুলম্বিমুত্ৰপীনভুজা
 বিলসদ্বরাঙ্গদনুকঙ্কণকঃ ॥৯॥

দন্তকুসুমমঞ্জরী অধরপল্লবের রক্তিমায় বাঁহার বদন অতীব মনোজ্ঞ
 হইয়াছে, অমধুর চিবুক অর্থাৎ ওষ্ঠের নিম্নভাগ বাঁহার অমধুর মাধুরীযুক্ত,
 শব্দের দ্বার রেখাযুক্ত কণ্ঠতটে বিনিহারধারণ করিয়াছেন ॥৭॥

বাঁহার নূতন মুক্তাহার সমূহে গলদেশ ও স্বকৃতট শোভমান এবং স্বর্ণস্বর
 ঐখিত শোভাশালি কৌস্তভমণি দ্বারা বাঁহার বক্ষঃস্থল সুবিরাজিত ॥৮॥

লবল কুম্বের মালায় বাঁহার উন্নত বক্ষঃস্থল মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে
 এবং বাঁহার উৎকৃষ্ট জাহ্ন পর্য্যন্ত লম্বমান ভূজযুগলে পরিহিত অলদ ও কঙ্কণ
 শোভা বিস্তার করিতেছে ॥৯॥

করমেয়মধ্যমবিলাসলস-
 দ্বরবন্ধুরোদয়কটীরতটঃ ।
 অভিনাভিবীততপনীয়ধটী-
 লসদঞ্চলাঙ্কিতপদাগ্রতটঃ ॥১০॥

স্মিতদীপ্তি-অপিতদিয়লয়ঃ
 করুণাকটাক্ষমধুরঃ কমলঃ ।
 ইতি তং বিলোক্য সহসাবিরভূৎ
 সুখসঞ্চয়ৈর্মম সুবিহ্বলতা ॥১১॥

অথ রোদিমি প্রতিমুহূর্বিকলঃ
 সুখসাগরেহস্মি কৃতসংলবনঃ ।
 তনয়োদিতান্মথ নিশম্য শচী
 সহসাভবৎ সপুলকং মুদিতা ॥১২॥

ঐহার মুষ্টিপরিমিত মধ্যদেশস্থিত উদর ও কটিতট নিয়োন্নতভাবে
 শোভিত হইতেছে, ঐহার নাভিদেশের উপরি পরিহিত স্বর্ণধটী অর্থাৎ
 স্বর্ণস্থত্র অল্প পরিমিত বসনের অঞ্চল দোহুল্যমান হইয়া শ্রীচরণাগ্রে শোভা
 বিস্তার করিতেছে ॥১০॥

ঐহার অমধুর হাস্যছটায় দিগ্ভাগুল প্রাবিত হইতেছে, এবং বিনি করুণা
 কটাক্ষে মধুর ও কমল তুল্য হইয়াছেন, এইরূপ তাহাকে অবলোকন করিয়া
 সুখসঞ্চয়সমূহ দ্বারা সহসা আমার বিহ্বলতা আবিভূত হইল ॥১১॥

অনন্তর আমি আনন্দ সাগরে পতিত ও বিকল হইয়া তখন ক্রমে ক্রমে
 রোদন করিতেছি । শচীদেবী তনয়ের এইরূপ বাক্য শুনিয়া সহসা সপুলক
 কলেবরে আনন্দাহুভব করিলেন ॥১২॥

প্রভুরপ্যসৌ নয়নবারিষ্মৈ-
 জলধিধ্বং কিমদধাত্বরসি ।
 কিয়তা দিনেন সমুপেত্য বভৌ
 দ্বিজ পুঙ্গবালয়বরং তদিদম্ ॥১৩॥

মহনীয়মুত্তিরবধূতবিভুঃ
 পরিধূত সর্ব কলিকালমলঃ ।
 সপুনরেব তত্র করুণানুনিধে-
 রতিসুন্দরীং মধুররূপসুধাম্ ॥১৪॥

অপিবদ্বিলোচনপুটেন মুহু-
 ন্তৃষোহস্ম পারমগমদ্বিভবঃ ।
 বরষড়্ভুজং তমথ দক্ষিণতো
 দরচক্রনির্মলগদান্ত্রধরম্ ॥১৫॥

মুরলীবরাম্বরুহ-শার্ঙ্গধরং
 রুচিরৈরথাপরভূজত্রিতয়ৈঃ
 দ্রুতশাতকুন্তময়-ভূমিরুহ-
 স্তরুণাকুরং করুণয়ারুণিতম্ ॥১৬॥

প্রভু গৌরচন্দ্রও নয়ন বিগলিত বারিধারায় যেন বক্ষঃস্থলে দুইটি জলধি ধারণ করিলেন । কিয়দিনেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ শোভিত হইলেন ॥১৩॥

তৎকালে যিনি কলিকালের সমুদায় পাপমলকে কালিত করিয়াছেন সেই মহনীয় মুক্তি অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু পূর্বের গ্রাম করুণানিধি গৌরচন্দ্রের স্মধুর রূপামৃতকে বীষ নেত্রপুট দ্বারা পান করিলেন । নিত্যানন্দের এতই দর্শন তৃষ্ণা যে মহাপ্রভুর অপার রূপামৃত ভোহার তৃষ্ণার শেষ করিতে অক্ষম হইয়াছিল । অনন্তর ষড়্ভুজমূর্তি বাহার দক্ষিণদিগ্ধর্ত্তি ভূজদ্বয়ে শঙ্খ, চক্র,

বরকৌস্তভত্যাতিবিরাজহরঃ-
স্থলশোভিমৌক্তিকসরং সরসম্ ।
শ্রবণদ্ব্যাস্ত-বিলসন্মকরা-
কৃতিকুণ্ডলক্ষুরিত গণ্ডযুগ্মম্ ॥১৭॥

নবনীলরত্ন-বরহারলস-
দ্বরকশুকর্ণরুচিরং কমলম্ ।
প্রথমোদিতার্ক করগৌরবরা-
স্বরমূল্লসদগুরু নিতম্বতটম্ ॥১৮॥

ইতি তং বিলোক্য করুণাজলধিং
মুমুদেহবধুতবিভুরেষ ভূশম্ ।
তদনন্তরং ভুজচতুষ্টয়-সং-
কমনীয়রূপমথ বাহুযুগ্মম্ ॥১৯॥

অবলোক্য বিম্মিতমনাঃ স্মনাঃ
স্মনশ্চয়ং রহসি তং ব্যকিরৎ ।
তদনন্তরঞ্চ বহুর্ষভরৈ-
বিদলম্মনা নটিতুমারভত ॥২০॥

ও নির্মল গদা নামক অস্ত্র ধারণ এবং বামদিগ্বর্ন্ত মনোহর ভুজত্রয়ে মুরলী,
পদ্ম ও শার্ঙ্গ ধারণ, তথা ঐ ষড়্ভুজমূর্ত্তি যেন গলিত স্বর্ণময় বৃক্ষের অক্ষুর স্বরূপ
তাহা করুণায়ুক্ত ॥১৪॥১৫॥১৬॥

যে ষড়্ভুজ মূর্ত্তির বক্ষঃস্থল শোভমান এবং দোহুল্য মৌক্তিক মালায়
মনোহর। কর্ণযুগলবিলম্বি শোভমান মকরাকৃতি কুণ্ডলে বাঁহার গণ্ডস্থল
বিলসিত হইতেছে, অভিনব নীলরত্ন নির্মিত হারযুক্ত উৎকৃষ্ট কণ্ঠ অর্থাৎ
শঙ্খবৎ রেখাঙ্কিত কণ্ঠদ্বারা মনোজ্ঞ, তথা প্রথমোদিত রবি কিরণের
জ্যৈষ্ঠ বস্ত্র এবং বাঁহার প্রশস্ত নিতম্বতট উল্লসিত হইতেছে ॥১৭॥১৮॥

এই প্রকার ষড়্ভুজমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু এই জানে
যে ইহা ইলেন এবং তৎপরেই কমনীয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তদনন্তর

পরিরভ্য নির্ভরমসৌ স্বজনান্
 স্বজনপ্রমোদভরকৃৎ করুণঃ ।
 ভূশমেব নর্ভনকলাকুলিতো
 হরিকীর্তনামৃতনদীপ্লবনাৎ ॥২১॥

মুদিতো বভূব জগতীত্রিতে
 জনমাগ্ননঃ সমমনা কলয়ন্ ।
 পদপঙ্কজদ্বয়পরাংগলব-
 গ্রহণেন যস্য বিধুরাঃ বিবুধাঃ ॥২২॥

বিবিধাংশ্রিয়ং সপদি যৎকৃপয়া
 লভতে সদা ভুবি সমস্তজনঃ ।
 কিমু তস্য ভূরিমহিমাম্বুনিধে-
 র্মহুজৈঃ ক্ষিতৌ পরিমিতিঃ ক্রিয়তাম্ ॥২৩॥

বলরাম ইত্যবনিমধ্যমধি
 প্রথিতো য এষ মহনীয়গুণঃ
 অথ গৌরশীতকিরণঃ স্বজনা-
 ম্নিজগাদভূরিকরুণঃ কমনঃ ॥২৪॥

দ্বিভূজ মূর্তি অবলোকন করত জুমনা নিত্যানন্দ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া
 তত্ক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । ওদনস্তর হর্ষভরে বিগলিতচিত্ত হইয়া নৃত্য
 আরম্ভ করিলেন ॥১৯॥২০॥

অতঃপর অমৃত নদীর প্লাবনে অত্যন্ত নৃত্যকলায় আকুলিত হইয়া
 স্বজনগণের আনন্দকারী অতি করুণ নিত্যানন্দ ভক্তগণকে আলিঙ্গন কর্তৃত
 ত্রিজগতের আত্মীয়জনকে সমচিত্তে অবলোকন পূর্বক অতীব দৃষ্ট হইলেন,
 ষাঁহার পাদপদ্মের পরাগলবের গ্রহণ যাত্রেই যখন দেবগণও অতিহর্ষে বিধুর
 হয়েন তখন স্বয়ং ভক্তগণ দর্শনে দৃষ্ট হইবেন তাহা আশ্চর্য্য কি ? ॥২১॥২২॥

অনন্তর প্রচুর করুণাশালী কমনীয় গৌরচন্দ্র ভক্তদিগকে কহিলেন যে,
 ষাঁহার অমুগ্রহে জনসকল এই ভূমণ্ডলে শীঘ্র বিবিধ সম্পত্তি লাভে সক্ষম হয়,

অবধূত এষ পরিভোগগতঃ
কমলাক্ষদেবভবনে ঝটিতি ।
অমুনা সমং ব্রজত তস্য পুরো-
হস্য চ সন্মহত্ত্বমুপকীৰ্ত্তয়ত ॥২৫॥

তমুপেত্য তে সমমনেন মুহু-
ভু'বি দণ্ডবল্লভিততিং বিদধুঃ ।
ভুবি রুদ্র ইত্যধিগতোহস্তি হি যঃ
কমলাক্ষসংজ্ঞ ইহ বিপ্রকুলে ॥২৬॥

অবতীর্ণতামুপগতস্তমমী
পরিলোক্য নাথগদিতং জগত্বুঃ ।
স নিশম্য যড়ভুজ-চতুর্ভুজতা-
মবনীতলে বিহিত-গৌরতনোঃ ॥২৭॥

সেই প্রচুর মহিমাশুধি নিত্যানন্দের পরিমাণ এই ক্ষিতিতলে কোন্ ব্যক্তি
করিবে ? যে মহামহিম নিত্যানন্দ এই ভূতলে “বলরাম” এই নামে
বিখ্যাত ॥২৩॥২৪॥

এই অবধূত নিত্যানন্দ কমলাক্ষদেবের গৃহে ভোগ নিমিত্ত এই মাত্র
গমন করিয়াছেন, তোমরা ইহার সহিত গমন করিয়া সেই অষ্টদৈত্যের সমীপে
এই নিত্যানন্দের মহত্ত্ব কীর্ত্তন কর ॥২৫॥

তখন ভক্তগণ নিত্যানন্দের নিকট গমন পূর্বক তাঁহার সহিত ভূমি
স্পৃষ্ট হওত অনেকবার দণ্ডবৎ প্রণতিবিধান করিয়া কহিলেন যে, পৃথিবীতে
যিনি রুদ্রনামে প্রসিদ্ধ, ইনি সেই বিপ্রকুলে কমলাক্ষ বর্ত্তমান ॥২৬॥

এই রূপে ভক্তগণ ব্রাহ্মণাবতার সেই কমলাক্ষকে অবলোকন করিয়া
প্রভুর কথিত বাক্যসমুদায় নিবেদন করিলেন এবং সেই কমলাক্ষও
অবনিতলে ধৃতগৌরদেহ করুণালয় গৌরাক্ষদেবের চতুর্ভুজ ও যড়ভুজরূপ
শ্রবণ করত আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া অত্যন্ত চুট্ট হইলেন । অনন্তর

করুণালয়স্য মুমুদে শূভ্রশং
সুখসাগরে বিহিত-সংপ্লবনঃ ।
অথ তন্নিবেদনবচোমুদিতা
বিনিবেত তে হুপনতা অনমন ॥২৮॥

করুণালয়স্য চরণাকুরজঃ
পরিগৃহ্য তৎপদযুগাহুগতাঃ ।
অপরেছ্যরপ্যয়মম্পগুণঃ
কমলাক্ষদেব উদিয়ায় ততঃ ॥২৯॥

অবলোক্য গৌরশশিনং চ তদা
মদসিংহনাদরুচিরঃ সমভূৎ ।
সমুপাগতেহত্র মহনীয়গুণে
গিরিশপ্রভৌ প্রভুরসৌ জগতাম্ ॥৩০॥

সহসাবিরাতনুত ভুরিদয়ঃ
প্রকটপ্রকাশমথ গৌড়শশী ।
ভুবি নারদোহয়মিতি যঃ প্রথিতো
ভবনেষু তস্য সত্ব দেবগৃহে ॥৩১॥

কমলাক্ষের কথিত বাক্যে ভক্তগণ প্রমোদিত হইয়া নিবেদন করত বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন এবং প্রণতি পূর্বক পরম দয়ালু কমলাক্ষের চরণরজ গ্রহণ করত পাদপদ্মবুগের অমুগত হইলেন। অপরদিন এই অনন্তগুণ কমলাক্ষ (অষ্টমত) মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৭॥২৮॥২৯॥

কমলাক্ষ গৌরচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়া তৎকালীন মদমন্ত সিংহের আশ্রয় শোভন গর্জন করিলেন। গৌরচন্দ্রও সেই গিরিশরূপী মহাত্মা কমলাক্ষের নিকট চতুর্ভুজাদি মূর্তি আবিষ্কার করিলেন। তদনন্তর পৃথিবীতে ঐহার “নারদ” এই নাম প্রসিদ্ধ, সেই নারদাবতার শ্রীবাসের গৃহে জগৎপতি গৌরচন্দ্র স্বীয় প্রকট প্রকাশ করিলেন ॥৩০॥৩১॥

প্রকট প্রকাশমবদর্শ্য তদা
 সুখমস্ত্য ভূরিকরুণোহতমুত ।
 অথ তং তথাবিধমবেক্ষ্য ভূশং
 ননৃত্তুর্জগুর্মুদিরে বহু তে ।
 পরিপূজ্য পুষ্পফলপুগধনৈ-
 ভূ'বি দণ্ডবদ্বহসুখৈরনমন ॥৩২॥

পরিতপ্তদর্শনমসৌ কুপয়া
 পরিগৃহ্য তেভ্য ইদমেব দদৌ ।
 বসনং প্রসূনমপি কারুণিকঃ
 করুণালয়স্য করুণা মহতী ॥৩৩॥

জগতীত্রয়স্য জনতাভিরতি-
 প্রতিমুগ্যমত্যশ্লভং বহুধা
 অপবর্গমপ্যাতিলঘুং সহসা
 সুখতন্ময়া বিদধুরিথমমী ॥৩৪॥

এইরূপে প্রচুর করুণানিধি গৌরান্দের কল্যাণ ব্রাহ্মণকে প্রকটরূপে দর্শন করাইয়া অতুল সুখ সম্পাদন করিলেন । অনন্তর ভক্তগণ তথাবিধ রূপ দর্শনে নৃত্য গীত করিয়া বহুতর সুখানুভব করিলেন এবং পুষ্প, ফল, সুবাক ও বিবিধ ধনদ্বারা পূজা করিয়া অতিশয় আনন্দে গৌরান্দেরকে প্রণাম করিলেন ॥৩২॥

অনন্তর করুণানিধি গৌরচন্দ্র রূপা পূর্বক ভক্তগণের পূজোপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকল প্রসাদি বস্ত্র ও পুষ্প প্রদান করিলেন, যেহেতু করুণালয়ের করুণা মহতী হইয়া থাকে ॥৩৩॥

আহা ! ত্রিজগতে জনসকল অত্যন্ত অভিনিবেশ পূর্বক বাহ্যকে বহু প্রকারে অন্বেষণ করে সেই অশ্লভ অপবর্গ অর্থাৎ দুর্লভ মোক্ষপদকেও গৌরভক্তগণ আনন্দে তন্ময়চিত্ত হইয়া অতীব লঘু জ্ঞান করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

ন দিনং ন রাত্রিমথ তেহথ বিহু-
 ন সুখং ন দুঃখমপি তে পরমাঃ ।
 কিমনীপ্‌সিতাপি সতনূনভজ-
 জ্জড়তামিষেণ ভুবি মুক্তিৰমূন্ ॥৩৫॥

অভিভাষহৃদগমনমিথমমী
 ননৃত্তুর্জগৎসু মুদিরে বহু তে ।
 রজনীং বিনীয় সকলাঞ্চ পুন-
 দ্দিবসাদিমেত্য বিবশা অভবন্ ॥৩৬॥

দ্ব্যনদীজলং সমবগাহ ততঃ
 প্রথমং দিনস্ত মুদিতান্ত ইমে ।
 অসুখারণৈকপরমৌষধিব-
 চরণং প্রভোমুহুতরং দদৃশুঃ ॥৩৭॥

অথ তস্য নর্দনবিলাসমিমং
 পরিলোকিতুং সরভসং মুদিতঃ ।
 মুদিরঃ শনৈর্নভসি কিং বিদধৌ
 সহসোদগমং মধুরমেছররুক্ ॥৩৮॥

অনন্তর গৌরান্দেরের পরম শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া কি দিবা,
 কি রাত্রি, কি সুখ, কি দুঃখ, কিছুই জানিতে পারেন নাই, কি আশ্চর্য্য !
 মুক্তি অনভীপ্‌সিতা হইলেও তৎকালীন জড়তাহলে শরীরধারি ভক্তগণকে
 ভজনা করিয়াছিল ॥৩৫॥

সে বাহা হউক, ভক্তগণ এই প্রকার স্তবোদয় পর্য্যন্ত নৃত্য গীত করিয়া
 আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং সমস্ত রাত্রি বাপন করিয়া প্রভাতকালে
 পুনর্বার সকলে বিবশ হইলেন ॥৩৬॥

ভক্তগণ প্রভাতকালে স্বর্নদী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া প্রাণধারণের এক
 পরম ওষধি স্বরূপ গৌরান্দেরের সুকোমল চরণকমল দর্শন করিলেন ॥৩৭॥

যেখ গৌরচন্দ্রের এই নৃত্য বিলাস সর্বতোভাবে দর্শন করিবার নিমিত্তই

ভুবি ভাতি গৌরহিমরশ্মিরয়ং
 মধুরহ্যতিঃ কিমধুনা ভবতা ।
 ইতি ভূরিশো নভসি চন্দ্রমসং
 জলদোদগমঃ সপদি কিং পিদধে ॥৩৯॥
 ইহ গৌরচন্দ্রমহসা মহতা
 পরিনির্জ্জিতো দিনপতির্নভসি ।
 ত্রপয়ৈব কিং বিনিবিবেশ ভৃশং
 জলদাবলীষবিরলাসু ততঃ ॥৪০॥
 বিকসৎকদম্বনবগন্ধরসৈ-
 রতিচারুবাসিতবতীঃ ককুভঃ ।
 পরিরভ্য হর্ষভবমশ্রুভরং
 জলদোদগমঃ ক্ষণবশাদমুচৎ ॥৪১॥
 করুণাসবেন মধুরে মধুরে
 চরণানুজেহস্র ভুবি রাজতি কিম্ ।
 ইহ মাদৃশৈরিতি মমজ্জ তদা
 সরসীরুহাং ততিরিয়ং সরসি ॥৪২॥

কি সাতিশয় আনন্দ সহকারে মধুর মেঘের স্নিগ্ধকান্তি লইয়া সহসা ধীরে ধীরে
 আকাশ মণ্ডলে উদ্ভিত হইল ? ॥৩৮॥

ভূমণ্ডলে মধুরকান্তি গৌরচন্দ্র শোভা পাইতেছেন, এখন তোমাতে আর
 প্রয়োজন কি ? এই বলিয়াই কি ভূরি রূপে জলধর সহসা উদ্ভিত হইয়া
 সম্প্রতি চন্দ্রমাকে আচ্ছাদন করিল ? ॥৩৯॥

এই ভূমণ্ডলস্থ গৌরচন্দ্রের তেজঃ পুঞ্জ পয়াজিত হইয়াই কি দিগাকর
 লজ্জাবশতঃ আকাশমণ্ডলে নিবিড় জলধরমালার মধ্যভাগে গিয়া লুক্কায়িত
 হইয়াছেন ? ॥৪০॥

যেদোকান বিকসিতকদম্বপুষ্পের সুগন্ধরসদ্বারা সুবাসিত দিগঙ্গনাকে
 আলিঙ্গন করিয়া অতি স্নানশ্বে অশ্রুজল যোচন করিতে লাগিল ॥৪১॥

করুণা মধুদ্বারা মধুর মধুর গৌরাসদেবের পাদপদ্ম শোভা পাইলে তখন

হরিণীদৃশাং কুটিলমেত্বরসং-
 কচপাশভাসুর-রুচো জলদাঃ ।
 চপলাচয়ৈর্মধুরতাং দধিরে
 স্ফুটকেতকাঙ্কিত-তমালতরোঃ ॥৪৩॥

লঘুনৃত্যতোহস্য চরণাঙ্গুরুহং
 ক্ষিতিসঙ্গমো ব্যাথয়তে বহুশঃ ।
 ইতি চিন্তয়া জলমুচঃ সলিলৈ-
 মূৰ্ছলাং সদৈব ধরণীং বিদধুঃ ॥৪৪॥

স যদা সুখেন তহুতে নটনং
 বিলসংপদাঙ্গুবিলাসরসঃ ।
 জলদান্তদৈব করুণৈকনিধে-
 র্গলিতাতপত্রশূষমাং দধতি ॥৪৫॥

নববিজ্রমজ্রমকদম্বরুচা
 পদপল্লবস্তা মধুরচ্চটয়া ।
 ধরণীং চকার করুণাকিরসা-
 বরুণায়িতামরুণপাণিতলঃ ॥৪৬॥

“আমাদের আর প্রয়োজন নাই” এই জানেই কি পদ্মশ্রেণী জলে মগ্ন
 হইতেছে ? ॥৪২॥

ঐ সময়ে হরিণলোচনা কামিনীগণের কুটিল স্নিগ্ধ নীলবর্ণ কেশপাণের
 দ্বার নবীন জলধর সকল বিকসিত কেতকী পুষ্প ক্রোড়স্থ তমাল তরুর দ্বার
 দ্বীপ ক্রোড়স্থিত বিহাংপুঞ্জের সহিত মধুরতা ধারণ করিয়াছিল ॥৪৩॥

গৌরচন্দ্র নৃত্য করিতেছেন, স্নতরাং শুক ভূমির সংযোগ পাদপদ্মকে
 বড়ই ব্যথিত করিতেছে, এই জানেই সজল জলধরগণ সতত জলবর্ষণ দ্বারা
 ভূমিতলকে শূন্য করিতেছে ॥৪৪॥

যখন গৌরচন্দ্র পাদপদ্মের বিলাসভঙ্গী সহকারে নৃত্য বিস্তার করিতেছেন,
 ঐ সময়ে জলধরগণ করুণানিধি গৌরচন্দ্রের মনোহর ছত্রের শোভা ধারণ
 করিয়াছিল ॥৪৫॥

বাহার হস্ততল অরুণবর্ণ সেই করুণাসাগর গৌরচন্দ্র অভিনব বিজ্রম

তপনীয়গৌরবপুষো মহসা
 নটতোহস্থ বারিদ-বলবস্তিমিরাঃ ।
 ককুভো বিভিন্নরুচয়ো মিলিতাং
 যুগনাভিকুঙ্কুমরুচং বিদধুঃ ॥৪৭॥
 তত আগতঞ্চ হরিদাসমহা-
 মহিতাশয়ং সুমহনীয়গুণম্ ।
 নিজপাদপঙ্কজমধুন্দস-
 দ্ভ্রমরং বিলোক্য মুমূদে স বিভুঃ ॥৪৮॥
 পরিরভ্য নির্ভরমযুং সহসা
 স্বপদাজ্জভক্তমমুরক্ততমম্ ।
 বরমাসনং করুণয়া স্বজনৈ-
 নয়নশ্রিয়ানয়দনেককুপঃ ॥৪৯॥
 অভিবাগ তন্তু শিরসা প্রণতো
 বরমাসনং ভুবি চকার পদম্ ।
 প্রভুপাদপঙ্কজপরাগচয়ং
 পরিগৃহ্য ভক্তিপরয়া সধিয়া ॥৫০॥

পুঞ্জের কাস্তিশালিনী স্বীয় পাদপদ্মের সুমধুর ছটা দ্বারা ধরণীতলকে অরুণ বর্ণ করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

আরদ্ধনৃত্য স্বর্ণকাস্তি গৌরচন্দ্রের অঙ্গকাস্তিদ্বারা বলবস্তিমির বিশিষ্ট মেঘশয্ছকর্তৃক দিক্‌সকল বিভিন্ন কাস্তি হইয়া মিলিত যুগনাভি ও কুঙ্কুমের রুচি ধারণ করিল অর্থাৎ মেঘের নীলবর্ণও গৌরাজদেবের গৌরবর্ণ বিশিষ্ট হইল ॥৪৭॥

যিনি নিজ পাদপঙ্কজের মধুতে সম্যক্ উন্মত্ত ভ্রমরতুল্য এবং বাহার গুণ অতিশয় মহনীর সেই মহামহিমায় হরিদাসকে সমাগত দেখিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় হুঁট হইলেন ॥৪৮॥

কৃপানিধান গৌরচন্দ্র স্বপদাজের অতিশয় অমুরক্ত ভক্তকে সহসা

তনুমস্ত্য চন্দনরসেন তদা
 পরিলিপ্য মালামবযোজ্য হৃদি ।
 স চতুর্বিধং মধুরমম্মতঃ
 পরিভোজ্য ভুরিকরুণোমুদে ॥৫১॥

অনুভূত্য সোহপি হরিকীর্তনতঃ
 সততং প্রভোর্নিলয়এব বভৌ ।
 অবলোক্য তঞ্চ নিজপাদযুগ-
 প্রিয়মাননন্দ সতু গৌরশশী ॥৫২॥

অথ তত্র তেন সহ দেবঘটা-
 মুকুটার্ঘ্যরত্ন-রুচিরাজিপদঃ ।
 গমনায় গেহমভিতঃ সহসা
 গতবন্তুমাহ গিরিশং স বিভুঃ ॥৫৩॥

আলিঙ্গন করিয়া করুণাপূর্বক নেত্রভঙ্গীতে স্বজনদ্বারা উৎকৃষ্ট আসন
 আনয়ন করিয়া দিলেন । কিন্তু হরিদাস প্রণত হইয়া সেই আসনকে মন্তক-
 দ্বারা অভিবাদন করিয়া মহাপ্রভুর পাদপঙ্কজের ধূলিকে নিজ বুদ্ধিতেই
 অত্যন্ত ভক্তিসহকারে গ্রহণ করত ভূমিতলে উপবেশন করিলেন ॥৫১॥

দয়াময় গৌরচন্দ্র তৎকালে হরিদাসের অঙ্গে চন্দনলেপন এবং বক্ষঃস্থলে
 মালা অর্পণ করিলেন এবং চতুর্বিধ অর্থাৎ চব্য, চুষ্য, লেহ্য, ও পেয়ভেদে
 চারি প্রকার অন্নাদি ভোজন করাইয়া অতিশয় স্তুষ্ট হইলেন ॥৫১॥

হরিদাসও গৌরাঙ্গদেবের আশ্রয়ে হরিসঙ্কীর্তনে নৃত্য করত শোভা
 পাইতে লাগিলেন । গৌরশশীও নিজ পাদসেবি হরিদাসকে দেখিয়া পরম
 আনন্দিত হইলেন ॥৫২॥

দেবগণের মুকুটস্থ রত্নরাজিনিরাজিতপাদপদ্মপ্রভু গৌরহরি হরিদাসের
 সহিত গৃহাগত গিরিশ অর্থাৎ মহাদেবের স্বরূপ কমলাককে গৃহে গমন নিমিত্ত
 সহসা অহুমতি করিলেন ॥৫৩॥

স তথেষি তস্মৈ বচনাদগিরিশঃ
পৃথিবীতলেষু কমলাক্ষ ইতি ।
প্রথিতো যএষ ভবনং মুদিতঃ
স যযৌ জগৎপ্রভুগিরি পরয়া ॥৫৪॥

অবধূতমীশ্বরমথো বিনয়া-
মিজগাদ তং জিগমিষুং যমিনম্ ।
সমহুত্রজম্নিতি বিধেহি বিভো
সুমহাপ্রসাদমমলং বসনম্ ॥৫৫॥

ইতি তদ্বহির্বসনমেকমসৌ
পরিগৃহ্য কারুণিকতাং রচয়ন্ ।
নিজপাদ-জীবন-ধনেভ্য ঋতে
কমলাক্ষদেবমদদাৎ করুণঃ ॥৫৬॥

অভিবাঢ় তন্তু শিরসা ত ইমে
প্রভুণা সমং স্বগৃহমেব যযুঃ ।
হ্যনদীজলেষু বিহিতাপ্লবনাঃ
কৃতপূজনা অপি যথাবিধি তে ॥৫৭॥

তখন গিরিশ বিনি পৃথিবীতলে কমলাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি জগৎপ্রভু
গৌরহরির সুমধুর বাক্যে আনন্দিত হইয়া নিজ গৃহের প্রতি যাত্রা
করিলেন ॥৫৪॥

অনন্তর গৌরানন্দেব গমনেচ্ছু অবধূত নিত্যানন্দের অহুগামী হইয়া
কহিলেন, প্রভো ! নিত্যানন্দ ! এই মহাপ্রসাদ নির্মল বসন গ্রহণ করুন ॥৫৫॥

করুণাময় নিত্যানন্দ কারুণিকতা বিস্তার পূর্বক সেই একখানি বহির্বাস
গ্রহণ করত কমলাক্ষভিন্ন নিত্যানন্দের পাদপদ্মই ষাঁহাদিগের জীবনধন সেই
সমস্ত ভক্তদিগকে উহা অর্পণ করিলেন ॥৫৬॥

ভক্তগণ সেই বস্ত্রকে যত্নকব্বারা অভিবাচন করত প্রভু নিত্যানন্দের

অহুসঙ্খ্যামাষ্মুরথো নিলয়ে
 পরমেশ্বরস্ত পরমোল্লসিতাঃ ।
 স উপাগতঃ সহদয়ৈঃ পরমৈ-
 র্জগতাং প্রভু প্রভবতা মহসা ॥৫৮॥

মহতা মহেন মহনীয়তনু-
 নিজকীর্তনং নটনমপ্যকরোং ।
 স তু চক্রবদ্ভ্রমণবিভ্রম-সং-
 প্রসরন্মহঃসমুদয়েন তদা ।
 তিরয়ম্লিলাবৃতবিলাসরুচং
 রুচিরাননো রুচিরবাগমুতঃ ॥৫৯॥

নটনান্তরে নিজজনান্ পরিতঃ
 পরিরভ্য নির্ভরমথো সহ তৈঃ ।
 বিলুঠন্ করুণাশুভ্রযুগেন মুদং
 প্ররহন্যুগেন্দ্র ইব সংপ্রবভৌ ॥৬০॥

সঙ্গে নিজগৃহে গমন করিলেন এবং ষথানিয়মে গঙ্গাজলে স্নান পূজাদি
 কার্য্য সকল সমাধা করিলেন ॥৫৭॥

নিত্যকৃত্য সমাধানের পর ভক্তগণ পরম উল্লসিত হইয়া সাবংকালে
 পরমেশ্বর গৌরানন্দেবের আলয়ে আগমন করিলেন এবং মহাতেজস্বী জগৎ
 প্রভু নিত্যানন্দ ও সহদয় ভক্তগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫৮॥

দিব্যতেজে মহনীয়তনু নিত্যানন্দ নিজ কীর্তন ও নৃত্য সম্পন্ন করিলেন ।
 নিত্যানন্দ কীর্তনে চক্রাকারে ভ্রমণ করাতে ঐ নৃত্য-ভ্রমণের শোভায় তাঁহার
 অঙ্গকান্তি এক্রপ প্রসারিত হয় যে, তদ্বারা ইলাবৃতবর্ষের শোভাকে তিরস্কৃত
 করিয়াছিল এবং নিত্যানন্দের মুখপদ্ম ও বাক্যামৃত অতীব মনোহর
 ইয়াছিল ॥৫৯॥

নৃত্যাবসানে সৰ্ব্বতোভাবে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করত তাঁহাদিগের

চিরমেবমেব ধরণীষু বিভূঃ
পরিণূষ্ঠ্য ভক্তনিচয়াস্তরতঃ ।
ভুবি নারদো য ইহ বিপ্রবরঃ
পরিগৃহ্য তং প্রভুবরোহস্তরধাং ॥৬১॥

ন সমীক্ষ্যতেহথ ভূশমাকুলিতা-
স্তমিতস্ততঃ সমহুসন্দধিরে ।
ত ইতস্ততোহথ ন সমীক্ষ্য ভূশং
বিকলা বভুবুরতিদ্বঃখভরৈঃ ॥৬২॥

অথ তাংস্তথাবিধহৃদঃ করুণা-
নধিগম্য ভূরিকরুণো মধুরঃ ।
বিকিরন্মনোজ্ঞতমদৃষ্টিসুধাং
স তু গৌরচন্দ্র উদিয়ায় ততঃ ॥৬৩॥

সহিতই ভূমি লুপ্তিত হইয়া কারুণ্যময় অমুজ্জ্বল অর্থাৎ নেত্ররূপ পদ্মযুগল
দ্বারা হর্ষ বহন পূর্বক যুগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহের ছায় শোভা প্রকাশ
করিলেন ॥৬০॥

এইরূপে নিত্যানন্দ, ভক্তগণ মধ্যে বহুকণ ভূমি লুপ্তিত হইয়া
ভূমণ্ডলে “নারদ” এই নামে বিখ্যাত শ্রীবাসকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্দ্বান
করিলেন ॥৬১॥

ভক্তগণ প্রভুবর নিত্যানন্দকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল
চিত্তে ইতস্ততঃ অহুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাকে কোন স্থানে
দেখিতে না পাইয়া অতীব দুঃখভরে ব্যাকুলিত হইলেন ॥৬২॥

ভূরিকরুণ ও মধুরাকৃতি গৌরহরি করুণাষিত ভক্তগণকে তথাবিধ
অবলোকন করিয়া মনোজ্ঞতম দৃষ্টিসুধা বিতরণপূর্বক আসিয়া উপস্থিত
হইলেন ॥৬৩॥

অভিতোহভিতস্তমভিগৌররুচম্

কমলাননং করুণয়া পরয়া ।

পরিলোকয়ন্তুমতিসাম্রমুদং

নয়নৈর্নিতান্তমপিবল্লিব তে ॥৬৪॥

তদনন্তরঞ্চ রভসাকুলিতৈঃ

সহ তৈঃ স্বপাদযুগমাত্রধনৈঃ ।

নিজকীর্তনামৃতরসেন মুহু-

র্নটনং চকার রসসিদ্ধুশশী ॥৬৫॥

অথ কহিচিদ্বহুবিলাসনিধী

রজনীমুখে সুখময়াধুনিধিঃ ।

অবকৃশ্য ভক্তজনবস্ত্রচয়ঃ

পরিতো বিলস্ত্য পুনরেব দদৌ ॥৬৬॥

তদনন্তরং পুনরতীবসুখা-

দবধূত ঈশ্বর উপেত্য ততঃ ।

অবলোক্য গৌরমতিসাম্রুচং

মধুরং জগৌ নটনমপ্যকরোং ॥৬৭॥

ধাহার অঙ্গকাস্তি গৌরবর্ণ এবং যিনি নিবিড় আনন্দময় ও অতি করুণাতেই যেন ভক্তগণকে অবলোকন করিতেছেন, সেই কমলানন গৌর-চন্দ্রকে ইতস্ততঃ ভক্তগণ যেন আব্রতই নয়ন দ্বারা পান করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

রসসিদ্ধুশশী গৌরচন্দ্র অতিহর্ষে আকুলিত এবং স্বীয় পদযুগল মাত্রই ধাহাদেব ধন, সেই ভক্তগণ সঙ্গে নিজ কীর্তনরূপ অমৃতরসে মগ্ন হইয়া মুহুমূহঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

আনন্দাধুধি বহুবিলাসনিধি গৌরচন্দ্র কোন এক দিবস রজনীমুখে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে ভক্তগণের বস্ত্র সকল আকর্ষণ করিয়া কিয়ৎকণ সর্বতোভাবে বিলাস করত পুনর্বার প্রদান করিলেন ॥৬৬॥

ঈশ্বর অবধূত নিত্যানন্দ উপস্থিত হইয়া অতি নিবিড় গৌরকাস্তি গৌরচন্দ্রকে অবলোকন করত অমধুর গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

নটনাস্তুরে তু ভগবান্ জগতাং
প্রভুরাদিদেশ নিজভক্তজনান্ ।
অবধূতপাদকমলস্য শুভা-
ন্থবনেজনানি পিবত ক্রমতঃ ॥৬৮॥

ত ইদং নিশম্য বচনং শিরসা
প্রণতেন তৎপদপয়াংসি দধুঃ ।
উপজীবিনশ্চরণপঙ্করুহো
বচনে ভবন্তি সততং নিরতাঃ ॥৬৯॥

বচসা বিলাসগমনেন কৃপা-
মৃহনা বিলোকিতরসেন ততঃ ।
হসিতেন সান্দ্ৰমধুরেণ স্মৃৎ
বিদধে জনস্য জগতাং করুণঃ ॥৭০॥

বিহরন্তুমিথমবলোক্য সদা
পরমং প্রভুং নভসি দেবগণাঃ ।
দয়িতাকুলৈঃ প্রমদমন্তধিয়ৌ
দিবসং নিশাঞ্চ গময়ন্তি মুদা ॥৭১॥

নটনাবশানে জগৎপ্রভু ভগবান্ গৌরানন্দেব নিজ ভক্তগণকে আদেশ
করিলেন, অহে ভক্তগণ । তোমরা অবধূত নিত্যানন্দের পবিত্র চরণামৃত
পান কর ॥৬৮॥

ভক্তগণ মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নতমস্তকে প্রভুবর
নিত্যানন্দের পাদোদক ধারণ করিলেন, যে হেতু চরণপদ্মের আশ্রিত ভক্তগণ
প্রভুর আজ্ঞায় সর্বদা অমুরক্ত হইয়া থাকে ॥৬৯॥

ত্রিজগতের কারুণিক গৌরচন্দ্র, কৃপা, মৃহবাক্য, বিলাসযুক্ত গমন, রসপূর্ণ এবং
নিবিড় মাধুর্যশালি দৃষ্টিদ্বারা ভক্তজনের আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

এইরূপে বিহারকারি পরম প্রভুকে অবলোকন করিয়া দয়িতাকুল অর্থাৎ

হরিদাস ঈশ্বর ইতি প্রথিতঃ
পরমো জনো দয়িতগৌরপদঃ ।
পুনরেত্য নুপুরমনোজ্ঞপদ-
দ্বিতয়ো মনর্ন্ত পরমেশপুরঃ ॥৭২॥

পুনরাগতঃ স কমলাক্ষবিভূঃ
প্রভুপাদপঙ্কজযুগং মূঢ়লম্ ।
পরিলোক্য হর্ষবিভরাপ্লুতধীঃ
সুভূষণং ননন্দ জগতীসুখদঃ ॥৭৩॥

ললিতেন পাণ্ডুললিতেন ততঃ
সহ দুর্ব্বয়াক্ষতচ্যৈশ্চ ততঃ ।
সুমনশ্চ্যৈর্মলয়জন্মরসৈঃ
পরিপূজ্য তং প্রভুবরোহম্মদাৎ ॥৭৪॥

প্রিয়তমা দেবীগণের সহিত দেবগণ আকাশ মণ্ডলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া
হর্ষ সহকারে দিবারাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন ॥৭১॥

যিনি হরিদাস ঈশ্বর এই বলিয়া প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট জন ও বাহার
গৌরপাদপদ্ম অত্যন্ত প্রিয়, তিনি পুনর্বার আগমন পূর্ব্বক চরণদ্বয়ে নুপুর
পরিধান করিয়া গৌরাক্ষ দেবের অগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥৭২॥

তৎপরে জগতের আনন্দদায়ক সেই কমলাক্ষ পুনর্বার সমাগত হইয়া
মহাপ্রভুর কোমল চরণ যুগল অবলোকন করত হর্ষভরে আপ্লুতচিত্ত হইয়া
পরম আনন্দলাভ করিলেন ॥৭৩॥

তখন প্রভুবর গৌরচন্দ্র বিগুহ পাণ্ডুল, দুর্বার সহিত অক্ষত অর্ধাং
আতপতঙ্গুল, পুষ্প সমূহ এবং মলয়জ চন্দন দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কমলাক্ষের
পূজা করিয়া তাঁহাকে মহাপ্রসাদ অন্ন প্রদান করিলেন ॥৭৪॥

অতিসাধ্বসাদররসেন তত:

স মহাপ্রসাদমবগৃহ্য মুদা ।

প্রভুনা সমং পরি ননর্ত্ত ভৃশং

হরিকীর্তনামৃতসুখান্বনিধৌ ॥৭৫॥

অথ কশ্চনাতিশয়দীনমনা-

স্তনয়েন ভিক্ষুরেণুসঙ্গতয়া ।

নটতোহস্ম গৌরশশিনঃ পরমং

কিমপীহ বীক্ষ্য বিমুমোহ ততঃ ॥৭৬॥

চিরমুখিতস্ত স জগাদ তদা

কিমহো বিলোকিতমহো কিমিতি ।

তদনন্তরঞ্চ সহ তৈ মুদিতঃ

সমকীর্তয়ন্ ললিতগীতকলাম্ ॥৭৭॥

ইতি ভিক্ষুরেষ বিপুলৈঃ পুলকৈ-

দ্বিগুণীভবন্তহুরতীবসুখী ।

নয়নান্বুভিঃ সততধৌততনু

রসসাগরে পরিমমজ্জ ভৃশম্ ॥৭৮॥

তাহার পর সেই কমলাক্ষ অতীব ভয় ও আদরের সহিত প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ হর্ষে গ্রহণ করত হরিকীর্তনামৃতরূপ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া প্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

অনন্তর অতিশয় দীনচিত্ত কোন একজন ভিক্ষু অমৃগত নিজ পুত্রের সহিত আগমন করিয়া নৃত্যকারি গৌরচন্দ্রের কোন অনির্কচনীয় বিষয় অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া পতিত হইল ॥৭৬॥

তদনন্তর সেই ভিক্ষুক বহুরূপ পরে উদ্ভিত হইয়া “অহো আমি কি দেখিলাম, একি আশ্চর্য্য ?” এইরূপে বিস্ময়প্রকাশ করিল এবং তৎপরে সেই সকল ভক্তগণের সহিত মনোহর গীতকলা গাম করিতে লাগিল ॥৭৭॥

এইরূপে সেই ভিক্ষু বিপুল পুলকে ক্ষীতাজ হইয়া অতিশয় স্তুতী

অথ কহিচিদ্ধিজকুলৈকশশী
ভুবি যন্ত নারদ ইতি প্রথিতঃ ।
অপঠত্বং পদযুতং প্রথমং
সহস্রনামকৃতপৈত্রকৃতিঃ ॥৭৯॥

স্বগৃহে স্থিতঃ স ভগবান্ হরে-
রভিধাং নিশম্য মহিতো মহসা ।
নরসিংহভাবমধিগত্য ততঃ
পুরুষর্ষভোহগমদমুগ্য গৃহম্ ॥৮০॥

মহতীং গদাং করপয়োরুহয়োঃ
পরিগৃহ্য হুঃসহযুপেত্য মহঃ ।
অভিধাবতিস্ম পথি ভূমিতলং
দলয়ন্ পদাশুজবলদলনৈঃ ॥৮১॥

হইল এবং নরনজলে ধৌতাজ হইয়া আনন্দ সাগরে সর্বতোভাবে নিমগ্ন
হইল ॥৭৮॥

অনন্তর কোন সময়ে যিনি ভূমণ্ডলে নারদরূপে প্রসিদ্ধ, দ্বিজকুলের চন্দ্র-
স্বরূপ এবং যিনি পৈত্রকার্য বিশেষরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, সেই মহাত্মা
শ্রীবাস বৃহৎ পদযুক্ত সহস্র নাম প্রথমতঃ পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান গৌরানন্দেব নিজগৃহ হইতে নৃসিংহদেবের নাম
প্রবণ করত অতিশয় তেজঃ প্রকাশপূর্বক নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীবাসের
গৃহে গমন করিলেন ॥৮০॥

তৎকালে মহাপ্রভু দুই হস্তে গদাধারণ করত হুঃসহ তেজঃ গ্রহণ করিয়া
পাদপদ্মের অম্বুহং বিক্ষেপ দ্বারা ভূমিতলকে বিদলিত করিয়া ধাবিত
হইলেন ॥৮১॥

অথ তং তথাবিধমবেক্ষ্য জনাঃ
পথি ধাবনেন পরিদীপ্তজবম্ ।
অভিতোহভিতো ভয়মুপেতা ভৃশং
পরিহ্রুৎবুর্জতমতিপ্রচলাঃ ॥৮২॥

স তু তান্ পলায়নপরান্ মহুজা-
নবলোকয়ন্তুদিহ সৌস্থ্যমধাৎ ।
পরিহায় তাং স্মমহতীক্শ গদা-
মগমচ্ছনৈর্ভবনমশ্রু তদা ॥৮৩॥

উপগম্য তত্র মনসা যুত্বনা
জনতা-পলায়নবিলোকনতঃ ।
অপরাধবানহমমুত্র জনে
সততং কিমিত্যথ জগাদ বিভুঃ ॥৮৪॥

ন হি তে কচাপি ভগবন্ ভবিতা
নিখিলাপরাধশমনশ্রু বিভোঃ ।
অপরাধ এষ করুণাবিভব-
স্তব সত্যমিথমবদৎ স্বজনঃ ॥৮৫॥

অনন্তর পথ মধ্যে ধাবন হেতু ষাঁহার বেগ অত্যন্ত প্রদীপ্ত সেই নরসিংহ-
রূপি গৌরহরিকে অবলোকন করিয়া জন সকল অত্যন্ত ভীত হইয়া বেগে
ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥৮২॥

কিন্তু গৌরচন্দ্র সেই জন সমূহকে পলায়ন পর দেখিয়া কক্ষিৎ স্নেহতা
অবলম্বন করিলেন এবং সেই স্মমহতী গদাকে পরিত্যাগ করত ধীরে ধীরে
ত্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥৮৩॥

তথায় উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্তিতে জনসমূহকে পলায়ন পরায়ণ দেখিয়া
“আমি এই জন সকলের নিকট অপরাধী হইয়াছি কি ? গৌরাজদেব সততই
বলিতে লাগিলেন ॥৮৪॥

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ কহিলেন “হে ভগবন্ ! কোনক্রমেই আপনার

অপরেছ্যরশ্য করুণাশ্রুনিধেঃ
 পুরতশ্চ কশ্চন শৃগায়নকঃ ।
 শিবগীতমুস্তমশুখেন জগৌ
 করুণাশয়াশ্য করুণশ্য বিভোঃ ॥৮৬॥

নিশময্য গীতমতিধীরপদং
 ললিতং বভূব ভগবান্মুদিতঃ ।
 অধিরুহ্য তস্য লসদংসতটং
 নটনং চকার স চ ধূর্জটিবৎ ॥৮৭॥

মদঘৃণিতাক্ষিযুগলো বিপুলৈঃ
 পুলকৈরতীবরুচিরো রুচিমান্ ।
 স তদংসমূলমধিরুহ্য তদা
 শিববল্লনর্ত করুণাশ্রুনিধিঃ ॥৮৮॥

অপরাধ হইতে পারে না, যে হেতু আপনি নিখিল অপরাধের শাস্তি বিধান
 করিতে সক্ষম, তবে যে আপনি অপরাধ স্বীকার করিতেছেন, ইহা কেবল
 আপনার বিভব মাত্র ॥৮৫॥

একদিন একজন সুন্দর গায়ক, করুণানিধি গৌরচন্দ্রের অগ্রে আসিয়া
 অতিশয় আনন্দ সহকারে করুণাসাগর গৌরচন্দ্রের করুণা নিমিত্ত উত্তম শিবগীত
 গান করিতে লাগিল ॥৮৬॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র ধীরপদ-মনোহর-গান শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন
 এবং তাহার শোভন স্বরূপে আরোহণ করত ধূর্জটি মহাদেবের আশ্রয় নৃত্য
 করিলেন ॥৮৭॥

ঐহার নেত্র যুগল মদঘৃণিত বিপুল পুলকে যিনি অতীব মনোহর মুক্তি,
 সেই করুণাশ্রুতি গৌরানন্দেব সেই গায়কের স্বরূপে আকৃষ্ট হইয়া তৎকালে
 শিববৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৮৮॥

ভূবি যন্ত নারদ ইতি প্রথিতঃ
স পপাঠ তত্র গিরিশস্তবনম্ ।
অতিশুশ্রবঃ স তু মুকুন্দভিষক্-
স্তবনং মহিম্ন ইহ হস্ত জগৌ ॥৮৯॥

তদনন্তরং সতু তদংসভুবং
পরিমুচ্য তত্র রতসাদভজং ।
বরমাসনং নিজজনান্ সততং
পরিহর্ষয়ন্ কুমুদবান্ধববং ॥৯০॥

নটনাবসানসময়েহৃদ্যদিনে
পুরতঃ সমেত্য বিনিপত্য ভূবি ।
ভ্রশমগ্রহীৎ পদপয়োজরজাং-
শ্রুথ কাচন দ্বিজবধুপ্রবরা ॥৯১॥

তদিদং বিলোক্য সহসৈব তয়া
বিহিতং বভার বহুদুঃখভরম্ ।
দ্যানদীজলেহথ নিপপাত তদা
চপলং প্রমৃত্য বহুধা বিকলঃ ॥৯২॥

ঐ সময়ে পৃথিবীতে যিনি নারদরূপে প্রসিদ্ধ সেই শ্রীবাস পণ্ডিত
গিরিশজ্যোত্স এবং মুকুন্দবৈষ্ণব স্তবের মহিম্নস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৮৯॥

তদনন্তর গৌরচন্দ্র গায়কের স্বকৃষ্ণল পরিচ্যাগ পূর্বক কুমুদবান্ধব শশধরের
শ্রায় নিজ জনগণকে হর্ষিত করিয়া সেইস্থানে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট
হইলেন ॥৯০॥

অন্ত এক দিবস নৃত্যাবসান সময়ে কোন একজন শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণবধু আগমন
পূর্বক প্রভুর অগ্রে ভূষিপতিত হইয়া পাদপদ্মের রজঃ গ্রহণ করিলেন ॥৯১॥

তখন গৌরচন্দ্র ব্রাহ্মণী কর্তৃক বিহিত দুঃখভারকে গ্রহণ করত বহুবিধ
বিকলতা প্রকাশ পূর্বক অপসৃত হইয়া গঙ্গাজলে নিপতিত হইলেন ॥৯২॥

তময়ুং তথাবিধমবেক্ষ্য বলী
সমমুদ্দধার পয়সোহতিবলাৎ ।
অবধূতদেব ইহ গৌরবিভুং
গুরুদোষ'য়েন সহসা বিকলঃ ॥৯৩॥

হরিদাসকপ্রভৃতয়োহমুচরাঃ
সহসা সমেত্য বহুধা বিধুরাঃ ।
পরিবক্রুরেনমতিকারুণিকং
সভয়ং সগদগদমমী রুরুহুঃ ॥৯৪॥

স মুরারিগুণ্ডনিলয়ং সহ তৈ-
রুপগত্য ভূরিকরুণঃ প্রবভৌ ।
পুনরপ্যাগাদ্বিক্রগেহমথো
রজনীঞ্চ তত্র করুণোহগময়ৎ ॥৯৫॥

ভগবান্ প্রভাতসময়েহমুদিনে
হ্যনদীং প্রতীর্য্য সহ তৈরগমৎ ।
তটমুত্তরং বিকলিতেন হৃদা
ক্ষণমেব বিশ্রমণমাতনুত ॥৯৬॥

অনন্তর অতিবলবান্ অবধূত দেব গৌরচন্দ্রকে তথাবিধ অবস্থাপন্ন
দেখিয়া প্রশস্ত ভূজযুগল দ্বারা অতিদুঃখে বলপূর্ব্বক জল হইতে তাঁহাকে
উদ্ধার করিলেন ॥৯৩॥

অতঃপর হরিদাস প্রভৃতি অমুচরবর্গ সমাগত হইয়া অতিকাতরে
জলোথিত করুণানিধি গৌরচন্দ্রকে বেঠেন করত সভয়ে গদগদ অর্থাৎ অশ্রুট-
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৯৪॥

ভূরিকরুণ গৌরচন্দ্র সেই সকল ভক্তগণের সহিত মুরারি গুপ্তের
গৃহে উপস্থিত হইয়া পরম শোভিত হইলেন, তৎপরে দ্বিজ হরিদাসের গৃহে
গমন করত তথায় রজনী বাপন করিলেন ॥৯৫॥

ভগবান্ গৌরান্দেব অতদিন প্রভাতসময়ে সেই সকল ভক্তগণের সহিত

অথ তে ভয়েন মহতা বিলয়ে:

পরিসাস্ত্রনং কিল বিধায় মুহুঃ ।

প্রভুমালায়ং সমনয়নুদিতা

ভজতাং হি ভাববশ এষ খলু ॥৯৭॥

শ্রীবাসস্য গৃহং সমেত্য স পুনঃ প্রোবাচ ধীরাঙ্করং

সর্বেষামবশৃংগতাং হি পুরতঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ।

ত্যক্তদাহং জননীং ব্রজামি

কিল চেৎ কুত্রাপি তস্মাজ্জনঃ

সর্বোহয়ং কৃতবান্ বিরুদ্ধমসকৌ

নূনং বদিষ্যত্যদঃ ॥৯৮॥

মুরারি গুপ্তোহথ জগাদ বাক্যং

শ্রদ্ধা তদীয়ং সুধয়েব সিক্তম্ ।

ন কোপি নাথেহ ভবৎসু তত্ত-

দ্বদিয্যতি প্রেমদপাদপদ্যঃ ॥৯৯॥

গঙ্গা পার হইয়া উত্তরতীরে গমন করত অতিবিকল চিন্তে তথায় বিশ্রাম লুখ অহুভব করিতে লাগিলেন ॥৯৬॥

ভক্তগণ ভীত চিন্তে বিনয় করিয়া বারম্বার পরিসাস্ত্রনা করত আনন্দচিন্তে প্রভুকে আলয়ে আনয়ন করিলেন, যেহেতু এই গৌরচন্দ্র কেবল ভক্তগণেরই ভাবে বশীভূত ॥৯৭॥

প্রভুপাদ শ্রীগৌরচন্দ্র পুনর্বার শ্রীবাসের গৃহে সমাগত হইয়া সমস্ত ভক্তগণের অগ্রে অত্যন্ত ধীরভাবে কহিলেন যে, আমি যদি জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে গমন করি, তাহা হইলে এই সমস্ত লোকে ইহাই বলিবে যে, এই অকৃতজ্ঞ গৌরচন্দ্র অত্যন্ত বিরুদ্ধ কর্ম করিয়াছেন ॥৯৮॥

মুরারি গুপ্ত কহিলেন, নাথ ! আপনার পাদপদ্য প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন, আপনাকে দ্বেশ বাক্য কেহই বলিবে না ॥৯৯॥

শ্রদ্ধেথং বচনমসৌ কৃপাসমুদ্রঃ
 সংস্রষ্টঃ পরমসুখস্তমালিলিজ ।
 সোপ্যেবং পুলকযটাবিভিন্নদেহঃ
 শ্লোকৈককং মুদিতমনাঃ পপাঠ দৈন্যাত্ ॥১০০॥

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ানিত্যাदि ।
 শ্রদ্ধা স ইথমুদিতং ভগবাংস্তদৈব
 স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ ।
 রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন
 তেজশ্চয়েন দিননাথসহস্রতুল্যঃ ॥১০১॥

ইদং শরারং পরমং মনোজ্ঞং
 সচ্চিদ্বদনানন্দময়ং মমৈব ।
 জানীত যুগং নহি কিঞ্চিদন্য-
 দ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে ॥১০২॥

কৃপাধুনি গৌরচন্দ্র এই বাক্য শুনিয়া স্রষ্ট ও আনন্দিত হইয়া মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মুরারিও হৃষ্টমনা হইয়া পুলকিতাজে অতীব দৈন্ত্য করত “কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্” অর্থাৎ পাপিষ্ঠ ও দরিদ্র আমিই বা কোথায় এরূপ একটা দশমস্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পাঠ করিলেন ॥১০০॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিয়া তৎকালীন স্বীয় ঐশ্বর্য্যলাভ করত অত্যাশ্রিত তেজোরশি দ্বারা সহস্রশ্রব্যের দ্বারা প্রকাশমান হইয়া শোভন আসনোপরি অধিষ্ঠানান্তর পরম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১০১॥

এবং কহিলেন আমার এই শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিত্যচিদ্বদন ও আনন্দময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই ॥১০২॥

হৃষ্টান্তস্তম্ভাথবাক্যং নিশম্য
 প্রোক্তদ্রোমাঞ্চাঞ্চিতাঙ্গাঃ সমস্তাং ।
 শ্রীবাসাত্মা নেত্রবারিপ্রবাহৈঃ
 সম্যক্ স্নাতান্তত্র তত্রৈবমাসন্ ॥১০৩॥
 শ্রীবাসোহসৌ পূর্ববদগাঙ্গতোয়ৈঃ
 স্বচ্ছস্বচ্ছৈঃ স্নাপয়ামাস ভূয়ঃ ।
 শ্রীগৌরাঙ্গং তৎপদৈকাবলম্বঃ
 প্রেমাস্তোভির্ধৌতসর্বান্ধরম্যম্ ॥১০৪॥
 যাবৎ কুন্তৈর্গৌরচন্দ্রাঙ্গযন্তৌ
 গাঙ্গাতোয়ৈর্ভূসুরোহয়ং সিষেচ ।
 তাবৎ স্বাস্ত্রে নেত্রপাথোরুহাভ্যাং
 প্রেমা নির্ঘস্তোয়মুদগীর্ণবান্ সং ॥১০৫॥
 এবং ভূয়ঃ কৌতুকং তে বিলোক্য
 প্রেমোদভ্রাস্তাঃ কীৰ্ত্তনং নৰ্ত্তনঞ্চ ।
 উচ্চৈরুচ্চৈশ্চক্রুঃ স্তম্ভচিত্তাঃ
 শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমমাত্ৰাবলম্বাঃ ॥১০৬॥

শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর ঐ সকল বাক্য শুনিয়া সর্বতঃ সমুদগত
 রোমাঞ্চে অঞ্চিতাঙ্গ এবং নেত্রবারি প্রবাহে স্নাত হইয়া সেই সেই স্থানেই
 অবস্থিত রহিলেন ॥১০৩॥

প্রেমজলে সর্বান্ধধৌত হওয়াতে যিনি নিত্যই মনোজ্ঞ কান্তি, সেই
 গৌরাঙ্গদেবকে গৌরপদাশ্রিত শ্রীবাস অতি নির্মল গাঙ্গাজল দ্বারা পূর্বৈক
 ত্রায় স্নান করাইলেন ॥১০৪॥

সেই দ্বিজবর শ্রীবাস গৌরচন্দ্রের অঙ্গযষ্টিতে যত কুন্তদ্বারা সেচন করিয়া-
 হিলেন, নিজাঙ্গেও অতিপ্রেমে নেত্র যুগলোদগত তত জলরাশি উদ্গিরণ
 করিলেন ॥১০৫॥

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমমাত্ৰাবলম্বী ভক্তগণ পুনর্বার কৌতুক

অন্তেহ্যার্গোরচন্দ্রো নিজজনসহিতো ভক্তিশিক্ষাং বিতম্-

মত্যস্তাশ্চর্য্যচেষ্ঠঃ কমলভবভবাত্তৈর্ভূশং ভাবনীয়ঃ ।

কুজানাত্তৈঃ সমস্তাং সকলমমুপুং দেবতানাং নিকেতং

সম্মার্জনা চ চক্রে জগতি সুবিদিতো মার্জিতং

শশ্বদেব ॥১০৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে

সপ্তমঃ সর্গঃ ॥

দেখিয়া প্রেমোদ্ভাস্ত ও উন্নত চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীৰ্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥১০৬॥

কমলভব ব্রহ্মা ও মহাদেব প্রভৃতি দেবগণও ঐহাকে নিরন্তর চিন্তা করেন, সেই গোরচন্দ্র অতদিন নিজজনের সহিত ভক্তিশিক্ষা বিস্তার করত অত্যন্ত আশ্চর্য্যচেষ্ঠে হইয়া এই জগন্মণ্ডলে কুংসিং জ্ঞানাদি দ্বারা মমুপুং অর্থাৎ মমুশালয় এবং সম্মার্জনী দ্বারা দেবালয়সমূহ নিরন্তর মার্জিত করিয়া জগজ্জনের সুবিদিত হইয়াছিলেন ॥১০৭॥

অষ্টমঃ সৰ্গঃ

কদাচিদথ তং প্রীত্যা গচ্ছন্তং পরমং প্রভুम् ।
প্রণম্য বিনয়াৎ কশ্চিৎ প্রোবাচ মধুরাক্ষরম্ ॥১॥

সৰ্ব্বং ত্বাং দেবদেবেশং সচ্চিদ্ব্যনশরীরিণম্ ।
পুরুষং পরমং প্রাহস্তম্নোদ্ধরসি কিং হু মাং ॥২॥

ত্ৰাহি মাং সৰ্ব্ব সৰ্ব্বেশ কুষ্ঠাৎ পরমগৰ্হিতাং ।
দোধুমান্ হৃদয়ং কৃপাং কুরু কৃপানিধে ॥৩॥

শ্রদ্ধেদং তদ্বচঃ শ্রীমান্ ক্রোধারুণিতলোচনঃ ।
জগাদ বদনব্যাজাদ্বিজরাজেন শোভিতঃ ॥৪॥

আঃ পাপাত্মনু হুৱাচাৰ মদন্তদ্বেষকাকৰক ।
ত্ৰামুদ্ধৰিষ্যে চেন্নাহমুদ্ধৰিষ্যামি কং ততঃ ॥৫॥

অনন্তর কোন এক দিবস মহাপ্রভুকে প্রীতিপূৰ্বক গমন কৰিতে দেখিয়া
কোন এক ব্যক্তি প্রণাম পূৰ্বৰ বিনয় সহকাৰে মধুৰবচনে কহিল ॥১॥

প্রভো! সমস্ত লোক আপনাকে দেবদেবেশ্বৰ, সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ এবং
পরম পুরুষ বলিয়া থাকে অতএব আমাকে উদ্ধার কৰিবেন কি ? ॥২॥

হে সৰ্ব্ব! হে সৰ্ব্বেশ্বৰ! পরম গৰ্হিত কুষ্ঠরোগ হইতে আমাকে রক্ষা
করুন, হে কৃপানিধে! আমার হৃদয় অত্যন্ত দন্ধ হইতেছে, আমার প্রতি কৃপা
করুন ॥৩॥

বদনচ্ছলে দ্বিজরাজশোভিত শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র তাহার এই বাক্য শুনিয়া
ক্রোধারুণিত লোচনে কহিলেন ॥৪॥

পাপাত্মনু হুৱাচাৰ! তুই আমার ভক্তের দ্বেষকাৰক, তোকে যদি আমি
উদ্ধার না কৰি, তাহাতে কি হইবে! ॥৫॥

শ্রীবাসস্ত্য সদা দ্বেষং যতন্ত্বং কৃতবানসি ।

অতএব প্রতিভবং কুষ্ঠী খলু ভবিষ্যসি ॥৬॥

অগ্নিন্ দেহে তু যে প্রাণান্তে ন লক্ষ্য্য কদাচন ।

বহিষ্চরা ইব প্রাণা বৈষ্ণবা ইতি বিদ্ধি মে ॥৭॥

যে যে যেন প্রকারেণ তান্ দ্বিষন্তি মম প্রিয়ান্ ।

তেষাং তেষাং প্রতিভবং নরকে পতনং ভবেৎ ॥৮॥

বৈষ্ণবেভ্যো নতা যেচ যে তদাজ্ঞাপরায়ণাঃ

তে তএব তরিষ্যন্তি সংসারার্ণবমুৎকটম্ ॥৯॥

ইত্যুক্ত্য গেহমগমং শ্রীবাসস্ত্য মহাপ্রভুঃ ।

তেন সাক্ষিং তদা রেমে ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ॥১০॥

একদা নৃত্যসময়ে দ্রষ্টুং গৌরান্ধসুন্দরম্ ।

চলিতো দ্বারপালেন বারিতো ধরণীশুরঃ ॥১১॥

যেহেতু তুই সর্বদা শ্রীবাসের দ্বেষ করিয়াছিস, অতএব তুই প্রতি জন্মে নিশ্চয় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবি ॥৬॥

এই দেহে যে সকল প্রাণ আছে তাহা কখন লক্ষ্য হয় না কিন্তু বৈষ্ণব সকল আমার বহিষ্কৃত প্রাণ জানিবি ॥৭॥

যে যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমার প্রিয়, সেই সকল বৈষ্ণবকে দ্বেষ করে, তাহাদের তাহাদের প্রতিজ্ঞা নরকে পতন হইবে ॥৮॥

যে যে ব্যক্তি বৈষ্ণবদিগের নিকট প্রণত এবং বৈষ্ণবদিগের আজ্ঞা পরায়ণ, সেই সেই ব্যক্তিই এই উৎকট সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে ॥৯॥

মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন এবং ভক্ত ভক্তিমান্ ভগবান্ গৌরচন্দ্র তৎকালীন তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥১০॥

কোন এক দিবস নৃত্যসময়ে গৌরান্ধসুন্দরকে দেখিবার নিমিত্ত একজন

ক্রুদ্ধোহপরদিনে সোহয়ং গঙ্গায়ান্তটসন্নিধৌ ।

দৃষ্ট্বা জগৎপ্রভুং তত্র ছর্ম্মুখো রোষলোহিতঃ ॥১২॥

উপবীতং দ্বিধা চ্ছিত্বা শাপং দাস্ত্যম্মিদং জগৌ ।

ত্বাং নৃত্যসময়ে ত্রষ্টুং গন্তবানহমেকদা ॥১৩॥

তবৈব দ্বারপালেন বারিতস্তেন ছুঃখিতঃ ।

শাপং দদামি তন্তুভ্যং সংসারচ্ছিত্তিরস্তু তে ॥ ৪॥

তচ্ছ ত্বা ভগবান্নাথো ননন্দ মনসা মুহুঃ ।

রুষ্টস্য শাপো বিপ্রস্য বরোহভূদিতি হর্ম্মিতঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রুত্বা হরৌ শাপং ব্রহ্মশাপাদিমুচ্যতে ।

তদিদং শ্রদ্ধয়া লোকৈঃ শ্রোতব্যং শুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥১৬॥

ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে দ্বারপাল তাঁহাকে নিবারণ করায় তিনি দ্বারদেশ হইতে চলিয়া গেলেন ॥১১॥

অত্ৰ এক দিবস সেই দুর্শুখ ব্রাহ্মণ গঙ্গার তটসন্নিধানে জগৎপ্রভু গৌরানন্দবকে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধে লোহিত বর্ণ হইল এবং যজ্ঞোপবীত ছেদন করত শাপ দিতে উত্তত হওত এই বাক্য কহিল যে, আমি এক দিবস নৃত্য সময়ে তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তোমারই দ্বারপাল আমাকে নিবারণ করিয়াছিল, তাহাতে আমি দুঃখিত হইয়া তোমার সংসার ছেদন হউক এই বলিয়া তোমাকে শাপ দিয়াছি ॥১২॥১৩॥১৪॥

দীননাথ ভগবান্ গৌরচন্দ্র দুর্শুখ ব্রাহ্মণের ঐরূপ শাপ শুনিয়া মনোমধ্যে অতিশয় আনন্দানুভব করিলেন এবং রুষ্ট ব্রাহ্মণের শাপ আমার প্রতি বর হইল এই মনে করিয়া অতিশয় স্তম্ভ হইলেন ॥১৫॥

যে যাহা হউক, গৌরহরির প্রতি ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রদত্ত এই শাপ শ্রবণ করিলে লোক সকল ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে অতএব এই বিবরণ লোক সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে শুদ্ধ বুদ্ধিতে শ্রবণ করা কর্তব্য ॥১৬॥

অন্তোদ্রাঃ পদ্মিনীং মুদ্রাং করেণাহকৌহপসারয়ন্ ।

উদয়াভ্রৈঃ সমুত্তস্থৌ বিলাসী শয়নাদিব ॥১৭॥

ততো গৌরাজচন্দ্রোহপি ব্রাহ্মণান্ সজ্জনান্ বহুন্ ।

পাঠয়ন্ পূর্ণগীষ্মরশ্মিবৎ স ব্যরোচত ॥১৮॥

ক্ষণানৈবহস্যসত্ত্বিনঃ স্থলংসর্বতমুঃ প্রভুঃ ।

মধুনি দেহি দেহীতি বভাষে মধুরাননঃ ॥১৯॥

আশ্চর্য্যামাশ্চর্য্যমিদং চরিতং পরমাত্মনঃ ।

হাটকাচলগৌরোহয়ং রোপ্যাচল ইবাভবৎ ॥২০॥

সীরপাণিং নীলবাসঃ সমলঙ্কৃতবিগ্রহম্ ।

ঘূর্ণাপূর্ণাক্ষিযুগলং মদমন্তুবিচেষ্টিতম্ ॥২১॥

এবং তন্তুংক্ষণে সর্বৈ দদৃশুস্তে মুদাস্থিতাঃ ।

রোহিণ্যঙ্গভুবো ভাবং দধানং পরমেশ্বরম্ ॥২২॥

বিলাসী ব্যক্তি বেকুপ শয়ন হইতে উত্থিত হয়, তাহার ত্রায় অত্র দিন সূর্য্যদেব মুদ্রিত। পদ্মিনীকে বিকসিত করিয়া উদয়গিরি হইতে সমুখিত হইলেন ॥১৭॥

গৌরাজচন্দ্রও বহুসংখ্যক সজ্জন ব্রাহ্মণগণকে পাঠ করাইয়া পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় শোভিত হইলেন ॥১৮॥

ক্ষণকালেই ঐহার সর্বাক্ষ বিহ্বলতা বশতঃ বিভিন্ন ও স্থলিত হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অমধুর বাক্যে “মধু দাও মধু দাও” এই বাক্য কহিতে লাগিলেন ॥১৯॥

আহা ! পরমাত্মা গৌরচন্দ্রের এই চরিত্র কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য, স্বর্ণপর্কত সদৃশ এই গৌরবিগ্রহ রৌপ্য পর্কতের ত্রায় হইয়া উঠিল ॥২০॥

নীলবস্ত্রে ঐহার বিগ্রহ সম্যকরূপে অলঙ্কৃত নেত্রযুগল ঘূর্ণাপূর্ণ এবং মদমন্তুর ত্রায় ঐহার চেষ্টা, সেই রোহিণীনন্দন বলরামের ভাব ধারণ

কীৰ্ত্তয়ন্তিস্ততঃ সৰ্বৈৰ্জ্ঞানৈঃ সহ মহাপ্ৰভুঃ ।

মুরারিগুণ্ডনিলয়ে জগাম পরমোৎসুকঃ ॥২৩॥

মধুনি দেহি দেহীতি তত্রাপি মধুরাক্ষরম্ ।

উক্তানুপাত্ৰং হস্তেন ধৃষ্ট্বানু নি ভূষণং পপৌ ॥২৪॥

মদঘৃণ্ণিতলোলাক্ষঃ ক্ষণদানাথমুন্দরঃ ।

শুক্লৈর্মহোভির্গেহস্ত্য শৈত্যং কুৰ্ব্বন্ননৰ্ত্ত সঃ ॥২৫॥

নাহং স কৃষ্ণো বচসা যোহসৌ শীঘ্ৰং সুখী ভবেৎ ।

তদানয়ানয় ভূষণং মধুচ্যুত সমৰ্পয় ॥২৬॥

ইতুংতৈদেকেন হস্তেন দ্বিজৈকং প্রাক্ষিপৎ প্রভুঃ ।

আরাদেব পপাতাসৌ মল্লোহপি বলবন্তরঃ ॥২৭॥

করাতে পরমেশ্বর গৌরাজ দেবকে তত্তৎকালে লোক সকল অত্যন্ত হুট্ট হইয়াঃ
এইরূপ লাঙ্গলধারী বলরামের ত্রায় দর্শন করিতে লাগিল ॥২১॥ ॥২২॥

তদনন্তর মহাপ্রভু পরম উৎসুক হইয়া কীৰ্ত্তনকারি জনসকলের সহিত
মুরারি গুপ্তের আলয়ে গমন করিলেন ॥২৩॥

সে স্থানেও “মধু দাও মধু দাও” মধুরাক্ষরে এই কথা বলিয়া জল পূরিত
পাত্ৰ হস্তে ধারণ করত অতিশয়রূপে জল পান করিলেন ॥২৪॥

মদবিঘৃণিত চঞ্চললোচন তথা ক্ষণদানাথ অর্থাৎ শশধরের ত্রায়
কমনীয়কান্তি গৌরাজমুন্দর নিজাঙ্গের গুরুকান্তি দ্বারা গৃহকে ধবলিত করিয়া
নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২৫॥

আর কহিলেন “আমি সে কৃষ্ণ নহি” যদি এই বাক্যে কেহ সুখী হও,
তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র মধু আনয়ন করিয়া আমাকে সমৰ্পণ কর ॥২৬॥

মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া একজন ব্রাহ্মণকে এক হস্তে ধারণ করিয়া
নিষ্কেপ করিলেন, সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় বলবান্ এবং মল্ল হইলেও দূরে গিয়া
পতিত হইল ॥২৭॥

প্রাতরেব বলাবেশ-বিবশো রজনীমুখে ।

প্রবৃদ্ধঃ স্ত্যক্তদা স্নানং কৰোতি কমলেক্ষণঃ ॥২৮॥

অপরেছ্যদীপ্যমানস্তেজোভিরতিদুঃসহৈঃ ।

মূহুমু'মোহ ভগবান্ বিকীর্ণকচসঞ্চয়ঃ ॥২৯॥

বলদেবাবেশরম্যং মত্তদ্বিরদগামিনম্ ।

মত্তসিংহসমোল্লাসং মদঘূর্ণিতলোচনম্ ॥৩০॥

রজ্যদৃগুস্থলং চণ্ডরশ্মিকোটিসমপ্রভম্ ।

বৈহ্বল্যহুমহদয়ং দৃষ্টে'থং তে তদা বদন্ ॥৩১॥

কিমিদং নাথ কোবায়ং বেশঃ কিম্বা পরং মহঃ ।

কিমত্র কারণং ক্রহি ভগবান্ সৰ্ব্বভাবনঃ ॥৩২॥

এবং বলাবেশলীলাললিতো ললিতাম্পদম্ ।

উবাচ স্থলিতং শশ্বদচনং মদঘূর্ণিতঃ ॥৩৩॥

কমললোচন মহাপ্রভু প্রাতঃকালেই বলরামের আবেশে বিবশ হইয়াছিলেন
কিন্তু সন্ধ্যাকালে চেতনা হওয়ায় তখন গিয়া স্নান করিলেন ॥২৮॥

ভগবান্ শচীনন্দন অত্র একদিবস অত্যন্ত দুঃসহ স্বীয় তেজোরশি দ্বারা
দেদীপ্যমান হইয়া কেশকলাপ বিকীর্ণ করত বারম্বার মোহগ্রস্ত হইলেন ॥২৯॥

বলরামের আবেশে ষাঁহার মূর্ত্তি রমণীয়, মদমত্ত হস্তির তায় ষাঁহার গমন,
মত্তসিংহ সদৃশ ষাঁহার উল্লাস, মত্ততা হেতু ষাঁহার লোচন ঘূর্ণিত, ষাঁহার
গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ, প্রচণ্ড রশ্মি অর্থাৎ সূর্যের তায় যিনি প্রভাবশালী
এবং বিহ্বলতায় ষাঁহার হৃদয় সর্বদা বিচ্ছিন্ন হইতেছে, এতাদৃশ অবস্থাপন্ন
গৌরান্ধদেবকে দেখিয়া ভক্তগণ এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, হে নাথ,
হে গৌরান্ধনন্দন একি ! আপনার এ কোন্ আবেশ উপস্থিত হইয়াছে,
আপনি সর্বভাবন অর্থাৎ সর্বজীব স্রষ্টা, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ অতএব বলুন
ইহার কারণ কি ? ॥৩০॥৩১॥৩২॥

গৌরান্ধ মদঘূর্ণিতলোচনে স্থলিতবাক্যে বলরামের আবেশে বলিলেন—

দৃষ্টো ময়া সীরপাণিনীলাঘরধরঃ পুমান্ ।

রোপ্যাচল ইব শ্রীমান্ কোহপ্যসৌ মাদৃশৈরিহ ॥৩৪॥

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নং তত্র জগাদ তম্ ।

যন্তুয়া নাথ দৃষ্টোহসৌ কুত্রান্তে বলিনাং বরঃ ॥৩৫॥

এবং বদন্ দদর্শাসৌ তমেব হলিনঃ প্রভোঃ ।

আবেশাবেশবিম্বাসং বিভ্রতং গৌরমুন্দরম্ ॥৩৬॥

ততন্তুস্তাবমাপন্নঃ শ্রীমান্ কোটীন্দুমুন্দরঃ ।

গৌরাজ্ঞো নর্তনং চক্রে তৈঃ সর্কৈর্মু'দিতাঅভিঃ ॥৩৭॥

নৃত্যতন্তুশ্চ পীযুষদ্রবসিক্তৈঃ পদে পদে ।

জল্লিতৈস্তে স্বর্গসুখমধরীচক্ররঞ্জসা ॥৩৮॥

এবং দিনং স নৃত্যেন নিনায় পরমপ্রভুঃ ।

কীর্তনামৃতবাপীষু স্নাতৈস্তৈঃ স্বজনৈঃ সহ ॥৩৯॥

আমি রক্তগিরির ছায় শোভাসম্পন্ন নীলাঘরধারী লাঙ্গলপাণি মহাপুরুষ
বলরামকে দেখিয়াছি ॥৩৩॥৩৪॥

আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর কহিলেন, নাথ আপনি ষাঁহাকে দেখিয়াছেন
সেই বলিশ্রেষ্ঠ পুরুষ কোন্ স্থানে আছেন ? ॥৩৫॥

এই কথা বলিয়া চন্দ্রশেখর প্রভু বলভদ্রের বেশবিম্বাসধারি গৌরমুন্দরকে
অবলোকন করিলেন ॥৩৬॥

তদনন্তর কোটি চন্দ্রতুল্য সুন্দর শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রে বলরামের ভাবাপন্ন
হইয়া সেই হৃষ্টচিত্ত ভক্তগণের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥৩৭॥

গৌরচন্দ্রে নৃত্য করিতে করিতে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলেন, ভক্তগণ
পদে পদে সুধাসিক্ত প্রভুর সেই সকল বাক্য দ্বারা অনায়াসে স্বর্গসুখকে ভুচ্ছ
করিলেন ॥৩৮॥

ষাঁহারা কীর্তনামৃতের দীর্ঘিকায় অবগাহন করিয়াছেন পরমপ্রভু গৌরচন্দ্রে

ততোহপরাহে ভুবোহস্মিন্ নৃত্যতি শ্রীযুতে মরুৎ ।

মদগন্ধৈর্দিশঃ সর্বাঃ সমস্তাং সমপূজয়ৎ ॥৪০॥

তং তং গন্ধং সমাভ্রায় মদোৎকটমতিস্মৃটম্ ।

আকস্মিকৈরিব ঘনৈর্ভর্মরৈঃ পিদধে ন ভঃ ॥৪১॥

শ্রীরামনামা বিপ্রাগ্র্যে দদর্শাকাশমণ্ডলাৎ ।

সমাগতান্ মহাকান্তীন্ মহাদীপ্তীন্ মহাজনান্ ॥৪২॥

দিব্যগন্ধাহুগিপ্তাজান্ দিব্যাভরণভূষিতান্ ।

দিব্যশ্রবণনান্ দিব্যান্ দিব্যরূপগুণাশ্রয়ান্ ॥৪৩॥

এককর্ণধৃতান্তোজকর্ণপূরমনোহরান্ ।

উক্ষীষপটুসংশ্লিষ্টমস্তকান্ হৃষ্টমানসান্ ॥৪৪॥

সেই সমস্ত ভক্তগণের সহিত এই প্রকার সঙ্কীর্ণনেই দিবস অতিবাহিত করিলেন ॥৩৯॥

অপরাকালে শ্রীযুক্ত গৌরানন্দেব পুনর্বীর নৃত্য আরম্ভ করিলে তৎকালীন বায়ু, কল্লুরীগন্ধদ্বারা সমুদায় দিক্কে সুবাসিত করিয়াছিল ॥৪০॥

সেই সেই মদোৎকটগন্ধ আভ্রাণ করিয়া ভ্রমরগণ আকস্মিক মেঘমালায় স্থায় সমাগত হইয়া গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিল ॥৪১॥

এই সময়ে শ্রীরাম নামক একজন বিপ্রাগ্র্যে আকাশমণ্ডলে সমাগত মহাকান্তি এবং মহাদীপ্তিশালি বহুসংখ্যক মহাপুরুষ অবলোকন করিলেন, সেই সকল মহাপুরুষদিগের অঙ্গ দিব্যগন্ধে অমূল্য, দিব্যাভরণে ভূষিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনযুক্ত এবং স্বয়ং তাঁহারাও দিব্য পুরুষ ও সুদিব্য রূপগুণ যুক্ত তথা এক কর্ণে পরিহিত কর্ণপূর দ্বারা তাঁহাদের অবয়ব অত্যন্ত মনোরম পটুবস্ত্রের উক্ষীষে মস্তক সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদের মন অতিশয় হর্ষযুক্ত ॥৪২॥৪৩॥৪৪॥

অন্যে তস্য মুখাচ্ছত্বা ননৃতুর্জগৎপ্রজ্ঞস।

কীৰ্ত্তনেন হরেনান্নান্নান্নায়সুধিয়ো ভূশম্ ॥৩৫॥

তত্রৈব কশ্চিদ্ভিপ্ৰাগ্ৰ্যো বনমালী মহাশয়ঃ ।

अपशुं पर्वताकारं हलं काष्ठनिर्मितम् ॥४७॥

দৃষ্ট। সন্নিহিত। ভূত। লোচনাশ্রবাকুলঃ ।

পুলকৌষপরীতাজ্জো ন সম্মার তদা তনুম্ ॥৪৭॥

ତତୋ ନନର୍ତ୍ତ ଶୈଃ ସାହିଃ ନିଜକୀର୍ତ୍ତନମଗ୍ନାଃ ।

হলাযুধাবেশরম্যো রম্যগৌরাজসুন্দরঃ ॥৪৮॥

দিবি দেবগণাঃ সର୍ବେ সমহେନ୍ଦ্রাঃ সপদ্মজাঃ ।

প্রণেমুঃ কুমুমস্তোমং বর্ষস্তো নতকঙ্করাঃ ॥৪৯॥

এবং নিশাবশেষোহভূন্ন ত্যতি শ্রীযুতে প্রভৌ ।

চন্দ্রশরমশৈলাস্তুং চুচুষশনকৈরিব ॥৫০॥

এই সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রীরাম বিপ্লবের মুখে প্রবণ করিয়া অস্তান্ত বেদবিদ
পণ্ডিতগণ হরিনাম কীর্ত্তন সহকারে অনায়াসে নৃত্য ও গান করিতে প্রবৃত্ত
হইলেন ॥৪৫॥

সেই স্থানে একজন মহাশুভব বনমালী নামক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ কাকন
নিৰ্মিত পৰ্বতাকার লাঙ্গল দৰ্শন কৰিলেন এবং তদৰ্শনে বিশ্বয়াকুল হইয়া
নেত্র পতিত জলধারায় ও পুলকসমূহে ব্যাপ্তকলেবর হওত নিজ তল্লকেও
বিশ্মিত হইলেন ॥৪৬॥৪৭॥

অনন্তর বলভদ্রের বেশে অতীব রমণীয় রম্যমূর্তি গৌরানন্দনন্দর, নিজ কীর্তনের
কলাগুণ সম্পাদক সেইসকল ভক্তদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ।৪৮।

গগন যমুনে ইন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবতাসকল পুষ্প বর্ষণ করত নত মস্তকে প্রণাম
করিলেন ॥৪২॥

এইরূপে শ্রীবুদ্ধ মহাপ্রভু নৃত্য করিতে থাকিলে নিশা অবসান হইল
এবং শশধরও ক্রমশঃ অন্তাচলের চড়া অবলম্বন করিলেন । ৫০।

নৃত্যতন্তুস্ত নটনদর্শনার্থমিয়ং কিম্ ।

পুরন্দরাশা তরুণী বভূবাত্যশুরাগিণী ॥৫১॥

মন্দগন্ধবহঃ শশ্বৎ জ্যোৎস্নয়াভূপগৃহিতঃ ।

কুমুদানি সমাধূত্বন্ গৌরাঙ্গি মভজন্ততঃ ॥৫২॥

ততস্তৈঃ স্বজনৈঃ সার্কং স্বর্নচাং জগতাং প্রভুঃ ।

উপেয়িবান্ বভৌ নাথো যথা মেরুঃ সহাদ্রিভিঃ ॥৫৩॥

অবগাহ্য ততো গঙ্গাং গাঙ্গেয়াচলমুন্দরঃ ।

করবারিভিরন্যোন্তং চকার জলখেলনম্ ॥৫৪॥

এবং নানাপ্রকারাণি ক্রীড়িতানি সমাপয়ন্ ।

যযৌ গেহং নিজং গৌরো যথেন্দুরুদয়াচলম্ ॥৫৫॥

এইকালে পূর্বদিক্ রূপা তরুণী নৃত্যকারি গৌরচন্দ্রের নৃত্য দর্শনার্থই
কি অত্যন্ত অশুরাগিণী হইল ? ॥৫১॥

মন্দগন্ধবহ বায়ু জ্যোৎস্না কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া কুমুদরাজিকে কল্পিত
করত গৌরাঙ্গদেবের পদপদ্মকে ভজনা করিতে লাগিল ॥৫২॥

তৎপরে স্নমেরু পর্বত যেমন অন্ত্রাণ্ড পর্বতমালার সহিত শোভমান হয়,
তদ্রূপ জগৎপতি গৌরাঙ্গদেব সেই সকল স্বজনদিগের সহিত মিলিত
হইয়া স্বর্নদী গঙ্গাকূলে উপস্থিত হইয়া অতিশয়রূপে শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥৫৩॥

স্বর্ণ পর্বতের স্তায় অতি সুন্দর গৌরচন্দ্র গঙ্গায় অবগাহন করিয়া
ভক্তগণের সহিত পরস্পর চন্তে জল লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥৫৪॥

শশধর বেক্রপ নক্ষত্র মালার সহিত বিহার করিয়া অন্তাচলরূপ গৃহে
প্রবেশ করেন, তদ্রূপ গৌরচন্দ্রও নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক সমাপন করত
নিজগৃহে গমন করিলেন ॥৫৫॥

হসন্নসৌ স্তমধুরং শ্রীবাসমবদৎ প্রভুঃ ।
 বেণুং প্রযচ্ছ মে শীঘ্রং ক্ব সোহন্তি ন তু দৃশ্যতে ॥৫৬॥
 ততোহয়ং বিপ্রপ্রবরো হসন্নিদমভাষত ।
 বেণুস্তবাস্তি গোপীভিঃ পরিতঃ পরিরক্ষিতঃ ॥৫৭॥
 বৃন্দাবনক্রীড়িতানি শ্মৃদ্ধা শ্মৃদ্ধা কৃপানিধিঃ ।
 সান্দ্রানন্দৈকসন্দোহমগ্নস্তুষ্টীমভূৎ ক্ষণম্ ॥৫৮॥
 ততশ্চাতিশয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা মহাপ্রভুঃ ।
 ক্রহি ক্রহীতি সততমুচ্চৈস্তং নিজগাদ সঃ ॥৫৯॥
 বৃন্দাবনক্রীড়নঞ্চ যমুনাক্রীড়নং তথা ।
 সর্ব্বং ততোহসৌ শ্রীবাসো বর্ণয়ামাস ভূরিশঃ ॥৬০॥
 পুরা বৃন্দারণ্যে তরুণহরিণাক্ষীভিরনিশং ।
 ত্বয়ি প্রেমাবিষ্টে বিলসতি য আসীৎ স বিভবঃ ।
 ত্বয়ৈবাতৃপ্তেনাজনি ন যদি তল্লাথ রভসঃ
 কথঙ্কারং নিত্যং নব নব ইবায়ং সমভবৎ ॥৬১॥

গৌরসুন্দর স্তমধুর হাস্ত করত শ্রীবাসকে কহিলেন, “শ্রীবাস । আমার
 বেণু কোথায় আছে, দেখিতেছি না । শীঘ্র প্রদান কর” ॥৫৬॥

বিপ্রবর শ্রীবাস হাস্তপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো ! গোপীগণ আপনার
 বেণুকে সর্ব্বতোভাবে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ॥৫৭॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনের ক্রীড়া সকল বারম্বার স্মরণ পূর্ব্বক নিবিড়
 আনন্দসন্দোহে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণকাল স্তুষ্টীভূত হইয়া রহিলেন ॥৫৮॥

মহাপ্রভু অতিশয় আবেশে পুলকিতাঙ্গ হইয়া “বল বল” নিরন্তর উচ্চরবে
 শ্রীবাসকে কহিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

তখন শ্রীবাস বৃন্দাবনক্রীড়া তথা যমুনাক্রীড়া প্রভৃতি সমুদায়ই ভূরিক্রমে
 বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬০॥

পূর্ব্বকালে যুগলোচনা তরুণীগণের সহিত বিলাসপূর্ব্বক আপনি প্রেমাবিষ্ট

আমঞ্জুগুণদলিপুঞ্জনিকুঞ্জরম্যং
 বৃন্দাবনং নিরুপমং স পুরা প্রবিশ্য ।
 ক্রীড়াং চকর্থরসকৌতুককামতস্ত-
 মস্তম্বরূপ ইব যত্ত্বমতিপ্রিয়ং তৎ ॥৬১॥

এবং নিশম্য মদমত্ত-মুগেন্দ্রনাদং
 ভূয়ো বদেতি মধুরং নিজগাদ নাথঃ ।
 অত্রাস্তরে দ্বিজবরঃ সচ তৎকৃপাভিঃ
 সর্বং তদীয়চরিতং প্রকটং জগাদ ॥৬২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
 শ্রীবৃন্দাবনবিহারবর্ণনং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ ॥

হইলে যে বিভব প্রেম সম্পত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আপনিও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, যদি ইহা না হয় তাহলে হে নাথ । বলুন দেখি অতি হর্ষে সেই বিভব কিরূপে নিত্যই নব নব বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল ॥৬১॥

অতিশয় মনোহর শকারমান অলিমালায় যে স্থানে নিকুঞ্জ অতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছে, সেই নিরুপম বৃন্দাবনে আপনি প্রবিষ্ট হইয়া যেন রস-কৌতুকময় কামশাস্ত্রের মস্ত স্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, স্মরণ্যং সেই বৃন্দাবন আপনার অত্যন্ত শ্রীতিপদ স্থান ॥৬২॥

এইরূপ শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র মদমত্ত সিংহের ভ্রায় গর্জন করিয়া “পুনর্বার বল” মধুর স্বরে এই কথা কহিলেন, তৎপরে দ্বিজবর শ্রীবাস তাঁহার কৃপায় তদীয় চরিত্র সমুদায় স্পষ্টরূপে কীর্তন করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

নবমঃ সর্গঃ

ইথমুদ্ভটস্থখানুধিমগ্নং গৌরচন্দ্রমথ যথা সোহভিজগাদ ॥

শ্রীযতাং প্রভুবর স্ববিহারং প্রাক্কৃতং স্বয়মহং কথয়ামি ॥১॥

বীক্ষ্য তদ্বদনমনির্বচনীয়ং রম্যরম্যমপি বস্তুমনোভিঃ ।

শ্রেয়সা সহ বিলাসবতীভিঃ স্বাস্তবল্লিভিরকারি বিচিত্রম্ ॥২॥

শ্রেয়সা সহ নবীনতমালশ্যামলেন বিপিনং প্রবিশন্তুঃ ।

তৎপুরো নবঘনেন বিলাসং বিদ্যতাং দধুরমূৰ্জবধঃ ॥৩॥

রামণীয়কমবেক্ষ্য রমণ্যো মানসেন মনসিঞ্জন লসন্ত্যঃ ।

চেষ্টয়া রুচিরয়াসভাজো ভাবিতাঃ সমভবন্নধিনাথম্ ॥৪॥

এইরূপে অগাধ সুখসাগরে নিমগ্ন গৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া
শ্রীবাস কহিলেন হে প্রভুবর! আপনি শ্রবণ করুন, আপনার পূৰ্ব্বকৃত
লীলা আমি স্বয়ং বর্ণন করিতেছি ॥১॥

বিলাসবতী গোপাঙ্গনাগণ অত্যন্ত রমণীয় অনির্বচনীয় প্রিয়তমের মুখ
সন্দর্শন করিয়া প্রিয়তমের সহিত বিলাস করিবার ইচ্ছা করত স্বীয় অঙ্গলতা
দ্বারা আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥২॥

ব্রজবধূগণ তমালতুল্য শ্যামকান্তি প্রিয়তমের সহিত বিপিনে প্রবেশ
করত প্রিয়তমের অগ্রে নবঘনের সহিত বিদ্যাতের বিলাস বিস্তার
করিয়াছিলেন অর্থাৎ নবনীরদ বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে গৌরাজী ব্রজাঙ্গনাগণ
ঝাহাতে নবজলধরের উপর সৌদামিনীর ছায়া শোভা হইয়াছিল ॥৩॥

মানসে কল্পৰ্প কর্তৃক বাহারা বিলাসযুক্ত এবং মনোজ্ঞ চেষ্টায় সম্পূহ,
সেই সকল রমণী রমণীয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত নাথকে লক্ষ্য
করিয়া ভাববিশিষ্ট হইলেন ॥৪॥

সাভিলাসমথ ভাববতীনাং কৃষ্ণচন্দ্রমভিযুক্তবধুনাং ।

সাধ্বসং প্রথমজং তিরয়িত্বা মন্থথেন হ্রবয়ে সমুদাসে ॥৫॥

অংশুকং শিথিলিতং দ্রুঢ়য়িত্বা বিভ্রতী সচকিত-ত্ৰপমেকা ।

সম্মিতপ্রিয়সখীজনপার্শ্বে লীলয়ালঘুচলন্ত্যভিরেজে ॥৬॥

কাপি মন্দময়তা পরিবৃন্তে মারুতেন কুচযুগ্মকচেলে ।

সম্ভ্রমাং প্রিয়সখীজনমুচ্চৈরালিলিঙ্গ পরিপশ্যতি কৃষ্ণে ॥৭॥

উন্নময়্য ভুজযুগ্মমথান্মা পীবরন্তনয়ুগোন্নমনেন ।

সাজভঙ্গমলসেন লসন্তী জৃম্বতেষ্ম পুরতো দয়িতস্ত ॥৮॥

পীবরোরসিজকুট্টালকান্তাং পাণিধূতনবপল্লবকান্তিম্ ।

প্রোজ্ব্য কাননলতাং বরনারী-দেহবল্লিমভজন্মধুপৌষঃ ॥৯॥

অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্রকে অতিস্পৃহায় দর্শন করিয়া ধাঁহার। ভাবযুক্ত, সেই অতিমুন্দরী গোপবধুগণের হৃদয়ে কন্দর্পরাজ প্রথম দর্শন জনিত সাধ্বসকে নিবারণ করিয়া উদিত হইলেন ॥৫॥

ঐ সময়ে কোন এক গোপী সচকিতভাবে লজ্জিত হইয়া এবং শিথিল বস্ত্রকে দৃঢ়ীভূত করিয়া অত্র এক হান্তমুখী প্রিয় সখীর নিকট সবিলাসে দ্রুতবেগে গমন করত এক অনির্বচনীয় শোভা লাভ করিলেন ॥৬॥

মদ্যগামী মরুৎ কর্তৃক কুচযুগলের কঙ্কলিকা উত্তোলিত হওয়ার শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন করিলেন জানিয়া কোন এক সখী অত্র প্রিয় সখীকে সম্ভ্রমে গিয়া আলিঙ্গন করিলেন ॥৭॥

কোন এক গোপী ভুজযুগ উন্নমন করার স্তনযুগল উন্নত হইলে অলস সহকারে অঙ্গভঙ্গী পূর্বক অতিশয় শোভমানা হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে জৃম্বা ত্যাগ করিলেন ॥৮॥

ধাঁহার। স্থূল কুচরূপ কুটুমল দ্বারা অতি রমণীয় এবং করপল্লব দ্বারা ধাঁহার। নবপল্লবের শোভাকে তিরস্কার করিতেছেন, সেই নবীন রমণীগণের দেহলতাকে অলিগণ কাননলতাকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয় করিল ॥৯॥

সুক্রবাং তল্লতাসু লতানাং শ্রীরিয়ং সপরিতোষমভূং কিম্ ।

সর্বতঃ সপদি তাসু যদেতন্মঞ্জুগুঞ্জদলিনাং কুলমাসীৎ ॥১০॥

একযৌষ্ঠপতনেহমৃতপত্নং প্রেপ্সুরুন্মদতরো মধুপায়ী ।

ওষ্ঠদংশনরতস্ত সতোষণং প্রেয়সঃ স্মরণতো ন নিরাসে ॥১১॥

মহুৰং মদনবিহ্বলহংসীলাস্তাশংসি মধুরক্রমরম্যাম্ ।

আদধুশ্চরণপঙ্কজরমাং সুক্রবোহথ লঘু তত্র বিহর্তুম্ ॥১২॥

উল্লসন্মদনমহুৰপাদন্ত্যাসভাজিগমনে রমণীনাম্ ।

শ্রোণিবিম্বকুচয়োঃ পরিণাহঃ খেদয়ন্নপি বভূব সুখায় ॥১৩॥

ব্রহ্মসুজগণের তল্লতাসকলের প্রতি লতাসকলের এই শ্রী অর্থাৎ শোভা কি পরিভূষ্ট হইয়াছে? যে হেতু সর্বতোভাবে দ্রুতবেগে ব্রজ-সুন্দরীদিগের তল্লতায় মনোহর গুঞ্জন রববিশিষ্ট ভ্রমরগণ উপবেশন করিতেছে ॥১০॥

অপর গোপীগণের সঙ্গে এক ওষ্ঠ পতিত হইবামাত্রই “আমি যেন অমৃত পান করিলাম” এই জ্ঞানে ভ্রমরকুল উন্মত্ত হইয়া দংশন করিতে লাগিল, এদিকে গোপীগণ ওষ্ঠ দংশনরত প্রিয়তমের স্মরণ হেতু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে রূপ গোপীদিগকে দস্তাবাত করেন সেই ভাব স্মরণ করিয়া দংশনকারি ভ্রমরকে শরীর হইতে নিরাশ করেন নাই ॥১১॥

সুজ ব্রজাঙ্গনাগণ সেই স্থানে বিহার করিবার নিমিত্ত মদবিহ্বল হংসীরাচার অমধুর ক্রম দ্বারা অতিশয় রমণীয় এবং মদমহুর রূপে শীঘ্র শীঘ্র পদবিভ্রাঙ্করত চরণপদ্যের অত্যন্ত রমণীয়তা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১২॥

আহা! যে মহুৰ গমনে মদনরাজও উল্লসিত হইলেন সেই পদবিভ্রাঙ্কর গমনে সুবিশাল নিত্য ও কুচমণ্ডল রমণীগণকে খেদযুক্ত করিলেও তাহা অধের নিমিত্ত হইয়াছিল ॥১৩॥

বীচিভঙ্গ ইব কাঞ্চনকাঞ্চীকামডিণ্ডিমরবেণ নিতম্বঃ ।

সুভ্রবাং গমনবিভ্রমভূষো মন্দমন্দমলসেন ননর্ত ॥১৪॥

কোমলং চরণপদ্মমশক্তং মাস্ত্র গা দ্রুততরং মদিরাক্ষি ।

ইত্যতীব বিবশো রুদতঃ কিং নূপুরো প্রণয়তো রমণীনাম্ ॥১৫॥

তন্তুদজ্জ্ব কমলশ্য বিলাসে সম্পৃহং কথয়তীব মহান্তম্ ।

স্বাহুরাগমহুরাগবতীনাং যাবকৈররুণিতা বনভূমিঃ ॥১৬॥

কৃষ্ণপৃষ্ঠতটলগ্নকুচাগ্রা তন্তুদংসবিলসদভূজমূলা ।

সান্ধিতদ্বদনচুম্বিতবক্ত্রা কাপি তত্র রুরুচেহুচলন্তী ॥১৭॥

পৃষ্ঠতঃ প্রিয়তমেন ভূজাভ্যাং শ্লিষ্টবক্ষসিরুহাসুরুহাক্ষী ।

ইন্দ্রনীলমণিহারমিবাশ্রা কণ্ঠসৌমি দধতী চলিতাসীৎ ॥১৮॥

ব্রজরমণীগণের তরঙ্গভঙ্গের ছায় কাঞ্চন নির্মিত কাঞ্চী শব্দে নিতম্বদেশ
গমন ভঙ্গীতে বিভূষিত হইয়া অলস ভরে মন্দ মন্দ নৃত্য করিয়াছিল ॥১৪॥

কি আশ্চর্য্য ! “কোমল চরণপদ্ম অশক্ত হইয়াছে, অতএব হে মদিরাক্ষি !”
অর্থাৎ হে চঞ্চললোচনে ! আর দ্রুততর গমন করিও না” এই বলিয়াই কি
নূপুর ষুগল ব্রজরমণীগণের প্রণয় ছেতু বিবশ হইয়া রোদন করিতেছে ॥১৫॥

অহো ! অহুরাগবতী রমণীগণের সেই সেই পদকমলের বিলাসে যাবক
অর্থাৎ অলক্তক দ্বারা বনভূমি রঞ্জিত হইয়া সাভিলাষভাবে যেন নিজের
অহুরাগই ব্যক্ত করিতেছে ॥১৬॥

সে বাহা হউক, অপর কোন এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে কুচাগ্র
সংলগ্ন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বক্শদেশে বিলম্বিত বাহুমূল অর্পণ করিয়া
তথা সান্ধি অর্থাৎ বক্রভাবে স্বীয় বদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ চুম্বন করত পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

কোন এক পদ্যালোচনা গোপী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পশ্চাদ্ভাগে
বন্ধঃস্থলে আলিঙ্গিত হইয়া ইন্দ্রনীলমণি নির্মিত হাবের ছায় প্রাণেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণকে কণ্ঠদেশে ধারণ করত বাইতে আরম্ভ করিলেন ॥১৮॥

কেশবাংসতটরাজিভূজায়ামহুরালসগতেঃ সহ যাস্ত্য্যোঃ ।

তন্নিভম্ভুবি লগ্নবিলগ্নো বীচিবৎ কিল ররাজ নিতম্বঃ ॥১৯॥

প্রাণনাথমধি কাপি সখিভির্বিভ্রতী গতিমনঙ্গবিভ্রত্যা ।

সান্ধভঙ্গমহুগাংসতটেহাদ্বাহমূলমুদয়ৎকুচমূলম্ ॥২০॥

তৎক্ষণে ক্ষণত এব বধুনাং মন্থথেন বহুধা বিবশানাম্ ।

আযযৌ সপদি কাননলক্ষ্মীঃ সা যথেষ্টসিতমুপায়নভারম্ ॥২১॥

মান্ম মানিনি কৃথাঃ শ্রমমুচ্ছেষ্যজ্যতাং বিবশতাং সরসাক্ষি ।

হেমগৌরি গরিমাগমুপেতো মান এষ ভবিতৈব চরিসুঃ ॥২২॥

পশু মন্তহরিণাক্ষি ধুনানা পল্লবং তব করস্তু সমানম্ ।

মাধুরী কুশ্মযৌবনরম্যা বাধ্যতে মধুকরৈরতিলুন্ধৈঃ ॥২৩॥

কেশবের স্বন্ধদেশে ধাঁহার ভূজদেশ শোভমান এবং অলসাবৃত্তি গমন
মহুর সেই শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী কোন এক ব্রজহুন্দরীর নিতম্বদেশের মধ্যভাগ
শ্রীকৃষ্ণের নিতম্বে সংলগ্ন হইয়া বীচি অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন পরস্পর মিলিত
হইয়া শোভা সম্পাদন করে, তাদৃশ শোভা ধারণ করিল ॥১৯॥

কোন এক ব্রজহুন্দরী প্রাণনাথকে অধিকার করিয়া স্বীয় সহচরীবর্গের
সহিত অনঙ্গভঙ্গী বিস্তার পূর্বক গমন করিলেন কিন্তু গমনের সময় রমণেচ্ছা
সম্যক বর্তমান থাকায় অঙ্গভঙ্গীর সহিত প্রফুল্ল কুচশোভিত বাহমূল উত্তোলন
করিয়া অহুগামিনী একটি সখীর স্বন্ধে ধারণ করিলেন ॥২০॥

এই সময়ে ক্ষণকাল মধ্যেই কল্পর্প কর্তৃক বহু প্রকারে বিবশাবৃত্তি গোপ-
বধুদিকের সম্বন্ধে ঈপ্সিত উপায়ন ভার সহ সহসা কাননলক্ষ্মী আগমন
করিয়া কহিলেন ॥২১॥

হে মানিনি ! হে সরসাক্ষি ! হে সজল নেত্রে ! হে গৌরাজি ! গুরুতর
শ্রম করিও না, বিবশতা পরিত্যাগ কর তোমার এই গুরুতর মান চিরস্থায়ী
থাকিবে না অবশ্যই চঞ্চল অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে ॥২২॥

হে হরিণাক্ষি ! দেখ তোমারই করসদৃশ পল্লবকে চঞ্চল করিয়া কুশ্মবর্ণ
যৌবন দ্বারা রমণীয় মাধবীলতা অতিলুপ্ত মধুকর কর্তৃক পীড়িত হইতেছে ॥২৩॥

ধৰ্মিতাপি মধুপৈরিহ মল্লী বল্লিরুল্লসিতকুট্মাগরম্যা ।

পাণিবৎ কিশলয়ং বিধুনানা কিং শশাক পরিমর্দনমায় ॥২৪॥

পশ্য ভৃঙ্গলুলিতা দলকম্পৈ-

রেবমেব পরিবক্তি লভেয়ম্ ।

নৈব নৈব মদভাজি রিরংসৌ

সুক্রবো মনসি তিষ্ঠতি মানঃ ॥২৫॥

আশ্রবং তমিমাল্লিষ কাস্তং

মুঞ্চ মুঞ্চ সখি মানমসন্তম্ ।

কাপি ভাবচতুরা পরিহাসৈঃ

প্রাণনাথমভিকাঞ্চিদবাদীং ॥২৬॥ (কুলকং)

কিং বলপ্রিয়বলোত্তরমধ্যে

শ্বেশ্বরমাচরসি নো ললিতানি ।

যত্র চূতলতিকাঃ করলভ্যা

নির্ভরং মুকুলিতা বিলসন্তি ॥২৭॥

প্রস্তুটিত কুটুমল অর্থাৎ কালিকার রম্যমুগ্ধি মল্লীবল্লী মধুকর কর্তৃক
পীড়িতা হইয়া কি পল্লবরূপ হস্ত প্রসারিত করিয়া পীড়াদায়ক মধুকরকে
বিদূষিত করিতে সক্ষম হইতেছে ? ॥২৪॥

আরও দেখ এই সমুদ্রবর্ত্তিনী লতা ভৃঙ্গ কর্তৃক পীড়িতা হইয়া এইরূপ
বলিতেছে যে, জীগণের মন অহঙ্কারযুক্ত হইয়া যদি রমণেচ্ছুক হয় তাহা
হইলে কখনই সেই মনে মান থাকিতে পারে না ॥২৫॥

অতএব হে সখি ! সেই এই বাক্যবশব্দ কান্তকে আলিঙ্গন কর
এবং বারবার বলিতেছি যে, অস্বামীমানকে পরিত্যাগ কর। ভাব বিষয়ে
অতীব চাতুর্যশালিনী কোন এক সখী প্রাণনাথের নিকট কোন একভাবে
এই সমুদায় বাক্য পূর্বোক্ত মানিনীকে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন ॥২৬॥

যে বনমধ্যে করলভ্যা আশ্রয়তা মুকুলিত হইয়া অতিশয় বিলাস

স্বাগতং সখি চিরাদসি দৃষ্টা
মাল্লিষেতি বিকসংকুচমূলম্ ।
কাপি ভাববিবশা রভসাভি-
স্তত্র কামপিলতাং পরিরেভে ॥২৮॥

শূভ্রবল্লিবিটপেন বিকৃষ্টং
বক্ষসোহঞ্চলমলঙ্কর মুঞ্চে ।
মা পাতেদিহ সরোরুহকোষ-
ভ্রাস্ত্রিতো মধুকরঃ সখি মুঞ্চঃ ॥২৯॥

চন্দ্রিকাঃ কিমিহ তেন হি রম্যা
বাঙ্কিতং তিমিরমেব ভবত্যোঃ ।
যৎ কুহুরিতি মুহুর্নিগদন্তং
কোকিলং কলয়সীহ সতৃষ্ণম্ ॥৩০॥

করিতেছে, হে সখি ! সেখানে কেন তুমি বলপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট কানন
মধ্যে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আমার নিকট ললিত বিস্তার করিতেছ ?

হে সখি ! অথৈ ত আগমন করিয়াছ ? অনেকদিন পরে তোমার
দেখা পাইলাম, আলিঙ্গন কর, এই বলিয়াই এক সখী স্তনমূল উৎফুল্ল করিয়া
ভাবে বিবশ হওত শীঘ্র একটি লতাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৭॥২৮॥

হে শূভ্র ! হে মুঞ্চে ! তুমি লতা পল্লব দ্বারা সমাকৃষ্টবক্ষঃস্থলকে
অলঙ্কৃত কর, কিন্তু হে সখি ! মুঞ্চ মধুকর যেন পদ্মকোষ ভ্রমে আসিয়া পতিত
না হয় ॥২৯॥

হে সখি ! এখানে জ্যোৎস্না কি তোমার রমণীয় হইতেছে না, অন্ধকারই
কি তোমার বাঞ্ছনীয়, যেহেতু কুহু কুহু শব্দকারি কোকিলকেই বারবার
সম্পৃহ হইয়া অবলোকন করিতেছ ॥৩০॥

তদ্ব্রজাম ইতএব বিদূরং
 তিষ্ঠ সান্ধ্রতমভিপ্রিয়মেকা ।
 ইত্যলীকবচনারচনাভি-
 র্গন্তুমিষ্টমতনিষ্ট ততোহুত্যা ॥৩১॥

এতদেব কুসুমং তব রম্যং
 কর্ণয়োরিতি সমুন্নতবাহুঃ ।
 কৃষ্ণবক্ষসি মিলংকুচকুণ্ডা
 কাচনামুমভিভূষয়তি স্ম ॥৩২॥

উরুমূলমভিবধ্য ভূজাভ্যা-
 মুচ্চকৈঃ স্তূমনসোহবচিচীযুঃ ।
 কাপ্যুরঃস্থলবিলগ্ননিতম্বা
 মাধবেন কৃতহর্ষমুদাসে ॥৩৩॥

অনুজং মুখমিদং তব রাধে
 কুলদামবদনা কুসুমৈঃ কিম্ ।
 ইথমুন্নয়তা চিবুকাগ্রং
 প্রেয়সী প্রিয়তমেন চুচুষে ॥৩৪॥

অতএব তুমি কান্থের নিকট নির্জনে থাক, আমি দূরে যাইতেছি ইত্যাদি
 অলীক বাক্য রচনার অত্ৰ এক সখী গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥৩১॥

“এই কুসুম তোমার কর্ণযুগলে অতিশয় মনোহর দেখায়” এই বলিয়া
 কোন এক সখী ভুলদ্বয় উত্তোলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে খীৰ কুচকুণ্ড
 সংযুক্ত করত ভূষণ পরিধান করাইলেন ॥৩২॥

কোন এক সখী পুষ্প পরিধাপনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিতম্ব রাখিয়া
 উপবেশন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতি হর্ষ সহকারে নিজ বাহুগল
 দ্বারা উরুমূল বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৩॥

হে রাধে ! তোমার এই মুখ সাক্ষাৎ পদ্ম এবং দন্ত পঙ্ক্তিও কুন্দ-

আনতা কুচভরৈর্মুহুরুচৈঃ
পুষ্পসংগ্রহপরা বিকলাপি ।
উৎকরাদ্গলদূরঃস্থলচেষা
কাপি কৃষ্ণহৃদয়ে বিজহার ॥৩৫॥

লীনমপ্যলিমবেক্ষ্য হরস্তুী
কেশবং কররুহৈরথ বীক্ষ্য ।
সংভ্রমভ্রমিবশাদবশাদী
নির্ম্মমজ্জ দয়িতোরসি কাচিৎ ॥৩৬॥

প্রোজ্জ্বল্য ফুল্লকুসুমাবলিমেতাং
কুটুম্বলেষু নিপতিশ্রুতি মুগ্ধঃ ।
ভৃঙ্গরাগপরবানসি তদুৎ
রজ্যতাং মনসি কোহি বিবেকঃ ॥৩৭॥

পুষ্পের মাল্য স্বরূপ, তবে আর পুষ্পের প্রয়োজন কি ? শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধার চিবুক উত্তোলিত করিয়া চুষন করিলেন ॥৩৪॥

কোন এক গোপী স্বাধার মধ্যভাগ কুচভরে আনত এবং বক্ষঃস্থল হইতে বসন উৎকিঞ্চ, তিনি পুষ্পসংগ্রহার্থে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের শরীরে বর্ণসাম্য প্রযুক্ত বিলীন ভ্রমরকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই নখদ্বারা গ্রহণ করত তৎপরে উক্ত বিলীন ভ্রমরকে দেখিয়া অতীব আতঙ্কে বিবশাদী হইয়া প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলেই নিমগ্ন হইলেন ॥৩৬॥

হে ভৃঙ্গ ! এই ফুল্লকুসুমাবলি পরিত্যাগ করত তুমি মুগ্ধ হইয়া কুটুম্বলে নিপতিত হইয়া এবং পররাগে রঞ্জিত হইয়াছ, তোমার চিন্তে কোন বিবেচনা শক্তি আছে কি ? যাহাতে স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জিত করিতে পার ॥৩৭॥

শ্যামলোহসি সততং মধুমন্তঃ

পদ্মিনীষু নিরতশ্চপলোহসি ।

চঞ্চরীকসদৃশোহসি তত্তত্ত্বং

কশ্যচিন্ননু সমস্তগুণেন ॥৫৮॥

সংবিমর্দনসহাসহতাং নো

বেৎসি মুগ্ধতম রাগপরোসি ।

ইখমাস্তকুতুকং কৃতরোযা

কাপি কৃষ্ণমপদিশ্য জগাদ ॥৩৯॥ (কুলকং)

ভ্রাতৃমাগতমবেক্ষ্য মুখাজং

চঞ্চরীকমপরা রভসেন ।

শ্রোতৃমেব ন নিরাস করাভ্যাং

মাধবস্তা পরিহাসবচাংসি ॥৪০॥

মহুঁরা তব গতিঃ সহজৈষা

তত্র চেৎ প্রতিপদং রমণেন ।

প্রস্থিতা তদিহ কিং চলিতব্যং

পশ্য সুন্দরি তদত্র নিকুঞ্জম্ ॥৪১॥

তুমি শ্যামল এবং সতত মধুমন্ত ও পদ্মিনী সকলে অমুরক্ত হইয়া চঞ্চল হইতেছে, তুমি চঞ্চরীক অর্থাৎ ভ্রমর সদৃশ হইয়াছ, অতএব তোমাতে কোন ব্যক্তির সমস্ত গুণগ্রাম লক্ষিত হইতেছে ॥৩৮॥

হে মুগ্ধতম ! পীড়া সহ করিতে স্ত্রীগণই সক্ষম, কিন্তু তুমি অমুরক্ত হইয়াছ জানিতে পারিতেছ না, এইরূপে কোন গোপী কোতুকহলে দৈর্ঘ্যংকোশ করত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

কোন গোপী মুখপদ্ম আঘ্রাণ করিতে সন্ধ্যাগত ভ্রমরকে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্য সকল শ্রবণ করিবার জন্য কোতুক হেতু তাহাকে নিবারণ করিলেন না ॥৪০॥

এই যে দেখিতেছি তোমার গতি স্বভাবতই মহুঁর, তাহাতে আবার

যঃ শ্রুতৌ লপতি তে ভ্রমরোহয়ং
 শ্যামলোৎপলদলান্তরিতঃ সন্ ।
 নাবগচ্ছসি কিমেতদিতাদং
 কাপি কাঞ্চিদিতি সস্মিতমুচে ॥৪১॥

কীদৃশীং শ্রুতমহং রচয়েয়ং
 বসুবৃষ্টি তব কণ্ঠতটায় ।
 ইত্যমৌ সকুতুৰং দয়িতায়া
 বক্ষসো বসনমাশু জহার ॥৪৩॥

কাপি পুষ্পময়কন্দুকবৃন্দং
 প্রাহিণোদঘরিপুং পরি শঙ্খং ।
 চন্দ্রমোভিরিব তন্মধুরিমা-
 মৌপহারিকমমন্দমকার্য্যং ॥৪৪॥

প্রত্যেক পদ বিলাসের সহিত গমন করিতেছে, তবে তুমি কি এস্থান হইতে গমন করিবা? অতএব এই স্থানে নিকুঞ্জ আছে অবলোকন কর ॥৪১॥

আরও দেখিতেছি যে, কর্ণে পরিহিত শ্যামবর্ণ উৎপলের দলদ্বারা শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ভ্রমর তোমার কর্ণমূলে আলাপ করিতেছে, তথাপি তুমি যাইতেছ না কেন, এ কিরূপ তোমার ব্যবহার? এই সকল কথা কোন গোপী অথবা কোন গোপীকে কহিয়াছিলেন ॥৪২॥

হে বসুবৃষ্টি তোমার কণ্ঠতটের নিমিত্ত আমি এই কিরূপ মাল্য রচনা করিয়াছি, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকৌতুকে প্রিয়তমার বক্ষঃস্থল হইতে বসন হরণ করিয়া লইলেন ॥৪৩॥

কোন এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুষ্পময় কন্দুক অববরত নিক্ষেপ করায় বোধ হইয়াছিল তিনি যেন বহু সংখ্যক চন্দ্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অপার মাধুর্য্যের অত্যন্ত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

ফুল্লচূতলভিকাপরিরম্ভৈঃ
 পিঞ্জরঃ পিকম্বুবা মধুমন্তঃ ।
 মন্থথং কলয়তীব বিশেষং
 মন্থনো বিকলমেব বভূব ॥৪৫॥

মাক্ষথাঃ কথমপি প্রথয়ানং
 মানমানয় মধুনি দদম্ব ।
 মানয়োহয়মভিনাথমজস্রং
 মানিনি প্রকটমানবশত্ৱম্ ॥৪৬॥

পায়য়স্ব মধুরাধরসীধুং
 জীবয় প্রিয়তমং দয়নীয়ম্ ।
 নূনমত্র ভবতী হৃদয়েশা
 কাতরং হু হৃদয়ং ন হি বেৎসি ॥৪৭॥

ইত্যতীব মুদুলঃ স্মরমন্তঃ
 শ্যামলোহপি সততং গুরুরাগঃ ।
 প্রেয়সো গুণবশীকৃতচিন্তাং
 চিন্তনাথ ইতরামভজিষ্ট ॥৪৮॥

অনন্তর মধুমন্ত যুবা কোকিল প্রফুল্ল আত্মলতাকে আলিঙ্গন করত পরাগ
 দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যেন মন্থথকে আত্মান করিতেছে তজ্জন্ত আমার চিন্তাও
 অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে ॥৪৫॥

হে মানিনি ! কোন ক্রমেই মানকে বিস্তার করিও না, মধু আনিয়া অর্পণ
 কর, কিন্তু নাথকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তরই মানিনি হইয়া থাকা, এ নীতি কখনই
 উক্তম হইতে পারে না ॥৪৬॥

অহে ! স্মধুর অধরসুধা পান করাও, দয়নীয় প্রিয়তমকে জীবিত কর,
 তুমি নিশ্চয় হৃদয়েশ্বরী, এখানে কাতর হৃদয়কে জানিতেছ না ? ॥৪৭॥

এই নিমিত্তই অতিকোমল স্মরমন্ত এবং অত্যন্ত অমুরক্ত শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ-
 নাথ হইয়াও স্বীয়গুণে বশীকৃতচিন্তা অন্ত-প্রেয়সীকে ভজনা করিতেছেন ॥৪৮॥

ভূষিতং স্তম্ভনসা বপুর্নাসাং
 কাননশ্রিয়মিমাং যদহার্ষীৎ ।
 তেন তেন শুভভেহতিতরাং তৎ
 সদৃগৃহীতমুপয়াতি গুণায় ॥৪৯॥

যা দ্রবন্তি সুরতশ্রমভাজঃ
 সৌকুমার্যপরাভাগসদঙ্গ্যঃ ।
 ভাশ্চিরং বনবিহারজথেদাৎ
 শ্বেদসিঙ্কুযু তথৈব মমজ্জুঃ ॥৫০॥

নীলনীরধরকাস্ত্যমৃতাত্যাং
 বিস্ফুটান্মুজ্জমনোরমনেত্রাম্ ।
 ভেজিরেহথ যমুনামলসাদ্র্যঃ
 প্রেয়সস্তনুমিব শ্রমভাজঃ ॥৫১॥

স্নিগ্ধ-সাল্র-ঘননীলতরঙ্গৈ-
 রুপসৎ-পৃষত-পুষ্পসমূহৈঃ ।
 আসসাদ সহসা রবিপুত্রী
 কেশপাশললিতং রমণীনাম্ ॥৫২॥

এই সকল গোপীর শরীর পুষ্পদ্বারা বিভূষিত হইয়া যখন কানন শ্রীকে হরণ করিয়াছে, তখন তাহাতেই সেই বপু অতিশয় শোভাযুক্ত হইয়াছে, কারণ সৎ সকল বাহা গ্রহণ করেন তাহাই গুণের নিমিত্ত কলিত হয় ॥৪৯॥

সুরতশ্রমযুক্ত এবং স্নকুমারতা রূপ উৎকৃষ্টাংশে প্রাপ্ততা যে গোপীগণ শ্বেদজলে গলিত প্রায় হইয়াছিলেন, তাহারাই পুনর্বার বন বিহার প্রমে তদ্রূপেই শ্বেদসিঙ্কুজলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ॥৫০॥

অনন্তর পরিশ্রান্ত গোপালনাগণ অলসাকী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তমুর দ্বায় নীলজলধরের কান্তিরূপ অমৃতযুক্তা এবং মনোরম নেত্রতুল্য বিস্ফুটপদ্ম-শোভিনী যমুনা গিয়া অবতরণ করিলেন ॥৫১॥

ঐ সময়ে সূর্য্যপুত্রী যমুনা স্নিগ্ধ ও নিবিড় জলধরের দ্বায় নীলবর্ণ তরঙ্গ

ঈষদপাহমুপৈতুমশক্তঃ
 সূত্র তত্ত্ব তনুমবলম্বে ।
 ইত্যসাবলসমুত্তিরিথৈকা-
 মান্নিষন্নপযযৌ যমুনায়াম্ ॥৫৩॥

চুস্থিতানি নখদন্তনিপাতান্
 প্রায়শঃ সরভসং বিলপযা-
 তো পরস্পরজয়োৎসুকচিত্তৌ
 সিঞ্চতঃ করজলৈর্হৃদয়েশৌ ॥৫৪॥

বারি বারিততমা করনারৈঃ
 প্রেয়সা কিমপি নিত্যনবীনা ।
 বারিভিমিলতি স্নানদ্রুকূলে
 কূলমুজ্জগমিষুঃ কিমুদস্থাৎ ॥৫৫॥

এবং উচ্ছলিত জলকণারূপ পুষ্প সমূহ দ্বারা সহসা রমণীগণের কেশকলাপের
 সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫২॥

“হে সূত্র । আমি অল্পমাত্র গমন করিতে অশক্ত, অতএব তোমার
 তনুকে অবলম্বন করিতেছি” শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অলসাদে এক সখীকে
 আলিঙ্গন করত যমুনায় গমন করিলেন ॥৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই গোপী পরস্পর উয়োৎসুক চিত্ত হইয়া সকৌতুকে
 বহলরূপে চুঘন, নখাঘাত ও দস্তাঘাতে পলায়ন করিয়া পরস্পর হস্তজলের
 দ্বারা সেচন করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

কোন এক নিত্য নবীনা গোপাঙ্গনা যমুনা জলমধ্যে নিজের স্নানবসন
 জলের সহিত মিলিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত নিক্ষিপ্ত জলে জলতাড়না
 লব্ধ করিতে না পারিয়া কূলের প্রতি গমন ইচ্ছাতেই কি উৎথিত
 হইলেন ? ॥৫৫॥

সূত্রবোহধিষমুনঃ প্লথনীব্যঃ
 শ্লিষ্যতা প্রিয়তমেন সলীলম্ ।
 শ্রোতসাপহৃতমংগুকমচ্ছে
 বারি গোপিতুমিবাঙ্গমভাজি ॥৫৬॥
 হাবহারি জলমগ্নকলীলাং
 খেলয়া মধুরিপৌ বিদধত্যাঃ ।
 লোলশঙ্খনির্দৈরপরশ্রু
 নৃত্যতীব বিপুলং কুচযুগ্মম্ ॥৫৭॥
 পীবরন্তননিতস্থনিবেশে
 বীচিভিবিঘটনৈর্ঘটনৈশ্চ ।
 গণ্ডশৈলপদবিস্থলিতত্বং
 সূত্রবামথ যযুঃ সলিলানি ॥৫৮॥
 কাপি কান্তমমৃতাজ্জলিপূরৈ-
 লোলশঙ্খবলয়া স্পয়ন্তম্ ।
 ধারয়ন্ত্যপি দদৌ করকটম্পঃ
 পারিতোষিকমুরোরুহনৃত্যম্ ॥৫৯॥

যমুনামধ্যে ব্রজস্থলীর নীবিবন্ধন শিথিল হওয়ায় আলিঙ্গন কারী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সবিলাসে শ্রোতে অপগত বস্ত্রকে নির্মূলজলে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনার অঙ্গকে সঙ্গুচিত করিলেন ॥৫৬॥

কোন এক ব্রজাঙ্গনা শৃঙ্গাররস স্রবক জলমগ্নক লীলা শ্রীকৃষ্ণের নিকট খেলা সহকারে বিধান করিলে, শরীরের চাকল্য বশতঃ চঞ্চল শঙ্খের ধ্বনিসহ সেই ব্রজাঙ্গনার বিপুল স্তনযুগল নৃত্য করিতে লাগিল ॥৫৭॥

যমুনাঙ্গলবিহরিণী ব্রজাঙ্গনাগণের স্থলতর স্তন ও নিতম্ব দেশে তরঙ্গ মালায় বিঘটন ও ঘটনে অর্থাৎ তরঙ্গের গতাগতিতে পর্বতের উচ্চ প্রদেশ হইতে স্থল প্রস্তরের উপরি জলপতনের ত্রায় জল শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জলী পূর্ণ জলধারা ব্রজাঙ্গনাগণকে অভিষিক্ত করিতেছেন,

কাপি মুঞ্চরমণীপ্রিয়বক্ষঃ
 প্রেপ্সুরচ্ছসলিলেহপ্যগভীরে ।
 ধ্বতি করদলে বহুশঙ্কং
 প্রেয়সঃ কনকহারলতাসীং ॥৬০॥

উরুরোধসি চলচ্ছফরীগাং
 বৃন্তিভিঃ সভয়কৌতুকগর্বম্ (হর্ষং বা) ।
 চারুশীংকৃতিলসদশনাভিঃ
 পাণিকম্পনমকারি বধুভিঃ ॥৬১॥

সর্বতঃ করদলাহতিরোহ-
 দ্বীচিবক্ষসিরুহানথ তাসাম্ ।
 আসসাদ সলিলং ঘনঘর্ম্মান্
 আপয়চ্ছুমবিনোদপটীয়ঃ ॥৬২॥

ইত্যবসরে কোন গোপী তাঁহাকে ধারণ করত করকম্প অর্থাৎ ছই হস্তে তাঁহাকে সঞ্চালিত করিয়া নিজের স্তননৃত্যরূপ জলসেচনের পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সঞ্চালিত করিবার সময় গোপীর করস্থিত শঙ্খবলয় চঞ্চল হওয়ায় তাহা হইতে স্তমধুর বানবান শব্দ উদ্গত হইয়াছিল ॥৫৯॥

কোন মুখা রমণী প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলকে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট শঙ্খ-
 শোভিত করদলকে অগভীর অর্থাৎ অল্প পরিমাণ নির্মূল জলমধ্যে সশঙ্কে
 সঞ্চালিত করিয়া প্রিয়তমের স্বর্ণ নির্মিত হারলতার গ্রায় হইয়াছিলেন ॥৬০॥

উরুর সমীপে শফরীগণ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করায় ব্রজবধূ সকল ভয়, কৌতুক
 ও গর্বের সহিত মনোহর শীৎকারশব্দপূর্বক হস্ত চালন করিয়াছিলেন এবং
 ঐ শীৎকার শব্দ প্রয়োগকালীন তাঁহাদের দস্ত শ্রেণী অত্যন্ত শোভমান
 হইয়াছিল ॥৬১॥

সর্বতোভাবে করদলের আঘাতে যাহার তরঙ্গ উখিত হইতেছে এবং

তত্র পদ্মবদনেতি বধুনা-
মাকলয্য রমণাদভিধানম্ ।
আননর্তু হু তরঙ্গগমজং
সম্পদেব হি সতামুপমাপি ॥৬৩॥

কাপি কাঞ্চনরুচির্ঘুমুনায়া:
শ্যামলে পয়সি ভাববশাজী ।
সর্বমঙ্গমভিসম্ভৃতনীলং
কৃষ্ণমপ্যনিকটস্থমমংস্ত ॥৬৪॥

ওষ্ঠপল্লবমযাবকমক্ষি-
ক্ষীণকজ্জলমুরোরুহকুম্ভৌ ।
বীতরাগবিলসন্নথরেখৌ
প্রায়সা নিধুবনাস্তমিবৈক্ষি ॥৬৫॥

শ্রান্তিদূরকরণে যাহা অতিশয় পটুতর, সেই সলিল গোপবধুদিগের ঘনতর ঘর্ম্ম অর্থাৎ ষ্বেদজল বিশিষ্ট স্তনমণ্ডলকে ক্ষালিত করিয়া তাহাতে সংলগ্ন হইয়াছিল ॥৬২॥

রমণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রজবধুগণের “পদ্মবদনা” এই নাম শ্রবণ করিয়াই কি তরঙ্গস্থিত পদ্ম সকল আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, যেহেতু সজ্জনের উপমাঙ্কল হওয়াও অধীনগণের এক মহতী সম্পত্তি বলিতে হইবে ॥৬৩॥

কাঞ্চনকাস্তি কোন এক ব্রজসুন্দরী ভাবনিবশাজী হইয়া যমুনার শ্যামল-জলে যিনি সমস্ত অঙ্গ গোপন করিয়া জলক্ৰীড়া করিতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকিলেও তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই ॥৬৪॥

অলঙ্ককশূন্য অধর পল্লব, কজ্জলহীন নেত্র এবং বিলাসাস্থিত কুচকুণ্ডলগুল বীতরাগ অর্থাৎ কুঙ্কম শূন্য এবং নথরেখা বিশিষ্ট এই সমুদায়কে শ্রীকৃষ্ণ যেন নিধুবনাস্ত অর্থাৎ রমণক্রিয়ার অবসানরূপে অবলোকন করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

রজ্যদক্ষি মৃদিতা বরকাস্তিঃ
 সর্বমঙ্গমলসালসমাসাম্ ।
 অংশুকং তনুতয়া তনুলগ্নং
 প্রেয়সন্তদ্বপকারি বভূব ॥৬৬॥

কাপি পদ্মবনিকামভিলীনা
 যাচিতা প্রতিপদং রমণেন ।
 উল্লসন্মধুকরালিবিরাটৈ-
 ব্যক্তমেব সমতর্কি সখীভিঃ ॥৬৭॥

কাঞ্চিদত্র কমলানি জিহ্বীমুৎ
 পদ্মিণীসমুদয়ে মিলিতাঙ্গীম্ ।
 নির্ভরং বলয়িতা বিসবল্লী-
 শ্রোণিরোধসি রুরোধ ক্রুষেব ॥৬৮॥

প্রাক্ প্রতি প্রিয়তমং শ্লথনীব্যঃ
 শ্রোতসা শিথিলিতং তনুচেলম্ ।
 তৎক্ষণেন সূদৃশো বিসবল্ল্যা
 পদ্মিণী প্রিয়সখীব রুরোধ ॥৬৯॥

গোপাঙ্গনাগণের রক্তবর্ণ লোচনযুগল, মৃদিত অর্থাৎ দলিত অঙ্গকাস্তি, সর্বঙ্গ অলসযুক্ত এবং অতিশূন্য হেতু অঙ্গসংলগ্ন বসনও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উপকারী অর্থাৎ বিলাসের উপযোগী হইয়াছিল ॥৬৬॥

কোন এক গোপী পদ্মবনিকা অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম পদ্মবনমধ্যে লুকায়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বারম্বার আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদ্মবন হইতে সমুখিত মধুকরকুলের বঙ্কার শব্দে অত্যাশ্রয় সখীগণ স্পষ্টরূপে অনুমান করিলেন যে, তিনি এই স্থানেই অবস্থিত আছেন ॥৬৭॥

কোন এক ব্রজাঙ্গনা পদ্মিনী সমুদয়ে মিলিতাঙ্গী হইয়া পদ্ম আহরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিসবল্লী বলয়িত অর্থাৎ বেঁটনাকার হইয়া ক্রোধ-ভরেই যেন নিভষদেশে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল ॥৬৮॥

কোন এক ব্রজাঙ্গনার প্রথমতঃ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নীবি অর্থাৎ

কাপি নিঃসহতনুঃ প্রতিকূলঃ
নিরুতা সমুদয়ন্ত্যগসেন ।
প্রেয়সা সহ সখীভিরমম্ভং ।
বারিভিদ্ভিগুণম'কুলিতাসীৎ ॥৭০॥

কাপ্যুদেতুমসকৃদযতমানা
কান্তপাণিদলসংযমিতাপি
উরুলগ্নশফরীপরিবৃতি-
ত্রাসিতা তমপরাধয়তি স্ম ॥৭১

সুক্ষ্মসার্দ্রবসনেন তটাস্তুং
প্রাপ্তয়া কুচযুগং পিদধত্য ।
তাদৃশং তদপি বীক্ষ্য কয়াচিদ্
ব্রীড়য়াভিরমণং সমহাসি ॥৭২॥

কটিবন্ধন রজ্জু শ্লথ হওয়ায় অঙ্গের বসন শ্রোতে শিথিল হইয়া বাওয়াতে
তৎকালে পদ্মিনী যেন প্রিয়সখীর ছায় বিদলতা দ্বারা সেই বসনকে অবরোধ
করিয়াছিল ॥৬৯॥

প্রতিকূলতা ভাবে পদ্মবনে লুঙ্কায়িত কোন গোপী সহায় শূণ্য তনু হইয়া
অলস অর্থাৎ অঙ্গে অঙ্গে সমুখিত হইতেছিলেন ইতিমধ্যে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ
সখীগণের সহিত জলসেচন করিয়া দ্বিগুণতর ব্যাকুল করিয়াছিলেন ॥৭০॥

কোন গোপাঙ্গনা পদ্মবন হইতে বারম্বার যত্ন করিলেও কান্তের হস্তদ্বারা
সংযমিত অর্থাৎ আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই পদ্মবনে শফরী মৎস্ত উরুদেশে
সংলগ্ন হওয়ায় তাহার পরিবৃতি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সঞ্চলনে ত্রাসযুক্ত অর্থাৎ
অপরাধীও করিয়াছিলেন ॥৭১॥

কোন গোপাঙ্গনা সুক্ষ্ম সার্দ্রবস্ত্র দ্বারা স্তনযুগলকে আচ্ছাদন করত
তটসীমায় সমুপস্থিত হইয়া, স্বীয় রমণ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন ও আপনায়
তাদৃশ আচ্ছাদিত স্তনযুগলকে নিরীক্ষন করিয়া লজ্জায় সম্যক্ হাস্ত
করিয়াছিলেন ॥৭২॥

স্তম্ভবোহথ বিষমক্রমভূষা
 বস্ত্রমাত্রকৃতযত্নবিশেষাঃ ।
 স্নেহমুন্মলসে রবিপুত্র্যে
 সৎপ্রসাদমিব তত্তদকার্যুঃ ॥৭৩॥
 কেশপাশকুসুমৈর্মণিহারৈ-
 ন্নিঃসৃতেশ্চবলয়ৈ রসনাভিঃ ।
 মজ্জনাদ্বিগলিতৈরমুলেপৈঃ
 সংসখীব যমুনাপি ররাজ ॥৭৪॥
 নির্ভরং ঘনতরঙ্গবিভঙ্গাৎ
 সংগলজ্জললবঃ কচপাশঃ ।
 তারকোদ্বমনরম্যতরাভো
 ধ্বাস্তুরাশিরিব তত্র ররাজ ॥৭৫॥
 আনিতম্বপতিতৈ রমণীনাং
 নীলনীরধরসাদ্রতমার্ভৈঃ ।
 আদধে রমণয়োঃ কিমিহৈক্যং
 প্রেমরাশিমিতয়োঃ কচপাশৈঃ ॥৭৬॥

স্তম্ভ ব্রজাঙ্গনাগণ অযথাক্রমে পরিহিত ভূষণ এবং বসনমাত্রেই বিশেষ
 যত্ন করত স্নিগ্ধমনা যমুনার প্রতি যেন প্রসন্নতাই বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ
 অনেক বসন ভূষণই প্রায় যমুনাতে পতিত হইয়াছিল ॥৭৩॥

ব্রজাঙ্গনাদিগের কেশপাশ বিগলিত কুসুম, মণিহার, বলয়, রসনা
 এবং অবগাহন হেতু অঙ্গ বিগলিত অমুলেপন অর্থাৎ অন্তরু মৃগমদ প্রভৃতি
 দ্বারা যমুনা সংসখীর ছায় বিরাজমান হইয়াছিলেন ॥৭৪॥

নিবিড় ঘনচ্ছন্ন অতএব মনোহর অঙ্ককার রাশিতে যদি অনবরত
 তারকাপাত হয় তাহা হইলে আকাশ মণ্ডলকে যেক্রপ দেখায়, যমুনামধ্যে
 ঘনতরঙ্গ সমূহের সঞ্চলনে গোপাঙ্গনাগণের কেশপাশ হইতে অনবরত জল-
 বিন্দু বিগলিত হওয়ায় ততোধিক শোভা হইয়াছিল ॥৭৫॥

নীল-নীরধরের ছায় অতিশয় বাহা কৃষ্ণবর্ণ সেই নিতম্ব পর্যন্ত পতিত

নির্ভরং মিলিতমঙ্গলতয়াং
রূপরূপমমৃতং বহুপীতম্।
স্বন্দদম্বুবসনং মৃদুস্বপ্নং
প্রোচ্ছলন্তদিদমুদ্বমতীব ॥৭৭॥

কাপি শীংকৃতিপরা ভুজবল্যা
স্বস্তিকেণ পিদধে কুচযুগ্মম্।
অন্বহং বিরহিণৌ ন ভবেতা-
মিত্যরুদ্ধ লতয়া কিল কোকৌ ॥৭৮॥

রত্নভিত্তিষু নিজপ্রতিবিম্বৈ-
ভূয়সীং তনুরুচিং কলয়ন্ত্যঃ।
যত্র বিস্ময়বশং রভসেযু
প্রাপ্তু বস্তি চকিতৈগদৃশস্তাঃ ॥৭৯॥

রমণীগণের কেশকলাপ প্রেমরাশি সদৃশ প্রিয়তমের সহিত কি নিজ প্রেমের
একতা সম্পাদন করিয়াছিল ? ॥৭৬॥

অঙ্গলতায় সম্মিলিত মৃহল ও স্বপ্ন বসন হইতে বিন্দু বিন্দু জল পতিত
হওয়ায় বোধ হইয়াছিল যেন অপরিমিত রূপে পূর্বের পান করিয়া পুনর্বীর
সেই উচ্ছলিত অঙ্গলাবণ্য বা রূপামৃতকে উদ্গারণ করিতেছে ॥৭৭॥

কোন এক ব্রজসুন্দরী শীংকার পূর্বক স্বস্তিকাসনের মত ভুজলতা দ্বারা
কুচযুগলকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন কিন্তু “কোক অর্থাৎ চক্রবাকমিথুন যেন
প্রতিদিন বিরহী না হয়” এই জ্ঞানে সেই ভুজলতা দ্বারা চক্রবাক মিথুনকে
আচ্ছাদিত করেন নাই ॥৭৮॥

যাহাদিগের নেত্র চকিত অর্থাৎ ভীতমৃগের আয় চঞ্চল সেই হরিণাকী
ব্রজাঙ্গনাগণ যে গৃহের রত্নভিত্তিতে নিজ প্রতিবিম্ব দ্বারা অঙ্গকান্তিকে অতিশয়
রূপে দীপ্যমান দেখিয়া হর্ষভরে বিস্ময়াকুল হইয়াছিলেন ॥৭৯॥

প্রায়সা পরিহতে তনুচেলে
 দীপ ইত্যভিনিরীক্ষ্য পিধিংসুঃ ।
 যত্র রত্নকিরণান্ প্রতি বালা
 সত্রপাজনি চিরং প্রতিবিশ্বেঃ ॥৮০॥

সুস্মিতৈহিমমযুখমযুখেঃ
 সংশ্রবন্ত্যনিশমিন্দুমগীনাম্ ।
 বেদিরৈক্ষি কিল যত্র পয়োভিঃ
 স্ফাটিকৈবিরচিতৈতি বধুভিঃ ॥৮১॥

সুক্রবাং চরণপল্লবপাতৈ-
 বিস্ববত্যনবগাহমগাধাং ।
 শোণরত্নসমলঙ্কৃতগর্ভা
 দৃশ্যতে স্ফটিকভূরপি যত্র ॥৮২॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গবসন অপহরণ করায় কোন এক ব্রজবালী যে গৃহ রত্নকিরণ সকলকে দীপ এই বলিয়া আচ্ছাদন করিতে উৎসুক হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব দ্বারা অতিশয় লজ্জিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্র হরণ করিলে পর “আমি নগ্না হইয়াছি, সকলে আমাকে দেখিতে পাইবে, অন্ধকার হইলে ভাল হয়” এই বিবেচনায় দীপ বলিয়া রত্নকিরণ সকলকে আচ্ছাদন করিতে গিয়া সেই রত্নে নিজাঙ্গ প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, আপনাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় লজ্জিতা হইয়াছিলেন ॥৮০॥

সুস্মিত অর্থাৎ সুমধুর হাস্তের স্থায় চন্দ্রকিরণে চন্দ্রকাস্তমণি নিয়ত গলিত হইতেছে স্তবরাং বধুগণ যে গৃহে, চন্দ্রকাস্তমণিবেদিকেও “স্ফটিক অর্থাৎ স্ফটিক প্রস্তর তুল্য সুনির্মূল জল দ্বারাই যেন বিরচিত হইয়াছে” এইরূপে অবলোকন করিয়াছিলেন ॥৮১॥

সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের পাদবিজ্ঞাসে যে গৃহের প্রতিবিম্ব যুক্ত স্ফটিক ভূমিও “রক্তবর্ণ রত্নদ্বারা যেন মধ্যভাগ অলঙ্কৃত হইয়াছে” এইরূপ বোধ হইয়াছিল এবং পাদপল্লবের রক্তপ্রভা এত গভীর বোধ হইয়াছিল যেন এই

যত্র চিত্রলিখিতৈর্মণিভিন্দো
কীরকোকিল-ময়ূর-কপোটৈঃ ।
জীববন্তিরিব গেহসদোহ্মে
তে ত এব সহসং প্রলপন্তি ॥৮৩॥

যত্র চিত্রপরপুষ্টবধুনাং
চারুচঞ্চুপুটমযতিমুখাঃ ।

গৃহতামিতি মুহুঃ প্রলপন্তি ॥৮৪॥

উন্মিষদ্বিবিধরত্নময়ুখে -
যত্র নিত্যমিতরেতরপৃষ্ঠৈঃ ।
চারুনির্মিতি মনোজ্ঞমযত্ন-
স্বস্তিকাদি পরিকর্ম বিভাতি ॥৮৫॥

স্ফটিক ভূভাগ অন্তলম্পর্শ হওয়ায় অনবগাহ অর্থাৎ অনবতর্ধ্য বোধ
হইয়াছিল ॥৮২॥

যে গৃহের মণিভিন্দিতে চিত্রিত কীর অর্থাৎ শুকশারিকা কোকিল, ময়ূর
এবং কপোত অর্থাৎ পারাবতগণের সহিত সজীব প্রাণি জ্ঞানে অত্যা
গৃহবাসিনা “ইহারা সেই আমাদিগেরই পরিচিত” এই বোধে আলাপ করিতে
আরম্ভ করিত ॥৮৩॥

যে গৃহে নারীগণ চিত্রিত কোকিলবধুদিগের মনোজ্ঞ চঞ্চুপুট দর্শনে
অতিশয় মুগ্ধ হইয়া উহাদের মুখের নিকট গিয়া “অভিনব চূত মঞ্জরী অর্থাৎ
আত্মমুকুল গ্রহণ কর” এইরূপ বারম্বার বলিতে লাগিলেন ॥৮৪॥

যে গৃহে বিবিধ রত্নের কিরণ সকল নিত্য নিত্য সমুখিত হইয়া অত্যা
কিরণের সহিত মিলিত হওয়ায় মনোজ্ঞ নির্মাণ কৌশলে স্নদৃশ এবং অব্যবসিক
স্বস্তিক প্রভৃতি প্রসাধন অব্যসকল স্বভাবতই প্রকাশ পাইতেছে ॥৮৫॥

উল্লসন্মরকতাশ্মমণীনাং
 রাজিষু প্রতিপদং ব্রজবালাঃ ।
 অঙ্কতঃ শিশুমৃগীং মৃদ্ধদোৰ্ভ্যাং
 প্রেরয়ন্তি কিল যত্র স্মথেন ॥৮৬॥

শোণরত্নময়বীথিষু কাশ্চি-
 ভূষণায় মুদিতাঃ স্বমভীক্ষ্য ।
 যত্র কুঙ্কমরসেন কদাচি-
 মাস্ফরাগমমুরাগত ঈষুঃ ॥৮৭॥

যত্র কল্পতরবো বিবিধানাং
 জ্যোতিষাং ব্যতিকরৈঃ স্মমণীনাম্ ।
 উচ্চকৈর্জলদমন্দশিখাগ্রৈ-
 র্মণ্ডিতা ইব বভূর্বরদীপৈঃ ॥৮৮॥

যে গৃহে ব্রজবালাগণ উল্লসিত মরকতমণির শ্রেণী অবলোকন করিয়া
 ক্রোড় হইতে শিশু মৃগীকে অবতারিত করত স্নকোমল বাহু যুগল দ্বারা
 তৃণ ভোজন করাইবার নিমিত্ত মরকত শ্রেণীতে আনন্দে প্রেরণ
 করিতেছেন ॥৮৬॥

যে আলয়ে কোন ব্রজাঙ্গনা রক্তবর্ণ রত্নমধ্যে ভূষণ পরিধানার্থ অত্যন্ত
 মুদিতান্তঃকরণে নিজাঙ্গ অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে “রক্তমণির প্রভায়
 প্রত্যঙ্গ রঞ্জিত হইয়াছে” অতএব আর সে কুঙ্কমরসে রঙ্গরাগ করিতে ইচ্ছা
 করিলেন না ॥৮৭॥

যে গৃহের কল্পবৃক্ষ সকল নানাবিধ শোভন মণিগণের কিরণ পটলে
 মণ্ডিত হওয়ায় বোধ হইয়াছিল, যেন, শিখাগ্র যাহাদিগের অতিশয় প্রজ্জ্বলিত
 হইতেছে, তাদৃশ সমুন্নত এবং স্পৃষ্ট দীপমালাতেই বিভূষিত হইয়া শোভা
 পাইতেছিল ॥৮৮॥

পক্‌দাড়িমধিয়া শুকশাবা-
 শ্বেষু শোণমণিষু পচরন্তঃ ।
 নানুভূয় চরণাহতিভিনো
 চঞ্চুমাদধতি যত্র কদাপি ॥৮৯॥

পুষ্পমিচ্ছতি ন হীরকবুদ্ধ্যা
 হীরকং শ্রয়তি পুষ্পধিযৈষঃ ।
 যত্র দৈববশতো মধুপত্নং
 গচ্ছতি স্ম মধুপঃ খলু মোক্ষ্যাৎ ॥৯০॥

একতঃ স্ফটিকপাটলগোরৈ-
 রশ্রুতো মরকতদ্ব্যতিভিন্নৈঃ ।
 চল্লিকাতিমিরয়োরিব বীথী
 যত্র চারুসলিলৈঃ কিল বাপী ॥৯১॥

শুকশাবকগণ যে গৃহের রক্তবর্ণ মণিভূমিতে অপক দাড়িম জ্ঞানে বিচরণ
 করত সেই পক দাড়িমের আশ্রয় অন্বেষণ না করিয়াও চরণাহতি অর্থাৎ
 পাদচালনায় স্বীয় চঞ্চুপুট কদাপি গ্রহণ করে নাই ॥৮৯॥

যে গৃহে মধুপগণ বিমুক্ত হইয়া দৈববশতঃ মধুপত্ন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
 প্রায়শঃ মধুপান করিতে পায় না, কারণ কখন হীরক বুদ্ধিতে পুষ্পকে
 গ্রহণ করে না এবং কখনও বা পুষ্পবুদ্ধিতে হীরককে আশ্রয় করিয়া
 থাকে ॥৯০॥

অপর একদিকে স্ফটিক প্রভায় গোরবর্ণ, অশ্রুদিকে মরকত অর্থাৎ
 হরিনাগির হরিৎ প্রভায় বিভিন্ন বর্ণ জলদ্বারা যে গৃহের বাপী অর্থাৎ
 দীঘিকা যেন জ্যোৎস্না শ্রেণী এবং অঙ্ককার শ্রেণীর স্থায় শোভমান
 হইয়াছিল ॥৯১॥

স্ফটিকং তটমভি প্রতিমগ্নঃ
প্রোথিতো দ্যাপতিরত্নতটাস্তে ।
নির্ভরং বিলপতি প্রতিকাস্তাং
যত্র চারু সরসীমভি কোকঃ ॥৯২॥

ভূষণায় বিবিশূলঘুখেলং
তং মনোরমবিশালবিচিত্রম্ ।
আলয়ং কুবলয়ামলনেত্রা-
শচন্দ্রিকা ইব সুধাময়সিন্ধৌ ॥৯৩॥

পঞ্চদশভিঃ কুলকং ॥

শ্রীমদ্ভিঃ পরভূত-বর্হি-কীর-হংসৈঃ
সংপারাবত-মধুপাবলী-কপোতৈঃ ।
অন্যোন্মেষপরিবদ্ধতোহত্যপূর্ব্বং
সংভেজে শ্রবণরসায়ণস্বমুচ্চৈঃ ॥৯৪॥

যে গৃহে কোন একটি চক্রবাক স্ফটিক প্রস্তরের কিরণকে লক্ষ্য করিয়া
জলজমে তথায় মগ্ন হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার দ্যাপতি অর্থাৎ সূর্য্যকাস্ত মণির
সমীপে উত্থিত হইয়া সরোবর জ্ঞানে নিজ প্রেমসৌ চক্রবাকীকে আহ্বান
পূর্ব্বক বিলাপ করিয়াছিল ॥৯২॥

নীলোৎপল তুল্য নির্ম্মললোচনা ব্রজাঙ্গনাগণ সেই মনোরম বিশাল বিচিত্র
আলয়ে ভূষণ পরিধান করিবার নিমিত্ত সুধাসিন্ধু শশধরের চন্দ্রিকার ত্রায়
মন্দ মন্দ ভাবে গমন করিয়াছিলেন ।

“রত্নভিজিহ্বু” এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া “ভূষণায় বিবিশু” এই শ্লোক
পর্য্যন্ত পঞ্চদশ শ্লোকোক্ত কুলকে গৃহ বর্ণন শেষ হইল ॥৯৩॥

পরম স্নানর কোকিল, ময়ূর, চক, হংস, শ্রীশত পারাবত, ভ্রমর শ্রেণী এবং
কপোতগণ পরস্পর নিজ কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করত অপূর্ব্ব শ্রবণসুখ উৎপাদন
করিয়াছিল ॥৯৪॥

উদগচ্ছন্তীষথ বরবধূষালয়াস্তেষু জাতা
 নানাপুষ্পৈঃ সুরভিমধুরৈঃ কল্লবল্লাঃ সমস্তাং ।
 চতুর্নীরাজনমিব মুহঃ কুজিতৈঃ কোকিলানাং
 সংকুর্বতে। জয় জয় জয়েত্যাচ্চকৈর্হর্ষনাদম্ ॥৯৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে

নবমঃ সর্গঃ ॥

ব্রজবধুগণ গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, গৃহজাত কল্ললতা
 সকল সেই ব্রজবধুদিগকে মধুর সুরভি বিশিষ্ট বিবিধ পুষ্পদ্বারা যেন নীরাজন
 অর্থাৎ আরাত্রিকই করিয়াছিল এবং মুহমুহঃ কোকিলাগণের কুজনেই
 আরাত্রিকের “জয় জয়” এইরূপ অত্যাচ হর্ষমুচক শব্দ হইয়াছিল ॥৯৫॥

❁ দশমঃ সর্গঃ

মালতীকুসুমতল্লমনল্লং
সোপবর্হমভিসংভূতবাঙ্গাঃ ।
মণ্ডনার্থমথ মন্দিরমধ্যং
মণ্ডিতং ব্যরচয়ন্মদিরাক্ষ্যঃ ॥১॥

সৌরভোদ্ভদসিতাগুরুধূপৈ-
ধূপিতং নিরবকাশবিকাশৈঃ ।
সঞ্চরন্তরশশিত্রসরেণু-
ব্যাপ্তমাপ্তগুরুগৌরবগন্ধম্ ॥২॥

ইত্থমুখিতবতী রতিভূমৌ
বীক্ষ্য গোকুলবধূদিননাথঃ ।
বদ্ধতাং নিধুবনোন্নতিরাসা-
মিত্যপাস্তপটিমান্তমিয়ায় ॥৩॥

চঞ্চললোচনা ব্রজাঙ্গনাগণ উপবর্হ সহিত মালতীপুষ্পের প্রশস্ত শয্যা রচনা করিবার নিমিত্ত লাভিলাষ হইয়া ভূষনার্থ মন্দিরের মধ্যভাগ এতাদৃশ রচনা করিয়াছিলেন যে, উদগত সৌরভসম্পন্ন সুবিকাশ কৃষ্ণবর্ণ অঙ্কুর ধূপ দ্বারা বাহা নিরন্তর সুবাসিত তথা শশধরের কিরণরূপ ত্রসরেহু যাহাতে গবাক্ষজাল দ্বারা সঞ্চরণ করিতেছে অর্থাৎ যে গৃহে চন্দের সুনির্মল চন্দ্রিকা প্রবেশ করিতেছে এবং যাহাতে সমধিক সুগন্ধ প্রকাশ পাইতেছে ॥১॥২॥

দিননাথ সূর্য্যদেব গোকুলবধুগণকে রতিভূমিতে অর্থাৎ সান্বেতিত বিলাস স্থলে উপস্থিত দেখিয়া “ইহাদিগের নিধুবনোন্নতি অর্থাৎ শৃঙ্গারবিলাসের বৃদ্ধি হউক” এই বিবেচনায় অপাস্তপটিমা অর্থাৎ কিরণমালাকে সংযত করিয়া অন্তাচলে গমন করিলেন ॥৩॥

সর্বতঃ প্রস্মরাস্তপতো মে
নির্ভরং য ইহ তে যদি হেয়াঃ ।
কীদৃশৈরহহ তদ্বিতব্যং
কর্ষতীতি কিরণান্ হু পতঙ্গঃ ॥৪॥

চন্দ্রমাঃ স্বপিতি তারকগেহে
কীদৃশী ভ্রমিতি বাদশমায় ।
বারুণীদিগ্‌বলারুণমর্কং
লোহপিণ্ডমিব তপ্তমধস্ত ॥৫॥

ছোতিতানি বিরচ্য তথাশ্র-
দ্বীপবর্ত্তিনি দিবাকররত্নে ।
অভ্যপূরি জগদ্রুচতমিষ্রং
শ্বাসধূমপটলৈভু'জগানাম্ ॥৬॥

“ঐহারা সর্বদেশ বিস্তৃত হইয়া আমার তপনত্ব অর্থাৎ তাপপ্রদত্ব সম্পাদন করিতেছে, তাহাদিগকে যদি পরিত্যাগ করি তবে কীদৃশ কার্য্য হইবে ? অর্থাৎ অত্যন্ত অশ্রায় হইবে” এই বিবেচনাতেই কি সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণ-জালকে আকর্ষণ করিতেছেন ? ॥৪॥

শশধর তারাগৃহে শয়ন করিতেছেন, তুমি কিরূপ অর্থাৎ তুমি তাঁহার কেমন পত্নী, যে নিজপতি শশধরকে অশ্রু গৃহে শয়ন করিতে দেখিতেছ” এই অপবাদ শাস্তির জন্তই যেন বারুণী পশ্চিমদিকরূপ অবলা অর্থাৎ স্ত্রী অন্তগমনোদ্ভূত লোহিতবর্ণ সূর্য্যকে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের স্তায় ধারণ করিয়াছিল ॥৫॥

দিবাকর রূপ রত্ন অশ্রুদ্বীপে কিরণমালা বিস্তারপূর্ব্বক তথায় গমন করিলে অর্থাৎ সূর্য্যদেব অন্তগত হইলে পর, ভূজঙ্গগণের নিশাগধূমে জগন্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ॥৬॥

দিগ্গজাঃ কিমু পরম্পরযুক্তাঃ
কিং পুনর্দিগচলাশ্চলপক্ষাঃ ।
ইথমুহিতবিকারবিশেষং
ধ্বাস্তমত্র ন মমৌ জগদগে ॥৭॥

কিং তমালতরুভিজগদেত-
ন্নির্মিতং ননু কিমঞ্জনপুঞ্জৈঃ ।
রঞ্জিতং নু হরকণ্ঠময়ুখৈঃ
কিংষভূদিহ দিগন্তরলোপঃ ॥৮॥

পদ্মিনীজনবায়োগশুভপ্তো
নির্মমজ্জ জলধৌ দিননাথঃ ।
সান্দ্রধূমপটলৈরিব তস্মা-
দুদগতৈর্জগদপুরি তমোভিঃ ॥৯॥

স্বর্ধ্যান্তের পর প্রাণিগণের বিলাপ বর্ণন হইতেছে। “দিগ্গজ সকল পরম্পর কি যুক্ত হইল অথবা দিক্‌পর্কত সকল কি পরম্পর পক্ষ সঞ্চালন করিতেছে।” এইরূপে জন সকলের বিকার বিশেষ তর্কিত হওয়ায় অন্ধকার জগন্মণ্ডলে অপরিমিত হইয়া উঠিল ॥৭॥

এই জগৎ কি তমালতরু দ্বারা অথবা অঞ্জনপুঞ্জে নির্মিত কিম্বা নীলকণ্ঠের কণ্ঠকিরণে অমুরঞ্জিত হইয়াছে, একি অন্ধকারে যে দিক্‌সকলের মধ্যভাগ বিলুপ্ত হইয়া গেল ? ॥৮॥

হার ! পদ্মিনীর বিরহেই কি স্বর্ধ্যাদেব অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করত জলনিধিতে গিয়া নিমগ্ন হইলেন ? এই জন্তই কি নিবিড় ধূমপটলের ভায় অন্ধকাররাশি উথিত হইয়া জগন্মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিল ? ॥৯॥

পতিতাঃ কিমু দিশো গগনং বা
ভ্রংশিতং কিমু সমুদগমিতা ভূঃ ।
লোপিতং কিমথ বা খলু বিশ্বং
স্নিগ্ধসান্দ্ররুচিরৈস্তিমিরৌঘৈঃ ॥১০॥

সম্মদাদিব পরস্পরমাশা-
যোষিতো যুগমদোৎকরচূর্ণৈঃ ।
মন্মথোন্মথিতমুগ্ধবধূনাং
রঞ্জয়ন্তি পুরকেলিবনাস্তম্ ॥১১॥

আগতঃ কিমু ন বেত্যথ পত্ন্য-
বীক্ষণোৎকমনসা রভসেন ।
পূর্বদিক্তটমুখাং স্মিতমুগ্ধা-
চ্ছ্যাময়া তিমিরচেলমুদাসে ॥১২॥

অথবা দশদিক্কে কি কেহ পাতিত করিল? গগন কি খসিয়া পড়িল? ভূমণ্ডল কি উর্দ্ধদেশে উঠিয়া গেল? অথবা বিশ্বরাজ্য কি স্নিগ্ধ নিবিড় ও রুচির অন্ধকার রাশিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল? ॥১০॥

আনন্দবশতই যেন পরস্পর দিক্‌রূপ স্ত্রীগণ অন্ধকার স্বরূপ যুগমদ চূর্ণ দ্বারা মদনোন্মত্ত মুগ্ধ বধুদিগের অগ্রবর্তি কেলিকাননের মধ্যদেশকে রঞ্জিত করিতেছে ॥১১॥

পতি স্বর্ঘ্য সমাগত হইলেন কি না এই বিবেচনায় পতি দর্শনার্থ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত মনোবেগে সমুদভূত মধুর হাস্তে বাহা অতিশয় মনোজ্ঞ, পূর্ব-দিগজনার তাদৃশ মুগ্ধমণ্ডল হইতে শ্যামা অর্থাৎ রজনী তিমির রূপ অবগুণ্ঠন বস্ত্রে উত্তোলিত করিয়াছিল অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভে পূর্বদিকের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল ॥১২॥

আগ্নিশ্রম্নতিতরাং তুহিনাংশুঃ
প্রাংশুনা সুললিতেন করেণ ।
যামিনী যুগদৃশঃ স্পিনদ্ধং
ধ্বাস্তনীলবসনং সমুদাসে ॥১৩॥

অঙ্কশৈবলবিভূষিতপৃষ্ঠে
বিভ্রদল্লতরভানুমণালম্ ।
পূর্বদিক্তটসরোবরমধ্যা-
ছন্মমজ্জ শনকৈঃ শশিহংসঃ ॥১৪॥

রোপ্যসম্পূট ইবেন্দুরমল্লো
দিগ্ধধুনিচয়মগুনহেতুঃ ।
মগুনার্থমথ মুগ্ধবধূনা-
মুৎসসর্পবিকিরম্মতোঘম্ ॥১৫॥

বাসিতানি পটবাসবিমর্দে-
নির্ভরং তনুস্থানি তনুনি ।
অংশুকানি দধিরে মদিরাক্ষ্যে
মান্মথানি কিমু শুক্লযশাংসি ॥১৬॥

শশধর স্বীয় লঘমান ও সুললিত কিরণরূপ কর দ্বারা যামিনীরূপ
যুগলোচনা কামিনীকে সাতিশর আলিঙ্গন করত যামিনীর পরিহিত-তিমির-
রূপ বসনকে উৎক্লিষ্ট করিল ॥১৩॥

কলঙ্কশৈবালে ষাহার পৃষ্ঠদেশ বিভূষিত সেই শশধররূপ রাজহংস অল্লতর
কিরণরূপ মণাল সঞ্চর করত পূর্বদিক্ ভাগরূপ সরোবরের মধ্য হইতে অল্ল
অল্ল উখিত হইলেন ॥১৪॥

দিগ্ধধুগণের ভূষণের হেতু এবং রোপ্য নির্মিত সম্পূট সদৃশ পূর্ণমণ্ডল
শশধর মুগ্ধবধূদিগের ভূষণার্থ অমৃতপ্রবাহ নিক্ষেপ করত উদগত হইলেন ॥১৫॥

মদিরাকী ব্রজাঙ্গনাগণ পটবাস অর্থাৎ গজচূর্ণাদি বস্তুর বিমর্দনে সুবাসিত

অংশুকাঞ্চলসন্নিবিড়োরুঃ
সুভ্রবাং কনকসৌভগকন্ডঃ ।
মন্মথশ্চ নগরী সপতাক-
স্তম্ভদম্ভমহরং সবিশেষম্ ॥১৭॥

গন্ধবাসিতসিতাংশুকথৈণ্ডে-
মার্জ্জিনায় সমলঙ্কৃতগর্ভঃ ।
রাজতিস্ম সুদৃশাং কচপাশঃ
কৌমুদীমিব পিবংশ্চিমিরোধঃ ॥১৮॥

মৃষ্টমুক্তচিকুরা বলয়স্তী
চারু-বামকরজৈরলকাগ্রম্ ।
দর্পণাপিত-বিলোচনলক্ষ্মীঃ
কাপি কামনগরীব ররাজ ॥১৯॥

এবং সাতিশয় অঙ্গের সুখপ্রদ সূক্ষ্ম বসন সকল ধারণ করিয়া কি মন্মথরাজের
বিভূক্ত যশোরশিকে ধারণ করিলেন ? ॥১৬॥

সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের সৌভাগ্য সূক্ষ্মর বস্ত্রাঞ্চলের সুশোভিত
নিবিড়োরু অর্থাৎ কটি বন্ধন রজ্জু মন্মথনগরীর পতাকাযুক্ত স্তম্ভদণ্ডই যেন
সবিশেষরূপে বহন করিতে লাগিল ॥১৭॥

গন্ধবাসিত শুভ্র বসনখণ্ড দ্বারা মার্জ্জিনার্থ সুকেশী রমণীগণের কেশকলাপের
মধ্যদেশ সম্যক্ অলঙ্কৃত হওয়ায় বোধ হইল যেন তিমিররাশি জ্যোৎস্না
পান করিয়া শোভা পাইতেছে ॥১৮॥

কোন গোপাঙ্গনা সূমার্জ্জিত কেশকলাপ বিমুক্ত করিয়া এবং মুখকান্তি
দর্পণোপরি স্থাপন করিয়া মনোহর বামকরের নখর দ্বারা অলক অর্থাৎ ললাট
পতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণীভূত কেশগুলিকে নিরূপণ করিয়া যেন কামনগরীর স্তায়
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৯॥

সংপ্রসাধনিকয়া লঘুহেলং
 মৃষ্টমুক্তচিকুরা বরনারী ।
 অঘলিগু বপুরুন্তমসাস্রৈঃ
 কুকুমচ্ছিত্তরচন্দনপঙ্কে ॥২০॥

সাস্রচন্দ্রমৃগনাভিবিভিন্নঃ
 কৌকুমেন চ রসেন বিমুক্তঃ ।
 আদধে বপুসি মুক্তবধুভি-
 শ্চন্দ্রপঙ্ক ইব চন্দনপঙ্কঃ ॥২১॥

ভূষণশ্চ চ বিভূষণমঙ্গং
 তৎ কিমেভিরিতি কাপি বরাস্তী ।
 নাভজৎ কিমপি কিস্তুহুভেজে
 কেবলে সদহুলেপনচেলে ॥২২॥

স্পর্শনব্যবধিরেব কিমন্য-
 ন্নাকুথাঃ সূতহু তন্তুহুবাধাম্ ।
 ইত্যদঃ প্রিয়সখীবচনাস্তে
 নানুলেপমপি কাচিদিয়েষ ॥২৩॥

এক পরম সুন্দরী ব্রজবালা পরিকৃত চিত্রের রাশি বিমুক্ত করিয়া অতীব
 সবিলাস চিত্তে উৎকৃষ্ট ও নিবিড় কুকুম ছেদ যুক্ত চন্দন পঙ্কদ্বারা শরীর
 বিলেপিত করিলেন ॥২০॥

মুক্ত ব্রজবধুগণ নিবিড় কর্পূর এবং মৃগনাভিযুক্ত তথা কুকুমরস বিশিষ্ট চন্দন-
 পঙ্ককে চন্দ্রপঙ্ক অর্থাৎ সুধাকর খণ্ডের ত্রায় নিজ শরীরে ধারণ করিলেন ॥২১॥

“শরীর ত ভূষণেরই বিভূষণ অর্থাৎ অঙ্গ অলঙ্কারকেও অলঙ্কৃত করে, তবে
 আর ভূষণ ধারণের প্রয়োজন কি” এই বলিয়া কোনও উত্তমাজী ব্রজাঙ্গনা কোনও
 ভূষণ পরিধান না করিয়া কেবল অহুলেপন ও বসন মাত্র ধারণ করিলেন ॥২২॥

“এই অহুলেপনে, কেবল স্পর্শের ব্যবধান ভিন্ন, আর কি হইবে ?

লোচনদ্বয়রূচৈব সমীপং
প্রাপ্তয়া শ্রবণয়োরতিশোভা ।
জায়তে কিমমুনেতি কয়াচি-
ন্নাদধে কুবলয়স্তা বতংসম্ ॥২৪॥

মুক্তমুক্তমপি কৈশিকমেত-
চ্ছোভতে যদপি মুক্তসখাভিঃ ।
স্বীয়শিল্পকলনাদিব মুক্ত্যা
বন্ধনং তদপি চারু বিতেনে ॥২৫॥

দর্পণস্তা থলু দর্পণমেত-
ল্লোচ্যতাং কথমিতি প্রবরাজী ।
অঙ্গমৈক্ষত সবিভ্রমমঙ্গে
স্বচ্ছমচ্ছতরহাটকগৌরে ॥২৬॥

অতএব হে স্নতম্ ! আর অঙ্গের বাধা জন্মাইও না” কোন এক গোপাঙ্গনা-
প্রিয়সখীর এই বাক্যে অমূল্যলপনকেও ইচ্ছা করেন নাই ॥২৩॥

“সমীপবর্ত্তি লোচন শোভাতেই শ্রবনদ্বয়ের অতিশয় শোভা হইতেছে, আর
কর্ণভূষণের প্রয়োজন কি ?” এই জ্ঞানে কোন এক ব্রজসুন্দরী কুবলয়ের
কর্ণভূষণ ধারণ করিলেন না ॥২৪॥

কোন গোপাঙ্গনা দেখিলেন যে কেশবন্ধন মুক্ত অর্থাৎ আলুলায়িত হইলে-
ও যত্নপি অত্যন্ত শোভা হয় তথাচ শিল্প কৌশল প্রদর্শন করা উচিত, এই
বিবেচনায় অতীব কৌশল সহকারে সুন্দরী সখীগণের সহিত নিজ কেশ-
কলাপের অতীব মনোহর বন্ধন করিলেন ॥২৫॥

“এই অঙ্গ নিশ্চয়ই দর্পণেরও দর্পণ, অতএব দর্পণে আর কি দেখিব” এই
বুদ্ধিতে কোন এক ব্রজসুন্দরী বিভ্রম অর্থাৎ অতীব হাবভাবের সহিত নির্মূল
স্বর্ণবর্ণ নিজের অঙ্গে নিজাই দর্শন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ঘূর্ণিতারুণবিলোচনভঙ্গ্যা
সাদরং পুলকিতো হৃদয়েশঃ ।
প্রেয়সীবিহিতবেশবিলাসং
শশ্বদৈক্ষত নিজং সকলাজন্ম ॥২৭॥

ইথমাস্তবসনাঃ কৃতভূষা-
স্তা বিভূষয়িতুমাসত ভূষঃ ।
চন্দ্রমা মধুমদঃ কুসুমেষুঃ
কে ভবন্তি মহতাং ন সহায়াঃ ॥২৮॥

নির্ভরঃ শশিমযুথসমূহো
লোপিতক্রমপুরাদিবিভাগঃ ।
তুর্ণমাবিরভবং কমনীয়ো
মাম্মথঃ কিমপি রাজতসর্গঃ ॥২৯॥

হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঘূর্ণমান অরুণবর্ণ লোচন ভঙ্গীতে পুলকিত হইয়া প্রেয়সী
বিহিত বেশবিলাস ধারণ করিয়া নিয়ত নিজের অঙ্গসকল অবলোকন করিতে
লাগিলেন ॥২৭॥

এইরূপে ব্রজবধুগণ রসনা অর্থাৎ চন্দ্রহার গ্রহণ পূর্বক বিবিধ ভূষায়
ভূষিত হইলে পর স্বীয় কৌমুদীতে তাহাদিগকে পুনর্বার ভূষিত করিবার
নিমিত্ত চন্দ্রমা উদগত হইলেন, যেহেতু চন্দ্র মধুমদ অর্থাৎ বসন্তকালীন
কামোন্মত্ততা এবং কুসুমেষু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন্ জন উৎকৃষ্ট জনের
সহায় না হইয়া থাকেন ? ॥২৮॥

কৌমুদীমালায় পরিব্যাপ্ত সম্পূর্ণ মণ্ডল শশধরের স্বীয় কিরণমালায়
বৃক্ষ নগরাদি আচ্ছাদিত করিয়া উদয় হওয়াতে বোধ হইল যেন কমণীয়কান্তি
কন্দর্পরাজের রাজতসর্গ অর্থাৎ রৌপ্যস্থিতি সমুদ্ভব হইয়াছে ॥২৯॥

চিস্তনিবৃ'তিকরীঃ শশিভাসো
ভাসুরাঃ সপদি বীক্ষ্য বধুভিঃ ।
আদধে মনসি মন্মথলক্ষ্মী-
রাসবেন তদনন্তরমাভিঃ ॥৩০॥

সাধুরীতিরিয়মেব বধুনাং
সাধুরীতি মধুরো মধুবারঃ ।
তাং পুনঃ প্রথয়তি স্ম বিশেষং
মান্মথৈর্নববিকারবিভঞ্জেঃ ॥৩১॥

লোহিতোৎপলদলং প্রতি খেল-
চঞ্চরীকষট্যেব চিরায় ।
অম্বরঞ্জী নয়নাঞ্জলক্ষ্ম্যা
সুভ্রবাং প্রিয়মনঃ স্মরকেণ ॥৩২॥

চন্দ্রোদয়ের পর ব্রজাঙ্গনাগণ চিত্তাফ্লাদকর শশধরের কিরণকলাপ
দর্শন করত আসব অর্থাৎ মধুপানে উন্মত্ত চিস্ত হইয়া মনোমধ্যে মন্মথলক্ষ্মী
অর্থাৎ কামশোভা ধারণ করিয়াছিলেন । তাৎপর্য্য এই যে কামোদ্দীপক
চন্দ্র দর্শনে কামিনীগণ অত্যন্ত কামবিবশা হইলেন ॥৩০॥

বধুগণের ইহাই সাধুরীতি এবং মধুবারের অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মধু পানের
পরিপাটীরও অতিমধুর অভিনব কামজ বিকার ভঙ্গীতে সেই মধুপানপাত্র
উক্ত সাধুরীতিকে বিস্তৃত করিতেছে ॥৩১॥

রক্তোৎপলের উপরি স্মর চঞ্চল হইলে যেক্রপ শোভা হয়, তক্রপ কৃষ্ণবর্ণ
তারকা শোভিত নেত্রকটাক্ষ দ্বারা স্মরণীড়িত ব্রজাঙ্গনাগণ প্রিয়তমের চিস্তকে
অম্বরঞ্জিত করিলেন ॥৩২॥

ক্লাস্তকান্তরমগীমুখবিস্মে:
 পদ্মবাসিত ইবাসব এষ: ।
 পাতুমাহিতরসস্য দৃশাভূৎ
 প্রেয়সোহরুণরুচাপি চ পীত: ॥৩৩॥

আযযু: কিমু পরম্পরযোগাৎ
 সূত্রবোহধরমধুনি মধুনি ।
 স্বাছমিষ্টমধিকং যদমাদী-
 ত্তনুখাৎ পরিপিবন্ হৃদয়েশ: ॥৩৪॥

যদ্বচ: অবগবজ্জান যাতং
 প্রেয়স: সপদি সাপি নবীনা ।
 বারুণীমদবশাদবদংশং
 তন্তদোষ্ঠমতনিষ্ট নিকামম্ ॥৩৫॥

“এই মধু, ক্লাস্ত কমনীয় রমণীর মুখ প্রতিবিম্ব দ্বারা যেন পদ্মবাসিত হইয়াছে” এইজ্ঞানে পান করিবার নিমিত্ত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বায় রসাবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত প্রতিবিম্বিত মধুর প্রতি একভাবে দৃষ্টিপাত করায় প্রিয়তমের নেত্রই যেন তাহা পান করিল ॥৩৩॥

পরম্পর যোগ হেতুই কি আলোচনা কামিনীগণ মধুতুল্য সুস্বাদু মধুপান করিলেন ? যেহেতু প্রাণেশ্বরও যে ইষ্টস্বাদু মধুকে প্রিয়তমার বদন হইতে পান করিয়া সাতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন ॥৩৪॥

যে বাক্য কখনই কর্ণগোচর হয় নাই অর্থাৎ প্রিয়তম যে প্রিয়তমের ওষ্ঠে দস্তাঘাত করে ইহা অতীব অসম্ভব কিন্তু তথাপি নবীনা রমণী বারুণীপানের মত্ততা হেতু প্রিয়তমের ওষ্ঠকে দস্তাঘাতচিহ্নে সাতিশয় পরিব্যাপ্ত করিলেন ॥৩৫॥

যা শিরীষকুসুমাদপি মৃদ্বী
সৌরভং সুখমুবাহ সদৈব ।
দুঃখবন্দ্যদবশাদবসাদঃ
কীদৃগিত্যপি ন বেদ চিরং সা ॥৩৬॥

বারুণীমভিগতো দ্রবভাবং
মন্মথঃ প্রবিশতীব বধুযু ।
অঙ্গমঙ্গমভিতঃ কিল সর্ব-
গ্রন্থয়ঃ শিথিলতাং যত্নপেয়ঃ ॥৩৭॥

দন্তমাত্মমুখতো মধু ভূয়ঃ
কিং জিহ্বক্ষুরভিপীড়্য রদাগ্রৈঃ ।
ভর্তুরোষ্ঠদলদংশপর্যাপি
প্রেয়সী রচয়তীব বিদংশম্ ॥৩৮॥

বারুণীমদবশাদবশাজী
ভ্রশদপ্যাভিবিবেদ ন বাসঃ ।
পানিরেব তদরুদ্ধ নিতাস্ত-
ত্ৰাসতঃ কিল তদেব বিচিত্রম্ ॥৩৯॥

শিরীষকুসুম হইতেও কোমলাঙ্গী যে কামিনী নিয়ত সুরত সুর লাভ
করিয়া থাকেন, তিনি দুঃখপ্রদ মস্ততাহেতু অবসাদ যে কিরূপ চিরকাল তাহা
কিছুই জানিতে পারিলেন না ॥৩৬॥

মন্মথই যেন দ্রবত লাভ করিয়া বারুণীরূপে ভ্রজবধুগণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন,
যেহেতু বধুগণের বারুণীপানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গেল ॥৩৭॥

মধুমস্ত কামিনীগণ নিজ মুখ হইতে মধুপ্রদান করিয়া পুনর্ব্বার সেই মধু
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দস্তাগ্র দ্বারা ভর্তার ওষ্ঠোপরি দংশন করিয়া পুনর্ব্বার
বিদংশ অর্থাৎ অস্বাস বস্ত্রজ্ঞানে কাস্তমুখে দস্তাঘাত করিতে উত্তত হইলেন ॥৩৮॥

কোন রমণী মদমস্ততায় অবশাজী হইয়া অঙ্গস্থলিত বস্ত্রকেও জানিতে

একমস্তি মনসীভরত্বকৃতং
তত্র চ প্রতিপদং স্থলনং হি ।
ঐহিতং কিমপি বাঙ্খিতমশ্রুৎ
কিং প্রমাদ ইব ভাতি মদোহয়ম্ ॥৪০॥

অর্দ্ধমর্দ্ধমিব ভাষিতমাসা-
মর্দ্ধমর্দ্ধমিব চেষ্টিতমশ্রু ।
সুদ্রবাং হৃদয়লোপবিধানে
মন্মথঃ কিমসৃজনমধুবারম্ ॥৪১॥

উজ্জগাম হৃদয়াদমুরাগো
লোচনে মধুমদারুণশোভে ।
সুদ্রবঃ কিমিহ যন্তুরভারা-
দঘূর্ণয়া ভ্রমতি খঞ্জমিবৈতৎ ॥৪২॥

সকম হইলেন না কিছ ঐ রমণীর নিতাস্ত নিদ্রিষ্ট বস্তুকে পাণিকমল যে
ধারণ করিল তাহাই অতি আশ্চর্য্য ॥৩৯॥

মনোমধ্যে একরূপ, বাক্য দ্বারা তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইতেছে
এবং প্রত্যেক পদবিজ্ঞানে অঙ্গ স্থলন হইতেছে, কার্যিক চেষ্টা একরূপ, বাঙ্খা
তাহার বিভিন্ন, স্ততরাং কামিনীগণের এই মন্ততা যেন এক অনির্বচনীয়
প্রমাদ বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥৪০॥

বাক্যও অর্দ্ধাৰ্দ্ধ উচ্চরিত অর্থাৎ আধ আধ এবং যে চেষ্টা করিতে উদ্যত
হইতেছেন তাহাই অর্দ্ধ প্রায় হইতেছে, স্ততরাং ইহাতে বোধ হইতেছে
যেন কামিনীগণের চিন্তকে বিলুপ্ত করিবার নিমিত্তই মধুবার অর্থাৎ মধুপানের
পাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৪১॥

সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের অমুরাগ হৃদয় হইতে আসিয়া মধুমন্ততার অরুণ
শোভায়ুক্ত নেত্রযুগলে উপস্থিত হইয়াছিল, কারণ যে অমুরাগের আতিশয্যভরে
নেত্রযুগল খঞ্জনপক্ষির স্থায় ঘূর্ণিত গতিতে ভ্রমণ করিতেছে ॥৪২॥

দষ্টবত্যভিমতে দয়িতোষ্ঠং
 রঞ্জিতত্মগমন্ দশনাস্তাঃ ।
 স্বচ্ছতামবকলয্য হু গচ্ছন্
 যাবকঃ স্থিতিমিয়েষ তদেযু ॥৪৩॥

চুষতি প্রিয়তমেক্ষি যুগাক্ষ্যাঃ
 পানপাটলিতমঞ্জনহীনম্ ।
 তত্তদোষ্ঠরুচিভির্ঘনঘূর্ণা
 পক্ষ্মরাজিমহূরঞ্জয়তীব ॥৪৪॥

দষ্টবত্যতিতরাং দশনাগ্রে-
 ব্লভে মধুমদাদধরোষ্ঠম্ ।
 মন্দকণ্ঠনির্নদৈঃ কলকণ্ঠ্যঃ
 কোমলং করুণমেব চুক্জুঃ ॥৪৫॥

অভিমত অর্থাৎ প্রাণেশ্বর প্রেমসীর ওষ্ঠে দস্তাঘাত করিলে পর প্রেমসীগণও পুনর্ব্বার প্রিয়তমের ওষ্ঠে দস্তাঘাত করায় দস্তাগ্র সকল সাতিশয় রঞ্জিত হইল, স্নতরাং বোধ হইতেছে যেন “দন্তের স্বচ্ছতা দর্শন করিয়াই কি এই দস্তাগ্রে যাবক অর্থাৎ অলঙ্কৃত স্থিতি লাভ করিছে” ॥৪৩॥

প্রাণেশ্বর যুগাক্ষীর নয়ন চুষন করিলে পর, ঐ নয়ন চুষন হেতু পাটলিত অর্থাৎ শুভ্র, স্নতরাং অঞ্জনহীন হইয়া ওষ্ঠকান্তির সহিত ঘনঘূর্ণ পক্ষ্মরাজী অর্থাৎ নেত্রলোমকে যেন রঞ্জিতই করিতেছে ॥৪৪॥

প্রিয়তম প্রাণপতি মদমত্ততা হেতু দশনাগ্র দ্বারা অধরোষ্ঠ অতিশয় দংশন করিলে পর, কলকণ্ঠী অর্থাৎ মঞ্জুভাষিনী কামিনীগণ মন্দ কণ্ঠধ্বনি সহকারে কোমল অতিকরণ শব্দ করিয়াছিল ॥৪৫॥

ওষ্ঠপল্লবপুটং দয়িতায়া
 দষ্টবত্যতিতরাং মধুমর্দে ।
 পাণিপল্লবমপি প্রচকম্পে
 সখ্যমেকসুখদুঃখগমেব ॥৪৬॥

ধূস্বতী করদলে স্মিতভাষা
 শীংকৃতৈরবিরতোঃসবমেকা ।
 লোলশঙ্খাবলয়ধ্বনিলক্ষ্যং
 মন্দমন্দমিব শঙ্খমপুরি ॥৪৭॥

গণ্ডযুগ্মমলিকং কিমু কিম্বা
 লোচনে কিমধরঃ কিমু বাহুত্৷ ।
 চুষ্মনেন রমণো রমণীনাং
 ভিন্নভিন্নরসপূর্ণমবুদ্ধ ॥৪৮॥

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা ব্রজাঙ্গনার ওষ্ঠপল্লবে সাতিশয় দশনাঘাত
 করিলে পর পাণিপল্লবও কম্পমান হইতে লাগিল, যেহেতু সখ্যাই সুখ ও
 দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে ॥৪৬॥

এক মল্লভাষিণী রমণী অবিরত উৎসবাসিত হইয়া শীংকার পূর্বক
 করদলকে সঞ্চালন করিয়া মন্দ মন্দ ভাবে এক্রপ শঙ্খধ্বনি করিতে
 লাগিলেন যে, বাহাতে হস্তপরিহিত শঙ্খবলয়ের শব্দেও লক্ষ্য হইতে
 পারে ॥৪৭॥

গণ্ডযুগ্ম, অলিক লোচনদ্বয় কিম্বা অধর, রমণীগণের যে কোন অস্ত্রাঙ্গ
 অঙ্গ, রমণ শ্রীকৃষ্ণ, চুষ্মন করিয়া প্রত্যেক অঙ্গই যেন ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিপূর্ণ
 হইয়াই জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

কেশপাশবলনাদবতীর্ণঃ

সঙ্গতঃ স্তনমতঙ্গজকুন্তে ।

ঘূর্ণয়া মদজয়া প্রিয়পাণি-

নির্ম্মমজ্জ তদ্বরঃসরসীযু ॥৪৯॥

অন্তরীয়মবকৃষ্য কিমু স্বং

ভাবমাশু বিদধে বসনং সঃ ।

লোহিতৌ কুচঘটাবনুরক্তৌ

যচ্চকার হৃদয়েশয় এষঃ ॥৫০॥

অর্দ্ধমিলিতমথার্দ্ধনিমগ্নং

ভাষিতং ননননেতি বদন্ত্যা ।

মুঞ্চয়া বত গুরোরতশিক্ষা

দক্ষিণেব বিদধে করকম্পঃ ॥৫১॥

মাধবশ্চ করপল্লবসঙ্গা-

দাসসাদ পুলকং কুচযুগ্মম্ ।

কন্দুকীকৃতমমল্ল-কদম্ব-

দ্বন্দ্বমুৎক্ষিপতি কিং কুশুমেষুঃ ॥৫২॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কেশকলাপের বন্ধন হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্তনরূপ করিকুন্তে সঙ্গত হইয়া মন্ততাজ্জ ঘূর্ণা হেতু প্রিয়তমার বক্ষঃ স্থলরূপ সরোবর লম্বে নিমগ্ন হইল ॥৪৯॥

এই হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপালনাগণের পরিধান বসন আকর্ষণ করিয়াই কি শীঘ্র স্বীয়ভাবে বিধান করিলেন? যেহেতু তাঁহাদিগের লোহিত কুচকলসদ্ব্যকে অনুরক্ত করিলেন ॥৫০॥

মুগ্ধা রমণী অর্দ্ধবর্ণ প্রকাশ আর অর্দ্ধবর্ণ অপ্ৰকাশ এইরূপে "ন ন ন ন" এই বলিয়া গুরুর রতিশিক্ষা দক্ষিণার আশ করকম্প বিধান করিলেন ॥৫১॥

মাধবের করপল্লব স্পর্শহেতু ব্রজসুন্দরীর কুচযুগল পুলকিত হইতে লাগিল,

নৈব নৈতদরবিন্দযুগং তৎ
কিং বিমুক্ত নখমত্র দদাসি ।
ইত্যমুং ক্রটিতমৌক্তিকহার-
দ্রোতিতং কুচযুগং হসতীব ॥৫৩॥

সৌরতোঃসববিধেঃ কুসুমেষো-
মুখ্যতঃ ফলকরীব কিমর্চা ।
মঙ্গলং কনককুন্তমভীশো
যত্তমেবমভিবাহয়তি স্ম ॥৫৪॥

সাধু সাধুরয়মেব জিতাঃ স্মো
নিশ্চিতং শশিমুখি প্রতিজ্ঞানে ।
ইত্যসৌ কিমলিখজ্জয়লেখাং
প্রায়সীকুচযুগে স্বকরেণ ॥৫৫॥

তাহাতে বোধ হইল কল্পর্প কি কদম্ব পুষ্পযুগলকে স্পৃষ্ট কন্দুক করিয়া
নিষ্কেপ করিতেছেন ? ॥৫২॥

“হে বিমুচ ! এ কন্দুকযুগল নয়, ইহাতে কেন নখার্পণ করিতেছ” এই
বলিয়াই কি কুচযুগল ক্রটিত অর্থাৎ ছিন্ন সূত্র মুক্তাহারের কারণে বিদ্রোহিত
হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করিতে লাগিল ॥৫৩॥

এ কি সুরত অর্থাৎ শৃঙ্গরোৎসবকার্য্যে কল্পর্পের মুখ্যফলসম্পাদিনী
প্রতিমা ? বেহেতু দৈবর অর্থাৎ জগন্নির্মাতা মঙ্গল সুবর্ণ কন্দুকযুগল গোপাঙ্গনা-
দিগকে বহন করাইতেছেন ॥৫৪॥

“হে শশিমুখি ! সাধু সাধু, আমরাই জয় করিয়াছি, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ইহা
নিশ্চয় বলিতেছি,” এই বলিয়াই কি শ্রীকৃষ্ণ প্রায়সীর কুচযুগলে নিজকর দ্বারা
জয়লেখা অঙ্কিত করিলেন ॥৫৫॥

কান্তবক্ষসি নিবিষ্টমুরোজ-
দ্বন্দ্বমেব সূদৃশঃ পরিরন্তে ।
যদু তং হৃদয়মীক্ষণরক্তৈ-
রুচ্ছলদ্বহিরভূং সহঘর্ষৈঃ ॥৫৬॥

উরুমূলমভিতঃ কৃতবাসা
প্লিষ্ট্যতি প্রিয়তমে মদিরাক্ষ্যাঃ ।
অংশুকেন সহ বিশ্লথবন্ধা
নির্যযৌ স্বয়মথো কিমু লজ্জা ॥৫৭॥

মন্মথদ্বিরদপুঙ্গবসঙ্গ-
স্তংসমাকলনশৃঙ্খলয়ৈব ।
অংশুকে বিয়তি তত্র নিতম্বঃ
কেবলং রসনয়ৈব ররাজ ॥৫৮॥

প্রস্থালন্ কুচেষ্টাদ্বলিবীচি-
বিভ্রমৈরিত ইতঃ পরিভূতঃ ।
নাভিকূপমভিনির্ভরমগ্নো
নিবৃত্তঃ কথমভূং প্রিয়পাণিঃ ॥৫৯॥

আলিঙ্গনকালে স্থলোচনার স্তনযুগল প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট হইয়া
ক্রুত অর্থাৎ স্বেদযুক্ত হওয়ায় বোধ হইল যেন দৃষ্টিমার্গ দ্বারা ঘর্ষাঘুর সহিত
বাহিরে সমুদগত হইতেছে ॥৫৬॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন করিলে পর চঞ্চলাক্ষীর উরুমূলে ধৃতবন্ধা লজ্জাই
কি শিথিল বন্ধন হইয়া বসনের সহিত নির্গত হইতে লাগিল ॥৫৭॥

মন্মথরূপ দ্বিরদপুঙ্গব অর্থাৎ গজরাজ উপস্থিত হইয়াছেন, স্তনভাং সেই
গজরাজের আকর্ষণী শৃঙ্খলাদ্বারা বসন আকাশমার্গে আকৃষ্ট হইলে পর
কামিণীগণের নিতম্ব কেবল রসনা দ্বারাই শোভিত হইয়াছিল ॥৫৮॥

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কুচকুণ্ড হইতে প্রস্থালিত এবং তৎপরে উদরস্থিত

অন্তরীয়বিগমাদলসাজী
লোচনে ঝটিতি সা নিমিমীল ।
মণ্ডতে নিরসনেন গতা হ্রী-
লোচনে বহুরুষেব রুরোধ ॥৬০॥

মুষ্টিনা যদবলগ্নমধাসী
স্তেন যে'হত্র সুচিরং প্রজগল্ভে ।
আমুশ্লিত ইতঃ সনিতম্বং
নির্জগাম ন পুনঃ প্রিয়পাণিঃ ॥৬১॥

উন্নময্য চিবুকং মধুরোষ্ঠীং
নির্ভরং ধরতি গোকুলনাথে ।
সা ববন্ধ তমথো ভুজপাশৈঃ
কিং রুজা কিমু রুযা সু মুদা কিম্ ॥৬২॥

ত্রিবিধরূপ তরঙ্গমালায় ইতস্ততঃ পরিভূত হইয়া নাভিকূপে সাতিশয় মগ্ন হইয়া
কিরূপে নিবৃত্ত অর্থাৎ স্তম্ভ হইয়াছিল ॥৬০॥

ঐ ব্রজগুন্দরী অলসাজী হইয়া পরিধান বস্ত্রের অভাব হেতু শীঘ্র নয়নদ্বয়কে
নিমীলিত করিয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন অঙ্গে বসন না
থাকায় লজ্জা স্বয়ং বিগত হইয়া অতি ক্রোধেই লোচন যুগলকে অবরুদ্ধ
করিয়াছিল ॥৬০॥

কারণ প্রিয়তমের করকমল প্রিয়ার অবলগ্ন অর্থাৎ কটিদেশকে ধারণ
করিয়াছিল, সেই জন্তই প্রিয়তম সাতিশয় প্রগল্ভ অর্থাৎ ধ্বষ্টতা করিয়াছিল
কিন্তু সেই প্রিয়তমের করকমল “এই দিকে এই দিকে” এই বলিয়া নিতম্ব-
দেশ স্পর্শ করত প্রিয়াজ হইতে নির্গত হইতে পারিল না ॥৬১॥

গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণ চিবুক অর্থাৎ অধরোষ্ঠের নিম্নদেশ উন্নত করিয়া
মধুরোষ্ঠী প্রিয়তমাকে চুষন করিলে তিনি কি রোগ অথবা কি ক্রোধ কিম্বা
কি হর্ষবশতই প্রিয়তমকে ভুজপাশে বন্ধন করিলেন ॥৬২॥

কোমলস্য কুসুমাদপি দোষঃ
পীড়নং দৃঢ়মিদঞ্চ সুখায় ।
হন্তু হী তদপি চক্ষুরুদয়ং
বাম এব মদনঃ সুরতেহপি ॥৬৩॥

নির্ভরং রতমদো ব্রজনাথো
যং পপাত সহসৈব নিতম্বাং ।
আশ্রয়াশ্রয়বতোঃ কিমু সাম্যা-
জ্জাতমত্র রসনৈব রসজ্ঞা ॥৬৪॥

বাধিতো নিধুবনে প্রমদানাং
কাম এব খলু কামদ এষঃ ।
ব্যত্যয়ং যদকরোদথ রাধা-
কৃষ্ণয়োঃ রতিবিচিত্রমিদং তৎ ॥৬৫॥

কুসুম হইতেও সুকোমল প্রিয়তমের এই ভূজপীড়ন দৃঢ় হইলেও স্নেহের
নিমিত্ত হয়, কিন্তু ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ স্নলোচনার লোচন-
যুগল হইতে জলোদগম হইতে লাগিল, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মদনও
কদাচিৎ সুরতক्रीড়ায় বাম হইয়া থাকেন ॥৬৩॥

ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত রতিমত্ত হইয়া সহসা নিতম্ব হইতে যখন পতিত
হইলেন তখন কিন্তু সেই নিতম্বদেশে রসনা অর্থাৎ চন্দ্রহারই রসজ্ঞা হইল,
ইহাতে বোধ হইল যেন আশ্রয় এবং আশ্রিত এই উভয়েরই সমতাসম্পন্ন
হইয়াছে ॥৬৪॥

প্রমদাগণের রতিক্রীড়াতে কাম বাধাযুক্ত হইয়া বস্তুতই কামদ অর্থাৎ
অভিলাষপ্রদ হইলেন, কিন্তু তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গারে যে বৈপরীত্য সাধন
করিলেন তাহাই অতি আশ্চর্য্য ॥৬৫॥

কিং ভ্রমাৎ কিম্ মদাৎ কুতুকাৎ কিং

কিং স্ববিক্রমপরীক্ষণতো বা ।

কাম এষ বিদধে বত রাধা-

কৃষ্ণয়োর্বিনিময়ং চরিতানাম্ ॥৬৬॥

কাপি মুঞ্চরমণী বিপরীতে

মাধবেন সুরতে তনুলগ্না ।

চুষিতা কতি ন চুষতি শশ্বৎ

সুশ্লিতং লঘু বিলোক্য বিলোক্য ॥৬৭॥

কৃষ্ণবক্ষসি গতা বরনারী

যদ্যচ্ছন্ডটরসাদতনিষ্ঠ ।

তৎক্ষণাদনমুভূতমভূতং

বল্লভো নবনবং তদবুদ্ধ ॥৬৮॥

সাহসেন যদিযং প্রজগল্ভে

কৃষ্ণবক্ষসি ভৃশং মদিরাক্ষী ।

তন্তদা সুখভবোন্মত্তভাবৈ-

মুচ্ছিতেব সমভূদনুবেলম্ ॥৬৯॥

কন্দর্প কি ভ্রমবশতঃ, কি অহংকারহেতু, কি কৌতুক জন্ম অথবা স্বীয় বিক্রম পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই কি শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরিত্রের পরিবর্তন করিলেন ? ॥৬৬॥

এক মুঞ্চরমণী বিপরীত শৃঙ্গারে অঙ্গোপরি সংলগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক একবারমাত্র চুষিত হইলে তিনি সহাস্ত্রবদনে অল্প অল্প অবলোকন করিয়া কতবার যে চুষন করিলেন তাহার পরিসীমা নাই ॥৬৭॥

ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলোপরি শয়না হইয়া যে যে উদ্ভট কার্য্য সম্পাদন করিলেন, শৃঙ্গারপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নিয়ন্ত্র হইয়াই সেই অননুভূত ও অভূতপূর্ব নব নব শৃঙ্গারক্রম সমস্তই পরিজ্ঞাত হইলেন ॥৬৮॥

এক চঞ্চলাক্ষী ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত প্রগল্ভতা

অক্ষিমীলিতমুরোরুহযুগ্মং
কম্পিতং শিথিলিতা ভুজবল্লিঃ ।
সর্বমেতদধিকং ব্রজবধ্বা
মাধবোপকৃতিকারি বভূব ॥৭০॥

মাধবস্তা মুহুরোরসি দেহো
নিঃসহঃ স হরিণীনয়নায়াঃ ।
অর্পয়ন্নিব সুধারসপূরঃ
পর্যাপুরি নিখিলেপ্সিতমেব ॥৭১॥

প্রায়সী-চরিত-সাধু-সুধাভি-
তৃপ্তচিত্ত-মধুপো মধুঘাতী ।
বিভ্রমন্তু মরসস্মদমন্তুঃ
সদ্বিতীয়সুরতে প্রবভূব ॥৭২॥

করিলেন, তজ্জন্তাই যেন সুখভর উত্তটভাবে ক্রণে ক্রণে মুচ্ছিত হইতে
লাগিলেন ॥৬৯॥

ব্রজবধু যে নেত্র যুগল নিমীলিত, স্তনদ্বয় কম্পিত এবং ভুজলতা শিথিলিত
করিলেন, এই সমুদায় অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের উপকারী হইয়াছিল ॥৭০॥

হরিণনয়না ব্রজাঙ্গনার নিঃসহ অর্থাৎ পীড়নাক্রম দেহ শ্রীকৃষ্ণের মুহুর
বক্ষঃস্থলে স্থিত হইয়া অমৃতরসসমূহ অর্পণ পূর্বক নিখিল অভীষ্ট পরিপূর্ণ
করিতেছিল ॥৭১॥

প্রায়সীর চরিত্ররূপ সাধুসুধায় বাহ্য চিত্তমধুপ পরিতৃপ্ত, সেই মধুঘাতী
শ্রীকৃষ্ণ বিলাসশীল ভ্রমরের ভ্রায় হর্ষে সমুন্মত্ত হইয়া দ্বিতীয়বার সুরতে লক্ষ্য
হইলেন ॥৭২॥

ওষধিঃ সমধুরাধরসীধু-
 স্তম্বচো মনুবরঃ কুচকুন্তো ।
 তো মণী ব্রজবধূরিহ কৃষ্ণং
 কিং ন মোহয়তু জীবয়তাঙ্ক ॥৭৩॥

অশিথিল-পরিব্রজ্যশ্চূষ্মনৈদন্তপাঠৈ-
 রজনি রজনিমধ্যে কাস্তুর্যোৰ্ধাণ তৃপ্তিঃ ।
 নবনিধুবনলক্ষ্মীলক্ষ্মভাজোন্তথাহসৌ
 সমধিতপদমঙ্গে সাপরাধা ব্যরংসীং ॥৭৪॥

অরসমরসমাগৌ বীতভঙ্গীভবন্তুঃ
 কিমপি কিমপি মল্লং মল্লমামৌলিতাক্ষী ।
 ধনুরিব চিরসজ্যং জ্যাবিহীনং বিধন্তে
 শরমিব চিরমুক্তং তুণমধ্যে করোতি ॥৭৫॥

ঐহ্যার মধুরাধরের অমৃতই মহোৎসব এবং ঐহ্যার বাক্যই মনুবর অর্থাৎ
 প্রশস্ত মন্ত্র ও ঐহ্যার কুচকুন্তর মণিরূপ, সেই ব্রজবধু কিসে না শ্রীকৃষ্ণকে
 মোহিত বা জীবিত করেন নাই ? ॥৭৩॥

অশিথিল পরিব্রজ্য অর্থাৎ গাঢ় আলিঙ্গন, চুষ্মন এবং দস্তাঘাত প্রভৃতি
 বিলাস দ্বারা রজনী মধ্যে অভিনব সুরতচিহ্নধারী শ্রীরাধাক্ষের যে
 তৃপ্তি জন্মিয়াছিল, সেই তৃপ্তি অঙ্গে থাকায় অত্র তৃপ্তি বিরত হইয়া
 গেল ॥৭৪॥

কামসমর সমাপ্ত হইলে ব্রজাঙ্গনা স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র পুত্রিত্যাগ করিয়া অঙ্গে অঙ্গে
 কথঞ্চিৎ অলসাদী হইলেন, ইহাতে বোধ হইল যেন কামদেবের চিরকালের
 জ্যামুক্ত ধনুককে জ্যামুক্ত করিয়া ধারণ এবং চিরনিষ্কিপ্ত বাণগুলিকেও
 তুণমধ্যে অর্থাৎ বাণাধারে রক্ষা করিলেন ॥৭৫॥

মদনরণবিরামে কাস্তুর্যোঃ শ্রান্তিভাজো-
 রলসভরবিভুগ্নং শূণ্যয়ো রাত্রিশেষে ।
 নহি নহি নহি কুত্ৰাপ্যেবমন্তীতি হর্ষা-
 দিব বিধুরতি শীর্ষং বাতধূতঃ প্রদীপঃ ॥৭৬॥

অয়ময়মুদিতোহহং বর্তসে কিং স্মিদানী-
 মিতি পরিণতকোপা লোহিতস্তিগ্নভাতুঃ ।
 অথ রজন্যবিরামে প্রেরয়ন্ জালরক্তে
 করমিব কিমু নৈশং নাশয়ামাস দীপম্ ॥৭৭॥

বিকল-কুবলয়-শ্রীধূমরা সংবিমৃষ্টা
 মূহুর্তরমুণালী ধর্মিতং কোকযুগ্মম্ ।
 ললিত-পুলিনবীথী পাণিজৈরঙ্কিতা ত-
 দ্বদ সরসি ভবত্যাং পুণ্যবান্ কো মমজ্জ ॥৭৮॥

কামসংগ্রামের অবসানের অত্যন্ত পরিশ্রমবশতঃ অলসে শিথিলাঙ্গ হইয়া রাত্রিশেষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে পর প্রাভাতিক বায়ু প্রবাত হইয়া রতি-প্রদীপকে বিধূত করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন প্রদীপ শিরশ্চালন করিয়া সহর্ষে বলিতেছে যে, এমন কাম সংগ্রাম ত্রিভুবনে কুত্ৰাপি নাই ॥৭৬॥

রজনী বিরামে অর্থাৎ প্রভাতকালে “এই আমি উদিত হইয়াছি, তুমি এখনও বিগ্ৰহমান রহিয়াছ” এই বলিয়াই যেন তীক্ষ্ণভাষু অর্থাৎ সূর্য্যদেব কোপে লোহিতাঙ্গ হইয়া স্বীয় কিরণরূপ কর প্রসারণ করিয়াই কি নৈশ প্রদীপকে বিনাশ করিলেন ? ॥৭৭॥

বিকল নীলোৎপলের শোভা ধূসর ও সম্যকরূপে বিমৃষ্ট চক্রেবাকু যুগল মূহুর্তরমুণালী কর্তৃক ধর্মিত এবং পুলিন অর্থাৎ বালুকাময় তটপ্রদেশ সকলও , নখাঙ্কিত হইয়াছে, অতএব হে সরসি ! বল দেখি তোমাতে কোন্ পুণ্যবান নিমগ্ন হইলেন ? ॥৭৮॥

বপুঃতুলপরাগৈধুঁষরং নাস্তি শক্তি-
 লবমপি নিজপক্ষক্ষেপণে ঘূর্ণসীব ।
 পরিকলিতমিদং তৎ কোহপি তে নাস্তি দোষো
 মধুকর কমলিন্যা এব কোহপি প্রভাবঃ ॥৭৯॥

ইতি রহসি দিনাদৌ সাহুতর্ষং সমস্তা-
 ন্মসৃণবচনলক্ষ্মীলক্ষ্যহাসোপহাসা ।
 নিভৃত-নিভৃত-লীলালোলমন্তোন্মাসী-
 দভি-সহচরি ভূয়ঃ কান্তয়োঃ কাপি চেষ্টা ॥৮০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে

দশমঃ সর্গঃ ॥*॥

হে মধুকর ! নিরুপম পরাগে বপুঃ ধূসরবর্ণ, কিঞ্চিংদ্ব্যত্নও শক্তি নাই এবং
 স্বীয় পক্ষ বিস্তার করিতেও ঘূর্ণমান হইতেছে, এ সমস্তই আমি দেখিতেছি,
 তোমার কোন দোষ নাই, একমাত্র কমলিনীরই প্রভাব ॥৭৯॥

এইরূপে প্রভাতকালে অত্যন্ত সাহুতর্ষ অর্থাৎ সাভিলাষচিন্তে পূর্বোক্ত
 বচন চাতুরী দ্বারা বাহার হাশ্ব পরিহাস লক্ষিত হইতেছে তাদৃশ একটি
 অনির্বচনীয় বিলাস চেষ্টা শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্তে পুনর্বার সহচরীকে লক্ষ্য
 করিয়া আবিভূত হইল এবং পরস্পরেই নিভৃত লীলারস আবাদন করিয়া
 চঞ্চল চিত্ত হইলেন ॥৮০॥

একাদশঃ সর্গঃ

ইতীদং তৎসৰ্বং বিলসিতমনুশ্চুতা শূদৃশাং
সসন্তোষং বৃন্দাবনমদন এষোহতিমধুরঃ ।
বিহৰ্তুং তদ্ভাবৈরকৃত পুরতঃ স্বাঙ্ৰিদিয়িতৈঃ
সমস্তাদারন্তং ক্রতকনকগৌরোজ্জ্বলতরুঃ ॥১॥

ক্রমাদেতাং রাত্রিং প্রহরনিয়মেনৈব বিভজন্
দিদেশ প্রায়েণ প্রিয়জনমসৌ যোগ্যললিতম্ ।
বিচিন্ত্যাতো নৃত্যস্থলমনিশমার্চ্যানিলয়ে
মুদা রঙ্গী চক্রে প্রস্মরতরং চত্বরমথ ॥২॥

ততো রম্যে স্থানে পরিনিয়মিতে নিবৃত্তিকরে
গুৰুংকণ্ঠাভাজে দ্বিজবররমণোহৃতিনিভৃতাঃ ।
সমং শচ্যা দেব্যা প্রভুমতমভিজ্জায় সময়ে-
চিতং ধৈৰ্য্যারন্তং গৃহমভিদধত্যঃ প্রবিবিশুঃ ॥৩॥

গলিতকাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল গৌরতরু অতিমধুর বৃন্দাবন-মদন শচীনন্দন
এইরূপে শ্রীবাস কথিত ব্রজাঙ্গনাদিগের তৎসমুদায় বিলাস শ্রবণ করিয়া পরম
সন্তোষে পূৰ্বলীলা স্মরণ করিয়া ব্রজভাবে ভাবিত চিন্তা হইয়া সৰ্ব্বতোভাবে
বিহার করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের সহিত পূৰ্বলীলা আরম্ভ করিলেন ॥১॥

নৃত্যবিহারী গৌরহৃদয় আনন্দসহকারে ক্রমশঃ এই রাত্রিকে প্রহর নিয়মে
বিভাগ করিয়া, আচার্য্যগৃহের অঙ্গণকেই মনোহর নৃত্যস্থল বিবেচনা করিয়া,
প্রিয়তম ভক্তগণকে সুযোগ্য বিলাস কার্য্যে আদেশপূৰ্বক উক্ত অঙ্গন
প্রদেশকে সুশোভিত করিলেন ॥২॥

ব্রাহ্মণ পত্নীগণ পরস্পর অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্নেহজনক ও নিয়মিত
রম্যস্থানে মহাপ্রভুর মত জানিয়া অতি নির্জনে শচীদেবীর সহিত কালোচিত
ধৈৰ্য্যাবলম্বন পূৰ্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৩॥

অলিন্দে গেহস্ত প্রভুনটনসন্দর্শনমহোৎ-
 স্রুকা লীনা আসন্নিভৃতমুপবিষ্টাঃ সহভ্যৈঃ ।
 অমৃচ্চিত্রোৎকীর্ণা বিনিমিষগতস্পন্দবপুষো
 নবৈ রাগৈঃ কাস্তাঃ ফলকভুবি তা মূর্তয় ইব ॥৪॥

নিয়মৈকং দ্বারে দৃঢ়ললিতশৌচীর্ঘ্যবলিতং
 যথৈকোপ্যায়াতি ক্ষণমপি ন তত্রৈতি নিরতঃ ।
 জনানাপ্তানাপ্তান্ পুরমভিনিবেশ্যৈবমসকৌ
 মহত্যা নিবৃত্ত্যা জয়তি সততং গৌরশশভূৎ ॥৫॥

গৃহৈকং নেপথ্যস্থলমথ বিধায়াবিশদসৌ
 প্রভূর্বেশং কর্তুং নটনকুতুকী প্রেমললিতঃ ।
 জনেনাত্মীয়েন স্বপদপরমপ্রেমবহতা
 সমারেজে শ্রীমানতিশয়কৃপাপূরনুভগঃ ॥৬॥

সেই ব্রাহ্মণীগণ মহাপ্রভুর নটনদর্শন বিষয়ে অতিশয় উৎসুক হইয়া
 সন্ধ্যায় গৃহের অলিন্দে অর্থাৎ ছাঁইচ প্রদেশে নির্জনে উপবেশন পূর্বক লীন
 হইয়া রহিলেন, আহা! নির্নিমেঘ ও নিস্পন্দ্যে থাকায় তাঁহাদিগকে বোধ
 হইল যেন অভিনব বর্ণক দ্বারা চিত্রফলকে প্রতিকৃতি রূপে চিত্রকর কর্তৃক
 লিখিত হইয়াছেন ॥৪॥

গৌরচন্দ্র গৃহের দ্বারকে রুদ্ধ করত সৌচীর্ঘ্য বলিত অর্থাৎ বীরত্ব ভাবাবিষ্ট
 হইয়া “যেন কোন ব্যক্তি ক্ষণকালের উত্তাপ প্রবেশ করিতে না পারে” এই
 বলিয়া স্বিশেষ নিরত হইয়া স্ব স্ব প্রিয়তম ভক্তগণকে অগ্রে প্রবেশ করাইয়া
 অত্যন্ত স্নেহতা অবলম্বন পূর্বক জয়যুক্ত হইতেছেন ॥৫॥

অতিশয় কৃপাপ্রবাহে যিনি স্নেহ এবং নৃত্য বিষয়ে ষাঁহার অত্যন্ত
 কুতূহল প্রেমবিবশ সেই গৌরচন্দ্র একটি গৃহকে নেপথ্য অর্থাৎ বেশগৃহ করিয়া
 তথায় বেশ করিবার নিমিত্ত স্বীয় পাদপদ্মের প্রেমপরবশ একজন আত্মীয়
 ভক্তজনের সহিত প্রবেশ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬॥

গৃহীত্বাসৌ বেশং পুরত ঋষিবর্ষ্যস্ত পরমং
নিশাদৌ শ্রীবাসঃ প্রভুচরণপদ্যপ্রিয়তমঃ ।
জটাভিঃ পিঙ্গাভিঃ স্ফটিকমণিমালাং কলয়তা
করেণোব্বীদেবপ্রবর ইব তত্রাবিশদথ ॥৭॥

অথাস্মৈকো দাসো ধৃতকরকদর্ভাসনবরো
দ্র্যবাপীমুচ্ছুরো বপুসি ভুবি শুক্লাশ্বর ইতি ।
সদৈবেনাবিষ্ঠন্তৃষিবরমানম্য সহসা
গদাধুঙ্ণামানং প্রভুদয়িতমূচে স্তমধুরম্ ॥৮॥

অয়ে ত্বং দেবর্ষিচরণমবনম্য। বদ ইদং
কলৌ ভুয়াং শ্রীমংপ্রভুচরণসেবাসু নিরতা ।
ইতীদং শ্রুত্বাসৌ মুনিরবদদেতং স্তবদনে
সুরশ্রোতঃস্বত্যাং অপনমধিমাঘং কুরু সদা ॥৯॥

নিশার প্রাক্কালে প্রভূপাদপদ্মের প্রিয়তম শ্রীবাস পণ্ডিত প্রথমত
ঋষিবর্ষ্য নারদের বেশ ধারণ করিয়া পিঙ্গল জটাভূষিত এবং দক্ষিণকরে স্ফটিক
মালা জপ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের ত্রায় প্রবেশ করিলেন ॥৭॥

অতি পবিত্র শুক্লাশ্বর নামক একজন দাস সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা স্তম্ভিকার
তিলক এবং কমণ্ডলু ও কুশাসন ধারণ পূর্ব্বক দৈবাৎ আগমন করিয়া ঋষি-
শ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিয়া সহসা গদাধর নামক প্রভুর প্রিয়তমকে স্তমধুর বচনে
কহিলেন ॥৮॥

গৌরপ্রিয়ে ! তুমি দেবর্ষির চরণে প্রণাম করিয়া ইহাই বল যে, “আমি
বেন এই কলিযুগে শ্রীমং প্রভু গৌরচন্দ্রের চরণ সেবায় নিরতা হই” এই
কথা শুনিয়া মুনিবর কহিলেন, হে স্তবদনে ! মাঘমাসে স্তবনদী গঙ্গাতে গিয়া
সর্ব্বদা অবগাহন কর ॥৯॥

তদা তংপুণ্যেন প্রভুচরণপাথোজ্জমিলনং
 ভবিষ্যতোব্যং তে তদহু ভবতীভিঃ কৃতমিদম্ ।
 ইদানীং তেন ত্বং মুনিবরবরেণ প্রভুপদ-
 প্রিয়ো ভূত্বা যাতঃ কিমু ন বিদিতং তং সুবদনে ॥১০॥

ততোহসৌ দেবর্ষিঃ স্বয়মবদহুচৈঃ সুললিতং
 মহত্বং তদ্বক্তেরবিদিতগুরুত্বং পুলকিতং ॥
 বদামঃ কিং নাম্নঃ পরমমহিমানং যদধকু-
 দ্বিজাভাসো দাসীপতিরপি চ মুক্তোহঘনিবহাং ॥১১॥

ইতীবোক্তে তস্মিন্ পরমমুদিতাঃ সর্বমহুজা
 হরেন্নান্নামুচৈঃ কিমপি বিদধুঃ কীর্তনমথ ।
 সহর্ষং শ্রীবাসঃ পুলকিততনুস্তত্র কুতুকাং
 পুরো নৃত্যং চক্রে প্রথমমিব নান্দীং বিরচয়ন্ ॥১২॥

তুমি যখন এইরূপ করিবা তখন সেই পুণ্যবলে প্রভুর পাদপদ্মে তোমার
 সন্মিলন হইবে সন্দেহ নাই, হে সুবদনে । তুমি এক্ষনে মুনিবরের সেই বরে
 প্রভুর পাদপদ্মের প্রিয় হইয়াছ, তাহা কি জানিতেছ না ? ॥১০॥

দেবর্ষি পুলকিত হইয়া বাহার গৌরব বিদিত হওয়া যায় না, এতাদৃশ
 সেই ভক্তির সুললিত মাহাত্ম্য স্বয়ং উচৈঃস্বরে কহিলেন যে, পরম পবিত্র
 নাম মাহাত্ম্য আমি আর কি বর্ণন করিব, দেখ যে নামের মাধুরী ও
 রূপাময়ী শক্তিতে, পাপাচারী ব্রাহ্মণাধম দাসীপতি অজামিল পাপরাশি হইতে
 মুক্ত হইয়াছিল ॥১১॥

নারদ এই কথা বলিলে পর সমুদায় মহাশয় হৃষ্টচিত্তে উচ্চরবে হরি
 সংকীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল । শ্রীবাস হর্ষভরে পুলকাকুল কলেবর
 হইয়া ঐ স্থানে সর্কোত্বে অগ্রে একরূপ ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন যে,
 বেন প্রথম নান্দীরূপে পরিগণিত হইল ॥১২॥

ততোহস্মিচ্ছ্রীজ্ঞানশ্চ কৃতনটনসঙ্কীৰ্ত্তনরসে
বিবেশাসৌ শ্রীমান্ ধৃতপরমবেশঃ স্মমধুরঃ ।
প্রবিষ্টোহসৌ রেজে হিমকরসমূহপ্রতিকৃতি-
গৃহীত্বা সবেদ্রং সপদি হরিদাসোহঙ্গন ভুবি ॥১৩॥

বদনুচ্চৈরুচ্চৈর্বদ হরিমিতি প্রেমবিকলাঃ
কুরুধ্বং তদগাথামিতি সরভসং চন্দ্রললিতঃ ।
দিশন্ বেত্রাগ্রাণ প্রতিপদবলদ্বর্ষবিবশ-
স্ত্রিলোকীং সংস্পৃগামিব স যততে জাগরয়িতুন্ ॥১৪॥

অকুষ্ঠাদৈকুষ্ঠাং প্রভুচরণপাথোজনিকট
স্তদা জাতো ভূমৌ প্রথমমবতীর্ণোহহমধুনা ।
তদাজ্ঞাবাচস্তাঃ শৃণুত পরমাঃ সৌধুমধুরাঃ
কলিব্যালগ্রস্ত-প্রকটতর-সংজীবনকরীঃ ॥১৫॥

শ্রীবাস নৃত্য ও সঙ্কীৰ্ত্তন করিয়া রঙ্গালয় হইতে নিষ্কাশিত হইলে পর
তৎক্ষণাৎ চন্দ্র সমূহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীমান্ হরিদাস স্মমধুর বেশধারণ পূৰ্ব্বক
প্রবেশ করিলেন এবং হস্তে উত্তম বেত্র গ্রহণ করিয়া নৃত্য প্রাঙ্গণে অতীব
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৩॥

“তোমরা সকলে উচ্চস্বরে হরিনামোচ্চারণ কর এবং প্রেমবিবশ হইয়া
সহর্ষে হরিকথা বল” চন্দ্রের আয় মনোজ্ঞ কান্তি ও পদে পদে বলবৎ হর্ষবিবশ
হরিদাস এই কথা বলিয়া বেত্রাগ্র দ্বারা নির্দেশ করিয়া যেন ত্রিভুবনকে
নিদ্রাভিভূত দেখিয়া জাগরিত করিবার নিমিত্তই যত্ন করিতেছেন ॥১৪॥

এবং বলিতে লাগিলেন, “আমি অকুষ্ঠ বৈকুণ্ঠরূপ প্রভুর পাদপদ্মের নিকট
হইতে তদাজ্ঞায় সম্প্রতি এই ভূমণ্ডলে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছি, তাঁহার সেই
আজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করুন, বাহা পরম অমৃত অপেক্ষাও মধুর যাহাতে
কলিযুগরূপ মহাসর্পগ্রস্ত জন সকল শীঘ্র জীবনলাভ করিতে পারিবেন ॥১৫॥

বিনা নান্নাং গাথামৃতরসধুনীশ্রোতসি সদা
কৃতস্নানান্ লোকানিতি তদধুনা বাঙ্জিতমিহ ।
তদেতদ্বিশ্বস্মিগ্নিহ স বিকিরনাজিগমিষু-
র্ভান্দিঃ কীর্ত্যস্তাং গুণসমুদয়াঃ শ্রীভগবতঃ ॥১৬॥

ইদানীং তস্ত্যাজ্ঞাং শ্রবসি পরিণীয় প্রতিপদং
ভবন্তো নৃত্যস্ত প্রতিবিহিতসঙ্কীর্তনরসাঃ ।
ইতি শ্রদ্ধা তস্ত্যাননশশিসমুদ্ভুতবচসো
বিলাসং তে সর্বের বিপুলপুলকান্নাঃ স্তুললিতম্ ॥১৭॥

জগুর্গীতং রম্যং কলিতকরতালধ্বনিবল-
স্মৃদঙ্গালীভঙ্গ্যা স্বয়মপি ননর্তেষ পরমঃ ।
অসৌ ভূয়োভূয়ঃ কৃতনটনসঙ্কীর্তনরসো-
বিনিক্রান্তো ভূত্বা তদনু বিররাম প্রমুদিতঃ ॥১৮॥

ততোহদ্বৈতস্তত্রাহুকৃতভগবদ্বেশচরিতঃ
করাভ্যাং সানন্দং কলিতমুরলীকঃ সমবিশং ।
প্রভুঃ স্বং স্বং বেশং নিজমুরলিকাং বহির্গশিখা-
বতংসং স্বং পীতং বসনমপি লাবণ্যমপি চ ॥১৯॥

নামরূপ অমৃত নদীতে ধাঁহারা সর্বদা অবগাহন করিতেছেন, তন্নিম্ন
আপনারা সকলেই শ্রীভগবানের গুণনাম কীর্তন করুন, এই হেতু আমি এই
বিশ্বমণ্ডলে নামামৃত বিতরণ করিবার বাঙ্জাতেই আগমনেচ্ছুক হইয়াছি ॥১৬॥

“সম্প্রতি শ্রবণ দ্বারা ভগবানের আভ্যামৃত পান করত প্রতিপদে
সঙ্কীর্তনরূপ অমৃতরস বিস্তার করিয়া নৃত্য করুন” হরিদাসের এইরূপ মুখচন্দ্র
সমুদ্ভূত স্তুললিত বাক্য বিলাস শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকল বিপুল পুলকানু-
কূলেবর হইয়া, গৃহীত করতালের ধ্বনি ও বলবৎ মৃদঙ্গশ্রেণীর ডঙ্গী সহকারে
মনোহর গান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরমানন্দিত হরিদাসও ঐ গানে
নৃত্য করিয়া ভূয়োভূয়ঃ কীর্তনরস প্রকটিত করিয়া রঙ্গালয় হইতে নিক্রান্ত
হইয়া সানন্দ চিত্তে ক্ষান্ত হইলেন ॥১৭॥১৮॥

তদনন্তর অদ্বৈত প্রভু ভগবদ্বেশ ও ভগবচ্ছরিত্র অহুকরণ করিয়া আনন্দ

প্রদায়ামুং চক্রে কলিতকলধৌতোজ্জলতমু-
 য়থেচ্ছং নৃত্যোহস্মিন্ ধৃতপৰমসন্মায়করুচিঃ ।
 ততস্তৈস্তৈঃ সৰ্বৈৰ্ভঃ পরমমধুরাকারকমনঃ
 প্রবিষ্টো ভূত্বাসৌ কিমপি কমলাক্ষঃ পরিষদি ।
 লঘুতৃণাদিস্পৰ্শনিশুমধুরং নৃত্যমকরো-
 ল্লয়ৈস্তালৈর্মানৈর্মলয়জরসৈশ্চচ্চিত্ততমুঃ ॥২০॥
 তথা নৃত্যত্যাগ্মিস্তদমু জরতীবেশরসিকো-
 হযধূতো ধুতাক্ষঃ পলিতললিতাকীর্ণচিকুরঃ ।
 প্রবিষ্টো বিষ্টো পরমপরমোন্মাদবিবশ-
 স্তদা হিষ্টা ভিষ্টা নটতি জরতীভূমিকরুচিম্ ॥২১॥
 নিবৃন্তেহস্মিন্তৈস্তৈঃ কলিতললনাভূমিকরুচি-
 র্গদাধুসংজ্ঞোহসৌ ধৃতবলয়শঙ্খোজ্জলকরঃ ।
 প্রবিষ্টো গায়ন্তির্লঘু লঘু মৃদঙ্গেহতিমুখরে
 তথা তালৈর্মানৈর্নটনকলয়া তত্র বিবভৌ ॥২২॥

সহকারে দুই হস্তে মুরলী গ্রহণ করত প্রবেশ করিলেন । প্রভু গৌরচন্দ্র
 নিজ নিজ বেশ, নিজমুরলী, ময়ূরপিচ্ছের অবতংস স্বীয় পীতবসন এবং
 নিজ লাবণ্য গ্রহণ করত পরিষ্কৃত কলধৌত অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ গৌরান্ধ্রপ্রভু
 নৃত্যরঙ্গে পরম নায়ক হইলেন, তৎপরে সেই সেই ভক্তগণের সহিত কমল-
 লোচন গৌরসুন্দর মাধুর্য্যময় অবয়বে কমনীয় কাস্তি এবং চন্দনরসে চর্চিত্ততমু
 হইয়া প্রবেশ করিয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তুমুলরূপে উথিত মৃদঙ্গধ্বনি, লয়,
 তাল ও মান সহকারে সুমধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥১৯॥২০॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র নৃত্য করিতে থাকিলে তৎপশ্চাৎ বাহার কেশ কলাপ
 পলিত অর্থাৎ বার্ক্যাবশতঃ গুরুতায় অতি সূক্ষ্ম ও আশুলারিত এবং বাহার
 অঙ্গ কম্পমান এইরূপ অবস্থাপন্ন জরতী-বেশে রসিক হইয়া অবধূত নিত্যানন্দ
 আবেশচিত্তে প্রবেশ করিয়া অতীব উন্মাদে বিবশ হইলেন এবং নৃত্য করিতে
 করিতে স্বীয় জরতীবেশের কাস্তিকে হ্রিম ভিন্ন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

নিত্যানন্দ নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইলে পর গদাধর রমণীবেশ ধারণ করিয়া

ତଦା ନୃତ୍ୟାତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବେଶୋଞ୍ଜଳରୂପେ
 ସ୍ୱଦଳୀଭଞ୍ଜୀଶତମଧୁରସଞ୍ଜୀତକଳୟା ।
 ଜନେଭୂୟୋଭୂୟଃ ସୁଖଜଳଧିମୟିନିନିମିଷେ:
 ସମସ୍ତାଦାସେଦେ ଜଢ଼ିମଞ୍ଜୁଡ଼ିତାଞ୍ଜେ: କିମସ୍ମତ୍ ॥୨୦॥

ପ୍ରିୟାବେଶାବେଶସ୍ଫୁରିତରୁଚିରୁଦ୍ଧସ୍ମିତରୁଚା
 ପରିଧସ୍ତଧାନ୍ତା ନିଭୃତରଭସା ସ୍ୱାଦବିବର୍ଣ୍ଣା ।
 ସନନ୍ତିକା ଭୁଘୋଲ୍ଲସିତକବରୀଭାରବିଳସଂ (ବିଗଳଂ ବା)
 ପ୍ରେମୁନୈରନ୍ତୋଦୋଦଗତ-ଭଗଣଶୋଭାଂ ବିଦଧତୀ ॥୨୧॥

ବିଲୋଳଭଞ୍ଜୀ ନଟନଜିତଭଞ୍ଜୀବିଳସିତା
 ସ୍ମିତାପାଞ୍ଜୀ ରାଜଂକୁବଳୟଦଳା ଲୋଳନୟନା ।
 ବହନ୍ତୀ ସନ୍ତାପ୍ରସୂରଦଧରବୀଧୀ ବିଲୁଚିତାଂ
 ରଦଘ୍ନାୟାଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମିବ ନବଦିନେଶାଂଶୁମିଳିତାମ୍ ॥୨୨॥

ଅବଳୟ ଦ୍ୱାରା ଉଞ୍ଜଳ ହସ୍ତ ହେୟା ଫୁଟତର ସ୍ୱଦଳ ବାଦେ ଗାୟକଗଣେର ସହିତ
 ତାଳ, ମାନ ଓ ନୃତ୍ୟ ସହକାରେ ଆଗମନ କରତ ରଞ୍ଜାଳୟେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେୟା ଶୋଭା
 ପାହିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୨୨॥

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରବେଶେ ସମୁଞ୍ଜଳକାନ୍ତି ଗଦାଧର ନୃତ୍ୟ କରিলେ ପର ସ୍ୱଦଳ ଶ୍ରେଣୀର ବିବିଧ
 ଭଞ୍ଜୀତେ ମଧୁରତର ସଞ୍ଜୀତ ସହକାରେ ରଞ୍ଜସ୍ଥଳରୁ ଜନ ସକଳ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆନନ୍ଦସାଗରେ
 ନିମଗ୍ନ ହେୟା ସାତିଶର ନିର୍ନିମେଷ ଲୋଚନେ ଜଡ଼ିତାୟ ବେଢ଼ିତାଞ୍ଜ ହେୟା କି ଅମୃତହି
 ଲାଭ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୨୩॥

ଶ୍ରୀରାଧାର ବେଶେର ଆବେଶ ହେୟା ମନୋହର କାନ୍ତି ପ୍ରେମୁରିତ ହେତେହେ,
 ଉକାତ ହାସ୍ତ ରୁଚିତେ ସେ ଅଳଙ୍କାରକେ ବିନିଷ୍ଠ କରିତେହେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଭୃତ
 ହର୍ଷଭରେ ଅତ୍ୟନ୍ତବିବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସନନ୍ତିକା, ଉଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ କବରୀ ପ୍ରେମୁର ସମୂହେ
 ଅଶୋଭିତ ହେୟା ଅଥବା କବରୀ ହେତେ ପୁଷ୍ପ ସକଳ ବିଗଳିତ ହେୟା
 ମେଘୋଳାତ ନନ୍ଦନ ମାଳାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରିତେହେ । ସାହାର କ୍ରୋଡ଼ଞ୍ଜୀ
 ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ନୃତ୍ୟକଳାୟ ସେ ଭଞ୍ଜୀକେଓ ପରାଜିତ କରିয়া ତାହାର ଅନ୍ତର
 କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରିଯାହେ, ମଧୁର ହାସ୍ତଦ୍ୱାରା ସାହାର ଅପାଞ୍ଜ ଅର୍ଥାଂ ନେତ୍ରପ୍ରାନ୍ତ

স্মরংকস্মুগ্রীবাপরিসরবিলাসপ্রণয়িনী
গুরুরোজহম্বোপরি ঘনবিলোলভ্রময়তা ।
গিরেরুচ্চৈঃপাতাহিতভয়নিবৃন্তেন খধুনী-
প্রবাহেণেবাতি শ্রিয়মমলহারেণ দধতী ॥২৬॥

বহন্ত্যুরুদ্বন্দ্বং কনককদলীকাণ্ডমমৃগং
পদে রক্তাশ্চোজপ্রথমসদবস্থাপ্রণয়িনী ।
তস্মুক্ষোমং বাসঃ পরিহিতবতী তত্র ললিতং
প্রভোঃ শ্রীমন্মূর্ত্তির্লঘুপদমথৈষা নিবিবিশে ॥২৭॥ কুলকং ॥

তদা পীযুষাংশুঃ পরিণত ইবৈকাদশকলো
ররাজ শ্রীমূর্ত্তৌ রহসি বিলসন্ত্যাং সুখপরঃ ।
তথা তন্তুং ক্ষোমাঞ্চললিতখেলাং বিরচয়ন্
ববৌ মন্দং তন্তুং পরিমলসখশ্চন্দনমরুৎ ॥২৮॥

শোভমান এবং সুশোভিত নীলোৎপলের ছায় বাহার লোচনযুগল
অতীব চঞ্চল, প্রভাতি স্বর্য্যাকিরণ সহ সম্মিলিত জ্যোৎস্নার ছায় প্রশস্ত
তাত্রুহ্য অধরবীধিতে বিলুপ্তিত দন্তকান্তিকে যে ধারণ করিতেছে ।
শোভমান কস্মু তুল্য গ্রীবা অর্থাৎ গলায় পরিসর স্থানে যে হারের
বিলাসযুক্ত প্রণয় এবং স্তনমণ্ডলোপরি সাতিশয় দোহল্যমান হওয়ার
বোধ হইতেছে যেন সমুন্নত গিরিশৃঙ্গপতনে সজ্জাত ভয় হইতে নিবৃন্ত
খধুনী অর্থাৎ আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী প্রবাহের ছায় হারের দ্বারা সে-
মূর্ত্তি অতীব শোভা ধারণ করিতেছে । যে সুবর্ণ কদলীস্তম্ভের ছায়
মমৃগতর উরুযুগল ধারণ করিতেছে, অভিনব অবস্থাপন্ন রক্তপদ্মের ছায়
বাহার পাদযুগল এবং অতি সূক্ষ্মবসনকে যে ধারণ করিতেছে, সেই গৌরচন্দ্র-
মূর্ত্তি দ্রুতপদ সঞ্চারে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিল ॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭॥

খেলা বিরচন করিয়া অর্থাৎ বসনকে আন্দোলিত করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র
রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হইলে পর, পূর্ণাবয়ব একাদশ কলা বিশিষ্ট অযুতাংক্ত
শশধর মহাপ্রভুর নিভৃত বিলাসিনী শ্রীমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া পরম সুখে

ততস্তৈর্গায়ন্তিলঘু লঘু মৃদঙ্গধ্বনিপরাং
 সহাবং নৃত্যন্তী লয়বলিততালাদি-ললিতম্ ।
 তথা ভজ্যাম্ধ্যা মধুরিমপরীপাকবিলসং-
 পদন্ত্যাসৈঃ শিঞ্জন্মণিময়তুলাকোটিমধুরা ॥২৯॥

তথা বক্ত্রাভ্রোজং লঘুসমুদয়ং শ্বেদকণিকা-
 বিকাশং মুক্তাভিঃ খচিতমিব চামৌকরবিধুম্ ।
 বহন্তী সিন্দূরং বিলসদলিকে রুজ্যদলকে
 তমঃস্পৃষ্টং সঙ্ঘ্যারুণিতমিব রম্যার্ককিরণম্ ॥৩০॥

শোভমান হইলেন এবং ক্ষৌমবসনাঞ্চলে অঞ্চল গন্ধবহ চন্দনবায়ু প্রবাহিত
 হইতে লাগিল ॥২৮॥

অনন্তর ছয় শ্লোকে পূর্বোক্ত শ্রীমূর্তিরই বর্ণনা হইতেছে—

নৃত্যগীতকারি ভক্তগণের সহিত লঘু লঘু মৃদঙ্গধ্বনি ও লয়
 তালাদিতে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যে মূর্তি স্নমধুর নৃত্য করিতেছে, স্নমধুর
 পাদবিহ্বাসে শব্দায়মান মণিময়তুলাকোট অর্থাৎ নুপুর দ্বারা যে অত্যন্ত
 মাধুর্যশালী এবং অবিচ্ছিন্ন বিগলিত শ্বেদজলকণিকা দ্বারা যাহার সাতিশয়
 বিকাশ হইতেছে, তাদৃশ মুখপদ্ম ধারণ করায়-বোধ হইতেছে যেন মুক্তা
 খচিত হেমচন্দ্রকেই বহন করিতেছে, তথা স্নদৃশ চূর্ণকুন্তলশোভিত রক্তবর্ণ
 ললাট পটকে সিন্দূর সহ ধারণ করায় বোধ হইতেছে যেন সঙ্ঘ্যাকালীন
 অঙ্ককারযুক্ত অরুণবর্ণ সৌরকিরণকেই ধারণ করিয়াছে ॥

পরিহিত বলরধ্বনি দ্বারা শুদ্ধযুক্ত হস্তকে চালিত করায় যাহার
 উপরিভাগে অতি চঞ্চল অলিমালা ভ্রমণ করিতেছে, যে মূর্তি কামদেবের
 ধনুকাণ্ডের অর্থাৎ ধনুকের দণ্ডের গ্রায় অতি কুটিল উন্নত জলতাকে উৎক্ষিপ্ত
 করিয়া আকাশতলকেই শ্যামবর্ণ করিতেছে ॥

দ্বিবলী ভঙ্গ দ্বারা বিশিষ্ট ভঙ্গীয়ুক্ত এবং বক্ষঃস্থল হইতে বিস্থলিত
 ক্ষৌমাঞ্চলের আঘাতে অত্যন্ত শোভমান সেই নৃত্য বিশেষকে দর্শকগণ
 সমীপে যে মূর্তি করমিত অর্থাৎ হস্ত দ্বারাই পরিমিত করিতেছে এবং নীলী

তথা পানিষ্ঠ্যাসৈঃ কলিতবলয়ধ্বানমুখরৈ-
 রলিশ্রেণীমুচ্চৈরুপরি পরিলোলাং বিদধতী ।
 উদঞ্চন্তু বল্লীং মনসিজহুক্ষাণ্ডকুটীলাং
 মুহঃ ক্ষিপ্তা। শ্যামং কিমপি বিদধত্যম্বরতলম্ ॥৩২॥
 স্বলদক্ষঃক্ষোমাঞ্চলহতি-লসন্মধ্যমলসং
 বলীভদ্রৈর্ভঙ্গীগরিমনটয়ন্তী করমিতম্ ।
 ল্লথল্লীবীবন্ধচ্ছুরিত বিমলছোতিকলয়া
 নিতম্বশ্বেদার্দ্রং ঘনজঘনমশ্রাদৃশমিব ॥৩৩॥
 মুহুশ্চক্রপ্রায়ভ্রমণবিগলংকেশকুসুমৈ-
 স্তথা ভ্রাম্যন্তু ল্লীললিতপরভাগৈঃ প্রস্মরৈঃ ।
 স্বয়ং নৃত্যোন্মাদাহুপরি মুখচন্দ্রস্য হু দধে
 সিতচ্ছত্রং চিত্রং মরকতসুরেখাবিলসিতম্ ॥৩৪॥
 তথা নৃত্যোন্মাদ-প্রমদমধুরিমাতিমহতা
 নতাদ্রী সঙ্গীতোজ্জলরুচিররোচিঃপটলিকা ।
 ততো লক্ষ্মীভাবং তদমুগিরিজাভাবমপি সা
 ক্রমাদাবিকৃত্য প্রকটমবিশদেবভবনম্ ॥৩৫॥

একাদশভি: কুলকং ॥

শিখিল হওয়ায় প্রকাশমান অনির্খল কান্তিকলা দ্বারা যে মূর্তি বর্ণাঙ্ক
 ঘনতর জঘনদেশকে নাট্য দ্বারা যেন বিভিন্ন রূপই দেখাইতেছে। স্বয়ং
 নৃত্যোন্মাদে পুনঃ পুনঃ চক্রবৎ ভ্রমণ করায় কেশকলাপ হইতে কুসুম
 সকল বিগলিত হইয়া মস্তকের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ভ্রাম্যমান
 ভ্রঙ্গণ দ্বারা লালিত্যরূপ সরোবরের অংশ গ্রহণ করিয়া যেন ঐ কুসুমগণ
 শ্রীমূর্তির মুখচন্দ্রের উপরে মরকতরেখা শোভিত সিতচ্ছত্রই যেন ধারণ
 করিয়াছিল এবং নৃত্যোন্মাদ জন্তু স্তমহতী মস্ততা মাধুরীতে তাঁহার অঙ্গ বিনত,
 তাঁহার রোচিঃপটলী অর্থাৎ কান্তিমালা সঙ্গীত দ্বারা সমুজ্জল মাধুর্যময়
 হইয়াছে। সেই মূর্তি লক্ষ্মীভাব, তৎপরে পার্বতীভাবকেও আবিষ্কার করত
 অস্পষ্টরূপে দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন ॥২৯॥৩০॥৩১॥৩২॥৩৩॥৩৪॥

ততস্তাং তেন হা স্তুতিবচনভঙ্গীবিরূচনৈ-
 র্মহত্যাঃ খট্টায়া উপরি সরসাকীং স্থিতবতীম্ ।
 বিধেহি প্রেমাণং ভগবতি সমস্তাদিতি জগু-
 স্ততোহঙ্কে সা চক্রে ঝটিতি হরিদাসং শিশুমিব ॥৩৫॥

ইতীদং সা নানাবিধকুতূকচেষ্টাবিলসিতৈ-
 র্নিশাং নীড়া প্রাতঃ স্বভবনমগাচ্ছিত্রচরিতঃ ।
 তদা ভূয়স্তন্মিমকৃত বহু নৃত্যং সুমধুরং
 মহস্থান্ সপ্তাহং মলয়জরসৈশ্চর্চিততনুঃ ॥৩৬॥

সমস্তাহুচ্ছেরুর্দিশি দিশি মৃদঙ্গাদিনিদা
 মদোন্মত্তাঃ সর্বৈ কতি কতি রসাত্যং ন জগহুঃ ।
 প্রত্ননৈঃ অগ্গন্ধৈর্মলয়জরসৈঃ পূর্ণমভব-
 জ্জগৎ সপ্তাহং শ্রীমতি বিলসতি শ্রীভগবতি ॥৩৭॥

তদনন্তর ভক্তগণ নমস্কার পূর্বক মহতী খট্টোপরি সমাগীন সরসাকী সেই
 মূর্তিকে “ভগবতি ! প্রেম বিতরণ করুন” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বিবিধ
 ভঙ্গীতে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । তৎপরে সেই মূর্তি শীঘ্র
 হরিদাসকে শিশুর স্থায় ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন ॥৩৫॥

যাহা হউক বিচিত্র চরিত্র গৌরাসদেব এই প্রকার নানাবিধ কুতূক চেষ্টা
 বিলাস দ্বারা রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে নিজ ভবনে গমন করিলেন
 এবং তৎকালে নিজ গৃহেতেও চন্দন দ্বারা চর্চিতাঙ্গ হইয়া মহাতেজস্বী সেই
 গৌরচন্দ্র সপ্তাহ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার বহুবিধ নৃত্য করিলেন ॥৩৬॥

শ্রীমান্ ভগবান্ গৌরাসদেব এই প্রকারে বিলাস করিতে থাকিলে
 চতুর্দিকে মৃদঙ্গাদির ধ্বনি উৎপন্ন হইতে লাগিল, ভক্তগণ মদোন্মত্ত হইয়া
 কত কত না রসযুক্ত গান করিতেছিলেন এবং সপ্তাহকাল পুষ্পমাল্য গন্ধ ও
 চন্দনরসে জগৎ যেন পরিপূর্ণ হইয়াছিল ॥৩৭॥

তথা সপ্তাহান্তে দিনকরশতপ্রায়মহসা
 ক্ষুরস্তং শ্রীবাসঃ সভয়চকিতোল্লাসমবদৎ ।
 কলৌ নান্নাং গাথা যদিহ বিহিতা তত্র নহু কিং
 ফলং নুনং শাঠ্যে ভবতি কিমু বা নেতি বদ তৎ ॥৩৮॥

কৃতে ত্রেতাযাঞ্চ দ্বিজ তদহু দ্বাপরযুগে
 সমস্তং ধ্যানাগৈর্ভবতি নিতরাং সাধিতমম্ ।
 কলৌ তত্রাশক্তিং স্বয়মিহ বিলোক্য প্রকটিতং
 প্রভূর্নামাখ্যোহভূতুদিহ কিমিব ন্যূনফলতা ॥৩৯॥

বদম্বেবং গৌরো নয়নজলপূর্ণোহন্যদবদ-
 ন্ন শক্তোহং স্বাতুং গৃহমভি গমিষ্যামি নিয়তম্ ।
 তদাকর্ণ্য প্রোচে যদপি ভগবন্ কৰ্ত্তুম্চিৎ
 জনান্ দৃষ্ট্বা নৈবং মতমিতি মুরারিঃ সচকিতম্ ॥৪০॥

ঐক্লপ সপ্তাহের পর শ্রীবাস প্রায় শতস্বর্ষের ছায় তেজস্বী গৌরচন্দ্রকে
 ভয়, চকিত ও উল্লাসের সহিত কহিলেন যে, প্রভো ! আপনি এই কলিযুগে
 যে হরিনামের গাথা বিস্তার করিলেন তাহাতে শঠতায় ফলের ন্যূনতা হইবে
 কিনা, তাহা বলুন ॥৩৮॥

অনন্তর গৌরচন্দ্র কহিলেন, দ্বিজবর শ্রীবাস ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর
 যুগে সমস্ত কার্য্যই ধ্যানাদিতে অর্থাৎ ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্যাতেই সংসাধিত
 হইত কিন্তু এই কলিতে সেই সমস্ত শক্তি নাই স্বয়ং অবলোকন করিয়া
 নামরূপে প্রভু প্রকটিত হইয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত শক্তি কেবল নামেতেই
 প্রকটিত করিয়াছেন, তবে এই নামেতে কেন ন্যূন ফল হইবে ? ॥৩৯॥

এক্ষণে গৃহে গমন করিব, প্রভুর এই কথা শুনিয়া মুরারি গুপ্ত
 সচকিত ভাবে কহিলেন যে, হে ভগবন্ ! আপনার যাহা উচিত তাহাই
 করুন, কিন্তু এই সকল লোক দেখিয়া এখন এমন করা উপযুক্ত
 হইতেছে না ॥৪০॥

ততোহন্যেছ্যাঃ শ্রীমাদ্ভয়নজলধোতঃ সমবদৎ
 দ্বিজৈকঃ স্বপ্নে মে শ্রুতিমভিমহাবাক্যমবদৎ ।
 অতো হেতোর্হিহা প্রভুচরণমচ্চৎ কিমুচিতং
 মমেতি ক্রন্দামি ক্ষণমপি ন মে নিবৃত্তিরিহ ॥৪১॥

ইতি শ্রুত্বা গুপ্তঃ সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ
 প্রভো তৎ বধীতং পুরুষবচনং তত্র কুরু ভোঃ ।
 তথা শ্রুত্বা নাথঃ সমুদিতমনাঃ সাম্প্রতমভূ-
 তুথা তে চ শ্রুত্বা ব্যথিতমনসোগাঢ়মভবন্ ॥৪২॥

ততঃ সন্ন্যাসী কেশব ইতি স ভারত্যুপহিতো
 ভুবি খ্যাতঃ কশ্চিৎ প্রভুপুরত আসীদ্বিধিবশাৎ ।
 তথা দৃষ্ট্বা নাথং নিরবধি রুদন্তং সমবদ-
 ছুকো বা প্রহ্লাদন্তুমিতি বহুধা বিস্মিতমনাঃ ॥৪৩॥

শ্রীমান্ গোবিন্দ সজল নয়নে কহিলেন যে, “একজন ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমার
 কর্ণে মহাবাক্য বলিয়াছেন” অতএব প্রভুর চরণ পরিত্যাগ করিয়া
 আমার কি অল্প কিছু উচিত হয় ? এই জ্ঞাই আমি নিরত রোদন করিতেছি,
 ক্ষণকালও আমার এখানে নিবৃত্তি অর্থাৎ সুস্থতা লাভ হইতেছে না ॥৪১॥

এই কথা শুনিয়া মুরারি গুপ্ত সহসা উত্তর করিলেন যে প্রভো ! আপনি
 সেই মহাবাক্যকে বধীতং পুরুষের বচন করুন” তন্তুমসি অর্থাৎ তাঁহার ভূমি,
 এই কথা শুনিয়া নাথ গোবিন্দ আনন্দিত চিত্ত হইয়া কহিলেন যে
 “সাম্প্রত অর্থাৎ উপবৃত্তই হইয়াছে,” ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত-
 মন হইলেন ॥৪২॥

ভূমণ্ডলে “কেশব ভারতী” এই নামে যিনি বিখ্যাত সেই কোন একজন
 সন্ন্যাসী দৈবাৎ প্রভুর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি গোবিন্দকে
 নিরন্তর রোদন করিতে দেখিয়া বিস্মিত মনে তাঁহাকে “ভূমি ত্বক অথবা
 প্রহ্লাদ” এইরূপ বহুবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

প্রশংসাং স্বাং শ্রদ্ধা দ্বিগুণবিকলোহসৌ পুনরপি
প্রকামং চক্ৰন্দায়মপি পুনরাহাতি চকিতঃ ।
ভবান্ দেবো বিষ্ণুবিদিতমিদমেবং খলু ময়ে-
তু্যপাকৰ্ণ্য শ্রীমান্ন্যসনমিহ কৰ্ত্তুং স চকমে ॥৪৪॥

মুক্ন্দোহথ প্রোচে বিনিমিষমমুং পশ্যত মুহঃ
প্রভূর্যাবদেগেহে বসতি ন হি যাবৎ প্রচলতি ।
ততোহসৌ শ্রীবাসং প্রভুরবদদেতন্মু ভবতা-
মিতোহহং প্রেমার্থং প্রতিদিশমটিষ্ঠামি নিতরাম্ ॥৪৫॥

পুনঃ শ্রীবাসোহয়ং সভয়মবদত্ত্বিরহিতৈঃ
কথং স্থাতুং শক্যং নিরবধি বিভো ধক্ষ্যতি মনঃ ।
ভবদেগেহে স্বাস্থ্যামাহমিতি জগাদ প্রভুরথো
তথৈত্যেয স্বেৰ্য্যং মনসি লভমানঃ ক্ষণমভূৎ ॥৪৬॥

গৌরচন্দ্র স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণতর বিকল হইয়া পুনর্বার
অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন, তদবলোকনে কেশব ভারতীও পুনর্বার
চকিত হইয়া কহিলেন যে “আপনি দেবোত্তম বিষ্ণু, ইহা আমি বিদিত আছি”
এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে সন্মাস গ্রহণ করিবার নিমিত্ত
ইচ্ছা করিলেন ॥৪৪॥

অনন্তর মুক্ন্দ কহিলেন যে “যতদিন ঐভূ গৃহে বাস করেন ও যতদিন
গৃহত্যাগী না হন, ততদিন সকলেই ঐভূকে নির্নিমেঘ লোচনে বারবার
দর্শন কর। শ্রীগৌরানন্দেব শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া সকল ভক্তগণকেই
কহিলেন তোমাদিগের নিকট হইতে আমি প্রেম নিমিত্ত নিয়ত দিকে
দিকে ভ্রমণ করিব ॥৪৫॥

পুনর্বার শ্রীবাস সভয়ে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনার বিরহে
আমরা কিরূপে গৃহে অবস্থিতি করিব, মন যে আপনার শোকে নিরন্তর দগ্ধ
হইতে থাকিবে, তৎপরে গৌরচন্দ্র কহিলেন “আমি তোমার গৃহেই অবস্থিতি
করিব”, এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস ক্ষণকাল মুহুর্তি হইলেন ॥৪৬॥

ততঃ সাযং গতা গৃহমভি মুরারেরূপদিশন্
 জগাদাঈদেতে সংশ্রয়িতুমভিধায়াশ্চ চরিতম্ ।
 ততোহন্যেত্যাঃ শ্রীমান্ কচ জনপদে ভূরিকরণঃ
 প্রভুঃ পারাগঙ্গং স সপদি তিতিক্ষুচলিতবান্ ॥৪৭॥

ততস্তে তে সর্বে নিরবধি বলদুঃখদলিতাঃ
 সমুদ্বিগ্না নাথ ক গত ইতি তেপুঃ স করুণম্ ।
 বিচার্যৈস্তৈরৈতৈরহহ দিনসপ্তাস্তুরমসৌ
 ব্যদশি ত্রাসেচ্ছাকুলিতহৃদয়ঃ শ্রীময়তনুঃ ॥৪৮॥

সমস্তান্তত্ৰত্যাস্তমথ পরিলোক্যৈবমসকু-
 দ্বিলাপৈঃ সস্তাপৈঃ কিমপি পরিতেপুঃ প্রতিমুহুঃ ।
 অহো ধাতঃ কিস্তে বিলসিতময়ং কামসুভগ-
 শ্চিকীর্ষুঃ সন্ন্যাসং বিলসতি কঠোরভ্রমসি ভোঃ ॥৪৯॥

গৌরচন্দ্র সাযংকালে মুরারি গুপ্তের গৃহে গমন পূর্বক অঈদেতকে আশ্রয়
 করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়া তাঁহার নিকট অঈদেতের চরিত্র
 বর্ণন করিলেন, তৎপরে অত্র একদিন দয়ানিধি শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র বিবেকী
 হইয়া গঙ্গার অপর পারবর্ত্তি কোন এক গ্রামে গমন করিলেন ॥৪৭॥

সেই ভক্তগণ নিরন্তর বলবদুঃখে অভিভূত ও সমাক্ উদ্বিগ্ন হইয়া
 “হা নাথ ! কোথায় গেলে” এই বলিয়া করুণস্বরে পরিতাপ করিতে
 লাগিলেন এবং তাঁহারা বিচার করিয়া কহিলেন, হায় হায় ! সাতদিন
 পরেই শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রকে সন্ন্যাসেচ্ছায় আকুলিত হৃদয় দেখিতে হইল ॥৪৮॥

সমস্ত ভক্তগণ এইরূপ দেখিয়া বিলাস ও সস্তাপের সহিত ক্রমে ক্রমে
 পরিতপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যে “হা বিধাতঃ ! তোমার এই বিচার ?
 কন্দর্পমোহন গৌরচন্দ্রও সন্ন্যাসেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব তুমি
 নিতান্তই কঠোর স্বভাব” ॥৪৯॥

• স্ত্রিয়ঃ প্রোচুর্হাহা বত শিব শিবাত্যন্তকঠিনো
বিধাতুর্বেচিত্রং কথমশনিপাতোহয়মসকৃৎ ।
অহো রূপং শীলং মধুরিমমূল্যাবণ্যমহহ
ক সন্ন্যাসো বা ক প্রতিমুছরিদং মুহুরিতি মনঃ ॥৫০॥

রুদন্নৈবং দেবঃ প্রস্মরমুখাবিকৃতিরসৌ
জনানুচে মাতঃ পিতরিতি চ সস্বোধ্য রুদতঃ ।
যথা প্রেমা ভূয়াৎ প্রভুচরণপাথোকুহয়ুগে
তথাশীর্বাদোহসৌ ময়ি খলু বিধেয়ো মুছরিতি ॥৫১॥

গুরোর্গেহং তৈত্তিরিনয়নিরতোহভ্যেত্য বহুধা
প্রণামং চক্রেহসৌ প্রতিবিহিতশিষ্যোচিতরুচিঃ ।
ততো বৈধ্যং কৃত্বা স্বপুৰমভিবাগ্নাস্ত নিরতং
শ্রুতো স্বপ্নপ্রাপ্তং শিব শিব মহাবাক্যমবদৎ ॥৫২॥

দ্বীগণ কহিতে লাগিল, হা কষ্ট হা কষ্ট! শিব শিব! বড় কঠিন,
বিধাতার কি বৈচিত্র্য। এ কি বারম্বার বজ্রপাত হইল? আহা! কোথায়
আশ্চর্যরূপ, আশ্চর্য স্বভাব, আশ্চর্য লাভ্য, আর কোথায় এই সন্ন্যাস,
হায়! আমাদের মন যে ক্ষণে ক্ষণে বিমুগ্ধ হইতেছে ॥৫০॥

এইরূপে বলিতে থাকিলে গৌরচন্দ্র রোদন করত অত্যাশ্রয় পূর্ববাসি জন-
সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া “হে মাতঃ! হে পিতঃ।” এইরূপ সস্বোধন
করিয়া নিজে আনন্দ বিস্তার পূর্বক কহিলেন যে “প্রভুর পাদপদ্ম যুগলে
যাহাতে আমার অকৈতব প্রেম হয়, সম্প্রতি বারম্বার আমাকে আপনাদের
সেই প্রকার আশীর্বাদ করা কর্তব্য ॥৫১॥

গৌরচন্দ্র উক্ত বিনয়বাক্য হইতে বিরত হইয়া পূর্ববাসি জন সকলের
সহিত গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়া বহু প্রকারে প্রণাম করিলেন, তৎপরে
শিষ্যোচিত সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া যথাবিধি নিজগুরু কেশব ভারতীকে
অভিবাদন পূর্বক তাঁহার কর্ণে নিরন্তর এই মহাবাক্য কহিলেন ॥৫২॥

ସମାହୁୟାଥୈକଂ କ୍ଷୁରିଣମତିଧନ୍ୟାତିସୁଭଗଂ
 ଦିଦେଶାମୌ ଶ୍ରୀମାନହଃ ନିଜକେଶାପହରଣେ ।
 ସତୁ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟୋ ନିରବଧିରୁଦନ୍ କମ୍ପିତତତ୍ତ୍ୱ-
 ଭୟାଂ କିଞ୍ଚିଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ଶିବ ଶିବ ଶଶାକାଞ୍ଚ ନ ଧନୁ ॥୫୩॥

ତତଃ ଶ୍ରୀଗୌରାଞ୍ଜଃ ସମବଦନତୀବପ୍ରମୁଦିତୋ
 ହରେକୃଷ୍ଣତୁଚ୍ଛୈର୍ବଦ ମୁହୁରିତି ଶ୍ରୀମୟତତ୍ତ୍ୱଃ ।
 ତତୋଽସୌ ତଂ ପ୍ରୋଚ୍ୟ ପ୍ରତିବଳିତରୋମାଞ୍ଚମ୍ବଳିତୋ
 ରୁଦଂସ୍ତତ୍ତ୍ୱଂ କର୍ମାରଭତ ବହୁଃତ୍ୱିଦିଦଳିତଃ ॥୫୪॥

ତଦାନୀଂ ସେ ତତ୍ର କ୍ଷଣମପି ଚ ତତ୍ତ୍ୱଃ ଶିବ ଶିବ
 ପ୍ରକାମଂ ତେ ମାତଃ ପିତରିତି ଗଦସ୍ତୋତ୍ରାତକରୁଣମ୍ ।
 କରୌ ଦକ୍ଷା ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ନି ପ୍ରତିମୁହୁରଧିକ୍ଷେପନିରତାଃ
 ଅଜ୍ଞୀବଂ ନିନ୍ଦସ୍ତଃ କତି ନହି ବିଳାପଂ ବ୍ୟରଚୟନ୍ ॥୫୫॥

“ଅହଃ” ହାୟ ! ହାୟ ! କି ହୁଏ ! ଶ୍ରୀମାନ୍ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱପରେ ଏକଜନ
 ଅତି ଧନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ କୁରୀ ଅର୍ଥାଂ ନାପିତକେ ଆହ୍ୱାନ କରତ ସ୍ତ୍ରୀୟ କେଶମୁଣ୍ଡନ
 ନିମିତ୍ତ ଅହମତି କରিলେନ କିନ୍ତୁ ସେହି ନାମ୍ନିତ ଅତୀବ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହେଉଁ ନିରନ୍ତର
 ରୋଦନ କରତ ଭୟହେତୁ କମ୍ପିତ କଳେବରେ କିଛି କିରିତେ ସକ୍ଷମ ହେଲ ନା ॥୫୩॥

ଶ୍ରୀମାନ୍ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଅତିଶୟ ପ୍ରମୁଦିତ ହେଉଁ “ଓଈକ୍ଷେଷ୍ଟେ ମୁହୁର୍ହଃ ହରେକୃଷ୍ଣ
 ବଳ” ଏହି କଥା ବଲିଲେ ନାମ୍ନିତ ହରେକୃଷ୍ଣ ବଳିୟା ରୋମାଞ୍ଚିତ କଳେବର ଓ
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତେଦେ ବିଦଳିତ ହେଉଁ ରୋଦନ କିରିତେ କିରିତେ କ୍ଳୋରକର୍ଷ ଆରମ୍ଭ
 କରଲ ॥୫୪॥

ହା କଣ୍ଠ ! ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରର କେଶମୁଣ୍ଡନକାଳେ କ୍ଷଣକାଳ ଓ ସେ ସେ ବାକ୍ତି ତଥାୟ
 ଉପସ୍ଥିତ ହିଲେନ, ଡାହାରା ସକଳେହି “ହା ମାତଃ ! ହା ପିତଃ !” ଏହିରୂପ କରୁଣ
 ସ୍ୱରେ ରୋଦନ ଓ ମନ୍ତ୍ରକେ କରାବାତ କରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାର ପରାୟଣ ହେଉଁ କତହି ନା
 ବିଳାପ କିରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୫୫॥

গুরুভূঁড়া ব্যাজাং স্বয়মিব পুরা শিষ্যবিধিনা
ততো মন্ত্ৰং লেভে জগতি করুণামেব বিকিরন্।
ততো রোমাঞ্চাঢ্যং জিগমিষুমবেক্ষ্য প্রভুমসৌ
গৃহাণেত্যহ্মারুণবসনদণ্ডাদিকমদাং ॥৫৬॥

গৃহীত্বা দণ্ডাণ্ডং গুরুবচনসংপালনবশা-
দনৈষীদগৌরাজ্ঞো দিবসমবশাত্তাতিচতুরঃ।
অথানুজ্ঞাপ্যৈনং শুকৃতশতগাঢ়ং জনপদং
যযৌ রাঢ়ং গুড়োপমপরমলোকোত্তরকৃতিঃ ॥৫৭॥

পথি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্বচরিতমসৌ সৌখ্যবিবশঃ
স্বনামপ্রেমার্জঃ প্রতিপদমশক্তঃ স্থলতি সঃ।
কচিদ্গায়ত্যার্তঃ কচিদপি নদত্যার্তনিদং
কচিন্মলং যাতি কচিদপি মুগেন্দ্রজ্জতিগতিঃ ॥৫৮॥

গৌরাজদেব ত্রিভুবনের গুরু হইয়াও ছল পূর্বক নিজেই শিষ্য হইয়া
জগন্মণ্ডলে কারুণ্য বিস্তার করত কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্ৰ গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন, তৎপরে কেশবভারতী রোমাঞ্চিতাজ গৌরাজকে গমনেচ্ছু দেখিয়া
গ্রহণ কর এই বাক্য উচ্চারণ করত শীঘ্র অরুণবর্ণ বস্ত্র এবং দণ্ড প্রভৃতি অর্পণ
করিলেন ॥৫৬॥

অনন্তর অতিচতুর শ্রীগৌরাজদেব অবশান্না হইয়াও দণ্ডাদি গ্রহণ করত
গুরুবচন প্রতিপালনার্থ একদিবস কাল তথায় বাপন করিলেন। তৎপরে পরম
গুড়োপম ও লোকোত্তর কার্য্যকারী গৌরহরি মহাপুণ্যবান্ কেশব ভারতীর
অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক রাঢ় দেশে যাত্রা করিলেন ॥৫৭॥

পথমধ্যে স্বীয় চরিত চিন্তা করিতে করিতে আনন্দে বিবশ ও নিজ-
নামের প্রেমে দ্রবীভূত তথা অশক্ত হইয়া প্রতিপদে স্থলিত হইতেছেন।
কখন আর্ত হইয়া গান, কখন আর্তনাদ, কখন মন্ম গমন এবং কখনও বা
সিংহের দ্বায় দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

প্রভুস্তম্বিন্ দেশে ক্ষণমপি ন সংশ্রুত্য বিবশঃ
 স্বনাম ত্যক্ষ্যামি স্বতনুমিতি গতোপতটিনি ।
 জলে মজ্জন্ ডিঙৈর্বদ হরিমিতি ধ্বানমুখরৈ-
 রদর্শি প্রেমার্দ্রঃ প্রতিপদপতদ্বাপ্পজড়িতঃ ॥৫৯॥

ততঃ শ্রুত্বা তৈস্তৈর্গদিতমিদমুচ্চৈহরিরিতি
 প্রভুঃ প্রেমোন্মত্তঃ ক্ষিতিমভিপতন্ গাঢ়মরুদং ।
 কিয়দূরং গতা তদনুবিদধে ভৈক্ষমুচিতং
 হসন্ নৃত্যন্ গায়ন্ কচিদপি রুদংস্তং সমগমং ॥৬০॥

ক্ষণং গোপীভাবৈঃ ক্ষণমপি চ দাস্তৈঃ ক্ষণমথো-
 তথৈশ্বৰ্যৈঃ শ্রীমান্নটনকলয়া কৌতুকপরঃ ।
 অসীমপ্রেমার্দ্রো নিরবধি চলন্ পশ্চিমদিশং
 ন সন্মারাত্মানং ক্ষণমপি দিনানাং ত্রয়মভি ॥৬১॥

প্রভু গৌরচন্দ্র সেই দেশে স্বীয় হরিনাম স্তবিত্তে না পাইয়া অত্যন্ত বিকল
 হইয়া নদীতে গমন পূর্বক দেহত্যাগ করিব বলিয়া জলমগ্ন হইতেছেন,
 ইত্যবসরে বালকগণ হরিশ্রবণ করত গৌরচন্দ্রকে প্রেমার্দ্র এবং প্রতিপদে
 পতিত বাপ্পে জড়িতাঙ্গ দর্শন করিল ॥৫৯॥

সেই বালকগণের মুখ হইতে উচ্চ হরিনাম শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মাদে
 ভূমি লুপ্তিত হইয়া গাঢ়তর রোদন করিতে লাগিলেন, তৎপরে কিয়দূর
 গমন করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র ভোজন করত হাস্য, নৃত্য, গীত এবং কখনও
 বা রোদন করত তথা হইতে গমন করিলেন ॥৬০॥

কৌতুকপর শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র ক্ষণকাল গোপীভাবে, ক্ষণকাল দাস্তভাবে
 এবং ক্ষণকাল বা ঐশ্বর্যভাবে নৃত্য করিতে করিতে অসীম প্রেমে আর্দ্রাঙ্গ
 হইয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল পশ্চিমদিকেই গমন করিতে লাগিলেন, দিনত্রয়ের
 মধ্যে ক্ষণকালের জন্তও আপনার আত্মাকে স্মরণ করেন নাই ॥৬১॥

ততো দৈবাদেবং ভবতি গমনে দক্ষিণদিশি
 প্রবুদ্ধোহভূৎ শ্রীমান্ কচন নহু যামীতি মনসি
 বিচার্যাদ্বৈতস্থালয়মভি স গন্তুং সমকরো-
 ন্মনো নিত্যানন্দপ্রভুমপি জগাদাতিমধুরম্ ॥৬২॥

প্রযাহি ত্বং শীঘ্রং বিবুধতটিনীতীর মধুরে
 নবদ্বীপে তৎস্থান্ মম নিগদিতৈর্ক্ৰ'হি মধুরম্ ।
 ভবন্তোহদ্বৈতস্থালয়মভি চলন্তেব চপলং
 প্রয়াস্তে তত্রাহং সপদি স তথেতি প্রচলিতঃ ॥৬৩॥

ততো গতা তত্র প্রমুদিতমনা নাথগদিতং
 নিগত প্রত্যেকং সমনয়দমুদ্রৈব সহসা ।
 শচী চাতিব্যগ্রা পরমমুদিতা তত্র চলিতা
 কিমন্তুদ্বক্তব্যং গতমিব নবদ্বীপমভবৎ ॥৬৪॥

দক্ষিণ দিকে গমন করিতে করিতে দৈবাৎ এক দিবস চৈতন হইলে
 “আমি কোথায় বাইতেছি?” মনোমধ্যে এইরূপ বিচার করত অদ্বৈতের
 গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মধুর স্বরে বলিলেন,
 আপনি শীঘ্র সুরনদীতীরবর্ত্তি স্মধুর নবদ্বীপে গমন করুন এবং তত্রত্য
 জন সকলকে আমার কথামত বলুন যে “আপনারা শীঘ্র অদ্বৈতের গৃহে গমন
 করুন, আমিও সেইস্থানে বাইতেছি” নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর এই আজ্ঞাস্ব-
 তথাস্ত বলিয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন ॥৬২।৬৩॥

নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া গৌরচন্দ্রের সমস্ত
 বাক্য বলিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে শাস্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে লইয়া আসিলেন
 এবং শচীদেবীও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া সানন্দচিত্তে অদ্বৈত গৃহে গমন
 করিতে লাগিলেন, অধিক কি বলিব, নবদ্বীপই যেন তথায় গমন
 করিয়াছিলেন ॥৬৪॥

ততোহন্যেহ্যঃ শ্রীমান্ ধৃতকরকদণ্ডঃ সদরুণং
বহন্বাসোদ্বন্দ্বং বহলতড়িদচ্চিঃ প্রতিকৃতিঃ ।
অকস্মাদেকস্মিন্ পথি গুরুশিখো গৈরিকময়ো-
ব্যদর্শি স্বর্ণাজিপ্রবর ইব তৈর্গৌরশশভৃৎ ॥৬৫॥

এতাং সমাস্থায় পরাজ্ঞানিষ্ঠা
মুপাসিতাং পূর্বতর্মমহর্ষিভিঃ ।
অহং তরিস্যামি ছরন্তু পারং
তমো মুকুন্দাজিঘ্র নিষেবয়েব ॥৬৬॥

ইতি শ্লোকং ভূয়ঃ পথি পথি পঠিত্বাতিরভসং
নটন্তুং নেত্রান্তঃ সমুদয় সমুদ্রাস্তবপুষং
বিলোকৈক্যনং প্রাণানিব চিরমৃতান্তে প্রমুদিতাঃ
প্রভুং হর্ষোৎকর্ষা ক্ষিতিঘ্ন নিপতন্তুঃ সমনমন ॥৬৭॥

একদিন সৌদামিনীমালার ছায় অক্ষরাজ গৌরহরি হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু
ধারণ ও প্রশস্ত অরুণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া গমন করিতেছিলেন,
অকস্মাৎ এক পথে লোক সকল স্তুদীর্ঘ শিখাবিশিষ্ট গৈরিকময় স্বর্ণপর্বত
সদৃশ গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিল ॥৬৫॥

“পূর্বতন মহর্ষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া এইরূপ পরমাজ্ঞানিষ্ঠা অবলম্বন করত
সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন, মুকুন্দচরণাধ্বজ সেবা দ্বারা আমি
ঘোর তম হইতে উত্তীর্ণ হইব” ॥৬৬॥

গৌরানন্দেব এই শ্লোক পুনঃপুনঃ পথে পাঠ করিতে করিতে নেত্রজলে
সমুদায় অঙ্গ সিক্ত করিতেছিলেন । লোকসকল তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিরমৃত
ব্যক্তিগণ প্রাণবায়ুর সঞ্চারে যে রূপ আনন্দিত হয়, তাহার ছায় হর্ষভরে
ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিতে লগিলেন ॥৬৭॥

প্রভুঃ কাংশ্চিদ্বাচা হসিতমুখয়া কাংশ্চন কৃপা-
বলদৃষ্ট্যা কাংশ্চিং সমুখমপরান্ স্পর্শকলয়া ।
চকারাতিপ্রীতামিজচরণপঙ্কেরুহরতাং-
স্ততোহগাদদৈতালয়মতিসুখার্জাতিকরণঃ ॥৬৮॥

ততোহসৌ গৌরাজঃ স্তুতি সমবিশ্রাসনবরং
পরিষজ্যাদৈতং নয়নজঙ্গমং ভিন্নবপুষম্
সমং ক্রন্দন্তিস্তৈশ্চ গুণগরিমগাভীর্ধ্যবলিতাঃ
ক্ষুরম্রামোদগাথাঃ সমকথয়দত্যন্তুললিতাঃ ॥৬৯॥

ততোহসাবদৈতাপিত স্তমধুরান্নং সমভজ
স্ততোহন্তোহ্যঃ প্রাতঃ প্রতিজনমুবাচ প্রমুদিতঃ ।
অহং যামি ক্ষেত্রং প্রভুচরণসন্দর্শনবশা-
স্তবদ্ভিঃ কর্তব্যং সততহরিসংস্কীর্তনমিহ ॥৭০॥

সুখার্জ ও অতিকরণ গৌরচন্দ্র নিজচরণাহরুক্ত ভক্তগণ মধ্যে কাহাকে
বাক্য দ্বারা, কাহাকে হাস্যযুতে, কাহাকে কৃপাদৃষ্টিতে এবং কাহাকেও
বা সসুখে স্পর্শ করিয়া অতীব প্রীতি যুক্ত করত অদৈতের গৃহে গমন
করিলেন ॥৬৮॥

গৌরাজদেব উত্তম পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া নয়নগলিত জলধারায়
অভিষিক্তাঙ্গ অদৈতকে আলিঙ্গন করত রোদনশীল ভক্তগণের সহিত
গুণগরিমা গাভীর্ধ্যযুক্ত অতিশয় স্তমধুর ক্ষুর্ভিগীল নাম গাথা সকল বলিতে
লাগিলেন ॥৬৯॥

গৌরচন্দ্র অদৈতাপিত স্তমধুর অন্ন ভোজন করিলেন, তাহার পর অত্র
এক দিবস প্রাতঃকালে আনন্দচিত্তে প্রত্যেক লোককে কহিলেন, আমি
প্রভুর চরণ সন্দর্শনাভিলাষে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেছি, আপনারা সকলে এ
খানে নিরন্তর হরিসংস্কীর্তন করিবেন ॥৭০॥

বিস্মৃজ্যেবং তাংস্তান্নয়নসলিলৈরাপ্লুততমং
 পরিধৃজ্যাহৃদৈতং চলিতুমকরোদ্ধৃতমমসৌ ।
 তৃণং কৃত্বা দষ্টৈঃ ক্ষিতিযু হরিদাসোহথ নিপতন্
 প্রভোঃ পাদাজ্ঞাশ্চে নিরবধি সমুৎকণ্ঠিতমতিঃ ॥৭১॥

অথৈবং তং দৃষ্ট্বা প্রভুরবদদেবং তব কূতে
 জগন্নাথশ্চাশ্চে নিরবধি বদিষ্যামি বিনমন্ ।
 তদ্বৃতিষ্ঠোত্তিষ্ঠাশ্বসিহি পরিরভ্যেতি তমিমং
 বিস্মৃজ্যেবং যাস্তং তমবদদথাইদৈত তহুভূৎ ॥৭২॥

তবপ্রস্থানেহস্মিন্ কিমিহ ভবিতা তদবদ বিভো •
 কথং ধাস্তে প্রাণান্ কথমিব তরিষ্যামি বিরহম্ ।
 ইতিক্ষোভোংক্রাস্তং প্রভুরবদদেবং যদি কৃতং
 ভবদ্বিস্তং কিং মে গমনমিতি সম্ভাষ্য চলিতঃ ॥৭৩॥

এই বলিয়া গৌরচন্দ্র সেই সকল ভক্তগণকে পরিত্যাগ পূর্বক নয়নজলে
 সিক্তাঙ্গ অদৈতকে আলিঙ্গন করিয়া গমন করিতে উগত হইলে, হরিদাস
 দস্তে তৃণ ধারণ করত নিরন্তর সমুৎকণ্ঠায় কাতর চিত্ত হইয়া প্রভুর পাদপদ্মাশ্চে
 পতিত হইলেন ॥৭১॥

গৌরচন্দ্র হরিদাসকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিলেন, “আমি
 তোমার নিমিত্ত জগন্নাথদেবের অশ্চে বিনত হইয়া নিবেদন করিব অতএব
 উঠ উঠ, আশ্রিত হও” এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক পরিত্যাগ
 করিয়া গমন করিতে উগত হইলে অদৈত মহাপ্রভুকে কহিলেন ॥৭২॥

হে বিভো ! আপনি গমন করিলে এখানে আমাদের কি হইবে, কি
 প্রকারে প্রাণধারণ করিব এবং কেমন করিয়াই বা বিরহ হইতে উত্তীর্ণ
 হইব, তাহা আজ্ঞা করুন । এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ক্ষুভিত অদৈতকে
 কহিলেন আপনারা যদি এ প্রকার করেন তবে আমার গমনে প্রয়োজন কি ?
 এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥৭৩॥

ততোহদৈতপ্ৰীত্যা প্রণতহরিদাসস্ত চ মুদা
জগন্নাথক্ষেত্রং জিগমিষুরপি স্বপ্রিয়বশঃ ।
শচীদেব্যা তৎপাচিতমতুলমন্নং নিজজ্ঞানৈঃ
সমং তৈর্ভূজ্ঞানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্ ॥৭৪॥

অথৈবং গচ্ছন্তং প্রভুমহহ কশ্চিদ্ধিজবরো-
হবদং পশ্যাম্যেতৎ প্রভুবর বপুস্তেহতি মধুরম্ ।
স ইথং গাত্রেভ্যোবসনমপকৃষ্ট্যেব করুণঃ
প্রভূর্মেষাপায়ে শশভূদিব রেজেহতিবিমলঃ ॥৭৫॥

পুরো নিত্যানন্দং মুদিতহৃদয়ং ভূরিকরুণো
বিধায়ামৌ গচ্ছন্নিজচরণপঙ্কেরুহরতৈঃ ।
গদাধুগ্নিপ্রাট্টেরহহ সমুকুলৈঃ পরিবৃত্ত-
স্তদা তৈস্তৈঃ সর্বৈঃ কথমপি হি তুঃখেন দদৃশে ॥৭৬॥

ভক্তপরতন্ত্র গৌরচন্দ্র জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াও অদৈতের
প্ৰীতি এবং প্রণত হরিদাসের হর্ষনিমিত্ত শচীদেবীর পাচিত স্নানার্থ
অন্ন ভক্তগণের সহিত ভোজন করিয়া তথায় কতিপয় দিবস বাপন
করিলেন ॥৭৪॥

মহাপ্রভুকে গমন করিতে দেখিয়া কোন একজন দ্বিজবর প্রভুর
অঙ্গ হইতে বসন আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, “প্রভুবর ! আপনার অঙ্গ অতীব
সুমধুরদেখিতেছি” । বস্ত্ততই উত্তরীয়বস্ত্র না থাকায় গৌর মেঘাপগমে শশধরের
স্থায় অতীব শোভমান হইলেন ॥৭৫॥

ভূরিকরুণ গৌরচন্দ্র সঙ্কটচিত্ত নিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়া গমন
করিতেছেন, এমন সময় নিজপাদপদ্মরত গদাধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, মুকুল
এবং অন্ত্রাস্ত্র ভক্তগণ কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া অতীব তুঃখে প্রভু অবলোকিত
হইতে লাগিলেন ॥৭৬॥

স ইথং গোরাক্ষঃ পথি নিজগুণং নাম চ গুণন্থ
প্রিয়ৈঃ সাক্ষং স্বাজ্জ্বলি নিরবধি রুদ্রেনবরুচচে ।
অমী দানাদানোল্লসিতহৃদয়ৈর্দানিনিবহৈ-
নকুত্রাপি শ্রীমৎপরিবৃটকুপাঢ্যা রুরুধিরে ॥৭৭॥

ততো গোপীনাথং স্ববসন্তিলসদ্রেমুগমতি-
প্রভাবং তং দৃষ্ট্বা ক্ষিতিমিলিতমৌলিপ্রণমতঃ ।
প্রভোঃ শীর্ষে শীর্ষাদপি ভগবতন্তস্তা চলিতা
প্রসূনানাং চূড়ান্তপতদখিলে পশ্যতি জনে ॥৭৮॥

ততঃ শ্রীগোরাক্ষঃ কটকইতি সংজ্ঞে জনপদে
স সাক্ষী গোপীনাথ ইতি জগতি খ্যাতিমগমং ।
উভৌ গৌরশ্যামহ্যতিকৃতবিভেদৌ ন তু মহা-
প্রভাবাঐত্ৰিভিন্নৌ সপদি দদৃশাতে জনচর্যৈঃ ॥৭৯॥

এইরূপে শ্রীগৌরচন্দ্র পথমধ্যে নিজগুণ ও নাম উচ্চারণ করিয়া নিজ পাদ-
প্রিয় ভক্তগণের সহিত নিরন্তর যোদন করিয়াই শোভা পাইতেছিলেন এবং
স্বাদান প্রদানেই যাহাদের চিত্ত উল্লসিত সেই দানিনিবহ অর্থাৎ নদীপার-
কারি দানিগণ মহাপ্রভুর কুপাঢ্যে ভক্তগণকে কেহই অবরোধ করে
নাই ॥৭৭॥

গৌরচন্দ্র রেমুণা গ্রামই যাহার নিজ বসতিরূপে শোভমান, সেই অতীব
আশ্চর্য্য শ্রীগোপীনাথদেবকে দর্শন করিয়া ভূমিলুপ্তিত হইয়া প্রণাম করিলেন,
প্রণামকালে দর্শকগণের সাক্ষাতে ভগবান্ গোপীনাথের মন্তক হইতে পুষ্পরচিত
চূড়া বিচলিত হইয়া গৌরচন্দ্রের মন্তকে গিয়া পতিত হইল ॥৭৮॥

শ্রীগোরাক্ষদেবকে এবং কটকনামক দেশমধ্যে যিনি সাক্ষী গোপীনাথ-
নামে বিখ্যাত এই উভয়কে জনসকল দর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু প্রভুদ্বয়ের
কেবল ‘গৌরবর্ণ ও স্তামবর্ণ’ এইরূপ হ্যাতিমাত্রই ভেদ, প্রভাবাদিগত
কিছুই ভেদ নাই ॥৭৯॥

করে দত্তা দণ্ড পথি তমবধূতস্ত পুরতঃ
 স্বয়ং ত্রীগোৱাঙ্গঃ সুখবিবশচিন্তশ্চলিতবান্ ।
 অসৌ পশ্চাদগচ্ছন্ মনসি পরিচিন্ত্য প্রতিমুহু-
 র্ভভৈঞ্জনং দণ্ডং কৃতকৃতুকচেষ্টোহতিমুদিতঃ ॥৮০॥

অথাসৌ নেদীয়ানহহ জগদেতেন চকিতং
 ক মে দণ্ডং ক্রহি প্রতিবচনমেষোহপি বিদধে ।
 ক্ষিতৌ দৈবাদজিঘ্রস্বলনমভবন্তেন সমভূ-
 দসৌ ভগ্নস্তং কিং তদহু চ স চূক্রোধ বহুধা ॥৮১॥

তথা ক্ষুক্কো ভূত্বা মনসি বহু সংচিন্ত্য স যযৌ
 হরেন্নান্নাং গাথাকথনমধুরোল্লাসিবদনঃ ।
 পথস্থান্ দেবাংস্তান্নিরবধি বিলোক্য প্রমুদিতো
 যযৌ পুণ্যাং ধন্যামতিসুললিতাং যাজনগরীম্ ॥৮২॥

স্বয়ং ত্রীগোৱাঙ্গদেব পথমধ্যে অবধূতের হস্তে দণ্ডার্পণপূর্বক আনন্দে
 বিবশচিন্ত হইয়া অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং কোতুহলাক্রান্ত অবধূত
 নিত্যানন্দ ও পশ্চাৎ যাইতে যাইতে প্রতিক্ষণ মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া অতিহর্ষে
 ঐ দণ্ডকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥৮০॥

মহাপ্রভু সমীপস্থ নিত্যানন্দকে বলিলেন “আমার দণ্ড কোথায় ? বল”
 তখন নিত্যানন্দ কহিলেন “ভূতলে সহসা পাদস্বলন হওয়ার দণ্ড ভগ্ন হইয়াছে,
 আমি তার কি করিব ?” এই কথা শুনিয়া গোৱাঙ্গদেব অতিশয় ক্রোধ
 প্রকাশ করিলেন ॥৮১॥

হরিনামোচ্চারণে বাঁহার মুখচন্দ্র স্তমধুর ও উল্লাসযুক্ত সেই গৌরচন্দ্র ক্ষুদ্র
 হইয়া মনোমধ্যে বহু চিন্তা করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং পথস্থিত
 দেবগণকে দর্শন করিয়া নিরতিশয় প্রমুদিত হইয়া পুণ্য ধন্য ও অত্যন্ত সুললিত
 যাজনগরী নামক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৮২॥

অথৈকাত্মক্ষেত্রে স্মরদমনমালোক্য শতধা
স্তবং কৃত্বা ভূমৌ পতিতি সতি নাথে প্রমুদিতঃ ।
শিবো দেবঃ সোহয়ং মলয়রুহগন্ধাগুরুরসৈঃ
প্রসাদৈরশ্ৰৈশ্চারচয়দিব তৎ পূজনবিধিम् ॥৮৩॥

অথৈতস্মাদগচ্ছন্ কমলপুরমাসাশ্চ ললিতং
কপালেশং নত্বা বিধিবদিহ ভার্গীশ্বপনকুৎ ।
ততস্তং প্রাসাদং গুরুশিখরকৈলাসললিতং
ক্ষুরচ্চক্রং বাতপ্রচলিতপতাকাং কলিতবান্ ॥৮৪॥

পতিত্বা স ক্ষৌণ্যাং নয়নকমলোদগীর্ণপয়সা
সমং তৈস্তৈঃ সর্বৈঃ ক্ষিতিতলমলং স্নানমকরোৎ ।
ততো গত্বা ক্ষেত্রং কৃতপরমভক্তিঃ প্রভুবরং
বিবেশাসৌ শ্রীমানথ সমবলোক্যানমদমুম্ ॥৮৫॥

একাত্মক্ষেত্রে স্মরদমন মহাদেবকে দর্শন করত শত শত স্তব করিয়া
মহাপ্রভু ভূমি পতিত হইলে, সেই মহাদেব মলয়জ চন্দন, অগুরুরস ও অশ্বাশু
প্রসাদ দ্বারা যেন গৌরান্দেবের পূজাবিধিই বিরচন করিলেন ॥৮৩॥

গৌরচন্দ্র তথা হইতে বহির্গত হইয়া কমলপুর নামক গ্রামে গিয়া
উপস্থিত হইলেন, তথায় কপালেশ মহাদেবকে নমস্কার পূর্বক তত্রত্য ভার্গী
নাম্নী নদীতে গিয়া স্বথাবিধি স্নান ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, তৎপরে যাহার
উচ্চতর শিখর কৈলাসপর্বতের স্থায় মনোজ্ঞ এবং যাহার পতাকা সকল
বায়ুবেগে বিচলিত হইতেছে, সেই চক্রযুক্ত কপালেশ্বরের প্রাসাদ দর্শন
করিলেন ॥৮৪॥

ঐ সময়ে শ্রীমান্ পৌরচন্দ্র ভূমি পতিত হইয়া নয়ন কমলজাত জলদ্বারা
তত্ত্বং ভক্তগণের সহিত ক্ষিতিতলে সম্যকরূপে স্নান করিলেন অর্থাৎ ভূতল
শায়ী হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন । তৎপরে শ্রীক্ষেত্রে গমন
করিয়া পরম ভক্তি সহকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভুবর জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া
নমস্কার করিলেন ॥৮৫॥

মুহূর্দ্‌ ৪। তস্তাননশশিনমত্যস্তমধুরং
 গলম্নেত্রান্তোভিঃ স্বতনুমভিষিক্তামরচয়ং ।
 জগন্নাথোহপ্যেনং নিমিষরহিতৈরক্ষিকমলৈ-
 বিলোক্য প্রেমাকৌ নিরবধি নিমগ্নোহভবদিব ॥৮৬॥

ইথং চক্রে পরমরভসং শ্রীনবদ্বীপভূমৌ
 গন্ধৈর্মাল্যৈর্মলয়জরসৈর্ভূরি কপূরপূরৈঃ ।
 শ্রীমদ্বেশোদগতমধুরিমাগ্লাবিতাশেষদেশঃ
 শৈবঃ শৈবলোকৈর্নটনকলয়া শৈবরমেষ প্রকামম্ ॥৮৭॥

গেহে গেহে সমজনি সদা মুর্ত্তিমত্যেব লক্ষ্মী:
 স্থানে স্থানে সুখসমুদয়ো মুর্ত্তিমানেব ভূতঃ ।
 নিত্যং নিত্যং নবনবমভূং প্রেম সর্ব্বশ্চ নাথে
 শৈবরং শৈবরং বিলসতি তদা শ্রীনবদ্বীপভূমৌ ॥৮৮॥

গৌরচন্দ্র জগন্নাথদেবের অত্যন্ত মধুর মুখচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া
 বিগলিত নয়ন জলে নিজ তরুকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন জগন্নাথদেবও
 যেন গৌরচন্দ্রকে অনিমেঘ লোচনে অবলোকন করিয়া প্রেমাধুযিতে নিরবধি
 নিমগ্ন হইলেন ॥৮৬॥

গন্ধ, মাল্য, চন্দনরস ও ভূরি ভূরি কপূর দ্বারা অুশোভিত বেশের
 মাধুর্য্যে যিনি অশেষ দেশকে প্রাবিত করিতেছেন, সেই গৌরচন্দ্র নিজ নিজ
 ভক্তগণের সহিত নৃত্য কৌশল বিস্তার করিয়া এইরূপে শ্রীনবদ্বীপ নগরে
 মহানন্দ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥৮৭॥

ভক্তনাথ গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ ভূমিতে স্বেচ্ছাক্রমে বিলাস করিতে থাকিলে,
 তৎকালীন লক্ষ্মীদেবী মুর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বদা প্রতিভবনে বিরাজ করিতে-
 ছিলেন এবং যেন সেই স্থানে সুখ সমুদায়ও মুর্ত্তিমান হইয়াছিল ও নিত্য নিত্য
 নূতন নূতন প্রেমও আবিভূত হইতে লাগিল ॥৮৮॥

নাসীমিদ্ৰা ন ভয়মভবং নাভবং ক্ষুৎপিপাসা
 ন স্নৈরত্বং ন চ যমগতা কালদণ্ডাদিভীতিঃ ।
 একস্ম্যপি প্রভুকরুণয়া যস্য কস্ম্যপি তস্মি-
 মেবং ক্রীড়ত্যতিসুললিতং শ্রীনবদ্বীপভূমৌ ॥৮৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
 একাদশঃ সর্গঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপ ভূমিতে গৌরচন্দ্র অতি সুললিত বিলাস বিস্তার করিলে
 পর তাঁহার রূপায় কোন ব্যক্তিরই নিদ্রা, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা যেচ্ছাচারিত্ব
 তথা যমস্বন্ধি দণ্ডাদিভীতি, এ সমস্ত কিছুই হয় নাই ॥৮৯॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ

প্রবিশ্য সংক্ষেত্রমদভ্রলীলঃ শ্রীসার্কভৌমায়মায়ার্যো সঃ ।

আকস্মিকং বীক্ষ্য জ্ঞানমনোজ্ঞং সন্ন্যাসিনং সৌহৃৎ ননন্দ বিপ্রঃ ॥১॥

উথায় পাণ্ডাদি সমর্প্য ভক্ত্যা-পুরো নিবেছাসনমপ্যুদারম্

কৃতপ্রণামো হু শূধীরমঞ্জঃ পপ্রচ্ছ সর্বং বিনয়েন বিপ্রঃ ॥২॥

কুতঃ সমেতোহসি কুতোহু যাসি হ্রতো ভবান্নির্ভরশাস্তদাস্তুঃ ।

ইথং প্রভো তেন যথার্থ পৃষ্ঠে তদেকনাথাঃ সকলং তদুচুঃ ॥৩॥

যথা-তথা তং সকলং বিদিত্বা জ্ঞাতং তদাজ্ঞাতমিতি প্রহৃষ্টঃ ।

ননন্দ বৃন্দারকবৃন্দবন্দ্য-পাদারবিন্দস্ত পুরঃ স বিপ্রঃ ॥৩॥

প্রচুর লীলাশালী গৌরচন্দ্র ক্ষেত্রে প্রবেশ করত সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের
গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিপ্রবর সার্কভৌমও ভুবন মনোহর
সন্ন্যাসিকে অকস্মাৎ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১॥

সার্কভৌম গাত্রোথানানন্তর ভক্তিপূর্কক পাণ্ডাঅর্ঘ্য অর্পণ করিয়া অগ্রভাগে
উৎকৃষ্ট আসন দিলেন এবং প্রণাম করত অতীব শূধীর ভাবে বিনয়পূর্কক
সহসা সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২॥

“প্রভো ! আপনি কোথা হইতে সমাগত হইলেন এবং কোথায় যাইবেন,
অত্যন্ত শাস্ত ও ইন্দ্রিয় দমনাদি গুণ থাকায় মনোজ্ঞমূর্ত্তি হইয়াছেন” সার্কভৌম
এই প্রকার যথার্থ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ তৎসমুদায় নিবেদন
করিলেন ॥৩॥

সার্কভৌম মহাপ্রভুর অজ্ঞাত বিষয় সকল যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হওত
কষ্ট হইয়া অমরবৃন্দবন্দ্য তদীয় পদারবিন্দ যুগলের অগ্রে নিরতিশয় আনন্দ
প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৪॥

জ্ঞাত্বাথ তস্মাশয়মেঘ সত্ত্বঃ স্বয়ং স্বপুত্রেণ সদাদরেণ ।

প্রস্থাপয়ামাস সিতেত্তরাজৌ প্রভুং জগন্নাথদিদৃক্ষুমঞ্জঃ ॥৫॥

স তেন সার্কিং সমুপেত্য তত্র সুখং ততঃ স্বৈরমপি প্রবিশ্য ।

দদর্শ নীলাচলমৌলিরত্নং তদাতিমৌখ্যাস্থিমগ্ন আসীৎ ॥৬॥

বিলোক্য ভূয়ো নতিভিঃ স্তবৈশ্চ নেত্রাস্থিভিঃ স্বামভিষিচ্য মূর্ত্তিম্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য চ পঞ্চকৃত্বঃ কৃচ্ছ্রেণ তস্মাদ্বহিরাযযৌ সঃ ॥৭॥

ইতি প্রভুস্তত্র বিলোক্য কাস্তং ননন্দ নীলাচলমৌলিরত্নম্ ।

স্বনামরত্নেন বিধায় হারং কণ্ঠে বহন্নৈব ররাজ নিত্যম্ ॥৮॥

মুকুন্দদন্তাদিভিরাত্মলোকৈঃ স তত্র নাথঃ কতিচিদ্দিনানি ।

বিলোকয়ন্নীলগিরীন্দ্ররত্নং নিনায় কোতূহলপূর্ণচিত্তঃ ॥৯॥

সার্কভোম মহাপ্রভুর আশয় জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ পুত্রের সহিত আদর পূর্বক সুখে জগন্নাথ দর্শনেছু গৌরচন্দ্রকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন ॥৫॥

গৌরতনু, সার্কভোমের পুত্রের সহিত সানন্দে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করত নীলাচলের মুকুটরত্নরূপ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া তৎকালে সুখসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন ॥৬॥

গৌরচন্দ্র জগন্নাথকে দর্শন করিয়া বারম্বার নমস্কার ও পুনঃ পুনঃ স্তব করিয়া নেত্রাস্থ সমূহ দ্বারা নিজ মূর্ত্তিকে অভিষেক করত পাঁচবার প্রদক্ষিণ পূর্বক অতি কষ্টে তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥৭॥

এই প্রকারে মহাপ্রভু নীলাচলের মুকুটরত্ন কমনীয় মূর্ত্তি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দানুভব করিলেন এবং নিজ নামরূপ রত্নের হার রচনা করিয়া কণ্ঠে ধারণ পূর্বক সাত্তিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮॥

গৌরচন্দ্র কোতূহলে পূর্ণমনা হইয়া মুকুন্দ দন্ত প্রভৃতি নিজ ভক্তগণের সহিত নীলাচলভূষণ জগন্নাথদেবকে দর্শন করত কতিপয় দিবস শ্রীক্ষেত্রে বাপন করিলেন ॥৯॥

স একদা চেতসি সার্বভৌমো মহীশূরাগ্র্য: কলয়াঞ্চকার ।

প্রভাবমৈশ্বর্যমিদং সমস্তং মহুশ্যভাবাদবিদন্ কৃপালো: ॥১০॥

অথগু পাণ্ডিত্য সমুদ্রবীচিপ্রবাহ কল্লোলকুলৈরমলৈ-

র্যস্ত প্রকামং বধিরীকৃতোহভূ দ্ধৃহ্পতির্জাদ্যময়ংসমেতঃ ॥১১॥

স এব সম্ভাবিত দন্তরাশি গভীরধীরং প্রভুপাদপদ্মম্ ।

ন বেদ তনো খলু চিত্রমেতন্ন বেত্তি পাণ্ডিত্যকুলাদিলেশম্ ॥১২॥

অসৌ মহাত্মা পুরুষপ্রধানো বয়স্থ এব হৃসনং চকার ।

যদীদৃশং স্বাস্তুরলং তদালং বিচিন্তিতৈর্নত্বয়ি কষ্টমেতং ॥১৩॥

অনেকথা পুরুষরত্নচিহ্নে মনোরমঃ সর্বজগজ্জনন্তু ।

কথং হু কালং গময়িষ্যতীমং সন্ন্যাসধর্মপ্রতিপালনেন ॥১৪॥

একদা বিপ্রবর সার্বভৌম গৌরচন্দ্রের প্রভাব এবং ঐশ্বর্যাদি সমস্ত মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিন্তু কৃপানিধির মহুশ্যভাব হেতু কিঞ্চিৎমাত্রও জানিতে পারিলেন না ॥১০॥

যে গৌরচন্দ্রের অথগু পাণ্ডিত্যরূপ সমুদ্র তরঙ্গের প্রবাহময় সাতিশয় মহাতরঙ্গমালায় বৃহস্পতিও বধির হইয়া জড়তাপন্ন হইলেন ॥১১॥

যাহার দন্তরাশি অর্থাৎ অঙ্কার সমূহ সকলেরই সমাদৃত, তাদৃশ গভীর বুদ্ধি বৃহস্পতি যে প্রভুর পাদপদ্ম জানিতে পারিবেন ইহা আশ্চর্য্য নয়, তবে এই মাত্র আশ্চর্য্য যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যাদি গুণগণের লেশমাত্রও জানেন না ॥১২॥

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা নবীন বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু এই নিজের রূপও অতি মনোহর, আর চিন্তা করার প্রয়োজনও নাই, এ সমস্ত আপনার কিছুই কষ্টকর নহে ॥১৩॥

এই মহাত্মা অনেক প্রকার মহাপুরুষের চিহ্ন দ্বারা সমস্ত জগজ্জনের মনোরম সন্ন্যাসধর্ম প্রতিপালন করিয়া কি প্রকারে এই কাল বাপন করিবেন ॥১৪॥

অসৌ মহাবংশসমুদ্ভবশ্চ মহাশয়শ্চাল্লবয়োবিকাশঃ ।

কলৌ তদর্হাং যতিতাং সুহুর্গাং কথং তরিশ্চ্যত্যহহাতিকষ্টম্ ॥১৫॥

তদেতমত্যস্ত স্মৃশাস্তচিত্তং সংশ্রাব্য বেদান্তমজস্রমেব ।

করোমি বৈরাগ্যরসেনভাস্বজ্ জ্ঞানৈকতানেন চ মোক্ষপান্ধম্ ॥১৬॥

ইত্যস্ত হৃদ্যস্তিতমাকলয়্য প্রভুঃ প্রফুল্লাঘ্রুজমঞ্জুলাশ্রুঃ ।

ব্যাপ্য ত্রিলোকীং স্মুরিতানুকম্পা বিলোলচেতা মনসা জহাস ॥১৭॥

অশ্চেত্য়রুদ্রামখরাংশুরাজি-রাজদ্যুতিঃ শৈশচরণানুরক্তৈ-

র্জগাম তস্ত্যালয়মাস্তজোষাদোষাকরাকার মনোহরাশ্রুঃ ॥১৮॥

বিলোক্য নাথং সহ শিষ্যবৃন্দৈঃ সমুখিতঃ স প্রণনাম শশ্বৎ ।

সদাসনং চাথনিবেচ্ছ তস্মিং স্তত্রস্থিতোহভূৎ স্বয়মাসনস্থঃ ॥১৯॥

এই মহাশয় মহাবংশ সমুদ্ভূত এবং ইঁহার বয়ঃক্রম অল্প প্রকাশ পাইতেছে, হা কষ্ট ! কলিযুগে তত্বপর্যুক্ত সুহুর্গম যতিধর্ম কি প্রকারে পার হইবে ? ॥১৫॥

অতএব এই অত্যন্ত স্মৃশাস্ত চিত্তকে নিরস্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্যরস দ্বারা এবং ভাস্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা একতান চিত্ত করিয়া ইঁহাকে মোক্ষপথের একমাত্র পথিক করিতে হইবে ॥১৬॥

প্রভু গৌরচন্দ্র এইরূপ সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের হৃদ্যস্তিত অর্থাৎ মানসিক বিবেচনা জানিতে পারিয়া বিকসিত কমলের ছায় প্রফুল্ল মুখ এবং ত্রিলোকী ব্যাপিয়া প্রকাশমান স্বীয় কৃপায় চঞ্চলচিত্ত হইয়া সার্কভৌমের প্রতি কৃপা প্রকাশ পূর্বক মনে হাস্ত করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

ঐহার অঙ্গদ্যুতি প্রথর দিবাকর নিকরের ছায়, ঐহার মনোহর বদন, সেই গৌরচন্দ্র অল্প একদিন নিম্ন পাদানুরক্ত ভক্তগণের সহিত সার্কভৌমের আলয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৮॥

সার্কভৌম, ভক্তবৃন্দের সহিত দর্শন করিয়া গাত্রোথান পূর্বক প্রণাম করিলেন এবং প্রশস্ত আসন প্রদান করিয়া নিজেও একটা আসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥১৯॥

উবাচ বিপ্রো বিনয়েন নাথং বেদান্ত এতৈ: পরিপঠ্যতেহত্ৰ ।

ভবাদৃশা যোগ্যতমা: শৃণুধ্বং মন: কষায়ো যতআন্তু যাতি ॥২০॥

অধীতমধ্যাপিতমেতদ্বৃষ্টে রনেকশন্তং পুনরপ্যমুশ্ৰু ।

প্রভো: সমীপে ধরণীশূরাগ্রেয়া বভূব সংপাঠয়িতুং প্রমত্ত: ॥২১॥

সাক্ষান্মহীগীপতিরেষ চক্ষং প্রাগলভ্য সংযুক্তবচা যথাধি-

নির্বক্তিতত্ত্বং স নিশম্য নাথ: শনৈস্তদোদগ্রাহবিধিং চকার ॥২২॥

কিমুচ্যতে ক: খলু পূর্বপক্ষ: কিম্বাস্ত রাঙ্কাস্তিতমাতনোষি ।

বেদান্তশাস্ত্রশ্চ ন চায়মর্থ স্তচ্ছ্রুতাং যন্তু নিরূপয়াম: ॥২৩॥

ইত্যস্ত পক্ষপ্রতিপক্ষরূপং স পক্ষমেকং সতু সজ্জয়িত্বা ।

অদ্বৈতবাদং বিনিরস্ত ভক্তিসংস্থাপকং স্বীয়মতং জগাদ ॥২৪॥

সার্বভৌম বিনয় পূর্বক প্রভুকে নিবেদন করিলেন যে, এই শিষ্যগণ এই স্থানে বেদান্ত পাঠ করিতেছে, আপনারা অতি সুযোগ্য অতএব শ্রবণ করুন, যাহার শ্রবণে মন:কষায় অর্থাৎ মনের মালিন্য শীঘ্র বিনষ্ট হইবে ॥২০॥

এই বেদান্ত শাস্ত্র আমি অধ্যয়ন করিয়াছি এবং শিষ্যগণকে অনেকবার অধ্যয়ন করাইয়াছি” স্বিজবর সার্বভৌম এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার প্রভুকে উন্নতের জ্ঞায় পাঠ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২১॥

সাক্ষাৎ ভুলোকবৃহস্পতি সার্বভৌম অত্যন্ত প্রগল্ভ বাক্যে যথাবিধি বেদান্ত মত বলিতেছেন, গৌরচন্দ্র তত্ত্ববাক্য শ্রবণ করত ধীরে ধীরে সেই সেই বাক্যের উদ্গ্রাহ বিধি অর্থাৎ নিজ বাক্যের অবতারণা করিলেন ॥২২॥

কি বলিতেছেন? ইহার পূর্বপক্ষই বা কি? ইহার সিদ্ধান্তই বা কি করিতেছেন? বেদান্ত শাস্ত্রের এ অর্থ নয়, অতএব আমি বাহ্য নিরূপণ করিতেছি তাহা শ্রবণ করান ॥২৩॥

এই বলিয়া গৌরচন্দ্র সার্বভৌমের পক্ষের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিরোধি রূপ একটি স্বপক্ষ সজ্জিত করিয়া অদ্বৈতবাদ নিরাস পূর্বক ভক্তি সংস্থাপক নিজমত বলিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ইথাং প্রমাণৈরখিলৈশ্চ শক্ত্যা তাৎপর্য্যাতো লক্ষণয়া চ গোণ্যা ।

মুখ্যা জহৎস্বার্থ তদন্থমিশ্র স্বরূপয়া স্বস্মতমাবভাষে ॥২৫॥

অসৌবিতগুচ্ছলনিগ্রহাহৈতৌ নিরন্তরধীরপ্যথ পূর্বপক্ষম্ ।

চকার বিপ্রঃ প্রভুনা সচাস্তু স্বসিদ্ধিসিদ্ধান্তবতা নিরন্তঃ ॥২৬॥

অদ্বৈতবাদী প্রথমঃ পদাজ্জবাদী প্রভুশ্চ প্রতিভৈকসিদ্ধু ।

তো ভক্তসেব্যো বহু দীর্ঘকালং বদাবদৈর্নিগূতুরন্থথৈব ॥২৭॥

অথেষ বিস্মেরমনা দ্বিজাগ্র্যো হৃদাহৃদবিব্যাকুলিতো জগাদ ।

ক এষ মৎপ্রাতিভ খণ্ডনার্থ মিহাবতীর্ণঃ কিমু গীপ্তিঃ স্ম্যং ॥২৮॥

ইতীহ তর্কে। মম সর্বদাসীদৃহস্পতির্মৎপ্রতিভাসমুদ্রে ।

ন পারমাসাদয়িতা কদাপি সদোত্ততঃ সন্নপি বুদ্ধিনা বা ॥২৯॥

এইরূপে গৌরানন্দেব অমল প্রমাণ দ্বারা তথা তাৎপর্য্য, লক্ষণা, গোণী, মুখ্যা, জহৎস্বার্থা এবং জহণজহৎস্বার্থা নামক শব্দের শক্তিদ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

বিপ্রবর সার্কর্ভোম বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা নিরন্ত বুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্বপক্ষ করিলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধান্তবিদ মহাপ্রভু শীঘ্র পূর্বপক্ষকে নিরন্ত করিলেন ॥২৬॥

প্রথম অদ্বৈতবাদী সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য এবং দ্বিতীয় পদাজ্জবাদী সেই প্রতিভা অর্থাৎ নবনবোল্লখশালী বুদ্ধির একমাত্র ভাজন গৌরচন্দ্র, এই উভয়ে নিজ নিজ ভক্ত কর্তৃক সেবিত হইয়া বাদবিতণ্ডায় যেন অস্ত্র প্রকারেই সুদীর্ঘকাল যাপন করিলেন ॥২৭॥

দ্বিজাগ্রী সার্কর্ভোম ভাবেন “কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতিভা খণ্ডনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কি বৃহস্পতি হইবেন ? ॥২৮॥

এইরূপ তর্ক আমার সর্বদাই হইয়াছে, কিন্তু বৃহস্পতি সমুদ্রত অর্থাৎ উদ্যোগী হইয়াও আমার প্রতিভার সমুদ্রে বুদ্ধিরূপ নৌকা দ্বারা পার গমন করিতে সক্ষম হইতে পারেন না ॥২৯॥

অয়ন্ত কৈশোরবয়াঃ কিয়দ্বাপ্যধীতমাস্তে বদ পাঠিতম্ কিম্ ।

তথাপি শক্তির্মম নৈব ভূতা পরাভবায়ান্ত মমৈব সাভূৎ ॥৩০॥

তদেষ কৃষ্ণঃ খলু নাশ্চৈব চরিত্রমেতদগমকং হি তত্র ।

ইথং বিচিন্ত্যেব হৃদা হৃদীশং ননাম রোমাঞ্চসমক্ষিতাঙ্গঃ ॥৩১॥

নির্ঘঙ্খিলোলাক্ষিসরাঃ স রেমে সমুদগমোহসৌ স্তুতিনত্যাপেতঃ ।

প্রসাদয়ামাস বিভূং সচাপি কূপৈকসিদ্ধুঃ প্রসসাদ তত্র ॥৩২॥

প্রদর্শয়ামাস চতুর্ভূজং দিবাকরাণাং শতকোটিভাষং ।

ততোহধিকং সোহপি ননন্দ বিপ্র স্ততোধিকঞ্চ স্তবমপ্যকাষাং ॥৩৩॥

যদ্যং সভূমীশ্বরসজ্জমুখ্য স্তম্ভাব তুঃ স্তমহাপ্রগল্ভঃ ।

তত্ত্বম বাচস্পতিরপ্যভীক্ষং প্রয়াসতোহপি প্রভবেন্তবিষ্ণুঃ ॥৩৪॥

ইহাকে ত কৈশোর বয়ঃক্রম দেখিতেছি। কি অধ্যয়ন করিয়াছেন ও করাইতেছেন? কিন্তু তাহা হইলেও ইহার আমাকে পরাভূত করার শক্তি নাই, কিন্তু সে শক্তি আমারই আছে ॥৩০॥

অতএব “ইনি নিশ্চয় কৃষ্ণ হইবেন, ইহাতে আর অশ্রুতা নাই, বেহেতু ইহার চরিত্রই তদ্বিশেষে প্রমাণ দেখিতেছি” মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সার্কর্ভোম পুলকাঙ্কিত কলেবরে হৃদয়েশ্বরকে নমস্কার করিলেন ॥৩১॥

সার্কর্ভোম অশ্রুবিগলিত চঞ্চলনেত্র ও রোমাঙ্কিত কলেবর হইয়া স্তুতি করত মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করাইতে লাগিলে, কৃপাসিদ্ধ মহাপ্রভুও সেইস্থানে প্রসন্ন হইলেন ॥৩২॥

গৌরানন্দেব আপনাকে শতকোটি দিবাকরের ছায় দীপ্তিশালী চতুর্ভূজ-রূপে দর্শন করাইলেন এবং সার্কর্ভোম ও ততোধিক আনন্দিত হইয়া সমধিক স্তবও করিলেন ॥৩৩॥

ব্রাহ্মণগণের মুখ্যতম এবং প্রগল্ভশালী সার্কর্ভোম তুঃ হইয়া যে যে স্তব করিলেন বৃহস্পতি প্রয়াস করিয়াও তক্রপ স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না ॥৩৪॥

অথৈষ নাথঃ কতিচিদ্দিনানি নীত্বা প্রযাতুং দিশি দক্ষিণশ্চাম্ ।

চক্রে মনস্তং সমনুব্রজন্তঃ সৰ্ব্বৈ চ জগ্মুর্হরিনামপূর্বম্ ॥৩৫॥

গত্বা কিয়দূরমসৌ কৃপাবান্ বিসর্জয়ামাস তদা সমস্তান্ ।

তত্রাস্তরে বজ্রনি সোহপি গোপীনাথাহ্বয়ো ভূমুর আননাম ॥৩৬॥

প্রভুঃ করে তস্ত বিলোক্য পুস্তীমেকাং স্তবানাং প্রণয়াদ্বিকৃত্য ।

জগ্রাহ গচ্ছন্নথ সৰ্ব্বএব সমাগতাস্তং সমনুব্রজন্তঃ ॥৩৭॥

গতেষু সৰ্ব্বেষু স এক এব প্রভুবর্জন কুত্র চ বৃক্ষমূলে ।

সুখোপবিষ্টঃ পরিমুচ্য পুস্তীমালোকয়ামাস চিরাৎ হর্বাৎ ॥৩৮॥

স তত্র নাথঃ পরিতো বিচার্য শ্রীসার্বভৌমস্ত কবিত্বমেকম্ ।

বিলোকয়ামাস তদা পদানাং মধ্যে পদং কৃষ্ণ ইতি ব্যপশুৎ ॥৩৯॥

গৌরচন্দ্র কতিপয় দিবস তথায় যাপন করিয়া দক্ষিণদিকে যাইতে মন করিলেন এবং অত্যাশু ভক্তগণও তাঁহার অনুগামী হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্তন করত যাত্রা করিলেন ॥৩৫॥

কৃপাবান্ গৌরচন্দ্র গমন করিয়া কিয়দূরে সেই অনুগামী ভক্তগণকে বিদায় দিলেন । ইত্যবসরে পথমধ্যে সেই গোপীনাথ নামক ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন ॥৩৬॥

মহাপ্রভু সেই বিপ্রেয় হস্তে একখানি স্তবকের পুস্তক অবলোকন করিয়া যাইতে যাইতে প্রণয়বশতঃ তাঁহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করিলেন, তৎপরে অনুগামী ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট সমাগত হইলেন ॥৩৭॥

ভক্তগণ চলিয়া গেলে পর একাকী গৌরচন্দ্র কোন এক বৃক্ষমূলে স্নখে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তকখানি উন্মোচন করত অতীব গভীর হর্ষে সুদীর্ঘকাল দেখিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

গৌরচন্দ্র সেই পুস্তকখানি সর্বতোভাবে বিচার করিয়া শ্রীসার্বভৌমের একটা কবিত্ব দেখিলেন, তখন পদ সকলের মধ্যে কৃষ্ণ এই একটা পদ দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

বিলোক্য তং কৃষ্ণপদং তদৈব প্রেমাতিরেকেণ স বিহ্বলাত্মা ।
পপাত ভূমৌ নয়নাশ্রুধারা সমুহধৌভাঙ্গলতো বিচেষ্ঠে: ॥৪০॥

তথৈব ভূমৌ পতিতঃ স বৃক্ষমূলেহবশেষং দিবসস্ত যঞ্চ ।
নিশাঞ্চ সর্বামনয়ং কৃপালুঃ শ্রীসার্বভৌমে করুণাং বিধিংসুঃ ॥৪১॥

প্রাতঃ প্রবুদ্ধোহতিমুবিহ্বলাত্মা জগাম বাগ্‌গদগদরুদ্ধকণ্ঠঃ ।
অহো মমভূদ্‌ বহলাপরাধো মহানুভাবাত্মনি সার্বভৌমে ॥৪২॥

কথং নু বা তং পরিহায় মোহাদ্‌ গচ্ছামি দষ্টৈকবশেন তীর্থম্ ।
ক্ষেত্রং পুনর্যামি তদস্ত্য সেবাং করোমি স ত্বেব মহানুভাবঃ ॥৪৩॥

সেই কৃষ্ণপদটি দেখিবামাত্রই গৌরচন্দ্র অতিশয় প্রেমে বিহ্বলাত্মা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। আহা! পতনকালে তাঁহার নেত্রগলিত অশ্রু ধারায় সমস্ত অঙ্গলতা ধৌত হইতেছিল এবং তিনি চেষ্টাশূন্য হইলেন ॥৪০॥

সেই অবস্থাতেই কৃপালু গৌরচন্দ্র সার্বভৌমের প্রতি করুণা বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃক্ষমূলে পতিত হইয়াই দিবসের অবশিষ্ট ভাগ এবং সমস্ত নিশা যাপন করিলেন ॥৪১॥

অনন্তর গৌরহরি প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া অত্যন্ত বিহ্বলচিত্তে গদগদ বাক্যে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া “হায়! হায়! সেই মহাভাবাঢ্য সার্বভৌমের নিকট আমার বহু বহু অপরাধ হইয়াছে” এই বলিতে বলিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪২॥

অনন্তর মহাপ্রভু বিবিধ চিন্তা করিতেছিলেন তাহাই বর্ণিত হইতেছে, “হায়! আমি কিরূপেই বা সেই সার্বভৌমকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞান বশতঃ একমাত্র অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া তীর্থে গমন করিব, পুনর্ব্বার ক্ষেত্রে বাস করিয়া তাঁহারই সেবা করি, যেহেতু তিনি মহানুভব পুরুষ ॥৪৩॥

অমৃশ্য সেবাবিধিমন্তুরেণ ন কিঞ্চনাপি শ্রযতঃ করিষ্যে ।

ইত্যেব ভূয়ঃ করুণাপয়োধিঃ ক্ষেত্রং সমায়াং প্রহরৈকমধ্যে ॥৪৪॥

আচার্য্যবর্ষ্যানয়নায় কঞ্চিং সংপ্রেষয়ামাস ঝটিত্যাখাপি ।

সতু ত্বরাবান্ সমুপেত্য গোপীনাথং তমাচার্য্যবরং জগাদ ॥৪৫॥

আচার্য্য শীঘ্রং সমুপৈহি কৃষ্ণচৈতন্য দেবোহয়মিহাগতোহস্তি ।

কিমাথ রে কিং বিতথং সমস্তং গতঃ সহর্ষো দিশি দক্ষিণস্থাং ॥৪৬॥

অস্মাভিরেবায়মনুত্রজন্তি বিদূরত স্ত্যক্তঃ ইতকথং স্ত্যাং ।

ইত্যুক্তবানেষ পুনশ্চ তেন সত্যং ত্রবীমীত্যসকৃৎ স উক্তঃ ॥৪৭॥

ত্বরাশ্রিতস্তল্লিকটং স গোপীনাথঃ সদাচার্য্যবরো জগাম ।

অবেক্ষ্য তং হৃষ্টমনা মহাত্মা সবিস্ময়ং সপ্রিয়মাজগাদ ॥৪৮॥

গুপ্তভাবে তাঁহার সেবা ভিন্ন আর কিছুই করিব না” এইরূপ চিন্তা করিয়া করুণানিধি গৌরচন্দ্র এক প্রহর কালমধ্যে পুনর্বার শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন ॥৪৪॥

তখন সার্কর্ভোম, আচার্য্য শ্রেষ্ঠ গোপীনাথকে আনাইবার নিমিত্ত একজন ভৃত্য প্রেরণ করিলেন, প্রেরিত ভৃত্য শীঘ্র গিয়া গোপীনাথচার্য্যকে নিবেদন করিল ॥৪৫॥

হে আচার্য্য! শীঘ্র আসুন, কৃষ্ণচৈতন্যদেব এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ কহিলেন, অরে! তুই কি সমুদায় মিথ্যা কথা বলিতেছিস্, তিনি সহর্ষে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছেন ॥৪৬॥

“আমরা তাঁহার অহুগমন করিয়া বহুদূরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখানে তিনি সহসা কিরূপে আসিবেন?” গোপীনাথ এই কথা বলিলে, পুনর্বার ভৃত্য কহিল, “আমি বারম্বার বলিতেছি” ॥৪৭॥

তখন সেই মহাত্মা গোপীনাথচার্য্য ত্বরাশ্রিত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃষ্টমনে বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক মিষ্ট বাক্যে কহিলেন ॥৪৮॥

কিমেতদাশ্চর্য্যমতীব দেব কথং গতো বা কথমাগতো বা ।
 ততঃ প্রভূর্দন্তবিশ্বন(?)রোচিশ্ছটা সমাপ্তবিলোহিতোষ্ঠঃ ॥
 উবাচ মাধ্বীক রসাপ্পুতেন বচোবিলাসেন বিলাসবান্ সঃ ॥৪৯॥
 আচার্য্য ভূয়ানপরাধরাশি-র্মমাতবৎ সংপ্রতি সার্বভৌমে ।
 যতোহহমেতং পরিহায় দম্ভাস্তীর্থাটনং কর্তুমনা বভূব ॥৫০॥
 অসৌ মহাত্মা ভগবৎস্বরূপো জগজ্জয়ীত্ৰাণপরঃ সদীহঃ ।
 যদস্ত বক্ত্রাহুদভূৎ স কৃষ্ণ-নামানবত্তং ললিতৈকপত্তম্ ॥৫১॥
 তদস্ত সৈবৈব ময়া বিধেয়া মম দ্বিয়ং কেবলমীশসেবা ।
 ইত্থং বিচিস্ত্যর্থমহং গতোহপি তীর্থপ্রয়াণে পুনরাগতশ্চ ॥৫২॥
 ইত্যস্ত বাচং পরমাং দ্বন্দ্বহাং শ্রুতিশ্রুতীনাংপি সারভূতাম্ ।
 অথৈব মৃগ্যাং পরিমৃগ্য বিপ্রঃ ক্ষিপ্রং জহাস ক্ষুদ্রদন্তপঙক্তিঃ ॥৫৩॥

“দেব! আপনি কি প্রকারে গমন করিলেন এবং কি প্রকারেই বা
 আগমন করিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্য” আচার্য্য এই কথা বলিলে পর
 মহাপ্রভু, দন্তের বিশুদ্ধ ছটায়ুক্ত লোহিতোষ্ঠ হইয়া মধুর রসাপ্পুত বাক্যের
 বিলাস দ্বারা বিশিষ্ট হওত বলিলেন ॥৪৯॥

আচার্য্য! সম্প্রতি সার্বভৌমের নিকট আমার মহান্ অপরাধ হইয়াছে,
 যেহেতু আমি দম্ভ সহকারে উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে
 ইচ্ছা করিয়াছি ॥৫০॥

এই মহাত্মা ভগবানের স্বরূপ, জগজ্জয়ের রক্ষক এবং স্রষ্টা, যেহেতু ইঁহার
 মুখ হইতে কৃষ্ণ নামাক্তিত অনিশ্চিত মনোহর একটি পদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥৫১॥

অতএব ইঁহার সেবাই আমার কর্তব্য এবং কেবল ইঁহার সেবাই আমার
 পক্ষে ঈশ্বরের সেবা, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমি তীর্থ যাত্রায় গিয়া
 পুনর্বার আগত হইয়াছি ॥৫২॥

বিপ্রবর গোপীনাথ গৌরচন্দ্রের পরম দ্বন্দ্বহ শ্রুতিশ্রুতির সার স্বরূপ শ্রোতব্য
 বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র দন্তপঙক্তি বিকাশ পুরঃসর হাস্ত করিলেন ॥৫৩॥

অহো মহাকারুণিকশ্চ চেষ্টাং পশ্য প্রভোদীনজনে কৃপালোঃ ।

কো বাস্তু জানাতু মহাছরাপং মাহাত্ম্যমেতে খলু কীটকল্পাঃ ॥৫৪॥

অহো মহাকারুণিকশ্চ পশ্য জগৎকৃপাপূরভৃতং চিকীর্ষোঃ ।

অনুগ্রহং সম্প্রতি সার্বভৌমে দেবেশকল্লৈরপি যো ছরাপঃ ॥৫৫॥

বেদাস্তিনাং মণ্ডল-সার্বভৌমঃ স সার্বভৌমো গতভক্তিগন্ধঃ ।

দৈবেন পত্নোদগতকৃষ্ণনামা বভূব যুগ্মং করুণাধিপাত্রম্ ॥৫৬॥

অহো মহাকারুণিকং তমেনং কো মুঢ়ধীর্নাশুভজেত লোকঃ ।

দোষান্ বহুন্ প্রোজ্জ্বা লবং গুণশ্চ গৃহ্নাতি ভূয়ঃ

কুরুতেহনুকম্পাম্ ॥৫৭॥

ন কশ্চ বক্ত্রাং খলু কৃষ্ণনাম বহিঃ প্রযাত্যশ্চ ততঃ কিমাসীৎ ।

জ্ঞাতং তদা সম্প্রতি সার্বভৌমে করিষ্যসে ভূরিতরানুকম্পাম্ ॥৫৮॥

আহা ! মহা কারুণিক কৃপালু গৌরচন্দ্রের দীনজনের প্রতি চেষ্টা দেখ,
ইহার দুর্গম মাহাত্ম্য কে জানিবে, আমরা ত সাধারণ কীট সদৃশ ॥৫৪॥

অহো ! জগৎকে কৃপাপ্রবাহে পূর্ণ করণেচ্ছা মহাকারুণিক গৌরচন্দ্রের
সম্প্রতি সার্বভৌমের প্রতি অনুগ্রহ দর্শন কর, যে অনুগ্রহ দেবেশকল্প অর্থাৎ
ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দুর্লভ ॥৫৫॥

যে সার্বভৌম বৈদান্তিকগণের মধ্যে সার্বভৌম অর্থাৎ সর্বত্র বিখ্যাত
এবং যিনি ভক্তিগন্ধশূন্য সেই ইহার পত্ন হইতে দৈবাৎ কৃষ্ণ নাম উদগত
হওয়ায় আপনার করুণার সমধিক পাত্র হইলেন ॥৫৬॥

অহো ! এমন মহাকারুণিক প্রভুকে কোন্ মুঢ়বুদ্ধি না ভজনা করিবে ?
ইনি বহুদোষ পরিত্যাগ পূর্বক লবমাত্র গুণ গ্রহণ করিয়া পুনর্বার অনুকম্পা
করিয়া থাকেন ॥৫৭॥

কাহার মুখ হইতে না কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাতেই বা
ইহার কি হইল, অতএব ইহা অসম্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, কেবল
সার্বভৌমকে প্রচুর পরিমাণে কৃপা করিলেন ॥৫৮॥

ইত্যস্ত বাচং স নিশম্য নাথঃ সবিষ্ময়োৎসাহরস প্রফুল্লান্ ।
জগাদ মৈবং বদ ভো মহাত্মনু সৈবৈব তস্মৈহ ময়া বিধেয়া ॥৫৯॥

ইত্যুক্তবাংস্তং দিবসং নিনীয় শেষে রজত্যাঃ প্রথমাবকাশম্ ।
বিলোকিতুং তল্লতলাত্মদাসীন্ততো জনৈনিত্যকৃতিং চকার ॥৬০॥

ততো বহিঃশেলকটীরসূত্রে প্রগৃহ্য নামগ্রহণোৎককণ্ঠঃ ।
প্রাসাদমধ্যে প্রবিবেশ নাথো যথোদয়াজিৎ শরদিন্দুরেষঃ ॥৬১॥

খগাধিপন্তম্ভবরশ্চ পশ্চাচ্চামীকরন্তম্ভবদাস্থিতোহসৌ ।
দদর্শ নীলাচলমৌলিরত্নং বিলোচনান্তোঝরধৌতদেহঃ ॥৬২॥

ততঃ স ধূপাবধি স্তুত্বিতোহসৌ প্রত্যাষকৃত্যানি বিলোক্য তস্মৈ ।
মহাপ্রসাদান্নমতীবরম্যং প্রগৃহ্য কিঞ্চিদ্বহিরাঙ্গগাম ॥৬৩॥

গৌরচন্দ্র এইরূপ গোপীনাথার্চার্যের বিস্ময় ও উৎসাহ রসদ্বারা প্রফুল্লিত
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, হে মহাত্মনু! আপনি একথা আর
বলিবেন না, সম্প্রতি ইহাঁর সেবাই আমার কর্তব্য ॥৫৯॥

গৌরান্দের এই কথা বলিয়া সেই দিবস যাপন করিলেন এবং রাত্রি
শেষে প্রথমাবকাশ দেখিবার নিমিত্ত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন
তৎপরে জন সকলের সহিত নিত্যকৃত্য সমাধা করিলেন ॥৬০॥

গৌরচন্দ্র নাম গ্রহণার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়া বহির্বাস ও কটিন্দ্র ধারণ করত
উদয়াচলে শারদীয় শশধরের ছায় প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৬১॥

নেত্রপতিত জলধারাধৌতদেহ গৌরমুখর গরুড়স্তম্ভের পশ্চাত্তাগে
দ্বর্গস্তম্ভের ছায় দণ্ডায়মান হইয়া নীলাচল মৌলিরত্ন জগন্নাথদেবকে দর্শন
করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

গৌরমুখর জগন্নাথদেবের ধূপাবধি প্রাভাতিক কার্য্য সমুদায় অবলোকন
করিয়া অতিরমণীয় মহাপ্রসাদান্ন কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্বক বহির্ভাগে আগমন
করিলেন ॥৬৩॥

তথৈব দেবঃ স তু সার্বভৌমং বিলোকিতুং তস্য গৃহং জগাম ।
 স তু প্রভাতে খলু তল্লমধ্যা-দৈবেন নৈবোদগতবাংস্তথাসীৎ ॥৬৪॥

ততোহস্য কেনাপ্যনুগেন নাথং বিলোক্য তং বোধয়িতুং জগন্তে ।
 নিবারয়ামাস ততঃ প্রভুস্তং তৎস্বাপগেহান্তবিলীন এব ॥৬৫॥

ততোহস্য পার্শ্বস্থ বিবৃ্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণেতি নিশম্য নাথঃ ।
 অর্দ্ধ প্রবুদ্ধাৰ্দ্ধনিমগ্নবাণীং জগাম নির্ব্যাজমনেকসৌখ্যম্ ॥৬৬॥

ততঃ প্রবুদ্ধোহভবদেব ভূমীগীর্বাণসিংহঃ স তু সার্বভৌমঃ ।
 দদর্শ চাখো যতিমণ্ডলীনাং চূড়ামণিং শ্রীযুতগৌরচন্দ্রম্ ॥৬৭॥

ততোহতি সংভ্রান্তমতিস্বরাবাংস্তল্লাং সমুথায় ননাম হৃষ্টঃ ।
 ততস্ত নানাকথয়া স কালস্তয়োর্মহাকৌতুকপূর্ণ আসীৎ ॥৬৮॥

গৌরান্দের এইরূপে সার্বভৌমকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে গমন করিলেন, দৈববশতঃ সার্বভৌম তৎকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই ॥৬৪॥

তখন সার্বভৌমের কোন একজন ভৃত্য তাঁহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত যাইতেছিল, মহাপ্রভু তাহাকে নিবারণ করিয়া তদনন্তর শয়ন গৃহের নিকট বিলীনভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥৬৫॥

গৌরচন্দ্র সার্বভৌমের পার্শ্ব পরিবর্তন কালে “শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ” এইরূপ অর্দ্ধজাগরিত ও অর্দ্ধ নিদ্রিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় অকপট মুখ অমুভব করিলেন ॥৬৬॥

ভূগীর্বাণসিংহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সার্বভৌম জাগরিত হইয়াই সম্মুখে যতিমণ্ডলীর চূড়ামণি শ্রীযুত গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥৬৭॥

সম্ভ্রান্তমতি সার্বভৌম হৃষ্ট হইয়া ত্বরায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন । সেই কালটি উভয়ের নানাবিধ বাক্যালাপে মহাকৌতুকে পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥৬৮॥

ততঃ প্রভুঃ কারুণিকোহনুবলং সমস্তলোকেষু মহারসাক্ষিঃ ।

আকৃষ্ট্য বাসোঞ্চলতঃ প্রসাদমন্নং স জগ্রাহ করারবিন্দে ॥৬৯॥

উদ্যম্য বাহুং স মহাপ্রসাদং সিদ্ধৌষধিব্যাবৃতকল্পবৃক্ষম্ ।

উবাচ কালে কৃতনিত্যকৃত্যো ভবানিদং ভোক্ষ্যতে ইত্যদাচ্চ ॥৭০॥

উথায় সোহতিস্পৃহয়া ত্বরানাদায় পাণৌ স্নমহাপ্রসাদম্ ।

প্রসাদলকৌ যদি চেদিলম্বঃ কৃতং কৃতং তৎ খলু বিজ্ঞতাভিঃ ॥৭১॥

ইত্যেয সত্ত্বঃ পুলকালিযুক্তো মহাপ্রসাদং বদনে দদৌ তম্ ।

প্রভূর্মহামোদ স্নমেত্বরাত্মা প্রগৃহ্য দোভ্যাং তমথো ননন্দ ॥৭২॥

অত্ৰোচ্চদীর্ঘশ্বসিতাক্ষিণীব রোমাঞ্চ-ঘর্ম্মাশু-বিভূষিতাজৌ ।

আনন্দসিন্ধুপ্লবত্পুচিন্তৌ বভূবন্তৌ প্রভু-সার্কর্ভোমৌ ॥৭৩॥

কারুণিক ও প্রতিক্ষণেই সমস্ত লোকের প্রতি মহারসাক্ষি সদৃশ গৌরচন্দ্র বস্ত্রাঞ্চল হইতে প্রসাদান্ন লইয়া হস্ত পদ্মে ধারণ করিলেন ॥৬৯॥

গৌরচন্দ্র মহাপ্রসাদযুক্ত স্নতরাং সিদ্ধৌষধি সমন্বিত কল্পবৃক্ষ সদৃশ নিজবাহ উত্তোলন পূর্বক কহিলেন যে, আপনি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া বধাকালে মহাপ্রসাদ ভোজন করিবেন, এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন ॥৭০॥

সার্কর্ভোম উত্থিত হইয়া অতীব স্পৃহা সহকারে ত্বরায় সেই প্রভুদত্ত শোভন মহাপ্রসাদ হস্ত প্রসারণপূর্বক গ্রহণ করিয়া “প্রসাদ লাভে যদি বিলম্ব করি তবে বিজ্ঞতাই বুধা” এই বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ পুলকিত কলেবরে সেই মহাপ্রসাদ বদনে অর্পণ করিলেন, মহাপ্রভু তদর্শনে মহাহর্ষে স্নিগ্ধমনা হইয়া দুই বাহু দ্বারা সার্কর্ভোমকে গ্রহণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥৭১॥৭২॥

পরস্পরের দীর্ঘনিশ্বাস, নেত্রজল ও ঘর্ম্মজলে ঝাহাদের অঙ্গ বিভূষিত সেই গৌরচন্দ্র ও সার্কর্ভোম উভয়ে আনন্দ সমুদ্রে অবগাহন করত পরিতৃপ্ত চিন্ত হইলেন ॥৭৩॥

দৃশৌ গলদ্বারিবিলুপ্তত্বাৎ দেহশ্চ রোমাঞ্চসমূহলুপ্তঃ ।

তয়োস্তদা প্রেমনদীকৃতেন স্নানেন জাড্যং পরমং বভূব ॥৭৪॥

ইথং প্রভূর্বিপ্রঘটাগ্রগণ্যং বশে চকারাতিকুপারসেন ।

চিস্তং ততস্তৎ করুণারসেন সংক্রান্ততাং নির্ভরমাজগাম ॥৭৫॥

ততঃ প্রভৃত্যেষ মহাকৃপালো গোঁৱাঙ্গচন্দ্রশ্চ পদারবিন্দে ।

কায়েন বাচা মনসাত্মরক্তো ভবগ্নিরস্তাখিলগর্বভারঃ ॥৭৬॥

ইথং সচাত্তোদ্যারসৌ দ্বিজাণ্যো ধূপাবসানে প্রভুগৌরচন্দ্রম্ ।

জষ্টুং জগামাথ মহাকৃপালুং বিমুক্তবিজ্ঞামদ ভাবশাস্তঃ ॥৭৭॥

দৃষ্ট্ৱা ননামাবনিমূলরাজশ্লৌলির্মহাত্মা স্তবমপ্যাকার্ষ্যৎ ।

অথো জগাদাস্ত চ ভীতভীতো বদ্ধাঞ্জলিঃ পাণিপুটেন বিপ্রঃ ॥৭৮॥

গৌরচন্দ্র ও সার্কর্ভৌম প্রেমরূপ নদীপ্রবাহে অবগাহন জন্ত মহাজড়তাপন্ন হইলেন, কারণ নেত্রতারকা বিগলিতবান্ধজলে এবং দেহ রোমাঞ্চ সমূহে বিলুপ্ত হইয়া গেল ॥৭৪॥

গৌরচন্দ্র বিপ্রগণাগ্রগণ্য সার্কর্ভৌমকে স্বীয় কুপারস দ্বারা বশীভূত করিলেন এবং বিপ্রবরের চিস্ত ও গৌরচন্দ্রের করুণারসের সহিত অতিশয়রূপে বিমিশ্রিত হইয়া গেল ॥৭৫॥

এই সার্কর্ভৌম নিখিল গর্বভাব নিরাস করিয়া মহাকৃপালু গৌরচন্দ্রের পদারবিন্দে কায়মনোবাক্যে অহুরক্ত হইলেন ॥৭৬॥

সেই বিপ্রবর সার্কর্ভৌম বিজ্ঞামদ পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত ভাব অবলম্বন করিয়া ধূপ আরতির অবসানে মহাকৃপালু গৌরচন্দ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥৭৭॥

যাহার মস্তক অবনিমূল অর্থাৎ ভূতলে শোভমান তাদৃশ অবস্থায় মহাত্মা বিপ্রবর সার্কর্ভৌম গোঁৱাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া প্রণাম এবং স্তব করিলেন, তৎপরে সহসা অত্যন্ত ভীত হইয়া কয়পুটে অঞ্জলি বন্ধন করত নিবেদন করিলেন ॥৭৮॥

ব্যাখ্যাহি ভো মম্যনুসঙ্গেশ পঠৈকমেতদগদিতুং বিভেমি ।

ব্যাখ্যায়তেহস্মাভিরিদং ন চাত্র স্থংপ্রত্যয়ঃ

কোহপি চ সংপ্রতি স্তাং ॥৭৯॥

ইত্যাচিবান্ পত্নযুগং প্রমোদাদেকাদশস্কন্ধভবং পপাঠ ।

নিশম্য তং কারুণিকাগ্রগণ্যে ব্যাখ্যাং চকারাতিসুহৃগ্মার্থাম্ ॥৮০॥

পৃথক্ পৃথক্ভাষনবধা চকার ব্যাখ্যাং সপত্নদ্বিতয়স্ত শৃণুং ।

অষ্টাদশার্থানুভয়োনিশম্য মহাবিমূক্কাহভবদেষ বিপ্রঃ ॥৮১॥

ভূত্বা বিমূক্কাহতিশয়ং মহাত্মা তুষ্ঠাব কুবর্বনধিকং স্বনিন্দাম্ ।

অহো বিমূঢ়ো নৃপশূর্ন মাদৃক্ তবানুভাবং প্রবিবেদ দেব ॥৮২॥

ইতি প্রকামং স্তবনং বিধায় কক্ষিৎ প্রভোঃ পারিষদং গৃহীত্বা ।

যযৌ স্বগেহং তদনন্তরে চ বিলিখ্য পত্নীমনবত্পত্নাম্ ॥৮৩॥

হে দৈশ ! আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আপনি এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করুন, ইহা বলিতেও আমি ভয় পাইতেছি আমরা এ পত্নের ব্যাখ্যা করিয়া থাকি কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করিতে কোন মানসিক বিশ্বাস হইতেছে না ॥৭৯॥

এই বলিয়া সার্বভৌম একাদশ স্কন্ধের দুইটি পত্ন পাঠ করিলেন এবং কারুণিকাগ্রগণ্য গৌরচন্দ্র শ্রবণ করিয়া ঐপত্ন দুইটির দুঃস্বার্থ সংঘটিত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ॥৮০॥

গৌরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পত্ন দুইটির পৃথক্ পৃথক্ক্রমে নবপ্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, বিপ্রবর সার্বভৌম উভয় শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ উনিয়া অতিশয় বিমূক্ হইলেন ॥৮১॥

মহাত্মা সার্বভৌম অতিশয় বিমূক্ হইয়া মহাপ্রভুর স্তব করিয়া সমধিক আশ্চর্য্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন “হে দেব ! কি আশ্চর্য্য ! আমি অত্যন্ত অথচ মহীয়স্ক্রপী পণ্ড, যেহেতু মাদৃশ ব্যক্তি আপনার অনুভব জানিতে পারে নাই ॥৮২॥

বিপ্রবর এইরূপে বহুবিধ স্তবপূর্বক মহাপ্রভুর কোন একজন পরিষদকে

ভিক্ষার্থমস্তেব মহাকৃপালোর্মহাপ্রসাদান্নমনন্তদৃষ্টম্ ।

দত্ত্বা তমেনং প্রভবে তু পত্নী দেয়েতি প্রস্থাপ্য ননন্দ বিপ্রঃ ॥৮৪॥

মুকুন্দদস্তোহথ বিলোক্য পত্নীং নিপঠ্য চ শ্লোকযুগং তদীয়ম্ ।

ভিত্তৌ বিলিখ্যাপি চ নাথহস্তে দদৌ সচালোক্য পপাঠ মন্দম ॥৮৫॥

“বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপানুধিষন্তমহং প্রপদ্যে ॥৮৬॥

কালানুষ্ঠং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাচ্ছকর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।

আবিভূতন্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ” ॥৮৭॥

ইতি প্রপঠ্যৈব বিহস্ত্য দোর্ভ্যাং বিদারয়ামাস কৃপানুধিস্তাম্ ।

ভিত্তৌ বিলোক্যাত্ম সমস্তলোকশচকার কণ্ঠে মণিবন্তদৈব ॥৮৮॥

লইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন, তৎপরে উৎকৃষ্ট পণ্ডে একখানি পত্রিকা লিখিয়া মহাকৃপানু গৌরচন্দ্রের ভিক্ষার্থ অর্থাৎ ভোজনের নিমিত্ত সেই প্রভু পরিষদকে অত্নের অদৃষ্ট মহাপ্রসাদান্ন দান করিয়া “মহাপ্রভুকে এই পত্রিকাখানি অর্পণ করিবা” এই বলিয়া তাহাকে পত্র প্রদান করিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন ॥৮৬॥৮৪॥

মুকুন্দ দত্ত সেই পত্নী দেখিয়া তাহার দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া ভিত্তিতে লিখিয়া মহাপ্রভুর হস্তে পত্রাৰ্পণ করিলেন এবং মহাপ্রভুও ধীরে ধীরে ঐ দুইটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৮৫॥

“এক পুরাতন পুরুষ সেই ভগবান, বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তি যোগ শিক্ষা দিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক শরীর ধারণ করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আমি শরণাগত হইলাম ॥৮৬॥

যিনি কাল প্রভাবে বিলুপ্ত এই ভক্তিযোগকে শিখাইতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে আবিভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণ কমলে আমার চিত্ত ভ্রমর প্রগাঢ়-ভাবে বিলীন হউক” ॥৮৭॥

এইরূপে শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়া হাত্যকরত কৃপানিধি গৌরচন্দ্র দুই হস্ত দ্বারা সেই পত্রিকাকে ঝণ্ড ঝণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন । অনন্তর ভিত্তিতে

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কৃপা তু সৈষা বাচা কথং তৎপ্রতিসঙ্গলেশাৎ ।
অন্যৈব রীতিঃ খলু চেতসঃ শ্রাদদ্যচ্চ জন্মান্দিবাপ্যদৃষ্টম্ ॥৮৯॥

যতোহয়মধ্যাত্মপথৈকপান্থঃ স বিপ্রমুখ্যঃ প্রভুপাদসঙ্গাৎ ।
মোক্শস্য নামাপি ন কর্ণবজ্রং নয়ত্যসৌ গৌরবিভোঃ কৃপৈষা ॥৯০॥

কদাচিদেষ প্রভুপূর্বতস্ত প্রস্তাবতো ভাগবতীয়পদ্যম্ ।
নিপঠ্য তন্মুক্তিপদে স দায়ভাগিত্যত্র ভক্তীতি পঠন্নন্দ ॥৯১॥

প্রভুস্তদাকর্গ্য চ মুক্তিশব্দস্তাত্মার্থমাধায় তদৈব দেবঃ ।
সমর্থয়ামাস তথাপু্যবাচ সোহয়ং তদীয়প্রভুতাভিষিক্তঃ ॥৯২॥

ঐ দুইটি শ্লোক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভক্তজন মণির গ্রাম কণ্ঠদেশে ধারণ
করিলেন ॥৮৮॥

অহো ! ক্ষণিক সঙ্গলেশ মাত্র গৌরচন্দ্র একরূপ কৃপা করেন যে, তাহা
বাক্য দ্বারা নির্দেশ করা অসাধ্য, তৎকালে যেন চিত্তের ভিন্ন রীতি, জন্মও
যেন অত্ৰিবিধ এবং অদৃষ্টও যেন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় ॥৮৯॥

যেহেতু এই বিপ্রমুখ্য সার্বভৌম অধ্যাত্মপদের একমাত্র পথিক ছিলেন
কিন্তু এখন কর্ণপথে মোক্ষের নামও গ্রহণ করেন না, ইহা কেবল শ্রীগৌরসঙ্গ-
দেবেরই কৃপা বলিতে হইবে ॥৯০॥

এক সময় এই সার্বভৌম মহাপ্রভুর অগ্রে প্রস্তাব ক্রমে ভাগবতের একটি
পত্র পাঠ করিয়া সেই পত্র “মুক্তিপদে স দায়ভাক্” এই স্থানে “ভক্তি
পথে স দায়ভাক্” এইরূপে মুক্তিস্থলে ভক্তি পাঠ করিয়া আনন্দিত
হইলেন ॥৯১॥

মহাপ্রভু ঐ পাঠ শুনিয়া যদিচ তৎক্ষণাৎ মুক্তিপদের অত্মার্থ সমর্থ
করিলেন, তথাপি সার্বভৌম কহিলেন, সেই এই মুক্তিপদের অর্থ আপনকার
প্রভুতায় অভিষিক্ত হইয়াছে ॥৯২॥

তথাপ্যসভ্যশ্চুতিহেতুকত্বাদগ্নীলদোষোহয়মিতি ব্রবীমি ।

ইত্যাদি যন্তোক্তিমধু প্রসিদ্ধং স সার্বভৌমঃ কথয়া ন কথ্যঃ ॥১৩॥

অষ্টাদশাহানি স তত্র নীত্বা বিলোক্য তং দেবমতীবহর্ষাৎ ।

প্রচক্রমে চংক্রমণায় নাথো বিমোহয়ন্ কাংশচন বিপ্রয়োগৈঃ ॥১৪॥

দৃষ্ট্বা জগন্নাথমহাপ্রভুং তং মহাপ্রভু গৌর সুখাময়ুখঃ ।

আদায় তন্ত্বেব নিদেশমাদৌ যযৌ প্রমোদাদিশি দক্ষিণস্থাম্ ॥১৫॥

গচ্ছন্তমিখং সতু সার্বভৌমঃ শোকাকুলাত্মা করুণং বভাষে ।

কথং প্রভো মাং বহুহুঃখদঙ্কং কুড়া কুতো বা প্রসভং প্রযাসি ॥১৬॥

কথং মমাভূন্নহি পুত্রশোকঃ কথং মমাভূন্নহি দেহপাতঃ ।

বিলোক্য যুগ্মং পদপদ্যযুগ্মং সোচুং ন শক্তোহস্মি ভবদ্বিয়োগম্ ॥১৭॥

অসভ্য শ্চুতির কারণ হওয়ায় ইহাকে অগ্নীল দোষ বলিতেছি, ইত্যাদি ষাঁহার উক্তি প্রসিদ্ধ মধুরূপ তাহা সার্বভৌম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, কথ্য দ্বারা কহিবার শক্তি নাই ॥১৩॥

গৌরচন্দ্র তথায় অষ্টাদশ দিবস যাপন করিয়া অতীব হর্ষসহকারে জগন্নাথদেবকে দর্শন পূর্বক নিজভক্তজনকে বিমোহিত করিয়া তীর্থভ্রমণার্থ যাইতে উপক্রম করিলেন ॥১৪॥

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র, সেই মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার আঞ্জায় হর্ষভরে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন ॥১৫॥

কিন্তু সার্বভৌম প্রভুপাদকে যাইতে দেখিয়া অতিশয় শোকে কাতর হইয়া করুণ স্বরে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমাকে বহুহুঃখদঙ্ক করিয়া হঠাৎ কোথায় গমন করিতেছেন ? ॥১৬॥

প্রভো! আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন না হইল, আপনার পাদপদ্ম যুগল দর্শন করিয়া আপনার বিয়োগ কিরূপে লক্ষ করিব ? ॥১৭॥

প্রভো! আপনি কোন পথে যাইবেন ? এবং কি রূপেই বা পথের

বত ক গস্তাসি পথা হু কেন কথং পথঃ ক্লেশসহোহথ ভাবী ।

যত্বেব গস্তাসি তদাকৃপালো গোদাবরীতীরভূবং সমীয়াঃ ॥৯৮॥

তত্রাস্তি কশ্চিৎ পরমো মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণপাদাশুজমন্তভৃঙ্গঃ ।

নোপাজিহীথা বিষয়ীতি রামানন্দং ভবানন্দতনুজরত্নম্ ॥৯৯॥

তথৈতিকৃতা ভগবান কৃপালুঃ কোশ্মে জগাম প্রথমং প্রমোদাৎ ।

নমশ্চকারাথ নিজাং স ভক্তিং প্রকাশয়ং স্তৎ কল্পণৈব সৈষা ॥১০০॥

দৃষ্ট্ৱা চিন্নং তং স নিজাবতারং পুনর্নমস্কৃত্য কৃতী কৃতজ্ঞঃ ।

তৎ কর্ম মাধ্যম্নিনমস্ত্যমানং চকার শিক্ষাগুরুতামুপেতঃ ॥১০১॥

ক্ষেত্রে চ তত্রাতি সুধীর্মহাত্মা কুর্মাশ্রয়ো ভূসুর বংশজন্মা ।

বিলোক্য তং ভূয়শ এব নত্বা স ভীতভীতো মধুরং জগাদ ॥১০২॥ .

ক্লেশ সহ করিবেন ? হা কষ্ট ! হে কৃপালো । যদি নিশ্চয় বাইবেন তবে গোদাবরীর তীরভূমি দিয়া গমন করুন ॥৯৮॥

সেই গোদাবরীর তীরে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের মন্তভৃঙ্গ স্বরূপ কোন একজন মহাত্মা আছেন, তাঁহার নাম রামানন্দ রায়, তিনি ভবানন্দের পুত্র, তাঁহাকে বিষয়ী বলিয়া কদাচ উপেক্ষা করিয়া বাইবেন না ॥৯৯॥

কৃপালু ভগবান্ গোরাঙ্গদেব তথাস্ত বলিয়া অতিহর্ষে প্রথমতঃ কুর্মক্ষেত্রে গমন করিলেন, অনন্তর তিনি নিজভক্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রণাম করিলেন ইহাই তাঁহার করুণা জানিতে হইবে ॥১০০॥

কৃতী এবং কৃতজ্ঞ গোরাঙ্গদেব নিজাবতার কুর্মদেবকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া পুনর্বার প্রণাম করিলেন এবং শিক্ষাগুরু হইয়া তথায় মধ্যাহ্নকালীন কার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহার মান বর্দ্ধন করিলেন ॥১০১॥

ঐ কুর্মক্ষেত্রে ভূদেববংশ সম্বৃত এবং অতীব সুবুদ্ধি মহাত্মা কুর্মনামক ব্রাহ্মণ গৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া স্তম্ভুর স্বরে কহিলেন ॥১০২॥

অত্বেবমেতৎ সফলা জনিঃ স্মাদত্বেব মে তৎ সফলং সমস্তম্ ।

যদস্ম্য পাদাস্থুরুহদ্বয়স্য রজঃপ্রপাতো ভবিতালয়েহস্মিন্ ॥১০৩॥

স কূৰ্মনামা দ্বিজপুঙ্গবাগ্ৰ্যো বহু প্রকারার্জিত পুণ্যপুঞ্জঃ ।

বিধৃত্য পাদৌ স্বগৃহং নিনায় প্রক্ষালয়ামাস চ তৌ পয়োভিঃ ॥১০৪॥

তথৈব কৃত্বা পরমঃ কৃপালু ননন্দ তস্মৈব শুভালয়েহসৌ ।

ভিক্ষাঞ্চ তত্রৈব তদোপনীতাং চকার নাথশ্চ ততঃ প্রতস্থে ॥১০৫॥

ক্রত্বেত্যয়ং শ্রীপুরুষোত্তমাং স মহাপ্রভোর্দক্ষিণতো জগাম ।

শ্রীবাসুদেবাহবয় এক বিপ্রোহ কস্মাং কথঞ্চিস্তুত ।

আগতোহভূৎ ॥১০৬॥

স্থিত্রেণ শশ্বদ গলদঙ্গ যষ্টি র্মহাশয়োহসৌ সুমহাতুরোহপি ।

তৎ কূৰ্মনাম্নো দ্বিজ পুঙ্গবস্য জগাম গেহং মহিতানুভাবঃ ॥১০৭॥

অত্বেই আমার জন্ম সফল, অত্বেই আমার সমস্ত কর্ম সফল, যেহেতু এই গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগলের রজ আমার আলায়ে পতিত হইবে ॥১০৩॥

যিনি বহুবিধ পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন সেই কূৰ্ম নামক দ্বিজরাজ গৌরচন্দ্রের চরণপদ্মযুগল ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া অশীতল জলদ্বারা তদীয় চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন ॥১০৪॥

পরম কৃপালু গৌরচন্দ্র সেই প্রকারেই তাঁহার পবিত্র গৃহে আনন্দিত হইলেন এবং কূৰ্মদেবের ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥১০৫॥

বাসুদেব নামক একজন বিপ্র “সেই গৌরচন্দ্র, পুরুষোত্তম মহাপ্রভু অর্থাৎ জগন্নাথদেবের নিকট হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছেন” এই কথা শুনিয়া অতিকষ্টে তথায় সমাগত হইলেন ॥১০৬॥

যাহার অঙ্গলতা নিয়ত শিখ্র অর্থাৎ কুষ্ঠরোগে বিগলিত, সেই পূজ্য প্রভাব মহাশয় বাসুদেব বিপ্র অতিশয় আতুর হইয়াও সেই কূৰ্মনামক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১০৭॥

গত্বা চ পঞ্চচ্ছ মহাপ্রভুং তং তং কূৰ্মনামানমূপেত্য ধীরঃ ।

সোপ্যেতদূচে স্মমহাশয়ায় তস্মৈ সমস্তং করুণালয়স্থ ॥১০৮॥

ইহৈব দেবঃ সমুবাস ভিক্ষাং চকার মাদৃশ্যকরোং কৃপাঞ্চ ।

যত্নাগমিষ্ঠ্যঃ ক্ষণমাত্র শীঘ্রং তদাবলোকিষ্ঠ্য ইহৈব নাথম্ ॥১০৯॥

নিশম্য সোহয়ং সকলং মহাত্মা গতঃ স ইত্যাকূলমেব ভূমৌ ।

পপাত মূৰ্ছামধিগম্য তত্র নিবৃত্য ভূয়ঃ প্রভুরাজগাম ॥১১০॥

আগত্য দোৰ্ভ্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুঠৈঃ সমং মোহমপাচকার ।

সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রাপ্যানমন্তং ধৃতহর্বশোকঃ ॥১১১॥

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥

ইত্যাদি পদ্যং পরিপঠ্য চোচে নানুগ্রহোহয়ং বত নিগ্রহো মে

দৈন্যং কৃণা মা নিরহঙ্কৃতঃসন্ মামেয়্যতীত্যস্তুরধাচ্চ দেবঃ ॥১১২॥

ধীরবর বাসুদেব তথায় আসিয়া কূৰ্মনামক ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন, কূৰ্মব্রাহ্মণও করুণালয় গৌরচন্দ্রের সমস্ত বিষয় মহাত্মা

বাসুদেবকে অবগত করাইলেন ॥১০৮॥

এবং কহিলেন গৌরান্দেব এই স্থানেই বাস করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষা

করিয়া মাদৃশজনকে কৃপাও করিয়াছিলেন, যদি তিনি শীঘ্র আগমন করেন

তাহা হইলে তাঁহাকে এই স্থানে দেখিতে পাইবেন ॥১০৯॥

মহাত্মা বাসুদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তথা হইতে

নিৰ্গত হইয়া মূৰ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, মহাপ্রভু তাহা জানিতে

পারিয়া পুনর্বার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১১০॥

গৌরান্দেব আগমন করিয়া বিপ্রকে ছুইবাহ দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া

কুঠরোগের সহিত মোহকে বিনষ্ট করিলেন, অনন্তর বিপ্র চেতনা ও মনোহর

শরীর প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ এবং শোকভরে প্রভুকে প্রণাম করিলেন ॥১১১॥

“আহা ! কোথায় আমি নীচ দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন

শ্রীকৃষ্ণ, আহা ! আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি ছুই হস্তে আমাকে আলিঙ্গন

বিলোক্য সোহপ্যত্র তথাবিধং তং মুমোহ কুর্মঃ স্থিতমৰ্মহৃৎখঃ ।

উথায় ভূয়ঃ করুণং চকার বিলাপমালামপি বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥১১৩॥

অত্রৈব ভাগ্যোদয় ঈদৃশোহভূম্বহাপ্রভুঃ সর্বজগৎপ্রভুঃ সঃ ।

স্থিতঃ সমাগত্য তথেশবুদ্ধ্যা নজ্ঞাত এষ ক্ষণমাত্রমেব ॥১১৪॥

অহো মহামূঢ়মতির্মহুশ্যঃ ক্ষুদ্রো নৃশংসঃ পরমাঘকারী ।

অমূল্যরত্নে স্বকরোপলব্ধে ন রক্ষিতং তদ্বত হেল্যৈব ॥১১৫॥

স্বভাবমূঢ়স্তৃণমাত্রভোক্তা পশুঃ স্ত্রীস্বাদরসং ন বেত্তি ।

স্পৃষ্টেহপি চ স্পর্শমণৌ ন বেত্তি মণির্মহানিত্যসকৃদ্বিমুক্তঃ ॥১১৬॥

করিলেন ও সহোদর ভ্রাতার ছায় আমাকে অতি উৎকৃষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করাইয়াছেন এবং আমি শ্রান্ত হইলে, ব্যজনহস্তা মহিষী দ্বারা আমার শ্রান্তি দূর করাইয়াছেন” ইত্যাদি পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন যে “ইহা ত আমাকে অমুগ্রহ করা নয়, প্রত্যুত নিগ্রহই বলিতে হইবে। তৎপরে মহাপ্রভু “দৈঘ্য করিওনা, আমাকে প্রাপ্ত হইবে” এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥১১২॥

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য কুর্মদেব এই ঘটনা দেখিয়া হৃদয়ে দুঃখাম্ভব করিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুনর্বীর উত্থিত হইয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥১১৩॥

সেই বিলাপমালা বর্ণিত হইতেছে যথা—এই বাসুদেবেরই সম্যক ভাগ্যোদয় হইয়াছে, যেহেতু ঈদৃশ সর্বজগৎপ্রভু মহাপ্রভু পুনর্বীর সমাগত হইয়াছিলেন অথচ আমি ক্ষণমাত্রও ইহাকে দেখির বুদ্ধিতে জানিতে পারিলাম না ॥১১৪॥

হায় ! মহাশয় মহামূঢ়বুদ্ধি নৃশংস, মহাপাপকারী ও ক্ষুদ্রাশয়, যেহেতু অমূল্যরত্ন নিজের করলব্ধ হইল অথচ হেলা করিয়া তাহা রক্ষা করিল না ॥১১৫॥

স্বভাবতই মূঢ় ও তৃণ মাত্র ভোক্তা পশু কখনই স্ত্রীস্বাদেব রস জানিতে

অহোমহাকারুণিকস্ত তস্ত জগৎপতেরেষ বিয়োগদুঃখম্ ।

অসহ্য মেতন্ম শশাক সোঢ়ু মতি প্রমুগ্ধো বহুধা মুমোহ ॥১১৭॥

অথৈষ তস্মাৎ পরমঃ কৃপালুর্জনুসিংহঃ সতু নারসিংহে ।

ক্ষেত্রে সমাগত্য নৃসিংহদেবং নমস্চকার স্তবমপ্যকার্ষীৎ ॥১১৮॥

সদা মদোন্মাদকরীন্দ্রগামী মহাবিলাসী বরগীনবাহঃ ।

নখেন্দুগীযূষনদীপ্রবাহধারাভিরাপ্লাব্য রসাং জগাম ॥১১৯॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ।

কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব কৃষ্ণকেশব রক্ষ মাম্ ॥১২০॥

সংকীর্তয়ন্নিখমমল্লমুচ্চৈঃ পথি প্রকামং পুলকাচিতাজঃ ।

আর্তস্বরং কুত্র চ বীক্ষ্য ভীমং বনং পরেশঃপরিরোদিতি স্ম ॥১২১॥

পারে না, যেমন স্পর্শমণি বারম্বার স্পৃষ্ট হইলেও বিমুগ্ধ ব্যক্তি ইহা অতি উৎকৃষ্ট এই বলিয়া জানিতে পারে না ॥১১৬॥

হার । সেই মহাকারুণিক জগৎপতি গৌরচন্দ্রের অসহ্য বিয়োগ দুঃখ এই কুর্মনামক ত্রাক্ষণ সহ করিতে পারেন নাই, প্রত্যাতি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া বারম্বার মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১১৭॥

পরম কৃপালু নৃসিংহ গৌরচন্দ্র নরসিংহক্ষেত্রে গমন করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার এবং স্তব করিলেন ॥১১৮॥

সর্বদা মদোন্মত্ত গজরাজের দ্বারা বাহ্য গমন, বাহ্য বাহুগল স্পর্শ ও স্থল, সেই মহাবিলাসী গৌরচন্দ্র নখচন্দ্ররূপ অমৃতনদীর প্রবাহ ধারায় ভুমিতল আপ্লাবিত করিয়া গমন করিলেন ॥১১৯॥

হে রাম, হে রথুবংশমণি, বারবার বলি তুমি আমাকে পালন কর । হে কৃষ্ণ, হে জ্যোতির্ময় দিব্য কেশধারী ভগবান্, প্রার্থনা করি, আমাকে রক্ষা কর ॥১২০॥

এই পত্রটি পথমধ্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চস্বরে সঙ্কীর্তন করিয়া পুলকিতাজ হন ।

গোদাবরীতুঙ্গভরঙ্গশীতৈ র্মরুদ্রিরাল্লিষ্টলতাসমূহৈঃ ।

ইতন্ততো ভূরি সমেতমস্তর্বনং বিলৌকিক্য ননন্দ নাথঃ ॥১২২॥

কদম্ববীথীষু নদম্মৃদঙ্গৈঃ সমুদ্রসস্তাণ্ডবসংকলাপৈঃ ।

বিশ্রকম্মুন্নেত্র্যুগৈঃ কৃপালূননন্দ ভূয়োহরিগৈঃ সকাষ্টৈঃ ॥১২৩॥

নিক্কুজশাস্তাঃ কচ চণ্ডশব্দপ্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ কচাপি ।

কচ প্রমুগ্ধোরুক্ররালসত্ত্বাসাগ্নিদীপ্তা বনভূমিভাগাঃ ॥১২৪॥

গোদাবরীবেগমহানিনাদা ভীমা গিরিপ্রস্রবণা রবেণ ।

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিতেহুরুচৈঃ সুকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্যম্ ॥১২৫॥

ক্ষণাৎ স্থলংপাদবিকম্পপট্টক্ষৈচ্চক্ষুপতদ্বীজচয়ৈঃ প্রপূর্ণৈঃ ।

শুটকৈর্দলদাড়িমচূষবন্তির্গোদাবরীতীরবনে স রেমে ॥১২৬॥

কোন স্থানে বা ভয়ানক নিবিড় বন দর্শনে আর্জব্বরে পরমেশ্বর গৌরচন্দ্র
কীর্জন করিয়া থাকেন ॥১২১॥

গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় সুশীতল বায়ু কর্তৃক আলিঙ্গিত লতা-
সমূহ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয়
আনন্দিত হইলেন ॥১২২॥

কদম্ববীথিতে শব্দিত মৃদঙ্গ এবং তৎশ্রবণে যেষ আশঙ্কায় সমুদ্রাসযুক্ত ময়ূর
নৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ, তথা বিশ্বস্তভাবে উর্দ্ধনয়ন হরিণীগণের সহিত হরিণগণ
অবলোকন করিয়া গৌরচন্দ্র পুনর্বীর অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২৩॥

যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশু পক্ষ্যাদির শব্দ শূন্য হওয়ায়
শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক্ সকল গ্রস্ত প্রায় এবং
কোথাও বা প্রমুগ্ধ অতি ভয়ানক জন্তু সকলের নিশ্বাসরূপ অগ্নিধারা বন
ভূভাগ অদীপ্ত, গোদাবরীর জলবেগের মহানিনাদ ও ভয়ানক গিরিপ্রস্রবন
শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকে ধৈর্য শূন্য করিতে লাগিল ॥১২৪॥১২৫॥

বাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পাদস্থলন হয় অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, তাদৃশ
মনোহর পক্ষিগণের পক্ষও চক্ষু পতিত বীজসমূহ ছাড়া, তথা বিদারিত

তাস্থূলবল্লীদলবৃন্দমুচ্চৈভিন্দিত্তিরুগ্ৰৈঃ ক্রকটৈরসদ্বিঃ ।

অজস্রদীর্ঘেণ বিমুক্তঝিল্লীঝঙ্কাররাবেণ নিকামরম্যে ॥১২৭॥

জ্যোতির্গণাচুষ্টিভিরঘ্রুদাভৈস্তমালমালার্জুনকোবিদারৈঃ ।

নানাবিধৈঃ পত্ররথৈরসদ্বিঃচমুরবৃন্দৈঃচমরৈঃচ যুগৈঃ ॥১২৮॥

অর্কপ্রভাপর্কবিহীনসাস্ত্রস্নিগ্ধাতিসচ্ছীতলচারুভূমৌ ।

অকৃত্রিমালেপনিপীতমূলে বাপীতড়াগাদিনিরন্তরালে ॥১২৯॥

ততঃ স গোদাবরিকামুপেত্য মনস্বথান্দোলিততাং জগাম ।

সংভাষিতব্যঃ কিমসৌ নবেতি শ্রীমদ্বানন্দমুতো মহাত্মা ॥১৩০॥

তথাপ্যভিব্যজ্য বিভূবিরাগং ন তং বিলোক্যৈব যযাববাচীম্ ।

নানাবনালোকনকোমলাত্মা কচিৎ প্রবিষ্টাতিশয়ং রুরোদ ॥১৩১॥

দাড়িম ফলে চুষনকারী ও তাস্থূল লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে সশব্দে খণ্ড

খণ্ড করিতেছে, স্ততরাং শঙ্কায়মান তীক্ষ্ণ করপত্র অর্থাৎ করাত সদৃশ

প্রশস্ত চঞ্চুশালি শুক পক্ষীগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুক্ত ঝিল্লী সমূহের নিয়ন্ত

ঝঙ্কার রবে অতিশয় রমণীয়, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ স্পর্শী অর্থাৎ সমধিক

সুসুন্দর অসুন্দর সদৃশ তমাল শ্রেণী, অর্জুন বৃক্ষ, কোবিদার নানাবিধ শঙ্কায়মান

পক্ষিগণ, চমুর যুগ সেবিত এবং প্রভাকরের প্রভাবিহীন স্ততরাং নিবিড় ও

সুস্নিগ্ধ সূচারু ভূভাগ সূশীতল, নৈসর্গিক লেপন ক্রিয়ায় মূলদেশ পরিকৃত ও

দীর্ঘিকা তড়াগাদি দ্বারা নিয়ন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ আচ্ছন্ন গোদাবরী নদীর

তীরস্থ বনমধ্যে গৌরচন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্তি লাভ করিল ॥১২৬—১২৯॥

গৌরানন্দেব গোদাবরীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্বানন্দ পুত্র মহাত্মা

রামানন্দ রায়ের সহিত সন্তাষণ করিব কিনা এইরূপ মনোমধ্যে আন্দোলন

করিতে লাগিলেন ॥১৩০॥

গৌরচন্দ্র বিরাগে অভিযুক্ত করিয়া রামানন্দ রায়কে না দেখিয়াই অবাচী

অর্থাৎ দক্ষিণদিকে বাত্মা করিলেন কিন্তু বিবিধ কানন সন্দর্শনে চিত্ত

কোমল হওয়ায় কোন এক স্থানে প্রবেশ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে

লাগিলেন ॥১৩১॥

কচিংকচিদ্গায়তি মুক্তকণ্ঠং কচিং-কচিন্ ত্যাতি চ স্বয়ং সঃ ।

কচিং-কচিদ্ভোদিতি হৃষ্টরোমা রাত্রিঙ্গিবং নৈব বিবেদ গচ্ছন্ ॥১৩২॥

কনককরিবরোহয়ং কিং চিরোমুক্তবন্ধঃ

কিমু ঝাটিতি চরিশুমেরুরেষঃ প্রভাতি ।

অথ কিমু চিররোচিঃ পুঞ্জেষ প্রকামং

স্মুরতি চিরবিলাসঃ কো হু বায়ং প্রপঞ্চঃ ॥১৩৩॥

ইতি সকলনূলোকো দাক্ষিণাত্যঃ সতোষং

বিনিমিষমনুবলং লোচনাভ্যাং পিবন্ সঃ ।

জড়িমজড়িতচেতা দূরমপ্যাত্র দেবে

গতবতি যতিচন্দ্রে স্থানুবস্ত্র তস্থৌ ॥১৩৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

কখন কখন মুক্তকণ্ঠে গান, কখন কখন স্বয়ং নৃত্য, কখন কখন হৃষ্টরোমা
হইয়া গমন করিয়া দিন কি রাত্রি কিছুই জানিতে পারিতেছেন না ॥১৩২॥

ইনি কি স্বর্ণের করিবর চিরকালের জ্ঞ মুক্তবন্ধ হইয়াছেন ? কি স্নমেক
পর্কত শীঘ্র সঞ্চারশীল হইয়া শোভা পাইতেছে ? কোন চিরস্থায়ী দীপ্তি
রাশিই কি নিরতিশয় প্রকাশ পাইতেছে ? কিম্বা দীর্ঘকালব্যাপী কোন
বিলাসবিস্তার কি স্মৃতি পাইতেছে ? ॥১৩৩॥

দক্ষিণ দেশবাসী মহাশয়গণ এইরূপ বিবিধ বিতর্ক করিয়া নির্নিমেঘ লোচনে
গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া জরতায়ুক্ত মনে যতিচন্দ্র গৌরাজ্জদেব বহুদূর গত
হইলেও স্থানুর আয় নিশ্চলভাবে এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিল ॥১৩৪॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

এবং স তীর্থাটনকৌতুকেন দীনৈকবন্ধুঃ করুণৈকসিদ্ধুঃ ।

ততো যযৌ ভাগ্যবতীমবাচীং স্বনামরত্নগ্রহণোৎসবোৎকঃ ॥১॥

বিলোক্য তং বত্ন'নি কৃষ্ণসারাসুষ্ণাবতাক্ষৌর্যু'গলেন ভূয়ঃ ।

রূপামৃতং পাতুমিবাণ্ডৈর্ঘ্য্যাঃ সমং সমস্তাং সবিধং সমীযুঃ ॥২॥

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রমসৌ দয়ালুঃ কাবেরিকাবেষ্টিতমুচ্চদেশম্ ।

আসাত্ত তত্রত্যমবেক্ষ্য দেবং প্রিয়াকরোসৌ মুদমাপ ভুঙ্গাম্ ॥৩॥

ত্রিমল্লভট্টস্য মহাশয়স্য গৃহে কৃতাবাসবিধিঃ কৃপালুঃ ।

কুতূহলেনৈব নিনায় চাতুর্মাশ্যং স আবশ্যককর্ম্য পূর্ব্বন ॥৪॥

কাবেরিকায়াং বিহিতাপ্লবোহয়ং চকার তস্তা বহুপাবনত্বম্ ।

শ্রীরঙ্গসঙ্গং প্রবিলোক্য দেবং নিনায় মাসাংশ্চতুরঃ কৃপালুঃ ॥৫॥

দীনজনের একমাত্র বন্ধু এবং করুণার একমাত্র সমুদ্র গৌরচন্দ্র স্বনামরত্ন হরিনাম গ্রহণরূপ উৎসবে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ তীর্থাটনকৌতুকে ভাগ্যবতী দক্ষিণদিকে গমন করিলেন ॥১॥

প্ৰথমধ্যে কৃষ্ণসার-মৃগগণ অতিশয় সতৃষ্ণনেত্রে গৌরচন্দ্রের রূপামৃত পান করিবার মানসেই যেন অত্যন্ত স্বধীর ভাবে এককালে চতুর্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥২॥

দয়াবান্ গৌরচন্দ্র, বাহার উচ্চদেশ সকল কাবেরী নদী কর্তৃক পরিবেষ্টিত তাদৃশ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করিয়া তত্রত্য শ্রীরঙ্গনাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রিয়াকর গৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন ॥৩॥

কৃপালু গৌরচন্দ্র সেখানে ত্রিমল্লভট্ট মহাশয়ের গৃহে অবস্থিতি করিয়া চাতুর্মাশ্য আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক কৌতুক সহকারে খাপন করিলেন ॥৪॥

গৌরান্দের কাবেরীতে অবগাহন পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া চারি মাস অতিবাহিত করিলেন ॥৫॥

বর্ষাশরন্মধ্যগতঃ স কালঃ পরিষ্ৰজন্তীং শরদং চুচুষে ।

কাস্তাদ্বয়াস্তঃশয়িতো বিলাসী পার্শ্বাবিবৃন্তাবিব বীতনিদ্রঃ ॥৬॥

ততো নবোৎফুল্লসরোরুহাশ্চা নবোৎপলাক্ষী গতপঙ্কজালা ।

সুজীবনা তৎকরুণাপ্তিকামা দাসীব ভেজে শরদীশ্বরং তৎ ॥৭॥

অথাত আনন্দসমূহমগ্নো যযৌ প্রহৃষ্টো দিশি দক্ষিণশ্চাম্ ।

মহাপ্রভুঃ স্বীয়গুণানুগাথানিরন্তরোৎকীৰ্ত্তনমুগ্ধবক্তৃঃ ॥৮॥

তত্র কচিৎ শ্রীরঘুনাথভক্তং প্রণাস্তচিত্তং দ্বিজপুঙ্গবং সঃ ।

সীতা দশাশ্রাপহতেতি শোকাদ্বহিত্রজৎপ্রাণমিবালালুলোকে ॥৯॥

দুই কাস্তার মধ্যে বিলাসী পুরুষ শয়ান হইয়া নিদ্রাভঙ্গের পর যে কাস্তা আলিঙ্গন করে তাহাকেই যেমন কাস্ত চুষন করে, তদ্রূপ বর্ষা ও শরতের মধ্যগত সময় আলিঙ্গনকারিণী শরৎকেই চুষন করিল অর্থাৎ শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৬॥

অভিনব পদ্বই বাহার বিকশিত বদন, নবীন উৎপলই বাহার নেত্র, বাহার পঙ্করূপ জাল বিগত হইয়াছে এবং বাহার জীবন অর্থাৎ জল অতি সুনির্মল, এতাদৃশ শরৎ যেন দাসীর ত্রায় দৈশ্বরকে ভজনা করিতে লাগিল ॥ শ্লেষ পক্ষে, গত পঙ্কমালা অর্থাৎ পাপশূচ্য কমললোচনা দাসী যেমন নবোৎফুল্ল পদ্মের ত্রায় হাস্তবদনে প্রশস্ত জীবন বা সুনির্মল জল লইয়া করুণালাভের নিমিত্ত দৈশ্বর অথবা আপন প্রভুকে ভজনা করে তদ্রূপ ॥৭॥

অনন্তর মহানন্দমগ্ন মহাপ্রভু নিরন্তর হরিকথার উৎকীৰ্ত্তনে মুগ্ধবদন হইয়া অতিহর্ষে দক্ষিণদিকে গমন করিলেন ॥৮॥

গৌরচন্দ্র সেই দক্ষিণদিকের কোন এক স্থানে শ্রীরঘুনাথ ভক্ত, প্রশান্ত চিত্ত কোন এক বিপ্রবরকে অবলোকন করিলেন । তৎকালে ঐ ব্রাহ্মণের “দশবদন রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে” এই শোকে প্রাণ যেন বহির্গত হইতেছে এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাইলেন ॥৯॥

লক্ষ্মীরিয়ং রাক্ষসহস্তযাতা কিমেতদিত্যশ্চ মনো বিদিত্বা ।
আশ্বাসয়নৈব তমব্রবীদ্ধো মৈবং স্বরূপং শৃণু যদ্বুবীমি ॥১০॥

যদ্বা মদীয়ে বচসি প্রতীতির্ন তে ভবিত্রী তদিদং হু পশ্য ।
পুরাণপত্ন্যদ্বয়নিত্যকস্মাদদর্শয়ৎ স্বাঞ্চলতো বিকৃণ্ড ॥১১॥

“সীতয়ারাধিতো বহিঃছায়াসীতামজীজনৎ ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিঃপুরং গতা ॥১২॥

পরীক্ষাসময়ে বহিঃ ছায়াসীতা বিবেশ সা ।
বহিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাত্তদনীনমৎ” ॥১৩॥

অথাত্র কঞ্চিদ্যতিনাং বরিষ্ঠং দদর্শ নাথো বহুহৃষ্টচিত্তম্ ।
মহানুভাবং পরমং পুরস্তাদানন্দমধ্যং চ পুরীং তদন্তম্ ॥১৪॥

“ইনি পূর্ণলক্ষ্মী হইয়াও রাক্ষসের হস্তগত হইয়াছেন একি ?” গৌরচন্দ্র এই বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণের মন জানিতে পারিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ ! আপনি ইহা কখনই মনে স্থান দিবেন না, ইহার স্বরূপ কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥১০॥

আমার বাক্যে যদি আপনার প্রতীতি না হয় তবে পৌরাণিক দুইটি পত্র দেখুন, এই বলিয়া অকস্মাৎ স্বীয় অঞ্চল হইতে আকর্ষণ পূর্বক পত্র দুইটি অবলোকন করাইলেন ॥১১॥

সেই পত্র দুইটির অর্থ এই যে, অগ্নিদেব সীতা কর্তৃক আরাধিত হইয়া একটি ছায়া সীতা উৎপাদন করেন, দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, প্রকৃত সীতা অগ্নিপু্রে গমন করেন ॥১২॥

শ্রীরাম ষৎকালে সীতার পরীক্ষা করেন, সেই সময়ে ছায়া সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং অগ্নিদেব নিজপুর হইতে সাক্ষাৎ সীতাকে আনয়ন করিয়া প্রদান করেন ॥১৩॥

গৌরচন্দ্র পরমানন্দপুরী নামক হৃষ্টচিত্ত একজন মহাহৃদয় যতিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিলেন । দর্শনান্তর পরম প্রভাব উভয়েই অত্যন্ত হৃষ্ট ও পরস্পরের

বিলোক্য সংভাষ্য স্জাতহর্ষৌ বভূবতুস্তৌ পরমপ্রভাবৌ ।
অন্যোন্মসংপ্ৰীতিবশৌ কৃপালু তস্মাৎ প্রয়াতুং দধতুশ্চ চেতঃ ॥১৫॥

একো গতৌ গৌরশশীত্বাচীমন্মঃ সমাগাৎ পুরুষোত্তমং চ ।
সেতুং সমুদ্दिश्य চল্লখাসৌ ররাজ রাজীবদলায়তাক্ষঃ ॥১৬॥

গচ্ছন্থ পথি প্রেমবিভিন্নচেতা হসত্যলং রোদিতি নির্ভরার্তঃ ।
বিভিন্নধৈর্যাশ্চলিতস্ততোহসৌ দদর্শ সপ্তোচ্ছ্রিত-তালবৃক্ষান্ ॥১৭॥

বিলোক্য তাংস্তালতরুন্ কৃপালুঃ প্রত্যেকমেবাল্লিষদাত্তহর্ষঃ ।
অত্রাস্তরে তে দিবমৌঘিবাং সঃ শৃণ্বা স্থলী সা সহসৈব যাতা ॥১৮॥

কএষ গৌরান্ধমহাপ্রভোস্তুং বিচিত্রনানাতুভবশ্চ লোকে ।
অতর্কনীয়ো মহিমা কৃপালোশ্চিত্রং কৃপায়াঃ কিমশক্যমাস্তে ॥১৯॥

প্ৰীতিবশে পরস্পরেই কৃপালু হইয়া তথা হইতে যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন । প্রথমতঃ গৌরচন্দ্র দক্ষিণদিকে ও পরমানন্দপুরী পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন । তদনন্তর পদ্মভূষা বিলাসনেত্র গৌরচন্দ্র সেতুবন্ধ উদ্দেশে গমন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৪॥১৫॥১৬॥

গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বলচিত্ত হইয়া পথমধ্যে গমন করিতে করিতে কখন অতিশয় হাস্য, কখনও বা গুরুতর পীড়া অনুভব করিয়া রোদন করিতেছেন, তৎপরে অধীরভাবে ধাবিত হইয়া অতীব সমুন্নত সাতটি তাল-বৃক্ষ অবলোকন করিলেন ॥১৭॥

সেই তালবৃক্ষ সকলকে দেখিয়া কৃপালু গৌরচন্দ্র অতিহর্ষে প্রত্যেক বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিলেন, ইতিমধ্যে সেই বৃক্ষগণ আকাশ পথে চলিয়া গেলে, ঐ স্থান হঠাৎ বৃক্ষশূন্য হইল ॥১৮॥

ঐহ্যার নানাবিধ সামর্থ্যই বিচিত্র, সেই গৌরচন্দ্র মহাপ্রভুর এই ভুলোকে এ কোন অভাবনীয় মহিমা, অথবা কৃপাময়ের কৃপার আশ্চর্য্য, কিছুই অসম্ভব নয় ॥১৯॥

অথ ব্রজন্ দক্ষিণদিগ্ধিভাগে বিলোকয়ন্ কৌতুকচেষ্টিতানি ।

অখণ্ডপাষণ্ডপথপ্রবিষ্টান্ দদর্শ নানাবিধলিঙ্গসংঘান্ ॥২০॥

নিকামবামে পথি বর্তমানাঃ পাষণ্ডিনস্তে পরিলোচ্য নাথম্ ।

নানাবিধেন স্বমতেন শশ্বদ্বিলোভয়াঞ্চকুরদলপাপাঃ ॥২১॥

যদীয়মায়ৈকবিজুস্তিতেন স্বং চাতিপাষণ্ডপথপ্রবৃত্তম্ ।

পশ্যন্তি নৈতে তমিমং কথং বা কুব্বন্ত নানাকুহকৈবিশুদ্ধম্ ॥২২॥

অথাস্মৈ সঙ্গ জগদীশ্বরস্য ব্রজন্তুমেকং পরিলোলচিত্তম্ ।

তং কৃষ্ণদাসাখ্যমমৌ বিলোক্য বিলোভয়াঞ্চকুরভীবমন্দাঃ ॥২৩॥

অরে কুতো গচ্ছসি হুঃখমাত্রং সাধ্যং তদস্মায় কুরুষ মৈত্রীম্ ।

ততস্ত্বনৈনৈব শরীরকেণ স্বর্গং গমিষ্যস্বথ নো বিচারঃ ॥২৪॥

গৌরচন্দ্র দক্ষিণদিগ্ বিভাগে গমন করিয়া বিবিধ কৌতুক চেষ্টা অবলোকন পূর্বক অখণ্ডনীয় পাষণ্ডমার্গাক্রুত নানাবিধ তপস্বি-বেশধারী জনদিগকে অবলোকন করিলেন ॥২০॥

বিরুদ্ধপথে নিয়তস্থিত সেই মহাপাপী পাষণ্ডগণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া নানাবিধ নিজমত দ্বারা নিয়ত বিলোভিত করিতে লাগিল ॥২১॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার 'ভট্টমারি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ।)

কি আশ্চর্য্য ! ঐহার একমাত্র দৈবীমায়ায় স্বীয় পাষণ্ডপথ প্রবৃত্ত হইয়াছে অথচ সেই পাষণ্ডগণ তাঁহাকেই দেখিতে পাইতেছে না ; এবং নানাবিধ কুহকে বিশ্বাস করিতেছে ॥২২॥

সেই মন্দবুদ্ধি পাষণ্ডগণ এই জগদীশ্বর গৌরানন্দদেবের সঙ্গী একজন চঞ্চলচিত্ত কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিলোভিত করিয়া কহিল ॥২৩॥

আরে ! তুই কোথা যাইতেছিস্, কেবল হুঃখই লাভ হইবে, অতএব আমাদের সহিত মিত্রতা কর, তাহা হইলে এই শরীরেই স্বর্গে যাইবি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥২৪॥

অশ্লুক এবাত্র স কোহপি পন্থাঃ কিয়দ্বিদুরেহখিললোকভ্রগঃ ।

তদেহি তেনৈব পথা ভবন্তং সংপ্রাপয়িষ্যাম ইতঃ খলু স্বঃ ॥২৫॥

ইত্যেষ পাষণ্ডপথপ্রবিষ্টৈস্তৈর্মোহিতো দোলিতচিত্তবৃত্তিঃ ।

শৈথিল্যমীশস্য পথি প্রযাতে চকার কিঞ্চিং ক্রমতো বিমুগ্ধঃ ॥২৬॥

প্রভুস্তদাজ্জায় ছুরাত্মভাজাং বিচেষ্টিতং তস্য চ লোলতাঞ্চ ।

কুপৈকসিন্ধুর্জগদেকবন্ধুর্হরশরৈস্তৈরকরোদ্বিবাদং ॥২৭॥

ভো ন্যাসিনঃ কিং মম দাস এষ প্রলোভ্য বালঃ খলু নীয়তে ক ।

নৈতচ্ছিবং বো ন চ সাধুচেষ্ঠা তন্ত্যজ্যতামেষ বিদূরমাধ্বম্ ॥২৮॥

ইথং বিবাদী ন-চিরং-কৃতেন কথং কথঞ্চিদ্বিমুখাচকার ।

নিজপ্রভাবেন কৃপাময়াক্রান্তং সুপ্রসঙ্গে হি বিধৌ তথা স্ম্যৎ ॥২৯॥

এখানে একটি পথ আছে এবং ঐ পথ কিছু দূরবর্তী ও সকলের ভ্রগম,
অতএব আর এখান হইতে তোকে সেই পথেই স্বর্গে লইয়া যাইব ॥২৫॥

এইরূপে চঞ্চলমতি কৃষ্ণদাস সেই সকল পাষণ্ডিকর্তৃক বিমোহিত হইয়া
মহাপ্রভুর পথে গমন করিতে কিছু শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র সেই ছুরাত্মাদিগের ছুশ্চেষ্ঠা এবং কৃষ্ণদাসের চঞ্চলতা
জানিতে পারিয়া ছুরাত্মাদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়া কহিলেন ॥২৭॥

অহে সন্ন্যাসিগণ ! একি ? এ আমার দাস, এই বালককে প্রলোভিত
করিয়া কোথায় লইয়া যাইবে ? এ ত তোমাদের ভাল কার্য্য নয় এবং
ইহা সাধুচেষ্ঠাও নয়, অতএব ইহাকে ত্যাগ কর ও দূরীভূত হও ॥২৮॥

দয়ানিধি গৌরচন্দ্র এইরূপে বিবাদ করিয়া শীঘ্রসম্পাদিত স্বীয় প্রভাব
দ্বারা পাষণ্ডিগকে কোন ক্রমে কথঞ্চিং বিমুগ্ধ করিলেন, যাহা হউক
বিধি সুপ্রসঙ্গ হইলে এইরূপই হইয়া থাকে ॥২৯॥

ইথং বিলোক্যাপথবর্তিনস্তং কুচেষ্টিতং কিঞ্চিদসৌ বিহস্ম ।
ন কিঞ্চিদূচে খলু কৃষ্ণদাসং সেতুং সমুদিশ্য ততো জগাম ॥৩০॥

পথি প্রভুঃ সৈশ্গুণনামধেয়ৈর্নিরন্তরং কীর্তনমেব কৃত্বা ।
প্রেমাশ্রুভির্ধৌতসমস্তদেহশ্চকার পূতামটবীং সমস্তাম্ ॥৩১॥

এবং স সেতুং প্রযযৌ কৃপালুঃ কৃপাপরিপ্লাবিত-সর্বদেশঃ ।
রামেশ্বরং রামসমর্হিতং তং দৃষ্ট্বা ননাম স্তবমপ্যকার্ষীং ॥৩২॥

বিলোক্য সেতুং রঘুনাথকীর্তিং সেতোন্ততঃ শ্রীময়গৌরচন্দ্রঃ ।
নিবর্তিতুং তত্র কৃপাসমুদ্রশ্চকার চিন্তুং পরমপ্রভাবঃ ॥৩৩॥

স তেন-তেনৈব পথা বিলোক্য শ্রীরঙ্গদেবং পুনরার্জচিত্তঃ ।
গোদাবরীমেত্য তথৈব রামানন্দস্য সন্দর্শনমেঘ চক্রে ॥৩৪॥

মহাপ্রভু এইরূপ কুপথবর্তিগণের কুচেষ্টি অবলোকন করিয়া কিঞ্চিং
হাস্য করিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে কিছু না বলিয়াই একেবারে সেতুবন্ধ উদ্দেশ
করিয়া গমন করিলেন ॥৩০॥

গৌরহরি পথমধ্যে নিজ নামগুণ কীর্তন করিয়া প্রেমাশ্রুতে সমস্ত দেহ
সিক্ত করিয়া সমুদায় অরণ্যকে পবিত্র করিলেন ॥৩১॥

যাঁহার কৃপারসে সমস্ত দেশই আত্মাবিত, সেই কৃপালু গৌরচন্দ্র এইরূপে
সেতুবন্ধে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পূজিত শ্রীরামেশ্বরদেবকে দর্শন করিয়া
নমস্কার ও স্তব করিলেন ॥৩২॥

মহাপ্রভাব কৃপাময় শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিধরূপ সেতুবন্ধ
দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৩৩॥

গৌরচন্দ্র সেই সেই পূর্বোক্ত পথ হইয়াই আর্জচিত্তে শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শন
করিয়া পুনর্বার গোদাবরীতে উপস্থিত হইয়া সেই রূপেই রামানন্দের সন্দর্শন
করিলেন ॥৩৪॥

উপেত্য গোদাবরিকাং স নাথঃ প্রমোদতন্তুং পরিলোচনায় ।

জগাম তদেশ্মনি শীতরশ্মিরিবোদয়াদ্রিং জলদাগমাংস্তে ॥৩৫॥

বিলোক্য নাথং সত্ব কৃষ্ণচিন্তো ননাম হর্ষাদ্ভুবি সংনিপত্য ।

অনন্তরে কোটিগুণপ্রবৃদ্ধামাহ্লাদলক্ষ্মীমুদিতাং বভার ॥৩৬॥

ঈশস্ত তদদর্শনমাত্রাতোহসৌ ক্রতো ভবচ্ছেতসি হর্ষভারৈঃ ।

অথোপরিষ্ঠাজ্জগদেককাস্তির্বভ্রাজ কন্দর্পসমূহকম্রঃ ॥৩৭॥

উবাচ কিঞ্চিং স্তনয়িত্বুধীরং সর্কৈতবং ভোঃ কবিতাং পঠেতি ।

তদা তদাকর্ষ্য মহারসজঃ পপাঠ বৈরাগ্যরসাঢ্যপত্নম্ ॥৩৮॥

বৈরাগ্যং চেজ্জনয়তি তরাং পাপমেবাস্ত যস্মাৎ

সান্দ্রং রাগং জনয়তি নচেৎ পুণ্যমস্মাসু ভূয়াৎ ।

বৈরাগ্যেণ প্রমুদিতমনোবৃত্তিরভ্যেতি রাগং

রাগেণ শ্রীজঠরকৃহরে তাম্যতি ব্রাহ্মণোহপি ॥৩৯॥

বর্ষার অবসানে শরৎ ঋতুতে শীতরশ্মি শশধরের উদয়াচল গমনের ছায়া গোদাবরীতে আগমন করিয়া রামানন্দের সহিত পরিচয়ার্থ তদীয় আলয়ে গমন করিলেন ॥৩৫॥

কৃষ্ণগতচিন্তা রামানন্দ গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে ভূমিতে পতিত হইয়া নমস্কার করিলেন এবং তাহার পর কোটিগুণ বৃদ্ধিশালী আহ্লাদাতিশয় ধারণ করিলেন ॥৩৬॥

গৌরচন্দ্র রামানন্দের দর্শন মাত্রেই মনোমধ্যে হর্ষভরে বিগলিত হইলেন, উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া কন্দর্প সমূহের ছায়া কমনীয় কাস্তিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

মেঘের ছায়া গস্তীর স্বরে সর্কৈতবে কহিলেন, অহে রামানন্দ ! ভূমি কবিতা পাঠ কর, তখন তাহার আদেশে রসজ্ঞ রামানন্দ বৈরাগ্যরস সমন্বিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন ॥৩৮॥

সেই কবিতার অর্থ এই যে, বৈরাগ্য যদি জন্মায় তবে তাহাই ভাল, যেহেতু বৈরাগ্য হইতে গাঢ় রাগ উৎপন্ন হয়, ইহা যদি না হয়, তবে আমাদের

ইতীদমাকর্ণ্য স গৌরচন্দ্রো বাহ্যতিবাহ্যং বত বাহ্যমেতৎ ।

ইতি স্মুরদ্বাণ্ডিভবোথতাপোদগমাস্তুকুলাতিমুদং প্রপেদে ॥৪০॥

ততশ্চ সংস্কৃদমতি: স রামানন্দো মহানন্দপরিপ্লুতাজঃ ।

পপাঠ ভক্তে: প্রতিপাদয়িত্রীমেকাস্তকাস্তাং কবিতাং স্বকীয়াম্ ॥৪১॥

নানোপচারকৃতপূজনমার্তবন্ধো

প্রৈল্লৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ ।

যাবৎ ক্ষুদন্তি জঠরে জরঠা পিপাসা

, তাবৎ সুখায় ভবতো নহু ভক্ষ্যপেয়ে ॥৪২॥

ইথং চ সংশ্রুত্য তথৈব বাহ্যং বাহ্যং তদেতচ্চ পরং পঠেতি ।

জগাদ নাথোহ্থ কঠৈ: সূদীর্ঘৈ: সংবেষ্ট্য নাথস্ত পদৌ পপাত ॥৪৩॥

পুণ্য হউক, বৈরাগ্য দ্বারা মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি আনন্দিত হইলে রাগ অর্থাৎ বিষয় বাসনা লাভ হয় উহাতে ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও জীব উদররূপ গর্ত্মধ্যে নিম্নত খিন্ন হইতে হইবে ॥৩৯॥

এই কথা শুনিয়া গৌরচন্দ্র “ইহা বাহ্য, অতিশয় বাহ্য, হায়! অত্যন্ত বাহ্য” এই বলিয়া বাক্য বিভবজ্ঞতা তাপে ক্ষুধমনা হইয়া অন্তরে তাদৃশ ছষ্ট হইলেন না ॥৪০॥

বিশুদ্ধ মতি রামানন্দ রায় তখন মহানন্দে পরিপ্লুতাজ হইয়া অত্যন্ত মনোহারিণী ভক্তি প্রতিপাদিনী একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন ॥৪১॥

আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিলেই তদ্বারা পরমানন্দের উদয় হয় না, কেবল প্রেম মাত্রেই ভক্তজনের হৃদয় পরমানন্দে দ্রবীভূত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যে পর্য্যন্ত উদরে ক্ষুধা ও দুঃসহা পিপাসা থাকে সেই পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু সুখদায়ক হয়, অতথা হয় না ॥৪২॥

ইহাও শ্রবণ করিয়া “ইহা বাহ্য, ইহা বাহ্য” অত্র পাঠ কর, গৌরচন্দ্র এই কথা বলিলে, রামানন্দ রায় আপনার সূদীর্ঘ কেশদ্বারা তদীয় চরণদ্বয় বেষ্টন করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৪৩॥

নিকামসম্মোহভরালসাজ্জো গাঙ্গেয়গৌরং তমনঙ্গরম্যম্ ।

প্রভুং প্রণম্যাপ পদাজ্জমূলে নিপত্য সংপ্রোথিত আননন্দ ॥৪৪॥

ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদঙ্কয়োর্নাগরয়োঃ পরস্ম্য ।

শ্রেন্নোতিকার্থাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদবাদীং ॥৪৫॥

ভৈরবী রাগঃ ।

পহিলহি-রাগ নয়নভঙ্গ ভেল । অহুদিন বাড়ল অবধি না গেল ॥

না সো রমণ না হাম রমণী । জুঁহ মন মনোভব পেশল জানি ॥

এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী । কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥৪৬॥

রামানন্দ রায় অতিশয় মোহভরে অলসান্ন হইয়া স্তব্ধ সদৃশ গৌরবর্ণ ও কন্দর্পতুল্য রমণীয় গৌরাস্নকে প্রণাম করিলেন, অনন্তর চরণপদ্মমূলে পতিত হইয়া উত্থান পূর্বক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৪৪॥

রামানন্দ অহুরাগিণী সখীর আশ্বাদিত এবং বিদঙ্ক নাগর ও নাগরী অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ দুইজনের পরম প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদন করিয়া উৎকৃষ্ট একতার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ একটি গীত পাঠ করিলেন ॥৪৫॥

একদা মানাবসানে কোনক্রমে মিলিত হইয়া পরস্পর গমন করিলে পুনর্বার শ্রীরাধার একমাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সংশয় ও উৎকণ্ঠায় “আগামী-কল্য কোন এক নিপুণা সখী প্রেরণ করিয়া কোপনা শ্রীরাধাকে অহুন্নয় বাক্য দ্বারা প্রসন্ন করিতে হইবে” এইরূপ মনোমধ্যে স্থির করিলে, সেই রাত্রিতেই শ্রীরাধা স্বপ্নে দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে একজন দূতী আসিয়া তাঁহার কথিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এই যে, “অয়ি মানিনি! তুমি আমার কান্তা এবং আমি তোমার কান্ত অতএব আমি কখন অপরাধ করিলেও আমার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া ক্ষমা করা উচিত” ইত্যাদি সহৈতুক ও সাধারণ প্রণয় পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিনয় ও স্তুতিবাদ অশ্রুভব করিয়া তাহাতে অসহ্যমানা হইয়া সেই দূতীকে স্বপ্নাবেশে কহিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন। ছুঁছকেরি মিলনে মথত পাঁচবাণ।
 অব সোই বিরাগ তুঁছ ভেলি দূতী। সুপুরুষপ্রেমক ঐছন রীতি ॥
 বর্দ্ধনক্রদ নরাধিপমান। রামানন্দরায় কবি ভাণ ॥৪৬॥

ততস্তদাকর্ণ্য পরাংপরং স প্রভুঃ প্রফুল্লেখণপদ্যুগ্মঃ।
 প্রেমপ্রভাবপ্রচলান্তরায়া গাঢ়প্রমোদান্তমথালিলিঙ্গ ॥৪৭॥

ইথং দৃঢ়াশ্লেষকলা-কলাপকল্লোললোলাস্তুরয়োঃ স কোহপি।
 কালস্তদাসীং সুখসাগরোন্মিকদম্বকৈঃ পর্বতয়া পরীতঃ ॥৪৮॥

ইতি স্বভাবপ্রণয়ামুতেন চিরাদগতেনানুভবস্য বস্তু।
 সংভাষ্য তং কতাপি বাসরান্ স নীত্বা জগন্নাথদিদৃক্ষুরাসীং ॥৪৯॥

হে সখি! প্রথমতঃ নয়নভঙ্গী দ্বারা পূর্বরাগ জন্মিয়া সেই পূর্বরাগ
 দিন দিন বৃদ্ধিশীল হইয়া সীমাপ্রাপ্ত হইল না, তিনি আমার পতি নহেন,
 আমিও তাহার পত্নী নহি, তথাপি আমাদের মন কন্দর্প কর্তৃক শিষ্ট অর্থাৎ
 অভিন্ন হইয়াছে, ইহা আমি অবগত আছি, অতএব হে সখি! সেই সমস্ত
 প্রেমের কার্য্য ত্রীকৃষ্ণকে বলিও যেন বিস্মৃত হইও না, যেহেতু বিস্মরণশীল
 ত্রীকৃষ্ণের তুমি দূতী, সুতরাং তোমার বিস্মরণ ত স্বভাবসিদ্ধ, আমি দূতী
 অব্বেষণ করি নাই, অত্বেকেও অব্বেষণ করি নাই, উভয়ের মিলনে কন্দর্পই
 মধ্যস্থ, এখন তিনি আমার প্রতি বিরক্ত, সুতরাং তুমি তাঁহার দূতী হইয়াছ,
 যাহা হউক সৎপুরুষের যে প্রেম তাহার রীতিই এইরূপ ॥৪৬॥

মহাপ্রভু এই গীত শ্রবণ করিয়া পরাংপর অর্থাৎ সর্বোত্তম এই বলিয়া
 পদ্যনৈজ বিকসিত করিয়া প্রেমপ্রভাবে চঞ্চলায়া হইয়া অতিহর্ষে রামানন্দ
 রায়কে আলিঙ্গন করিলেন ॥৪৭॥

এইরূপে সুদৃঢ় আলিঙ্গন মহাতরঙ্গে উভয়েরই চিত্ত অত্যন্ত সতৃষ্ণ হইল,
 সুতরাং সুখসাগরের তরঙ্গমালায় সেই সময় মহোৎসবের দিন উপস্থিত হওয়ায়
 কোন এক অনির্বচনীয় আনন্দপ্রদ হইয়া উঠিল ॥৪৮॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে চিরসমুত্ত নৈসর্গিক প্রণয়ামৃত দ্বারা মূর্ত্তিমান্ অহুভব

অথাযথৌ ক্ষেত্রমদভ্রূষং ভ্রমাপহং গৌরমুখাময়ুখঃ ।

পূর্ব্বং ততঃ স্নানমহোৎসবস্ত দদর্শ নীলাচলমোল্লিখত্ম ॥৫০॥

নীলাচলে প্রোতুতি গৌরচন্দ্রে পয়োনিধিঃ পুরমুবাহ তুঙ্গম্ ।

জনাশচ বিধবস্ত-শুগন্ধকারা বভুবুরুং ফুল্লদৃগুৎপলাস্তাঃ ॥৫১॥

কেচিজ্জগন্নাথবিলোকনাচ্চ কেচিৎ প্রণামাদথ পূজনাচ্চ ॥

প্রদক্ষিণাৎ কেচন সেবনাচ্চ সর্ব্বে সমং তৎসবিধং সমীযুঃ ॥৫২॥

প্রভুশ্চ কাংশ্চিদ্বাসিতেন কাংশ্চিৎ বিলোকনেন স্মিতসাদরেণ ।

কাংশ্চিৎ সমাল্লেষরসেন সর্ব্বান্ মনোরথৈঃ ফুল্লহৃদশ্চকার ॥৫৩॥

মার্গরূপ রামানন্দের সহিত সম্ভাষণ করিয়া অনেক দিন তথায় অতিবাহিত করিয়া জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা করিলেন ॥৪৯॥

গৌরচন্দ্র বিবিধ ভূষণ ভূষিত ও ভ্রমবিনাশক শ্রীক্ষেত্রে সমাগত হইয়া স্নানযাত্রার পূর্বেই নীলাচলনাথকে দর্শন করিলেন ॥৫০॥

উদয়শৈলে চন্দ্রের উদয় হইলে যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গবৃদ্ধিশীল হয়, সেইরূপ নীলাচলে গৌরচন্দ্রের উদয় হওয়ায় জলনিধি উত্তুঙ্গ জলপ্রবাহ ধারণ করিল এবং ক্ষেত্রবাসি জন সকলও শোকান্বিত দূর করিয়া প্রফুল্ল উৎপলের ত্রায় নেত্র বিকাশ লাভ করিল ॥৫১॥

এই সময়ে কেহ কেহ জগন্নাথ দর্শন, কেহ কেহ প্রণাম, কেহ কেহ কেহ কেহ প্রদক্ষিণ ও কেহ কেহ সেবা করিতেছিল, সকলে নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৌরচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৫২॥

গৌরচন্দ্র সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহাকে হস্ত দ্বারা, কাহাকে কৃপা-দৃষ্টি দ্বারা, কাহাকে মধুর হস্ত সমাদর দ্বারা, কাহাকেও বা সমালিঙ্গনরস দ্বারা বিবিধ ভাবে সকলের হৃদয় প্রফুল্ল করিলেন ॥৫৩॥

অথৈষ নাথঃ পুরতো হুমীষাং সাক্ষিভ্রমাধায় চ কৃষ্ণদাসম্ ।

তৎ ক্ষেত্রমানীতমতিপ্রযত্নাদগচ্ছতি সম্যগ্ধিসসর্জ তত্র ॥৫৪॥

পশ্যন্ স নীলাচলমৌলিরত্নং গৌরাজ্জচ্ছদঃ শতরত্নরম্যম্ ।

স্বকীয়নেত্রানুধারেণ ভূয়ো নিজাং তনুমেব সিসেচ হৃষ্টঃ ॥৫৫॥

অথাসকৌ স্নানমহোৎসবং স দদর্শ রম্যং বিবুধৈর্ছরাপম্ ।

আনন্দসন্দোহসমুদ্ভ্রমুচ্চং সমুদ্রতীরেহন্যমিবেক্ষ্যমাণঃ ॥৫৬॥

অথ প্রভাতাবসরে তথৈব বিলোকিতুং তং গতবান্ কৃপালুঃ ।

গূঢ়ং তথা তত্র বিলোক্য নাসৌ বভূব হুঃখা কৃতবাস্পমোক্ষঃ ॥৫৭॥

বহিঃ প্রয়ায় ত্বরিতং মহোৎকো বিচিত্রচেষ্ঠো মদসিংহরম্যঃ ।

আলালনাথং প্রযযৌ তথামী যযুস্তদাঘেষণকাতরাজাঃ ॥৫৮॥

গৌরচন্দ্র এই সমস্ত লোকের অগ্রে সাক্ষী করিয়া ক্ষেত্র আনীত সেই চঞ্চলমতি কৃষ্ণদাসকে অতি প্রযত্নে “তুমি যাও” এই বলিয়া ত্যাগ করিলেন ॥৫৪॥

গৌরচন্দ্র শত শত রত্নের ছায় রমণীয় মূর্তি নীলাচলের শিরোরত্ন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া অতিহর্ষে স্বীয় নেত্রের জলধারায় নিজ তনুকে পুনর্বীর সেচন করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

গৌরচন্দ্র সমুদ্রতীরে অত্ৰ এক আনন্দ সমুদ্রের ছায় জগন্নাথদেবের দেবহর্ষভ রমণীয় স্নানযাত্রা দর্শন করিলেন ॥৫৬॥

কৃপালু গৌরচন্দ্র প্রভাতসময়ে পূর্বের ছায় দর্শন করিতে গেলেন কিন্তু জগন্নাথদেব গূঢ়ভাবে থাকায় দর্শন না পাইয়া তথায় বাস্পমোচন করিয়া অতিশয় হুঃখিত হইলেন ।

বহির্গত হইয়া মহাউৎকণ্ঠিত চিত্তে মদমত্ত সিংহের ছায় আশ্চর্য্য চেষ্টায় আলালনাথে গমন করিলেন, তদ্রূপ ভক্তগণও তাঁহার অঘেষণার্থ কাতরাজ হইয়া বহির্গত হইলেন ॥৫৭॥৫৮॥

ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ତସ୍ମିନ୍ନବଲୋକ୍ୟ ନୈବ ପ୍ରାତେପୁରୁଷୈରଥ ତେହିତିଥିନ୍ନାଃ ।

ଅଥାସ୍ମୁଃ କ୍ଷେତ୍ରମତୀବଦ୍ଭଃ୧୧ଃ କ୍ଷଣଂ ଚ କଲ୍ଲାନିବ ମେନିରେ ସ୍ୟ ॥୫୯॥

ପ୍ରଭୁସ୍ତୁତ୍ୟା ତେନ ପୃଥୈବ ଗୋଦାବରୀଂ ବରୀୟାନ୍ ପ୍ରସୟୋ କୁପାଳୁଃ ।

ତେନୈବ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ପ୍ରିୟଭାଷଣେନ ନିନାୟ ମାସାଂଶଚତୁରୋହପରାଂଶଚ ॥୬୦॥

• ହେମନ୍ତକାଳେହିତ୍ୟ ଉତ୍ଥୈବ ତେନ ସମଂ ସମସ୍ତାଂ କରୁଣାଂ ବିତସ୍ତନ୍ ।

ସମାସୟୋ କ୍ଷେତ୍ରବରଂ ବରୀୟାନ୍ ଜାନାତୁ କସ୍ତୁଚ୍ଚରିତଂ ବିଚିତ୍ରମ୍ ॥୬୧॥

• ସମେତ୍ୟ ନୀଳାଚଳୟଂସୁକୋହସୌ ହେମାଚଳାତଃ କମନୀୟଦେହଃ ।

ଶଞ୍ଚଜ୍ଜଗନ୍ନାଥମହାପ୍ରଭୁଂ ତଂ ବିଲୋକ୍ୟ ହର୍ଷେନ ନିନାୟ କାଳମ୍ ॥୬୨॥

ସମାଗତଂ ତଂ ପରିକର୍ଣ୍ୟ କାଶୀମିଶ୍ରଃ କ୍ଷତାଗଃପଟ୍ଟନୀତମିଶ୍ରଃ ।

ବିଲୋକ୍ୟ ନତ୍ବା ମୁମ୍ଦେ ପ୍ରକାମମଭୀକ୍ଷିତଂ ବାହଚତୁଷ୍ଠୟାତ୍ୟମ୍ ॥୬୩॥

ଭକ୍ତଗୁଣ ଅତୀବ ଧିରମନେ ବିଚାର କରିয়া ତଥାସ୍ ଦର୍ଶନ ନା ପାଇଁଆ ଅତିଶୟ ପରିତାପ କରିତେ ଲାଗିଲେନ, ତତ୍ପରେ ତାହାରା ଅତିହ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଗମନ କରିয়া କ୍ଷଣକାଳକେଓ କରୁତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିଆହଲେନ । ॥୫୯॥

ପ୍ରଭୁବର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଏଦିକେ ସେହି ପଥେହି ଗୋଦାବରୀତେ ଗମନ କରିଆ ସେହି ରାମାନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରିୟକଥାସ ଚାରିମାସ ଏବଂ ଅପର କୟେକ ମାସ ସାପନ କରିଲେନ ॥୬୦॥

ହେମନ୍ତକାଳେ ପ୍ରଭୁବର କରୁଣା ବିସ୍ତାର କରିଆ ରାମାନନ୍ଦରାୟର ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆଗମନ କରିଲେନ, କୋନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଜାନିତେ ସକ୍ଷମ ହୈତେ ପାରେ ? ॥୬୧॥

ହେମାଚଳ ଯଦ୍ୱଂ କମନୀୟଦେହ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଉଠୁକଚିତ୍ତେ ନୀଳାଚଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୈଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନ କରିଆ ଅତିହର୍ଷେ କାଳସାପନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୬୨॥

ସାହାର ପାପଶ୍ରେଣୀରୁପ ଅନ୍ଧକାର ସାଜି ବିନଷ୍ଟ ହୈଆଛେ ଅର୍ଥାଂ ନିସ୍ଥାପ, ସେହି କାଶୀମିଶ୍ର ଗୌରାଜଦେବ ଆସିଆଛେନ ତୁନିଆ ଅଭୀକ୍ଷିତ ବାହଚତୁଷ୍ଠୟୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁକେ ଦର୍ଶନ ଓ ନମସ୍କାର କରିଆ ପରମ ଆନନ୍ଦିତ ହୈଲେନ ॥୬୩॥

তৎকৃপাভিরভিচূষিত এষ শ্রীমদঙ্ঘ্রিকমলস্ত রজোভিঃ ।

রঞ্জিতঃ পুলককটিকিতাঙ্গঃ সান্দ্রনৌখ্যবিবশঃ স ররাজ ॥৬৪॥

যো যদীয়কুপয়া স্মহত্যা নীলশৈলতিলকালয়লক্ষ্মীম্ ।

শ্বে বশে প্রকুরুতে স্ম গরীয়াংস্তস্য কেন মহিমাপরিমেয়ঃ ॥৬৫॥

গৌরচন্দ্রচরণদ্বিতয়স্রাজ্ঞাপনং সকলমাতনুতে যঃ ।

ঈপ্সিতং পরিকলয্য স কাশীমিশ্র এষ কথয়া কিমু বেত্তঃ ॥৬৬॥

যো মহোৎসববিধৌ বিবিধানি প্রায়শৌ নিজমতানি বিশেষাৎ ।

নির্মিতানি বিদধে প্রভুচিত্তং প্রাকলয্য কিময়ং জনবেত্তঃ ॥৬৭॥

কশ্চনৈষ পরমোহথ মহাত্মা বিষ্ণুদাস ইতি নির্মলবুদ্ধিঃ ।

সর্বমেব পরিহায় দদর্শ শ্রীশচীশূতপদানুজযুগ্মম্ ॥৬৮॥

কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের কৃপায় শ্রীমৎপাদপদ্মের রজঃ দ্বারা সংযুট হইয়া রঞ্জিতাঙ্গ ও পুলকরূপ কটকে ব্যাপ্ত কলেবর হইয়া নিবিড়ানন্দে বিবশ হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৪॥

আহা ! যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের স্মহতী কৃপাবলে লীলাচল তিলক জগন্নাথের গৃহলক্ষ্মীকেও নিজের বশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মার গুরুতর মহিমার পরিমাণ কে করিতে সমর্থ হয় ? ॥৬৫॥

যে কাশীমিশ্র গৌরচন্দ্রের চরণদ্বয়ের যে কোন ঈপ্সিত আজ্ঞা নিজ বিবেচনায় সন্মুদায় সম্পন্ন করেন, সেই মহাত্মা কি বাক্যের গোচর হইবেন ? ॥৬৬॥

যে কাশীমিশ্র মহোৎসব বিধিতে প্রভুর চিত্ত জানিয়া নিজমনোমত প্রায়ই বিবিধবস্ত্র বিশেষরূপে নির্মাণ করেন, তিনি কি সকল জনের বেত্ত হইতে পারেন ? ॥৬৭॥

পরম মহাত্মা ও নির্মলবুদ্ধি বিষ্ণুদাস নামক একজন ভক্ত সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক আসিয়া শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল দর্শন করিলেন ॥৬৮॥

সত্ত্ব এব স তদীয়কৃপাভিৰ্য্যানশে স্কৃতসঞ্চয়ধন্যঃ ।

লোচনদয়গলজ্জলধারাদ্যোতসৰ্ব্বতনুরেব তদাসীৎ ॥৬৯॥

কোহপি ভূরিস্কৃতঃ স্তভগঃ প্রহ্ম্যমিশ্র ইতি ভাগ্যময়াক্ষিঃ ।

গৌরচন্দ্রচরণাযুজযুগ্মং লোচনাতিথি স্তথেন চকার ॥৭০॥

লোচনাতিথিত্যৈব তদস্মিন্স্য কারুণিকতা কলিতাসীৎ ।

যদ্বিলোচনগতা জলধারা শ্রাবণাষুদপয়োধর এব ॥৭১॥

একদা নিজবিহারবিশেষং সংস্মরনুপবনেষু স নাথঃ ।

মঞ্জুলেষু রভসেন স বৃন্দারণ্যসংস্মৃতিকরেণু জগাম ॥৭২॥

তৎ প্রবিশ্য বনমুত্তমশোভারামণীয়কমবেক্ষ্য স নাথঃ ।

অজ্ঞানো সহ সনাথমতীব প্রেমপূর্ণহৃদয়ো ব্যজনিষ্ট ॥৭৩॥

পুণ্যরাশিতে ধনাত্মা সেই বিষ্ণুদাস সত্ত্বই গৌরচন্দ্রের কৃপাভাজন
হইলেন। তৎকালে তাঁহার লোচন যুগল বিগলিত জলধারায় ধৌত হইতে
লাগিল ॥৬৯॥

ভূরি পুণ্যশালী ও সুন্দর কোন একজন প্রচুর ভাগ্যসম্পন্ন প্রহ্ম্যমিশ্র
নামক ভক্ত গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগলকে মহাসুখে লোচনের অতিথি
করিলেন ॥৭০॥

দর্শনমাত্রই প্রহ্ম্যমিশ্রে গৌরচন্দ্রের কারুণিকতা সার্থক হইল, যেহেতু
নয়ন পতিত জলধারাই শ্রাবণ মাপের জলধরের জলধর হইয়াছিল ॥৭১॥

একদিবস গৌরচন্দ্র নিজের বিশেষ বিহার স্মরণ করিয়া বৃন্দাবনের
উদ্ভীপনকারক মনোহর উপবনে সহর্ষে গমন করিলেন ॥৭২॥

গৌরচন্দ্র সেই সনাথ অর্থাৎ সন্ধ্যামিক উপবনে প্রবেশ করিয়া উৎকৃষ্ট
শোভার রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া আশ্রয় সহিত হৃদয়ে অতীব প্রেমপূর্ণ
হইলেন ॥৭৩॥

ভৃঙ্গধর্মিতপ্রসূনসঞ্চয়াং বেপমাননবপল্লবাবলীম্ ।

ওষ্ঠদংশনরতং প্রিয়ং প্রিয়াং পানিপল্লবমিবাবধূতীম্ ॥৭৪॥

তাং দদর্শ কমনীয়কৃশাঙ্গীমাবলীং ললিতভৃঙ্গবতীনাং ।

তালমানলয়হাববতীনাং নর্তকৌপরিষদং ব লতানাম্ ॥৭৫॥ ॥ যুগ্মকম্ ॥

এবমত্র সুচিরং লঘুলাশ্র্যং নিষ্কিপন্ পদপয়োরুহযুগ্মম্ ।

তত্র তত্র চ বিলাসবতীনাং লাস্ত্যসংস্মরণবিস্মৃতচেষ্ঠঃ ॥৭৬॥

অশ্রুসংশ্রবণসংভূতহারশ্রীবিরাজিত-মনোহরবক্ষাঃ ।

বিভ্রচ্ছংপুলকমঙ্গলতাস্তং পূর্ণিমেন্দুবদনঃ স বিরেজে ॥৭৭॥

এবমত্র বিলসত্যনন্তরং সার্বভৌমকথিতৈঃ প্রলোভিতঃ ।

উৎসুকস্তমভিতো গজাধিপঃ সাহসাদিহ সমাযযৌ ক্রুতম্ ॥৭৮॥

যে লতার পুষ্পসমূহ ভৃঙ্গ কর্তৃক আক্রান্ত, যাহার অভিনব পল্লব সকল কম্পমান, স্ততরাং যেন ওষ্ঠ দংশনাসক্ত প্রিয়ের প্রীতি প্রিয়া করপল্লব তাড়না করিতেছে, যাহাতে মনোহর ভ্রমরগণ শোভা পাইতেছে, তাল, মান, লয়, হাব ও ভাব যাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহার অবয়ব রমণীয় ও কৃশতর, স্ততরাং নৃত্যকারিণী বারবনিতা সমূহের ঠায় লতা সকলকে গৌরচন্দ্র অবলোকন করিলেন ॥৭৪॥৭৫॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে উপবনে লতাগণের নৃত্য দর্শন করিয়া নিজেও অনেককণ পাদপদ্ম নিষ্কপপূর্বক জ্বং নৃত্য করিয়া সেই সেই স্থলে বিলাসবতী ব্রজাঙ্গনাগণের নৃত্য স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্টাঙ্গ হইলেন ॥৭৬॥

নিয়ত নেত্রজল পতিত হওয়ায় যাহার হার সংসিক্ত হেতু পরম শোভায় মনোহর বক্ষঃস্থল বিরাজমান হইতেছে, সেই পূর্ণেন্দুবদন গৌরচন্দ্র উৎপুলক রূপ অঙ্গলতা ধারণ করিয়া অত্যন্ত বিরাজমান হইলেন ॥৭৭॥

এইরূপে উপবন মধ্যে গৌরচন্দ্র বিলাস করিতেছেন, এমন সময় গজপতি প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাক্যে প্রলোভিত হইয়া সমধিক উৎসুক চিন্তে এবং অতি সাহসে শীঘ্র প্রভুর নিকট আগমন করিলেন ॥৭৮॥

শ্রায়সি প্রথমমেব ভূয়তে বাঙ্জিতেন সফলৈর্মনোরথৈঃ ।

সাহসেন যদকারি ভূভুজা তন্তু কোটিগুণসৌখ্যমাদদে ॥৭৯॥

কেন তস্মা মহিতাত্মনা লসৎপুণ্যরাশিমহিতস্মা নির্ভরম্ ।

ভাগধেয়জলধেবীধীয়তাং ভূয়সী পরিণতির্মহীপতেঃ ॥৮০॥

স প্রবিশ্য বনমুত্তমং ততো ভূরিভাগ্যমহিতো মহীপতিঃ ।

তপ্তকাঞ্চনমহীধরপ্রভং তং দদর্শ করুণাপয়োনিধিম্ ॥৮১॥

দণ্ডবৎ ভূবি নিপত্য চ ধূত্বা পাদপদ্মযুগলং গলদশ্রুঃ ।

অস্ত্রবৎ সহজমেব মহাত্মা রাসলাস্মমভুবর্ণ্য বিশেষম্ ॥৮২॥

স স্তবন্নিতি তদা সমুদাসে দোষ'য়েন দৃঢ়মেব নিবধ্য ।

মন্তবারণকরপ্রতিমেন শ্রীমতা পরমকারুণিকেন ॥৮৩॥

যখন মঙ্গল হয় তখন বাঙ্জিত বস্তুর সহিত মনোরথ প্রথমেই সফল হয় অর্থাৎ কার্য্যও সিদ্ধ হয় এবং ইচ্ছাও ফলবতী হয়, কারণ গজপতি প্রতাপরুদ্র সাহসপূর্ব্বক যে আগমন করিলেন তাহাই তাঁহার কোটিগুণ সুখ বিস্তার করিল ॥৭৯॥

সেই পূজ্য স্বভাব শোভিত পুণ্যরাশি দ্বারা পূজিত মহীপতি প্রতাপরুদ্রের ভাগ্যরূপ জলনিধির প্রচুরতর পরিণাম কে করিতে পারে ? অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের ভাগ্যসমুদ্র অতীব গভীর ॥৮০॥

তৎপরে ভূরিভাগ্যশালী মহীপতি প্রতাপরুদ্র শোভিত বনमध्ये প্রবেশ করিয়া তপ্ত কাঞ্চন পর্ব্বতের আয় প্রভাশালী সেই করুণানিধি গৌরচন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন ॥৮১॥

মহাত্মা প্রতাপরুদ্র গলদশ্রনয়নে ভূতলে পতিত হইয়া পাদপদ্ম যুগল ধারণ করিয়া নৈমর্গিক রাসনৃত্য বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥৮২॥

মহীপতি এইরূপে স্তব করিতেছেন, ইতিমধ্যে পরমকারুণিক শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র মদমত্ত গজপুণ্ডের আয় বাহুযুগল দ্বারা অদৃঢ় বন্ধন করিয়া অত্যন্ত উদাসীন চিন্তা অর্থাৎ প্রেমে বিহ্বল হইলেন ॥৮৩॥

অশ্রুণা বিগলতা পুলকেন প্রোঢ়তা বিলসিতঃ স গজেশঃ ।

মল্লরাজবলবানপি রাজা তস্মৈ বাহুদলিতঃ ক ইবাভূৎ ॥৮৪॥

তং বিহায় নিজগাদ স ভূয়ঃ কস্তুমিত্যাতিশয়ার্দ্রতনুকঃ ।

দাস এষ জন এব তবৈতদ্দেহি দাস্ত্যমিতি সোহপি জগাদ ॥৮৫॥

কাপি নাহমভিধেয় এব ভোস্ত্বাদৃশেতি নিজগাদ স প্রভুঃ ।

নির্ভরং প্রমুদিতো ভৃশং তথা রুদ্রদেব উদবোচত্বংশুকঃ ॥৮৬॥

সত্বরং তত ইতো মুদিতাত্মা নির্যযৌ বহলহর্ষভরাঢ়াঃ ।

ভাগ্যবদ্বিরতিভূরিসুচেষ্টৈর্দক্ষিণে সতি বিধৌ কিমলভ্যম্ ॥৮৭॥

যং প্রভুঃ প্রতিজনং পরাং কৃপামাততান করুণৈকসাগরঃ ।

তত্ত্ব কিং কথয়িতুং ভবেদহো গীষ্পতিঃ প্রভুরগী কুতোহপরে ॥৮৮॥

বিগলিত অশ্রুধারা ও সমুদ্রাত পুলক দ্বারা বিলসিতাঙ্গ সেই রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র মল্লরাজের হায়ে বলবান হইলেও গৌরচন্দ্রের বাহুবিদলিত হইয়া যেন অণু প্রকারই হইলেন ॥৮৪॥

মহাপ্রভু রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার কহিলেন, তোমার শরীর অতিশয় আর্দ্র দেখিতেছি, তুমি কে ? তখন রাজা বলিলেন “এজন আপনারই দাস, দাস্য কার্য্য প্রদান করুন” ॥৮৫॥

অহে ! তোমার মত জনের আমি কখনই অভিধেয় অর্থাৎ উচ্চারণের যোগ্য নহি গৌরচন্দ্র এই কথা বলিয়া সমধিক হর্ষভরে উৎসুকচিত্তে প্রতাপরুদ্রকে “রুদ্রদেব” এই বলিয়াই সম্বোধন করিলেন ॥৮৬॥

অতি সত্বর বহল হর্ষভরাধ্বিত ও মুদিতাত্মা হইয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন, ঐহা হার সূচেষ্টা নিরবধি তাদৃশ ভাগ্যবান পুরুষগণ বিধি অহুকুল থাকিলে কি না লাভ করিতে পারেন ? ॥৮৭॥

করুণাসাগর মহাপ্রভু প্রত্যেকজনের প্রতি যে প্রচুর কৃপা বিস্তার করিলেন, তাহা সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও কি কহিতে পারেন ? অত্রে পরে কা কথা ॥৮৮॥

অস্তি তত্র বিমলঃ শিখিনামা মাহিতীতি পুরুষোত্তমভূমৌ ।

নীলশৈলতিলকস্য মহাত্মা দাসবৎ করুণতাং সমুপেতঃ ॥৮৯॥

অস্য কোপ্যবরজোহস্তি মুরারিনাম তস্যচ তথানু কনিষ্ঠা ।

শুদ্ধবুদ্ধিরথ মাধবদেবী ভ্রাতরস্ত ইতি তত্র সমাসন্ ॥৯০॥

ভ্রাতরৌ পুনরিমৌ প্রিয়ানুজৌ গৌরচন্দ্রনিরতো বভূবতুঃ ।

নিশ্চলা হি সহজা মতিঃ শুভা বিশ্বুতিং নহি দধাতি কহিচিৎ ॥৯১॥

নাথ এষ পরমঃ কৃপানিধিঃ প্রেমসংপ্রকটনার্থমুদ্রতঃ ।

কাস্ত এষ কমনীয়তাময়ঃ শ্রীশচীগর্ভরসিন্ধুচন্দ্রমাঃ ॥৯২॥

গৌরচন্দ্র ইহ সংপ্রতি বৃন্দারণ্যচন্দ্র উদিয়ায় ধরণ্যাম্ ।

এতয়োরিতি শুভা মতিরাসীৎ সন্ততং বিদধতো রতিরাশিম্ ॥৯৩॥

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিমলবুদ্ধি একজন “শিখি মাহিতী” নামক মহাত্মা বাস করেন, তিনি অত্যন্ত করুণাশালী ও নীলাচলরত্ন শ্রীজগন্নাথদেবের দাসস্বরূপ ॥৮৯॥

ইঁহার মুরারি গুপ্ত নামক একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছেন এবং তাঁহারও কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম মাধবী দেবী, ইনি অতি শুদ্ধবুদ্ধি, ইঁহার গুণে সকলের নিকট ইঁহার তিনটি ভ্রাতা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন ॥৯০॥

এই কনিষ্ঠ দুজন অর্থাৎ মুরারি ও মাধবদেবী উভয়েই গৌরচন্দ্রে অতিশয় অহরুক্ত হইলেন, কারণ শুভাবহ সহজমতি কখনই বিশ্বুতি পথাক্রুঢ় হয় না ॥৯১॥

এই নাথ গৌরচন্দ্র পরম কৃপানিধি, কেবল প্রেমধন বিতরণ নিমিত্তই উদ্রত হইয়াছেন, ইঁহার মূর্ত্তি অতি কমনীয়তাময় অর্থাৎ মনোহর সৌন্দর্য্য গঠিত কাস্ত এবং শ্রীশচীগর্ভ সমুদ্রের চন্দ্রমা স্বরূপ ॥৯২॥

বৃন্দাবনচন্দ্রই গৌরচন্দ্র হইয়া সম্প্রতি এই ধরণীতলে উদিত হইয়াছেন, অত্যন্ত রাগযুক্ত মুরারি ও মাধবদেবীর এই শুভাবহ বুদ্ধি নিয়ত উদয় লাভ করিল ॥৯৩॥

অগ্রজং প্রতি চ নীলগিরীন্দ্রেমভূতামনয়োরতিযত্নঃ ।

গৌরচন্দ্রভজনার্থমথাসীম্নৈষ তত্র নিরতশ্চ বভূব ॥৯৪॥

সোহপরেছ্যারনুজোপদেশতঃ সন্তুতং বহ্মনঃকথ্যচ্যুতঃ ।

যামিনীচরমকাল আগতে স্বপ্নদর্শনসমাকুলোভবৎ ॥৯৫॥

ভ্রাতরৌ পুনরনেন কনিষ্ঠৌ গৌরচন্দ্রপদপঙ্কজদৃষ্টৌ ।

তৎক্ষেণে স্বমপি জাগরয়ন্তৌ স্বপ্নদৃষ্টিচকিতং দদৃশাতে ॥৯৬॥

চিত্রদর্শনভবৎপুলকৌদৈর্ঘ্যতো দ্বিগুণ এব বভূব ।

উন্মীল শনকৈর্জলপূর্ণে লোচনে তদনু তৌ চ দদর্শ ॥৯৭॥

তৌ বিলোক্য নিজজাগরণার্থমাগতৌ সবিধমেব মহাস্তৌ ।

আলিলিঙ্গ স দৃঢ়ং পরিত্রষ্টৌ বিস্মিতাবভবতাং চ তদা তৌ ॥৯৮॥

জগন্নাথদেবের প্রেমভূত্যা অগ্রজ শিখি মাহিতীর প্রতি মুরারি ও মাধব-
দেবী গৌরচন্দ্রের ভজনার্থ অতিশয় যত্ন করিতেন কিন্তু শিখি মাহিতী তদ্বিষয়ে
নিরত হইতেন না ॥৯৪॥

একদিন শিখি মাহিতী অহুজের উপদেশবশতঃ বহুবিধ মানসিক
কথায়ুক্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া আছেন, তৎপরে রজনীর শেষকাল আগত
হইলে পর অর্থাৎ শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া সম্যক্ আকুলচিত্ত হইলেন ॥৯৫॥

শিখি মাহিতী স্বপ্ন দর্শনে ভীত হইয়া “গৌরচন্দ্রের পাদ পদ্মাগৃহীত
কনিষ্ঠ মুরারি গুপ্ত ও মাধবদেবী আমাকে জাগরিত করিতেছে,” তৎকালে
এই অবস্থায় অহুজদ্বয়কে অবলোকন করিলেন । ॥৯৬॥

আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন জন্ত পুলক সমূহে ও হর্ষাধিক্যবশতঃ দ্বিগুণতর চকিত
হইয়া ক্রমশঃ সজল লোচনযুগল উন্মীলন করিয়া অহুজদ্বয়কে পাইলেন ॥৯৭॥

নিজের জাগরণার্থ নিকটাগত মহাহৃষ্ট অহুজদ্বয়কে শিখি মাহিতী
অবলোকন করিয়া অদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং অহুজদ্বয়ও তৎকালে
বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৯৮॥

ভাতরৌ শৃণুত মে তদীক্ষিতং স্বপ্নতো যদিতি চিত্রমেব তৎ ।

অপ্রমেয়মহিমা শচীসুতঃ প্রত্যয়োহুত্ব খলু কেবলমাসীৎ ॥১৯॥

নীলশৈলভিলকং বিলোকয়ন্তত্ৰ স প্রবিশতি প্রতিক্ষণম্ ।

ভূয় এব বহিরেত্য পশ্যতি প্রায়শো ব্যতহুতৈবমেব সঃ ॥১০০॥

চিত্রমেব বহুচিত্রমেব তৎ সৌহৃদুনাপি তদবস্থ ঈক্ষ্যতে ।

ঈশ্বরঃ পরমবিভ্রমেক্ষণভ্রাস্তিভাগিব বিলোচনদ্বয়ম্ ॥১০১॥

মাং চ তন্নি কটগং খলু নাম গ্রাহমাল্লিষদসীমকৃপাক্ষিঃ ।

দীর্ঘপীবরভূজা দ্বিতয়েন শ্রীমতা ললিতজ্জাহ্নুগতেন ॥১০২॥

ইথমুৎপুলকমঙ্গমাবহন্ প্রেমগদগদ্বচা মহোৎসুকঃ ।

নির্যদম্মুনয়নদ্বয়ংবহন্ নিব্ববার নিগদম্মিৎ ন সঃ ॥১০৩॥

তখন শিখি মাহিতী কহিলেন হে ভাতৃদ্বয় । আমার স্বপ্ন দর্শন শ্রবণ
কর, ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক “শচীসুত” গৌরচন্দ্রের মহিমা অপ্রমেয়” অত
ইহাই কেবল আমার প্রত্যয় হইয়াছে ॥১৯॥

গৌরচন্দ্র জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া বারম্বার তাঁহার শরীরে প্রবেশ এবং
পুনঃ পুনঃ বহির্গত হইয়া দর্শন করিতেছেন, এইরূপ আশ্চর্য্য প্রায় বিস্তার
করিতে লাগিলেন ॥১০০॥

অহো কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! সেই ঈশ্বর গৌরচন্দ্রকে এখনও
তদবস্থই দেখিতেছি, আমার লোচন কি মহাবিলাস দর্শনে ভ্রমপূর্ণ
হইয়াছে ॥১০১॥

এবং জগন্নাথদেবের সমীপে থাকায় আমাকেও নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সম্বোধন
করিয়া অসীম কৃপাসিদ্ধ গৌরচন্দ্র আজাহ্নুলম্বিত সুদীর্ঘ, পীবর ও সুশ্রী বাহ-
যুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥১০২॥

শিখি মাহিতী এইরূপে সমুৎসুকচিত্ত এবং পুলকিতাঙ্গ হইয়া বিগলিত
জলধারা বিশিষ্ট নেত্রযুগলে এই সমস্ত বাক্য বলিয়াই তথা হইতে নির্গত
হইলেন ॥১০৩॥

তন্নিশম্য সুখমাপতুরেতো তত্র গন্তুমবলোকিতুমেনম্ ।
নাথমাদিদিশতুর্গতবস্তুং নীলশৈলপতিমীক্ষিতুমেব ॥১০৪॥

তত্ত্বথেতি চপলং ত্রয় এব ভ্রাতরোহসিতমহীধরনাথম্ ।
জগ্মুরীক্ষিতুমতীব মহাস্তো গৌরচন্দ্রচরণে কৃতবাঙ্গাঃ ॥১০৫॥

তত্র ভৌ মুদিতমানসৌ জগন্মোহনে প্রথমতঃ শচীসুতম্ ।
তং বিলোক্য বিগলদ্বিলোচনদ্বন্দ্ববারিবারমাপতুমুদম্ ॥১০৬॥

অগ্রজঃ পুনরয়ং শিখিনামা স্বপ্নতঃ খলু দদর্শ যথৈনম্ ।
তং তথৈব পরিলোচ্য সমস্তাং প্রেমহৃষ্টহৃদয়ো ব্যজনিষ্ঠ ॥১০৭॥

সোহপি ভূরিকরুণোহথ মুরারেরগ্রজস্তুমিতি দোদ্বিতয়েন ।
আলিলিঙ্গ স চ তন্মতিরাসীং মূর্ত্তিমান্ সমুদয়ঃ সুখরাশেঃ ॥১০৮॥

মুরারি এবং মাধবদেবী এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া প্রভুর দর্শনে তথায় গমন
করিবার নিমিত্ত শিখি মাহিতীকে জগন্নাথ দর্শনে আদেশ করিলেন ॥১০৪॥

গৌরচন্দ্রের চরণেই ষাঁহাদিগের বাঙ্গা, নিয়ত সেই মহামতি শিখি
মাহিতী, মুরারি ও মাধবদেবী এই তিনজনে তথাস্ত বলিয়া অসিত-মহীধরনাথ
অর্থাৎ নীলাচলপতি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই নির্গত
হইলেন ॥১০৫॥

মুরারি ও মাধবদেবী তথায় গমন করিয়া অতিহৃষ্ট চিত্তে জগন্মোহনে
প্রথমতঃ শচীনন্দন গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া বিগলিত নেত্রযুগলে জলধারা
বর্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥১০৬॥

অগ্রজ শিখি মাহিতী গৌরচন্দ্রকে স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন সেই
প্রকারই শ্রীমন্দিরে দর্শন করিয়া সমধিক প্রেমে হৃষ্টমনা হইলেন ॥১০৭॥

প্রচুর করুণাশালী গৌরচন্দ্রও “তুমি মুরারির অগ্রজ” এই বলিয়াই
বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে শিখি মাহিতী গৌরগত চিত্ত
হইয়া যেন পুখরাশি সমূহে মূর্ত্তিমান হইলেন ॥১০৮॥

তৎপ্রভৃত্যমমুখ্য পদাজ্জ্বল্যগন্ধলববিস্মৃতসর্বঃ ।

সর্বদৈব নিজদৈবতমেনং সেবতে প্রতিদিনং গুরুভাগ্যঃ ॥১০৯॥

এবমেব পুরুষোত্তমভূমাবাচকর্ষ সহসা শ্রুতনদ্যাঃ ।

তীরভূমিবসতীর্নিক্ললোকান্ স্নেহকৃষ্টহৃদয়ঃ করুণাক্ষিঃ ॥১১০॥

অস্তি মাধবপুরীতি স কোহপি শ্রীশচীমুতবতারণপূর্বঃ ।

বিষ্ণুভক্তিরস এব শরীরী কোহপি ভূমিযু মহামতিরাসৌৎ ॥১১১॥

শিষ্যতামধিগতোহস্ত মহাত্মা সূর্য্যকোটিরিব নির্মলতেজাঃ ।

সত্যবাক্ শুচিতমঃ সরসাত্মা সাগরাদ্দুরবগাহগভীরঃ ॥১১২॥

ঈশ্বরঃ ফণিপতেরবতারো মূর্ত্তিমানিব স ভক্তিরসোহভূৎ ।

পূজকঃ সমজনিষ্ট স পূর্ব্বং ভূমিযু হ্রসনমপ্যতনিষ্ট ॥১১৩॥

সেই অবধি মহাভাগ্য শিষি মাহিতী গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগলের গন্ধ অর্থাৎ অহুগ্রহ লেশমাত্রই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সর্বদা নিজের অভীষ্টদেব গৌরচন্দ্রের প্রতিদিন সেবা করিতে লাগিলেন ॥১০৯॥

করুণাসাগর গৌরহরি অতি স্নেহবশতঃ এইরূপে গঙ্গাতীরবাসী নিজ ভক্তগণকে পুরুষোত্তম ভূমিতে আকর্ষণ করিলেন । মহাপ্রভুর স্নেহপরবশ হইয়া নবদ্বীপ ও তৎসমীপস্থ ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন ॥১১০॥

শচীমুত গৌরহরির অবতারের পূর্বে মাধবপুরী নামে কোন একজন মহাত্মা ভূমণ্ডল মধ্যে মূর্ত্তিমান্ বিষ্ণুভক্তির রসস্বরূপ ছিলেন ॥১১১॥

কোটীশ্বরের ঞ্চায় ঐহ্যার তেজ অতিশয় নির্মল, যিনি সত্যবাক্ অতি পবিত্র, সরস চিত্ত এবং সমুদ্র হইতেও ঐহ্যার স্বভাব দূরবগাহ অর্থাৎ দুর্গম্য ও গভীর । যিনি ফণিপতির সাক্ষাৎ অবতার ও মূর্ত্তিমান্ ভক্তিরস স্বরূপ, সেই ঈশ্বর পুরী সাক্ষাৎ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়া পূর্ব্বজ এবং ভূমণ্ডলে প্রথমত হ্রসন অর্থাৎ সন্ন্যাসবিধি বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১১২॥১১৩॥

যেন সান্ধিমভবৎ সমাগমো দক্ষিণে প্রভুবরশ্চ নির্ভরঃ ।

শীতলঃ স্থিরমতিঃ সহিষ্ণুতারাশিয়েব কিমু মূর্তিমানভূৎ ॥১১৪॥

জগতাং পরমঃ প্রিয়ঃ প্রভুঃ পরমানন্দপুরীতি শব্দিতঃ ।

অথ সোভিষ্যাবটাট্যা তদকস্মাৎ সুরদীঘিকাতটম্ ॥১১৫॥

অথ নাথবিহারভূষিতং স নবদ্বীপমুপেত্য সম্পৃহঃ ।

কুতূকাৎ পরমপ্রভোরয়ং নিলয়ে বিশ্রমণং চকার চ ॥১১৬॥

জননী জগতীত্রয়শ্চ যা পৃথিবীকোটসহিষ্ণুরঞ্জসা ।

সুরনদ্যধিকাতিপাবনী সততস্নেহময়ী মহাশয়া ॥১১৭॥

নহু ভক্তিশুধা তনুময়ী কিং প্রিয়তা কিং নহু মাধুরীময়ী ।

তমবেক্ষ্য তদৈব ভিক্ষয়া সা স্মৃতভাবাদবৃণোন্মহামতিম্ ॥১১৮॥ যুগ্মকম্ ॥

ঐহ্যার সহিত দক্ষিণদেশে গৌরচন্দ্রের সমাগম হইয়াছিল, সেই মহাত্মা শীতল স্বভাব স্থিরমতি ঈশ্বরপুরী যেন মূর্তিমান সহিষ্ণুতার রাশিস্বরূপ হইয়াছিলেন ॥১১৪॥

জগতের পরম প্রিয় প্রভু পরমানন্দপুরী ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ গঙ্গাতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১১৫॥

সেই সন্ন্যাসিবর গৌরচন্দ্রের বিহারভূষিত নবদ্বীপ নগরে উপস্থিত হইয়া সাভিলাস চিত্তে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহাপ্রভুর আলয়ে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিলেন ॥১১৬॥

যিনি ত্রিজগতের জননী, যিনি কোটি পৃথিবীর ভার সহ করিতে পারেন, সুরনদী গঙ্গা হইতেও যিনি সমধিক পবিত্রকারিণী, সতত স্নেহময়ী, মহাশয়া, এবং ভক্তিরূপ সুধার মূর্তিমতী, প্রিয়তা, কি মাধুর্যময়ী বলিয়া ঐহ্যাকে কেহ নিশ্চয় করিতে পারে না, সেই শচীদেবী ঐ সন্ন্যাসিবর মহামতি পরমানন্দপুরীকে অবলোকন করিয়া ভিক্ষা দ্বারা সম্মান ভাবে ঐহ্যার সম্মান করিলেন ॥১১৭॥১১৮॥

অন্তোদ্বারেষোহতিমহানুভাবঃ প্রভোঃ প্রিয়স্থালয় এব হৃষ্টঃ ।

আচার্য্য রত্নস্ত চকার ভিক্ষাং বসন্ সুখং তস্ত মুহুর্বিবতয়ন্ ॥১১৯॥

অথ কশ্চন গৌরচন্দ্রমশ্চরণপ্রেমসুধাসরস্বতী ।

নিতরাং বহুধাবগাহনানুহরন্তুর্বহিরেব তন্ময়ঃ ॥১২০॥

দয়িতোহস্ত মহান্‌মহামতিঃ কমলানন্দ ইতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

নিজগাম চ তত্র সত্বরং জননীং তামবলোকিতুং মুদা ॥১২১॥

জননীং পরিলোক্য তং পুনঃ পরমানন্দপুরীং প্রভুং ততঃ ।

স দদর্শ তথাস্ত দর্শনাং পরমস্নিগ্ধমতির্বভূব সং ॥১২২॥

কতিচিচ্চ দিনানি তত্র তে গময়িত্বা যুগপন্তথা যযুঃ ।

স গদাধরপণ্ডিতোহপ্যয়ং জগদানন্দমহাশয়োহপি চ ॥১২৩॥

একদিন এই মহানুভব পরমানন্দ পুরী প্রিয়তম গৌরচন্দ্রের আলয়ে বাস করিয়া মহাহর্ষে আচার্য্যরত্নের সুখবিস্তারপূর্বক তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন ॥১১৯॥

গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মের প্রেমামৃতের সরস্বতী তন্মামক নদীস্বরূপ অর্থাৎ অত্যন্ত গৌরপ্রেমময় কোন এক মহাত্মা বারম্বার সমধিকরূপে গৌরপ্রেমামৃতে অবগাহন করাতেই অন্তর্ভাষে কেবল গৌরপ্রেমময় হইয়াছিলেন ॥১২০॥

যিনি “কমলানন্দ” এই নামেই বিখ্যাত, সেই পূর্বোক্ত সরস্বতী মহাশয়ের অতিপ্রিয় মহান্‌ মহামতি কমলানন্দ জননী শচীদেবীকে দেখিবার নিমিত্ত সহর্ষে তথায় আগমন করিলেন ॥১২১॥

সেই কমলানন্দ জননীকে দর্শন করিয়া তদনন্তর পুনর্ব্বার প্রভুবার পরমানন্দ পুরীকে দর্শন করিলেন, পুরী মহাশয়ের দর্শনে অতিশয় স্নিগ্ধমতি হইলেন ॥১২২॥

পরমানন্দপুরী আচার্য্যরত্ন, কমলানন্দ, গদাধর পণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিত ইহারা সকল সেই নবদ্বীপে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিয়া এককালীন তথা হইতে গমন করিলেন ॥১২৩॥

যতিরোট সতু গৌরমুন্দরপ্রভুসন্দর্শনভাগ্যসোৎসুকঃ ।

পুরুষোত্তমমুত্তমং যযুঃ সমুপেত্যাদদৃশুঃ প্রভুং ততঃ ॥১২৪॥

অথ গৌরমহাপ্রভোঃ পদদ্বয়পদ্বং যতিরোড়্ ব্যলোকয়ৎ ।

অনমং স্বয়মীশ্বরোহপি তং স্ববিরহেন কৃতাদরোদয়ঃ । ১২৫॥

আচার্যবিদ্যানিধিরপ্যসীমগুণানুধিঃ প্রেমময়ঃ সুখাত্মা ।

আচার্য্যরত্নং মহিতো মহাত্মা মহাহুভাবোহপি যযৌ তথৈব ॥১২৬॥

মুরারিগুপ্তেন সমং প্রযাতঃ শ্রীমান্ শিবানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ ।

ব্যালোকয়ন্তুং প্রথমং তমীশং স্বসৌভগস্তোমমিবাথ মূর্ত্তম্ ॥১২৭॥

সতু দীনদয়ার্দ্ৰমানসশচরণাজুষ্ঠদলেন তচ্ছিরঃ ।

মুহুরস্পৃশদুচিবানিদং ননু জানামি ভবন্তুমিত্যপি ॥১২৮॥

কিন্তু তন্মধ্যে যতিরাজ পরমানন্দপুরী, গদাধর পণ্ডিত ও অত্যাশ্র ভক্তগণ-
প্রভু গৌরচন্দ্রের সন্দর্শনরূপ মহাভাগ্যে উৎসুকচিত্ত হইয়া পুরুষোত্তমধামে
গমন করিয়া প্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন ॥১২৪॥

যতিরাজ পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মযুগল দর্শন
করিলেন, তৎপরে গৌরচন্দ্র স্বয়ং দৈশ্বর হইলেও অত্যন্ত সমাদর করিয়া
বৃদ্ধজ্ঞানে পুরী মহাশয়কে প্রণাম করিলেন ॥১২৫॥

অসীম গুণসাগর প্রেমময় ও সুখস্বরূপ আচার্য্য বিদ্যানিধি এবং
মহাহুভব পূজিত ও মহাত্মা আচার্য্যরত্ন গমন করিলেন ॥১২৬॥

প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ শিবানন্দ সেন মহাশয়ও মুরারি গুপ্তের সহিত গমন
করিয়া প্রথমেই মূর্ত্তিমান্ স্বীয় সৌভাগ্য রাশির ভাষ্য সেই দৈশ্বর গৌরচন্দ্রকে
দর্শন করিলেন ॥১২৭॥

দীনজনের প্রতি দয়ার্দ্ৰচিত্ত গৌরচন্দ্র স্বীয় শ্রীচরণের অঙ্গুষ্ঠ পল্লব দ্বারা
সেই শিবানন্দ সেনের মস্তককে বারবার স্পর্শ করিলেন এবং তোমাকে আমি
জানি এই কথা বলিয়াছিলেন ॥১২৮॥

সুকৃতী কৃতপুণ্যসঞ্চয়স্তদনুপ্রেমময়ঃ স রাঘবঃ ।

রভসেন দদর্শ তং ক্ষণাৎ করুণার্জঃ করুণাং চকার সং ॥১২৯॥

অথ শুদ্ধমতির্মহাশয়ঃ স তু গোবিন্দ ইতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

বহুতার্থপরিভ্রমাদবহিঃ স্মহান্ পুণ্যপয়োনিধিৰ্যযৌ ॥১৩০॥

পুরুষোত্তমমেব তত্র তং দয়িতং গৌরকৃপামহানিধিम् ।

স দদর্শ চ পাদপদ্ময়োঃ পরিচর্য্যাসু রতোহভবনুহঃ ॥১৩১॥ (যুগ্মকম্)

অয়মপ্যতিভাগ্যবাংস্ততঃ প্রভৃতি শ্রীপ্রভুপাদপদ্ময়োঃ ।

নিকটস্থ ইতো দিবানিশং পরিচর্য্যামকরোদগতক্রিয়ঃ ॥১৩২॥

অথ শুদ্ধমতির্মহাশয়ো গুণবান্ সচ্চরিতস্তদা প্রভূম্ ।

প্রদদর্শ সুখোষভূষিতঃ স ভবানন্দ ইতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥১৩৩॥

পুণ্যরাশি সুশোভিত মঙ্গলালয় ও প্রেমময় রাঘব নামক ভক্ত
অতিহর্ষে গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিলেন এবং গৌরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ করুণার্জ হৃদয়ে
তাহার প্রতি করুণা করিলেন ॥১২৯॥

গোবিন্দ নামক একজন বিদগ্ধমতি মহাত্মা ভক্তবর বহু তীর্থ পরিভ্রমণ
হেতু স্মহান্ পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়া বহির্গত হইয়া ছিলেন ॥১৩০॥

সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম ধামে উপস্থিত হইয়া কৃপানিধি গৌরানন্দদেবকে
দর্শন করিলেন এবং প্রভুর পাদপদ্মযুগলের পরিচর্য্যা কার্যে নিরন্তর রত
হইলেন ॥১৩১॥

তদবধি অতি ভাগ্যবান্ গোবিন্দ সমস্ত কার্য্য ত্যাগপূর্ব্বক প্রভুপাদ-
পদ্মের নিকটস্থ হইয়া দিবারাত্রি কেবল মহাপ্রভুরই পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত
রহিলেন ॥১৩২॥

শুদ্ধমতি গুণবান্, সচ্চরিত্র ও মহাত্মা ভবানন্দ বলিয়াই যাহার
নাম, তৎকালে তিনি পরমানন্দ বিভূষিত হইয়া মহাপ্রভুকে সন্দর্শন
করিলেন ॥১৩৩॥

প্রভুরপ্যতিশুক্ৰমানসং ভুজযুগ্মেন দৃঢ়ং সমাশ্লিষৎ ।

অয়ি পাণ্ডুসমোহসি ভাগ্যবানিতি বাচং মধুরাং জগাদ চ ॥১৩৪॥

অথাস্ত পুত্রা অপি পঞ্চ রামানন্দাদয়োহশ্রৈব মহাকৃপালোঃ ।

অতিপ্রিয়া এব বভূবুরঞ্জঃ পার্শ্বস্থিতাঃ সেবনমেব কৃত্বা ॥১৩৫॥

মূৰ্ছমহাত্মা পরমপ্রিয়োহসৌ শাস্তুঃ সুহৃৎ সৰ্ব্বজনস্তা শশ্বৎ ।

চৈতন্ত্যচন্দ্রাজিষ রতশ্চ বাণীনাথস্তমেব প্রতিসেবমানঃ ॥১৩৬॥

আচার্যযুক্তঃ পুরুষোত্তমাখ্যো মহামতিঃ কশ্চন চাক্রশীলঃ ।

শ্রুত্বা তদীয়ং চরিতং প্রযত্নাদ্যযৌ তমেবেক্ষিতুমুৎসুকাত্মা ॥১৩৭॥

পুরুষোত্তমমেত্য বিহ্বলঃ প্রদদর্শাথ কৃপানিধেঃ পদম্ ।

সতু দর্শনমাত্রকৌতুকাদভবৎ কৌদৃশ এব সম্মতঃ ॥১৩৮॥

প্রভু ও গুরুচিহ্ন ভবানন্দকে তৎকালে ভুজযুগলে বেঁধেন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং “অয়ি ভবানন্দ ! তুমি পাণ্ডুরাজের সদৃশ ভাগ্যবান” এইরূপ মধুর বাক্যে সন্তোষণও করিলেন ॥১৩৪॥

ভবানন্দের পুত্র রামানন্দ রায় প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা সকলেই মহাকৃপালু গৌরচন্দ্রের পার্শ্বস্থিত হইয়া সেবা করিয়া শীঘ্র অতিশয় কৃপাপাত্র হইলেন ॥১৩৫॥

মূহ স্বভাব, সমস্ত জনের নিয়তই পরম প্রিয় ও সুশাস্ত চিত্ত বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভুর সেবা করিয়া তদীয় চরণপদ্মে, সাতিশয় অম্বরক্ত হইলেন ॥১৩৬॥

মহামতি পুরুষোত্তমাচার্য্য নামক একজন সুস্বভাব ভক্ত গৌরান্ধচরিত শ্রবণ করিয়া অতিযত্নে তাঁহারই দর্শনার্থ উৎসুক চিত্তে গমন করিলেন ॥১৩৭॥

পুরুষোত্তম আচার্য্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অতিবিহ্বল চিত্তে কৃপানিধি গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন এবং সেই আচার্য্য মহাশয় দর্শনমাত্রেই অতি কৌতুকে আনন্দিত হইলেন, যেন তাঁহাকে অত্যাধিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥১৩৮॥

তমুরপ্যহঁহেব বিস্মৃতারসমাত্রং সুখমাত্রমীক্ষিতম্ ।

অপি জীবিতনাথদর্শনাজ্জড়তা তেন সदैব সংশ্রিতা ॥১৩৯॥

অথ নয়নে জলনির্ঝরাকূলেবপুরুত্বং পুলকৈকভূষিতম্ ।

পৃথুবেপথুভঙ্গভঙ্গুরং গুরুমুরুদ্বিতয়ং তদা দধে ॥১৪০॥

দয়িতেক্ষণভাবভাবিতা দয়িতেবাভবদেষ ভাবিতঃ ।

অয়মপ্যতিকোমলোহভবং প্রিয়তাভিঃ প্রিয়তৈকসাগরঃ ॥১৪১॥

বহুধা মধুরাং শ্রিয়ং প্রভুঃ পরিলোচ্যাম্ব বভূব কোমলঃ ।

নিতরামকরোদমুত্র চ প্রথিতং প্রেমমহারসাম্বুধিঃ ॥১৪২॥

অভিজিষ্ট তদা সদাশয়ঃ সতু সন্ন্যাসমদভ্রভাগ্যবান্ ।

অগমন্তু রস-স্বরূপতামিহ দামোদর ইত্যুদীরিতঃ ॥১৪৩॥

অহহ ! শরীরও বিস্মৃত হইল, কেবলমাত্র ভাব ও আনন্দ ইহাই লক্ষিত হইতেছে এবং জীবিতনাথকে দর্শন করিয়া নিম্নতই জড় অর্থাৎ স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন ॥১৩৯॥

ঐ মহান্নার নেত্রদ্বয় জলধারায় আকুল, শরীর পুলক ভূষিত, বিপুলতর কম্প ও গুরুতর ভঙ্গুর উরুবুগল ধারণ করিলেন ॥১৪০॥

প্রিয়ের দর্শন মাത്രেই ভাবাক্রান্ত হইয়া তিনি দয়িতার স্নায় ভাবযুক্ত হইলেন এবং প্রিয়তার একমাত্র সাগর গৌরচন্দ্রও প্রিয়তা গুণে অতিশয় কোমল হইলেন ॥১৪১॥

মহারসসাগর গৌরচন্দ্র বহুবিধ সুমধুর শোভা সন্দর্শন করিয়া কোমল হইলেন এবং পুরুষোত্তমাচার্যের প্রতি প্রসিদ্ধ প্রেম বিস্তার করিলেন ॥১৪২॥

মহাভাগ্যশালী সদাশয় পুরুষোত্তমাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি রসস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে স্বরূপ দামোদর এই নামে কথিত হইলেন ॥১৪৩॥

ইতি তেন নিরন্তরং প্রভোঃ পদপাথোজসমীপসঙ্গতঃ ।

নিমিষং সহতে স্ম নো দৃশোঃ পরিপশুমিব তৃষ্ণয়া পিবন্ ॥১৪৪॥

শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতোহতিমধুরঃ কশ্চিন্মহাত্মা সদা

সাল্প্রানন্দরসামুতোদধিরিতি প্রেমাম্পদং শ্রীপ্রভোঃ ।

আগত্যাথ বিলোক্য চাভবদয়ং যস্যাস্ত নৃত্যোদগমে

সোহয়ং গৌরমহাপ্রভুঃ প্রবণতাং যাতঃ স্বয়ং সর্বদা ॥১৪৫॥

শ্রীবাসুদেব ইতি দত্তকুলৈকরত্নং গৌরান্ধচন্দ্রমবলোক্য ঝটিত্যমন্দম্ ।

শশ্বদ্বভুব খলু জীবননির্বিশেষো নিঃশেষতৎপ্রণয়সিদ্ধনিমগ্ন

এষঃ ॥১৪৬॥

অথান্ন একো ভগবানিতিহ খ্যাতঃ সদাচার্যবরো মহাত্মা ।

শ্রীগৌরচন্দ্রে প্রণতোহমুবেলং শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুং সিসেবে ॥১৪৭॥

এইরূপে স্বরূপদামোদর প্রভুর পাদপদ্মের নিকটস্থ হইয়া অতি তৃষ্ণায় যেন পাদপদ্মস্থ পান করাতেই নিমেষকালও অদর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না ॥১৪৪॥

নিবিড় আনন্দামৃতের উদধিস্বরূপ অতি মধুর যে বক্রেশ্বর পণ্ডিত নামক কোন এক মহাত্মা আগমনপূর্বক দর্শন করিয়া নৃত্যারম্ভে মহাপ্রভুর অতিশয় প্রেমাম্পদ হইলেন, সেই বক্রেশ্বরের প্রতি সর্বদাই স্বয়ং গৌরচন্দ্র অতিশয় স্নিগ্ধভাবে অবলম্বন করিলেন ॥১৪৫॥

শ্রীমান্ বাসুদেব নামক দত্তকুলের একমাত্র রত্নস্বরূপ একজন ভক্ত গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া শীঘ্র সম্পূর্ণ জীবন স্বরূপ ও নিয়তই অসীম প্রণয়ার্গবে নিমগ্ন হইলেন ॥১৪৬॥

ভগবান্ আচার্য্য নামক এক মহাত্মা নিয়তকাল গৌরচন্দ্রের প্রতি প্রণত জগন্নাথ প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥১৪৭॥

ইথাং শ্রীপুরুষোত্তমে স্থিতবতি প্রত্যাসমাসীদ্ধনিঃ
 সর্বাসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতা সোৎকণ্ঠমেবাগতা ।
 যে চাণ্ডে খলু সত্যরাজশ্রুতিস্তদ্রূপতৃপ্তাদয়ো
 যে চাণ্ডে রঘুনন্দনো নরহরিঃ শ্রীমন্মুকুন্দাদিকঃ ॥১৪৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥

এইরূপে শ্রীগৌরচন্দ্র পুরুষোত্তমে অবস্থান সংবাদে সমস্ত দিগ্বিদিকের
 লোক অত্যুৎকণ্ঠায় সমাগত হইল । সত্যরাজ ভ্রাতৃপুত্রাদি ও অগ্ৰাণ্ড যে সকল
 রঘুনন্দন নরহরি প্রভৃতি বহু ভক্তও সমাগত হইলেন ॥১৪৮॥

চতুর্দশঃ সর্গঃ

একদা প্রাহ নাথোহয়ং নিজপাদপয়োৰুহম্ ।
দ্রষ্টুং তত্রাগতান্ স্বীয়ানদ্বৈতপ্রমুখান্ জনান্ ॥১॥

আচার্য্য হে মহাবুদ্ধে হে পণ্ডিত মহাশয় ।
যদ্বদামি শৃণু শ্রীজগন্নাথবিচেষ্টিতম্ ॥২॥

শ্রীজগন্নাথদেবোহসৌ সদা সৰ্ব্বরসাশ্রয়ঃ ।
করোতি গুণ্ডিচাযাত্রাং বিলাসপরয়া ধিয়া ॥৩॥

গুণ্ডিচাগারগমনে বর্ষনঃ পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ ।
য এষ পুষ্পিতারামো রামণীয়কবানিহ ॥৪॥

বৃন্দারণ্য স্মৃতিকরমেনং বিদ্ধি বিশেষতঃ ।
তত্র গহ্বা জগন্নাথো গুণ্ডিচামণ্ডপে প্রভুঃ ।
একাধিকাষ্টদিবসং বিহরং স্তত্র তিষ্ঠতি ॥১॥

তদিমাং পরমাং যাত্রাং দেবাঽৈরপি দুর্লভাম্ ।
দ্রষ্টুং প্রত্যকমেবাত্রাগন্তব্যং হি ভবাদৃশৈঃ ॥৬॥

একদা গৌরচন্দ্র স্বীয় পাদপদ্মদর্শনার্থ ক্ষেত্রে সমাগত শ্রীঅষ্টৈতাদি
নিজগণকে কহিলেন, হে আচার্য্য ! হে মহাবুদ্ধে ! হে পণ্ডিত মহাশয় ! আমি
জগন্নাথদেবের যাহা বর্ণন করিতেছি আপনারা তাহা শ্রবণ করুন ॥১॥২॥

এই জগন্নাথদেব সর্বদা সকল রসের আশ্রয়, ইনি বিবিধ বিলাস বাসনার
গুণ্ডিচা যাত্রা করিয়া থাকেন ॥৩॥

গুণ্ডিচামন্দির গমনে পথের উভয় পার্শ্বস্থ এই পুষ্পিত উপবন সকল
রমণীয়তাবিশিষ্ট । আপনারা জানিবেন এই উপবন বৃন্দাবনের স্মরণকারী ।
প্রভু গুণ্ডিচামণ্ডপে গমন করিয়া নয় দিবস বিহার করিয়া অবস্থিতি করেন ।
অতএব দেবাদিদুর্লভ এই গুণ্ডিচা যাত্রা দর্শনার্থ আপনারা প্রতি বৎসরই

ইতি স্বীয়বিলাসানাং দর্শনায় মহাপ্রভুঃ ।

তানুবাচ কৃপাস্তোদী রথযাত্রাচ্ছলেন সঃ ॥৭॥

ততঃ প্রভৃত্যেবমেতে রথশ্চ সময়ে প্রভুম্ ।

শ্রীগৌরচন্দ্রং দ্রষ্টুং তং প্রত্যকং যাস্তি সম্পূহম্ ॥৮॥

যং প্রত্যকং প্রযাস্ত্যেতে দ্রষ্টুং গৌরান্ধসুন্দরম্ ।

তৎকথাং কিং সুরগুরোঃ শতং কথয়িতুং ভবেৎ ॥৯॥

তথাপ্যুৎকণ্ঠয়া শশ্বৎ প্রথয়ন্নবিশেষতঃ ।

একবারশ্চ গমনং সমস্তাদ্বর্ণয়ামহে ॥১০॥

অদ্বৈতাচার্যদেবোহসৌ শ্রীমচ্ছ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।

গৃহীত্বানেকশো লোকানন্যাদে গমনোৎসুকঃ ॥১১॥

প্রবৃন্তে মাধবে মাসি বহন্মলয়মাক্রতে ।

রুতে কোকিলভৃঙ্গাদৈশ্চারু তে গন্তুমুত্ততাঃ ॥১২॥

প্রথমং হৃষ্টহৃদয়ঃ শ্রীমান্ শ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।

শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রেমাতিনির্ভরান্নিক্খমানসঃ ॥১৩॥

এখানে আগমন করিবেন । কৃপানিধি গৌরচন্দ্র রথযাত্রাচ্ছলে এইরূপ স্বীয় বিলাস সকল দর্শন নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অহমতি করিলেন । তদবধি অদ্বৈত প্রভৃতি, ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে সম্পূহ হইয়া গৌরচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করেন । তাঁহারা যে প্রতি বৎসর গৌরান্ধসুন্দরকে দেখিতে আসিয়া থাকেন, সেইকথা শতশত বৃহস্পতিও কি বলিতে সক্ষম হইবেন ? ॥৪—৯॥

তথাপি নিরন্তর উৎকণ্ঠায় সবিশেষরূপে বিস্তার করিয়া একবারের গমনই সর্বতোভাবে বর্ণন করিতেছি ॥১০॥

অদ্বৈতাচার্যদেব ও শ্রীবাসপণ্ডিত অনেক লোক সঙ্গে লইয়া অশ্র এক বৎসর গমনোৎসুক হইলেন । বৈশাখমাসে বহমান মলয় বায়ু উপস্থিত হইলে

শ্রীবাসুদেবদত্তং তং শ্রীশিবানন্দসেনকম্ ।

হৃষ্ট উচে স্বহৃদয়ং মোদয়ন্নয়োরপি ॥১৪॥

আগতোহয়ং স সময়ো রথস্য তদ্দিনং কুরু ।

প্রশস্তমস্মদগমনে যুবয়োরপি সাম্প্রতম্ ॥১৫॥

ততো যাত্রাদিনং কৃৎস্না সর্বৈঃ পরমসম্পৃহাঃ ।

শ্রীনবদ্বীপগমনে বভুবুরতিসোঃসুকাঃ ॥১৬॥

শ্রীশচীং তাং ভগবতীং বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণীম্ ।

মাতরং সর্বজগতো দদৃশুঃ পরমাশয়াঃ ॥১৭॥

স্থিত্বা দিনদ্বয়ং তত্র তৎস্নেহভরনিবৃত্তাঃ ।

শ্রীমদধৈতদেবং তং দদৃশুঃস্বহৃদোঃসুকম্ ॥১৮॥

ততো জগাদ মধুরমধৈতাতার্য্য ঈশ্বরঃ ।

যাত্রাদিনং যদ্যুত্মকং প্রশস্তং তন্মমাপি চ ॥১৯॥

কোকিল ও ভ্রমরাদির চাক্ষুশক উৎপত্ত হইতে লাগিল, সমস্ত ভক্তগণ গমনোন্মত্ত হইলেন । শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমে অতি স্নিগ্ধমনা শ্রীবাস পণ্ডিত হৃষ্টচিত্তে প্রথমতঃ শ্রীবাসুদেব ও শ্রীমান্ শিবানন্দ সেন মহাশয়কে আনন্দিত করিয়া কহিলেন যে, এই সেই রথযাত্রার সময় উপস্থিত অতএব যাত্রার দিন স্থির করুন, যে দিন আমরাদিগের ও আপনাদিগের গমনে প্রশস্ত । তৎপরে যাত্রার দিন স্থির করিতে সকলেই মহাভিলাষে শ্রীধাম নবদ্বীপ গমনে উৎসুক হইলেন এবং বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিণী ভগবতা জগন্মাতা শচীদেবীকে পরমাশয়ে দর্শন করিলেন ॥১১—১৭॥

তৎপরে তদীয় স্নেহভরে স্তম্ভ হইয়া তথায় দুই দিবসকাল অবস্থান করিয়া অত্যন্তোৎসুকচিত্তে শ্রীঅধৈতদেবকে দর্শন করিলেন ॥১৮॥

ঈশ্বর অধৈতাতার্য্য স্মধুর স্বরে কহিলেন, তোমাদিগের যাত্রার যে দিন আমারও সেইদিন প্রশস্ত ॥১৯॥

ততঃ প্রমুদিতাঃ সৰ্বের নৃত্যকীর্তনতৎপরাস্তাঃ ।

বভূবুস্তত্র গৌরাঙ্গচরণস্নেহনিবৃত্তাঃ ॥২০॥

শ্রীমদধৈত ঈশোহপি চলিতঃ পরমোৎসুকঃ ।

ভক্তিলীলারসশ্ৰেণ মর্যাদাপৰ্বতো মহান্ ॥২১॥

ততঃ শ্রীহরিদাসোহসৌ ভক্তিলীলামহানুধৌ ।

মগ্নো মহাপৰ্বতবৰ্ম্মেনাক ইব বারিধৌ ॥২২॥

গুণকীর্তনমেবাস্ত্য সন্তুতং মহিমার্গবাৎ ।

আহৃত্য সম্পূহং চক্রে যঃ সোহপ্যত্রৈব সম্মতঃ ॥২৩॥

তত এতে মহাত্মানো হরিদাসাদয়ো জনাঃ ।

আচার্য্যপণ্ডিতাবাদৌ পুরস্কৃত্য যযুঃ সুখম্ ॥২৪॥

শ্রীবাসুদেবদত্তোহপি শ্রীশিবানন্দসেনকঃ ।

অগ্নোক্তং পরমশ্রীতো তৎসঙ্গে যযতুমুদা ॥২৫॥

সকলেই প্রমুদিতচিত্তে নৃত্য গীত করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপদ্মের স্নেহাভিলাষে পরম নিবৃত্তি লাভ করিলেন ॥২০॥

ভক্তিরস ও লীলারসের মর্যাদা মহাপৰ্বত স্বরূপ, ঈশ্বর শ্রীঅধৈতও পরম উৎসুকে যাত্রা করিলেন ॥২১॥

সমুদ্রমগ্ন মহাপৰ্বত মৈনাকের স্থায় ভক্তি ও লীলা সমুদ্রমগ্ন শ্রীহরিদাসও গৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্যসমুদ্র হইতে নিরন্তর গুণকীর্তন আহরণ করিয়া সাভিলাষচিত্তে নীলাচল যাত্রায় সম্মত হইলেন ॥২২।২৩॥

মহাত্মা হরিদাসাদি সমস্ত ভক্তগণ আচার্য্য ও পণ্ডিতকে অগ্রবর্ত্তি করিয়া স্নেহে গমন করিলেন ॥২৪॥

শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীশিবানন্দ সেন পরস্পর মহাহর্ষে ইহাদিগের সঙ্গে গমন করিলেন ॥২৫॥

শ্রীবাসপণ্ডিতস্ত্রায়াদনুজ্ঞো রামপণ্ডিতঃ ।

যস্ত গানেন গোরাঙ্গঃ সততং তদ্বশোহভবৎ ॥২৬॥

শুচিঃ স্নিগ্ধমতিঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ পরমঃ প্রিয়ঃ ।

মধুরঃ শান্তিমান্ সাস্ববচাঃ পরমকোমলঃ ॥২৭॥

ততো মুরারিগুণ্ডশ্চ প্রেমভক্তিরসার্গবঃ ।

দ্বিতীয় ইব তৎসঙ্গে দ্বিতীয়ঃ সন্মুদং যযৌ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

অথ তে শ্রীলগোরাঙ্গচরণপ্রেমবিহ্বলাঃ ।

তস্মৈব গুণনামাদি কীর্তয়ন্তো মুদং যযুঃ ॥২৯॥

কীর্তনং প্রাতরারভ্য সঙ্ক্যায়ামথবা নিশি ।

কুর্বন্তি তেহথ বিশ্রামং পথিকৃত্যং তথা ততঃ ॥৩০॥

এবং দিনং কীর্তনেন নৃত্যেন চ মহাশয়াঃ ।

বিনীয় বত্ন'নি যযুঃ পরমোৎসুকচেতসঃ ॥৩১॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত বাহার গানে শ্রীগোরাঙ্গ-
দেব সতত বশীভূত থাকিতেন, ইনিও এই সঙ্গে গমন করিলেন ॥২৬॥

পবিত্রাত্মা, স্নিগ্ধমতি, পরমপ্রিয় ও সুমধুর শান্তিমান্ এবং যিনি
পরম কোমল সেই শ্রীমান্ মুকুন্দের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া মহানন্দে গমন
করিলেন ॥২৭॥২৮॥

ভক্তগণ শ্রীল গোরাঙ্গদেবের পাদপদ্মের প্রেমে মহাবিহ্বল হইয়া তাঁহারই
গুণনামাদি কীর্তন করিয়া শ্রীতिलाভ করিলেন ॥২৯॥

ইহারা সকলে প্রাতঃকালে কীর্তন আরম্ভ করিয়া সঙ্ক্যার সময় অথবা
রাত্রিতে বিশ্রাম করেন । পথের অগ্রান্ত কার্য্য সকল সমাধা করিয়া পরম
উৎসুক চিত্তে মহাত্মা ভক্তগণ পথিমধ্যে কীর্তনানন্দে দিন বাপন করিতে
করিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩০॥৩১॥

তেষাং তেষাং বাসরাগাং বর্ণনীয়ং ন কিঞ্চন ।
সুখসাগর এবাসীং সৰ্বা বিপ্লাবয়ন্ দিশঃ ॥৩২॥

এবং তে হর্ষপাথোধিকল্লোলাকুলমানসাঃ ।
লালসা গৌরচরণে রেমুণায়াং যযুর্মুদা ॥৩৩॥

অস্তাদ্রিমস্তকে শস্য সমস্তকরমেব সঃ ।
অর্কো বিষীদতি মুহুন্তেষাং দৃষ্টিমনাপ্নুবন্ ॥৩৪॥

তত্র তে নগরে শ্রীমদগোপীনাথং সমীক্ষিতুম্ ।
বিবিশুস্তংপুরাং রম্যাং পুলকাক্ষাঙ্গযষ্ঠয়ঃ ॥৩৫॥

দৃষ্ট্ৱা তস্মুখচন্দ্রং তে পরমাং প্রীতিমায়যুঃ ।
নমস্কৃত্য মহাত্মানঃ কৃচ্ছান্নিববৃত্তুর্বহিঃ ॥৩৬॥

সেই দিবসের কথা কিছুই বর্ণন করিতে পারা যায় না, যেন সমস্ত দিক্কে
আগ্রাবিত করিয়া সুমহান্ একটি আনন্দসাগরই উপস্থিত হইল ॥৩২॥

ভক্তগণ আনন্দ সাগরের মহাতরঙ্গে আকুলচিত্ত হইয়া সহর্ষে রেমুণায় গিয়া
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শ্রীগৌরাজ পাদপদ্মেই নিয়ত লালসা
ছিল ॥৩৩॥

তৎকালে এত আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল যে সূর্য্যদেবও অস্তাচলের
মস্তকে কিরণমালা বিছাশ করিয়া তাঁহাদের দর্শন না পাইয়াই যেন বিষাদ
করিতেছিলেন অর্থাৎ রেমুণা গমনকালেই সূর্য্যদেব অন্তগত হইলেন ॥৩৪॥

ভক্তগণ পুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রীগোপীনাথদেবকে দর্শন করিবার নিমিস্ত
সেই রমণীয় রেমুণা নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৩৫॥

সেই মহাত্মা ভক্তগণ শ্রীগোপীনাথের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পরম প্রীতলাভ
করিলেন এবং অতিকষ্টে তথা হইতে বহির্গত হইলেন ॥৩৬॥

প্রাতঃ প্রতস্থিরে সর্বৈ সর্বদোংসুকচেতসঃ ।

শ্রীগৌরচন্দ্রচরণদর্শনার্ত্তা মহাশয়াঃ ।

তেষামোষঃ স পরমঃ সততং সুখতন্ময়ঃ ।

পারাবার ইবারেজে পারাবারবিবর্জিতঃ ॥৩৭॥

অদ্বৈতোহয়ং নিধিরভূং শ্রীবাসো ভক্তিপর্বতঃ ।

অমৃতং কীর্ত্তনমভূং হরিদাসো মহামণিঃ ॥৩৮॥

তেষামন্যোন্মসংশ্রীতির্লক্ষ্মীরভবহুস্তমা ।

হিঙীরো যশসাং রাশিশ্তেজশ্চ বড়বানলঃ ॥৩৯॥

কল্লোলো জয়নিশ্বানন্তরঙ্গোনির্ভরাপ্লুতিঃ ।

মীনশ্চ পাদাঙ্গুলয়ো মুক্তান্তম্বথপঙ্ক্তয়ঃ ॥৪০॥

সর্পা অপি ভুজা আসন্ রক্ষাংসি দ্বীপসঞ্চয়াঃ ।

আশ্চর্য্যকমলান্যাসন্ বদনানি বিভাস্ত্যপি ॥৪১॥ (কুলকম্)

গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কাতর মহাত্মা ভক্তগণ সমধিক উৎসুক চিন্তে তথা হইতে প্রাতঃকালে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে পরমানন্দে তন্ময়চিন্তে ভক্তসকল সমুদ্রভিন্ন হইয়াও যেন দ্বিতীয় সমুদ্রের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৭॥

সমুদ্রমধ্যে যেমন বিবিধ বস্তুরাজী বিরাজমান থাকে, তাহার ছায় সেই ভক্তসমুদ্রের মধ্যে এই অদ্বৈত নিধি, শ্রীবাস ভক্তিপর্বত, হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন অমৃত এবং হরিদাস মহামণি কৌস্তভ হইলেন ॥৩৮॥

ভক্তগণের পরস্পর প্রীতিই উৎকৃষ্ট লক্ষ্মী, যশোরাশিই সমুদ্রের ফেন এবং তেজই বাড়বানল হইল ॥৩৯॥

জয়ধ্বনিই কল্লোল অর্থাৎ মহাতরঙ্গ, সমধিক আশ্রাবন অর্থাৎ বহস্থান ব্যাপনই তরঙ্গ, পদাঙ্গুলিসকল মীন এবং নখপংক্তি সকলই মুক্তা হইল ॥৪০॥

ভুজ সকল সর্প, বক্ষঃস্থলসমুদায় দ্বীপরাজি এবং শোভমান বদনসমূহই কমল হইল ॥৪১॥

ততো জয়পুরে গ্রামে সার্বভৌমো মহামতিঃ ।

সমাগমেন তত্রৈব পরমোৎসুক আগতঃ ॥৪২॥

মুঞ্চন্নয়নয়োর্বারি তান্ প্রতি স্নেহমেব তৎ ।

বিভ্রংপুলকসজ্জেন সমস্তাদাকুলাং তনুন্ ॥৪৩॥

অদ্বৈতং তত্র দৃষ্ট্বাসৌ মহাত্মানং মহাশয়ঃ ।

অস্তবচ্ছোকবন্ধেন স্বকবিত্বেন সংকবিঃ ॥৪৪॥

অদ্বৈতায় নমস্তেহস্তু মহেশায় মহাত্মনে ।

যৎপ্রসাদেন গৌরান্ধচরণে জায়তে রতিঃ ॥৪৫॥

এবমুক্ত্বা পপাতাহসৌ দণ্ডবদ্ধরণীতলে ।

পুলকপ্রেমজড়িতো মহাত্মা ভাগ্যতোয়ধিঃ ॥৪৬॥

হরিদাসং সমালোচ্য ভক্তিমানভবন্মহান্ ।

দণ্ডবদ্ধুবি হৃষ্টোহসৌ পতিত্বা পুলকাচিতঃ ॥৪৭॥

মহামতি সার্বভৌম পরম উৎসুক হইয়া ভক্তগণের সহিত সন্মেলনার্থ জয়পুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৪২॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভক্তগণের প্রতি সমধিক স্নেহ প্রকাশপূর্বক লোচনযুগলে অশ্রুযোচন করিতে করিতে বিপুল পুলকরাজিতে আকুলাঙ্গ মহাত্মা অদ্বৈতকে দেখিয়া সংকবি মহাশয় শ্লোকবন্ধে বিরচিত স্বীয় কবিতা দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥৪৪॥

আপনি মহাত্মা মহেশরূপি অদ্বৈত, আপনাকে নমস্কার করি, আপনার প্রসন্নতায় শ্রীগৌরান্ধচরণে রতি জন্মিয়া থাকে ॥৪৫॥

সৌভাগ্যের সমুদ্রস্বরূপ মহাত্মা সার্বভৌম এই বলিয়া পুলক ও প্রেমে জড়ীভূত হইয়া দণ্ডের দ্বারা ধরণীতলে পতিত হইলেন ॥৪৬॥

হরিদাসকে দেখিয়া হৃষ্ট এবং পুলকাকুল কলেবরে দণ্ডের দ্বারা ভূমিতে পতিত হইয়া ভক্তিনত হইলেন ॥৪৭॥

চকার ভূয়শঃ শ্রীমান্ প্রণামান্নতকন্ধরঃ ।

কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ ॥৪৮॥

ততঃ সগদ্গদাং বাচমুবাচ দ্বিজপুঙ্গবঃ ।

পুলকৈঃ কণ্টকীভূতং বপুর্বিব্রজং গলংক্রমঃ ॥৪৯॥

শ্রীগৌরচন্দ্রচরণকমলশ্যাপ্যনাজয়া ।

বেদান্তাত্মার্থকৃতয়ে তজ্জ্ঞানাং তারণায় চ ॥৫০॥

চিরাদধ্যাত্মযোগশ্চ ভাবনাস্তৃককণ্ঠিনঃ ।

এতয়া ভক্তিসুধয়া জীবয়ামীতি গম্যতে ॥৫১॥

অত্র প্রভো মৎপ্রতিজ্ঞাশ্রবণানন্তরং যথা ।

বাচোবিলাসং মাকার্মীর্বৃথাশ্রমমতিস্ফুটম্ ॥৫২॥

অথাপ্যুৎকণ্ঠয়া গন্তুকামং মাং করুণানিধিঃ ।

প্রত্যুবাচ ন তে শক্তির্ভবিষ্যতি কথঞ্চন ॥৫৩॥

তখন শ্রীমান্ সার্কর্ষভৌম “ধাঁহাতে কুল ও জাতির অপেক্ষা নাই, সেই ‘হরিদাসকে নমস্কার’ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া নতকন্ধর হইয়া বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

দ্বিজরাজ সার্কর্ষভৌম গতশ্রম এবং বিপুল পুলকে কণ্টকীভূত শরীর ধারণ করিয়া গদ্গদ অর্থাৎ অশ্লুটাক্ষরে কহিলেন ॥৪৯॥

“শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণ কমলের আজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া আমি বেদান্তের সাকার ব্রহ্মস্থাপন করণার্থ এবং বেদান্ততত্ত্বজ্ঞদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তথা চিরকাল অধ্যাত্মযোগের ভাবনার তৃককণ্ঠদিগকে এই ভক্তিসুধাধারা জীবিত করিব, এই জন্ত আমি গমন করিতেছি” ॥৫০॥৫১॥

এইরূপ আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণানন্তর এ বিষয়ে গৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র হইতে এই স্ফুটবাক্য নির্গত হইয়াছিল যে, “বৃথা পরিশ্রম করিও না”। তৎপরে অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ নিতান্তই গমনোত্তোগি দেখিয়া করুণানিধি গৌরহৃদয়

মান্ন গা মা কৃথা ব্যর্থপরিশ্রমমিমং দ্বিজ ।
 যন্ত নো বর্ততে ভাগ্যং কিং তু ত্বং কারয়িস্যসি ॥৫৪॥
 তথাপ্যুৎকণ্ঠয়া যামি কাশীং পরমনিস্তপঃ ।
 মনোরথো মে সফলো যথা স্রাত্তৎকৃপাং কুরু ॥৫৫॥
 ইত্যুক্তবান্ সার্বভৌমো ভূমিগীর্বাণপণ্ডিতঃ ।
 নমস্কৃত্বা মহাভাগো জগাম সুখতন্ময়ঃ ॥৫৬॥
 তত এতে মহাত্মানো রম্যাং যাজপুরীং যমুঃ ।
 কৃত্বা বৈতরণীস্নানং জগ্মূর্নগরমধ্যতঃ ॥৫৭॥
 অথ প্রতাপরুদ্রেণ স্বপ্নং দৃষ্ট্বা মহাত্মনা ।
 প্রেমিতো যানমুখাপ্য তদীয়োহদৈতমানয়ৎ ॥৫৮॥
 রাজসংভাষণং কর্তুং গন্তুং মামিতি সংবিদন্ ।
 কিং বদিস্যতি নাথোহসাবিতি চিন্তাকুলোভবৎ ॥৫৯॥

कहिलेन “कोन प्रकारेई आपनार तद्विषये शक्ति हईबे ना” हे द्विज !
 आपनि गमन करिबेन ना, वृथा परिश्रम करिबेन ना, आपनार से भाग्य नाई,
 तद्विषये आपनि कि करिबेन ? এইকথা বলিয়া উৎকণ্ঠাধিক্যবশতঃ অতিশয়
 নির্লজ্জ হইয়াও আমি কাশী যাইতেছি, আমার মনোরথ বাহাতে সফল হয়
 তদ্বিষয়ে কৃপা করুন । ভূতলবৃহস্পতি সার্বভৌম এইকথা বলিয়া অতিশুখে
 তন্ময়চিন্ত হইয়া নমস্কার করিয়া গমন করিলেন ॥৫২—৫৬॥

মহাত্মা ভক্তগণ রমণীয় যাজপুরী গমন করিয়া বৈতরণী নদীতে স্নান করিয়া
 নগর মধ্যে গমন করিলেন ॥৫৭॥

মহাত্মা প্রতাপরুদ্র স্বপ্ন দেখিয়া স্বীয় বানে আরোহণ করাইয়া অদৈতকে
 আনয়ন করিলেন ॥৫৮॥

আমি রাজসংভাষণ করিতে যাইতেছি ইহা জানিতে পারিলে, গৌরচন্দ্র
 আমাকে কি বলিবেন এইরূপ চিন্তায় আকুল হইলেন । অদৈতপ্রভু দৈশ্বর্য

ঈশ্বরোপ্যেষ গৌরাজচন্দ্রভীত্যাশু বেপিতঃ ।
 শ্রীবাসুদেবদত্তং তং নিনায় নিজসঙ্গতঃ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)
 কেচিৎ তৎসঙ্গতো জগ্মুরদ্বৈতানুগতা জনাঃ ।
 কটকস্ত পথা তে চ শ্রীগৌরচরণাশ্রয়াঃ ॥৬১॥
 অগ্রে তু হরিদাসাত্মা মহাত্মনো মহাশয়াঃ ।
 শ্রীবাসং পুরতঃ কৃত্বা হংসেশ্বরপাঠৈর্যযুঃ ॥৬২॥
 তদ্দিনং তত্র সংনীয় দৃষ্ট্বা চ তমুমাপতিম্ ।
 প্রাতরুথায় সুখিতা পরিতপ্তে মুদা যযুঃ ॥৬৩॥
 কিয়দ্দূরে হি তে তিষ্ঠন্তু শ্রীবাসপ্রযুখা জনাঃ ।
 নিকটং গচ্ছতাং তেষামুৎকণ্ঠা দ্বিগুণাভবৎ ॥৬৪॥
 বিলোকিতব্য্য গৌরাজনখচন্দ্রচ্ছটা ইতি ।
 অদ্বৈতোহপি ততস্তত্র মিলিতোহভূন্নহামতিঃ ॥৬৫॥

হইলেও গৌরচন্দ্রের ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া শ্রীবাসুদেব দত্তকে নিজের
 সঙ্গে লইলেন ॥৬০—৬০॥

গৌরাজ পদাশ্রিত কয়েকজন ভক্ত অদ্বৈতের অনুগামী হইয়া সেইসঙ্গেই
 কটক পথে গমন করিলেন ॥৬১॥

অত্মদিকে মহাত্মা হরিদাসাদি ভক্তগণ শ্রীবাসপণ্ডিতকে অগ্রে করিয়া
 হংসেশ্বরপথে গমন করিলেন ॥৬২॥

ভক্তগণ উমাপতির দর্শন করিয়া সেই দিন তথায় বাপন করিয়া প্রাতঃকালে
 গাত্রোত্থান করিয়া স্নখে হর্ষে গমন করিলেন ॥৬৩॥

শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কিয়দূর গমন করিয়া অবস্থিতি করিলেন,
 তাঁহাদিগের নিকটে অত্মাত্ম ভক্তগণ সমাগত হইলে শ্রীবাসাদির উৎকণ্ঠা
 দ্বিগুণতর হইল ॥৬৪॥

“গৌরালের নখচন্দ্রের ছটা দর্শন করিতে হইবে” এই বাসনায় মহামতি

একত্রৈব মিলিত্বা তে যযুঃ কমলকে পুরে ।

মুদা পরময়া যুক্তাঃ কীর্তয়ন্তোহভিতোহভিতঃ ॥৬৬॥

নদীমাসাঢ় সুস্নাতাঃ প্রাসাদং দদৃশুমুখঃ ।

ঔত্ত্বঙ্গেন বিবস্বন্তং নভস্থং পাতয়ন্নিব ॥৬৭॥

তেজসা কোটিসূর্য্যাভঃ সুধয়া চ সমন্বিতঃ ।

স নীলপর্বতপতেঃ প্রাসাদঃ সুখদর্শনঃ ॥৬৮॥

সুখদঃ সর্বভূতানাং তৈরদর্শি মহাশয়ৈঃ ॥৬৯॥

দৃষ্ট্বা প্রাসাদমুত্ত্বঙ্গং তুঙ্গরোমাঞ্চসঞ্চয়ৈঃ ।

হর্ষন্তেযাং সমজনি তৎসমো ভূশমুচ্ছিতঃ ॥৭০॥

বিলোক্য হর্ষসম্পোহনির্ভরাঃ স্মৃতিবিহ্বলাঃ ।

নমশ্চক্রুমহাত্মানো হরিকীর্তনতৎপরাস্তে ॥৭১॥

অদ্বৈতও তথায় মিলিত হইলেন এবং একত্র মিলিত হইয়া সকলে পরমানন্দে
সম্যক্ হরিসঙ্কীর্ণন করিয়া কমলপুরে গমন করিলেন ॥৬৫-৬৬॥

পথে নদীপ্রাপ্ত হইয়া তথায় স্নানরূপে স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া বারম্বার
উত্ত্বঙ্গ চূড়াশিখরদ্বারা আকাশস্থ সূর্যদেবকেই যেন পাতিত করিতেছে এবং
কোটি কোটি সূর্য্যতুল্য তাহার তেজোরাশি ও সুধায়ুক্ত সেই স্নদৃশ ও সর্ব-
প্রাণীর সুখজনক নীলাচলপতি জগন্নাথদেবের প্রাসাদ শ্রীমন্দির, মহাত্মা
ভক্তগণ দর্শন করিলেন ॥৬৭-৬৯॥

সেই উত্ত্বঙ্গ প্রাসাদ দেখিয়া ভক্তগণের অঙ্গেও তুঙ্গ রোমাঞ্চরাজি
উথিত হওয়ায় যেন সমধিক হর্ষও প্রাসাদ সদৃশ সমুন্নত হইল ॥৭০॥

হরিসঙ্কীর্ণন তৎপর মহাত্মা ভক্তগণ শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া পরমানন্দ
সম্পোহে বিহ্বল হইয়া নমস্কার করিলেন ॥৭১॥

অথ প্রাপ্য মহাত্মাসৌ মালাং পরমপাবনীম্ ।

শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রহিতাং মুমূদেহদৈত ঈশ্বরঃ ॥৭২॥

কীর্তয়ন্তিনিরবধি প্রেমহৃষ্টৈর্মহাত্মভিঃ ।

অদৈততোহপি সুখাবিষ্টো নটনায়োপচক্রমে ॥৭৩॥

নৃত্যঙ্গসৌ কীর্তয়ন্তুশ্চেহপি গৌরান্ধলালসাঃ ।

নরেন্দ্রাখ্যসরস্তীরমাসাচ্চ সুখমায়যুঃ ॥৭৪॥

অথ ভূয়োহপি গোবিন্দান্মালামাসচ্চ পাবনীম্ ।

অদৈতন্তুগ্নিগদিতং শুশ্রাব ভৃশমুৎসুকঃ ॥৭৫॥

সমুদ্রতটসংস্থস্য নিদেশোহয়ং মহাপ্রভোঃ ।

উপবাসোহস্তি বিহিতো নাত্র যুগ্মাকমাগমঃ ॥৭৬॥

ভবিষ্যতি হি তত্রৈব পুণ্ডরীকাক্ষ ঈক্ষ্যতাম্ ।

অহং তত্রৈব যাস্ত্যামি বিলম্বেন সূনিশ্চিতম্

ভবিষ্যতি সমালাপস্তত্র মিশ্রালায়াস্তুরে ॥৭৭॥

মহাত্মা ঈশ্বর অদৈত গৌরচন্দ্রের প্রেরিত পরম পবিত্রকারিণী মালা প্রাপ্ত হইয়া মহাহৃষ্ট হইলেন ॥৭২॥

হরিকীর্তনপরায়ণ ও নিরবধি প্রেমহৃষ্ট মহাত্মা ভক্তগণের সহিত অদৈতও সুখাবিষ্ট হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন ॥৭৩॥

অদৈত নৃত্যারম্ভ করিলে অত্যাচ্ছ ভক্তগণও গৌরান্দের প্রতি লালসায়ুক্ত হইয়া নরেন্দ্রনামক সরোবরের তীর প্রাপ্ত হইয়া স্নখে গমন করিতে লাগিলেন ॥৭৪॥

অদৈত পুনর্বার গোবিন্দের নিকট হইতে পবিত্র মালা প্রাপ্ত হইয়া সমধিক উৎসুকচিত্তে সেই বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥৭৫॥

সমুদ্রতটসংস্থিত মহাপ্রভুর এই অহমতি যে এই ত্রীক্ষেত্রে আসিয়াছ তোমাদের উপবাস কর্তব্য অতএব এই সমুদ্রতীরে আমার নিকটে আসিবা

ইতি শ্রদ্ধাঈবত ঈশো মায়ৈষেতি বিতর্কয়ন্ ।
তথৈবানুমতিং চক্রে তদ্বশোহসৌ যতঃ স্বয়ম্ ॥৭৮॥

মুরারিগুণোহথ মহানির্ব্বদপন্নয়া ধিয়া ।
পতিভা দণ্ডবদ্বমৌ রুদম্নিদমভাষত ॥৭৯॥

দীনোহয়ং দুঃখিততমো জীবলোকঃ সুপামরঃ ।
এতাবদ্রুমানীতো ভবন্তির্মহিতাশ্চৈঃ ॥৮০॥

ন পারয়েহং ব্রজিতুং ন শক্তির্মম বর্ততে ।
ন সাহসং মেহন্তি তাবদ্রষ্টুং জগদধীশ্বরম্
ভবন্তিহ পিত্তে পশ্চাদ্গন্তং শক্তির্ভবিষ্যতি ॥৮১॥

ইত্যুক্ত। বহুনির্ব্বিনো দুঃখী তত্রৈব সুস্থিরঃ ॥৮২॥

না, সেই স্থানেই শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিবা আমি কিছু বিলম্বে তথায় নিশ্চয়
যাইব। মিশ্রের গৃহে আমার সহিত সম্যকরূপে আলাপ হইবে ॥৭৬॥৭৭॥

অঈবত ঈশ্বর এই কথা শুনিয়া “ইহামায়া” এইরূপ বিতর্ক করিয়া সেই
বিষয়েই অহমতি করিলেন, যেহেতু স্বয়ং প্রভু তাঁহারই বশীভূত ॥৭৮॥

মুরারি গুপ্ত মহানির্ব্বদপন্ন অর্থাৎ সমধিক কাতরবুদ্ধিতে ভূতলে দণ্ডবৎ
পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কথা কহিলেন ॥৭৯॥

আমি দীন ও অত্যন্ত দুঃখী জীব সমধিক পামর, তবে আমাকে
এতদূরে তাদৃশ মহাশয়গণই আনিয়াছেন। আমি আর চলিতে পারি না। আর
আমার শক্তি নাই এবং আমার ততদূর সাহসও নাই যে, জগদীশ্বর জগন্নাথ-
দেবকে দর্শন করিব আপনারা যদি প্রভুকে এ বিষয় জ্ঞাপন করেন তাহা
হইলে পশ্চাৎ গমন করিতে আমার শক্তি হইবে ॥৮০॥৮১॥

এই বলিয়া অদুঃখিত মুরারিগুপ্ত অতিশয় দীন হইয়া সেই স্থানেই সুস্থির
হইয়া থাকিলেন ॥৮২॥

তদনন্তরমদ্বৈতপ্রমুখান্তে মহাশয়াঃ ।
 পুণ্ডরীকাক্ষযুগলমীক্ষাং চক্ৰুর্জগৎপতেঃ ॥৮৩॥
 মহোরসং মহাবাহুং বিশালায়তলোচনম্ ।
 তং বিলোক্য জগন্নাথং মৃদমাপূর্মহন্তরাম্ ॥৮৪॥
 অথ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রশ্চন্দ্রকোটীর্মহোজ্জ্বলঃ ।
 উদিয়ায় সুখাবিষ্টঃ শ্রবদশ্চন্ড্রভরপ্লুতঃ ॥৮৫॥
 পাদন্ত্যাসৈর্দলন ভূমিং মত্তপদ্মোদ্ভবিক্রমঃ ।
 মত্তসিংহমহোল্লাসো লসদাজাহ্নুদোদধঁয়ঃ ॥৮৬॥
 জঙ্গমঃ কাঞ্চনগিরিঃ সাক্ষাদিব সুধাকরঃ ।
 গলদশ্চক্ৰাসারসারনিঝঁরসঞ্চয়ঃ ।
 সুধাংশুকোটীষু'গপদেকীভূয় সমুদগতঃ ।
 বিকিরন সততাসাং পীযুষদ্রবদীধিকাম্ ॥৮৭॥
 সিন্দূরারুণকৌপীন-বহির্বাসঃ শ্মশোভিতঃ ।
 উরুদম্ববিনিধুঁতরন্তান্তস্তযুগদ্যতিঃ ॥৮৮॥

মহাত্মা অদ্বৈতাদি ভক্তগণ জগৎপতি পুণ্ডরীকাক্ষযুগল অর্থাৎ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলেন এবং সেই মহাবাহু ও সুবিশাল লোচন জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া ভক্তগণ মহাহর্ষ লাভ করিলেন ॥৮৩॥৮৪॥

অনন্তর কোটি কোটি চন্দ্রের ত্রায় মহোজ্জ্বল শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র সুখাবিষ্ট ও বিগলিত অশ্রুধারার আপ্লুত হইয়া আসিয়া উদ্ভিত হইলেন ॥৮৫॥

যিনি পাদন্ত্যাসে ভূমিকে বিদলিত করিতেছেন, ষাঁহার বিক্রম মত্ত-পদ্মোদ্ভ অর্থাৎ গজরাজের ত্রায়, ষাঁহার উল্লাস মত্তসিংহের তুল্য আজাহ্নুলম্বিত বাহুযুগল শোভমান, যিনি জঙ্গম অর্থাৎ সচল কাঞ্চনগিরি স্বমেক্ষ ও সাক্ষাৎ সুধাকরের ত্রায় এবং বিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণে ষাঁহার অঙ্গ যেন নিঝঁর সমূহে পরিব্যাপ্ত বোধ হইতেছে, যেন কোটি কোটি শশধর যুগপৎ

নখেন্দুশুন্দরজ্যোৎস্নাপীযুষচ্ছটয়া তয়া ।

প্রকাশয়ন্ পুণ্যবতীং রসাং রসপয়োনিধিঃ ॥৮৯॥

মুখচন্দ্রস্নিগ্ধসাল্রজ্যোৎস্নাস্পিতদিঙ্ মুখঃ ।

সুখসাগর এবান্যো মূর্ত্তিমান্ কঙ্কুকঙ্করঃ ॥৯০॥

সিংহগ্রীবো মহাপীনবক্ষঃস্থলবিলোভনঃ ।

ক্ষীণাবলগ্নসংলগ্নকটিসূত্রমনোহরঃ ॥৯১॥

‘নৌমীড়্য তেহত্ৰ বপুষে’ ইতি ব্রহ্মস্তুবং পঠন্ ।

স্বয়মধৈতদেবং তং প্রণনাম মহাপ্রভুঃ ॥৯২॥

অধৈতোহপি সুখাবিষ্টো হৃষ্টরোমা ননাম তম্ ।

দ্বয়োস্তবননত্যাদৌ দ্বৌ ন প্রভবতঃ ক্ষণম্ ॥৯৩॥

একত্র হইয়া উদিত হইয়াছেন, যাহাতে সততই ধারা সম্পাত হয়, তাদৃশ অমৃত দ্রবের দীর্ঘিকাকেই যেন বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। যিনি সিন্দূরের স্থায় অরুণবর্ণ কোপীন ও বহির্বাসে সুশোভিত, ষাঁহার উরুযুগল রক্তাস্তম্ভ অর্থাৎ কদলীবৃক্ষ যুগলের দ্যাতিকে তিরস্কার করিতেছে, নখচন্দ্রের শুন্দর চন্দ্রিকা-রূপ প্রসিদ্ধ অমৃত ছটায় যে রসসমুদ্র গৌরচন্দ্র রসা অর্থাৎ পৃথিবীকে পুণ্য-বতীরূপে প্রকাশ করিতেছেন, সমস্ত দিঙ্-মণ্ডল ষাঁহার মুখচন্দ্রের স্নিগ্ধ ও নিবিড় জ্যোৎস্নায় স্পিত হইতেছে, সুখসাগরে যিনি দ্বিতীয় মূর্ত্তিমান্ কঙ্কুকঙ্কর, যিনি সিংহগ্রীব এবং ষাঁহার পীনবক্ষঃস্থলে সকলেই বিলোভিত হইতেছেন, ষাঁহার অতি ক্ষীণ মধ্যদেশে মনোহর কটিসূত্র সংলগ্ন হইয়াছে, সেই গৌরচন্দ্র “নৌমীড়্য তে হব্দ্ৰ বপুষে” এই ভাগবতোক্ত ব্রহ্মস্তুতি পাঠ করিয়া স্বয়ং অধৈতকে প্রণাম করিলেন ॥৮৬-৯২॥

অধৈত সুখাবিষ্ট ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন এবং দুইজনে দুইজনকেই স্তুতি নতি করিয়া ক্ষণকালও স্থব্ব হইতে পারেন নাই, অর্থাৎ অনবরতই পরস্পর স্তুতি নতি করিতে লাগিলেন ॥৯৩॥

তয়োগল্গদ্বারিধারা-লক্ষমুক্তাশ্রজো মুহঃ ।

আসীং প্রণামস্ততিভিঃ কোহপি কালঃ সুখাবহঃ ॥৯৪॥

ততো মহাপ্রভুর্ভূত্বা শ্রীবাসস্য পদান্বজম্ ।

বহুধা বিহ্বলো ভূত্বা চকার স্ততিমুক্তমাম্ ॥৯৫॥

সোহপি দ্বিজাগ্রেয়ো বিকলো মর্তুকাম ইবাভবৎ ।

ননাম ভূরিশুকুতো বচনেনাস্তবদ্বৃশম্ ॥৯৬॥

ততোহস্ত্যাবরজো রামপণ্ডিতোহতিমহাশয়ঃ ।

শ্রীবাসুদেবদন্তোহপি নেমতুযুগপৎ প্রভুম্ ॥৯৭॥

তৌ জগ্রাহ ভূজস্তম্ভযুগলেন মহাপ্রভুঃ ।

শ্রীশিবানন্দসেনোহপি তৎপশ্চাদনমন্যুদা ॥৯৮॥

মুহমুহ বিগলিত নেত্রজলধারারূপ লক্ষ মুক্তামালায় উভয়েই বিভূষিত হইয়াছিলেন। উহাদিগের প্রণাম ও স্ততিতে সেই কাল অতিশয় সুখকর হইয়া উঠিল। উভয়ে উভয়কে প্রণাম ও স্তব করিয়াছিলেন। উভয়েরই নেত্রযুগলে প্রেমাশ্রু পতিত হওয়ায় মুক্তাহারের ছায়া প্রতীত হইয়াছিল। এবং প্রণতি স্ততিতে কোন এক কাল সুখাবহ হইয়া উঠিল তাৎপর্য্য এই যে বহু সময় মহাপ্রেমে দুইজন দুইজনকে প্রণাম ও স্তব করিলেন ॥৯৪॥

মহাপ্রভু বিহ্বল হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণ ধারণ করিয়া বহুবিধ উত্তম স্তব করিলেন ॥৯৫॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ শ্রীবাস পণ্ডিতও বিকল হইয়া যেন তৎকালে মরণাভিলাষীই হইলেন এবং ভূমিতে পতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥৯৬॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত মহাশয় তথা শ্রীবাসুদেব দত্ত উভয়েই এক কালে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন ॥৯৭॥

মহাপ্রভুও দুইজনকে ভূজরূপ স্তম্ভযুগল দ্বারা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে

গঙ্গাজলস্ত চ পুরো ভাণ্ডয়মথানয়ৎ ॥১৯॥

তত্ত্ব দৃষ্ট্বা কৃপান্তোষির্গঙ্গামাহাত্ম্যমুজ্জগৌ ।

উবাচ মধুরং চাহুদন্তত্বোতোজ্জলাধরঃ ॥১০০॥

স্নানোৎসবায়ৈকমিদং মহ্যমেকং চ দীয়তাম্ ।

তদ্বয়ং শ্রীবাসুদেব-শ্রীশিবানন্দয়োঃ পৃথক্ ॥১০১॥

উভয়োরেব বিজ্ঞায় বাসনাং পুনরুক্তবান্ ।

তয়োৱর্দ্ধং বিভজ্যাদৌ জগন্নাথায় দীয়তাম্ ।

অন্যদর্দ্ধং ততোহত্রৈব স্থাপ্যতামিতি স প্রভুঃ ॥১০২॥

অথ শ্রীমান্ কৃপান্তোষিঃ প্রপচ্ছ বিস্ময়াব্বিতঃ ।

মুরারিঃ ক মুরারিঃ ক কাসৌ সত্বরমানয় ॥১০৩॥

ইতি শ্রুত্বা প্রধাবন্তুঃ শতশো ভূশমুৎসুকাঃ ।

সত্বরং তত্র গত্বা চ নরেন্দ্রসরসন্তটে ॥১০৪॥

শিবানন্দ সেনও মহাহর্ষে প্রণাম করিয়া দুইভাণ্ড গঙ্গাজল মহাপ্রভুর
অগ্রে স্থাপন করিলেন ॥১৮৯৯॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্রও তদর্শনে গঙ্গামাহাত্ম্য উচ্চারণপূর্বক দর্শন করিলে
অধর যুগল উদ্দীপিত করিয়া স্নমধুর বাক্যে কহিলেন, একটি জলপাত্র
জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রার নিমিত্ত রাখিয়া দাও, অপর পাত্রটি আমাকে দাও ।
তৎপরে শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীশিবানন্দ সেন এই দুই জনের মধ্যে দুইয়ের
পৃথকরূপ বাসনা জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন যে, দুই ঘণ্টের অর্দ্ধাংশ
জগন্নাথদেবকে দাও, অর্দ্ধেক এইস্থানে রাখ, কারণ উভয়েরই ইচ্ছা এক ঘট
জলের অর্দ্ধ স্নানযাত্রার দিব ও অন্য অর্দ্ধ মহাপ্রভুকে দিব ॥১০০-১০২॥

কৃপানিধি শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মুরারি
কোথায় ? মুরারি কোথায় ? শীঘ্র লইয়া আইস ॥১০৩॥

এই কথা শুনিয়া শত শত ভক্ত অতিশয় উৎসুকচিত্তে ধাবিত হইয়া

বিহ্বলং পতিতং ভূমৌ রুদন্তং দীনচেতসম্ ।
দদৃশুস্তে তথৈবোচুঃ শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥১০৫॥

তথা নিশম্য তদ্বাক্যং মুরারিঃ পরমোৎসুকঃ ।
বিহ্বলোহর্ষজ্বলৈঃ শব্দদাপ্লুতো ধূলিধূসরঃ ॥১০৬॥

তথৈব বিরুদন্ ভূরিকাকুপ্রোক্তৈর্মহাশয়ঃ ।
যযৌ পরমনিবিবল প্রাণপ্রভুমবেক্ষিতুম্ ॥১০৭॥ (যুগ্মকম্)

স্তম্ভঘর্ম্মাস্থিভিঃ শব্দং স্থলংপদযুগং পতন ।
সসীতশ্চৈব চেলস্ত গলে বদ্ধাঙ্গমঞ্চলম্ ।
দন্তে নিধায় বহুধা তৃণানি তৃণবদ্ভ্ৰজন্ ।
গলদংশপয়োযুক্তবক্ষোমৌক্তিকহারধ্বক্ ।
প্রেমান্ব ইব তত্রৈব চিরং প্রভুমলোকয়ং ॥১০৮॥

নরেন্দ্র সরোবরের তটে উপস্থিত হইয়া মুরারিকে বিহ্বল ও দীনচিতে ভূমিতে পতিত হইয়া রোদন করিতে দেখিয়া কহিলেন যে, আপনি শীঘ্র আগমন করুন ॥১০৪॥১০৫॥

মহাত্মা মুরারি ঐ কথা শুনিয়া পরম উৎসুক, বিহ্বল, নিরন্তর অর্শজলে আপ্লুত ও ধূলি ধূসর হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূরি ভূরি কাকুবাচ্য প্রয়োগ করিয়া প্রাণপ্রভু গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । ॥১০৬॥১০৭॥

মুরারি স্তম্ভ স্তম্ভ ও ঘর্ম্মজলে নিমত পাদস্থলন হওয়ায় পতিত হইয়া পরিহিত বস্ত্রেরই অর্দ্ধাঞ্চল গলে বন্ধন করিয়া তৃণবৎ লঘুগতিতে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া বিগলিত নেত্রজলে বক্ষঃস্থলে মুক্তাহারের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক যেন প্রেমান্ব হইয়াই সুদীর্ঘকাল প্রভুর দর্শন করিতে লাগিলেন ॥১০৮॥

সবাপ্পকণ্ঠং কিমপি বক্তুং শক্তো নচ ক্ষণম্ ।

তথাপি গদগদোদগারলক্ষকাকৃতিবানসৌ ।

দধার চরণান্তোজে প্রভোঃ পরমদীনধীঃ ।

তৎপাদান্বজযুগ্মং তৎ সিসেচ খলু ভূয়শঃ ।

লোচনদ্বয়নির্গচ্ছদশ্রদ্ধাধারাসমুচ্চয়ে ॥১০৯॥

সোহপি প্রভুস্তস্য পৃষ্ঠং সিসেচ নয়নোদভবৈঃ ।

অস্তোভিরায়তারক্তলোচনান্বরুহদ্বয়ঃ ॥১১০॥

তত্রস্থঃ সকলো লোকস্তস্য রোদনকাকৃভিঃ ।

অরুদং তৎসম ইব তন্ময়ঃ সময়োহভবৎ ॥১১১॥

প্রভুশ্চ তৎ কাকুবাদং রোদনং চ মহত্তরম্ ।

দৃষ্ট্ৱা শ্রদ্ধা ক্ষণমপি ন সেহে বিকলোহভবৎ ॥১১২॥

বাপ্পদ্বারা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া যদিও ক্ষণকাল কিছু বলিতে পারিলেন না তথাপি গদগদাক্ষরে লক্ষ লক্ষ কাকুবাক্য প্রয়োগ করিয়া অতিশয় দীনচিত্তে প্রভুর পাদপদ্মদ্বয় ধারণ করিলেন এবং সেই পাদপদ্মযুগলকে বিগলিত অশ্রুধারা সমূহেই বারম্বার সেচন করিতে লাগিলেন ॥১০৯॥

অবিশাল কমললোচন গৌরচন্দ্রও নয়নোদ্ভূত জলধারা মুরারির পৃষ্ঠদেশকে সেচন করিতে লাগিলেন ॥১১০॥

ঐ স্থানে যে সকল লোক ছিলেন মুরারির রোদন ও কাকৃতি দ্বারা তাঁহারা যেন তৎসদৃশ হইয়া রোদনপরায়ণ হইলেন অতরাং সেই সময়ও যেন তন্ময় অর্থাৎ মুরারিময় হইয়া উঠিল ॥১১১॥

তখন মহাপ্রভুও মুরারির কাকুবাদ ও স্তম্ভহং রোদন দেখিয়া শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া বিকল হইয়া পড়িলেন ॥১১২॥

ততো বভৌ তত্র নাথোহদ্বৈতাদিকসমম্বিতঃ ।

স্নিগ্ধো রাকানিশানাথ ইব নক্ষত্রমণ্ডিতঃ ॥১১৩॥

উত্ত্বদ্বিভ্রমশোণাস্ত্র-হাস্তরঞ্জিতচন্দ্রিকঃ ।

স্বাক্ষজ্যোৎস্নাচ্ছটা-শশ্বৎ-স্নাপিতাশাবধুমুখঃ ॥১১৪॥

অথ তে কৃষ্ণচৈতন্যচরণাসবলম্পটাঃ ।

স্নানযাত্রাদর্শনায় বভূবুরনিশোৎসুকাঃ ॥১১৫॥

একাদশ্যাং চ দদৃশুর্বিবাহোৎসবমুৎসুকাঃ ।

ততশ্চ পূর্ণিমায়াং তে স্নানযাত্রাঞ্চ পাবনীম্ ॥১১৬॥

তত্র নীলগিরৌ রম্যে সৌধাট্টালকগোপুরে ।

পুরে মহিতসৌন্দর্য্যে রমণীয়ে সুখাবহে ।

স্তম্ভাবল্লংলিহসত্রাকপ্রাসাদবতি কশ্চন ।

স্নানমঞ্চঃ সঞ্চরতি সুধাভিরনুরঞ্জিতঃ ॥১১৭॥

তৎপরে রাকানিশাপতি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র যেরূপ নক্ষত্রমালায় পরিশোভিত
হয়েন, তদ্রূপ গৌরচন্দ্রও অদ্বৈতাদি ভক্তগণ সমন্বিত হইয়া পরম অশোভিত
হইলেন ॥১১৩॥

আহা ! যাহার শোভমান বিক্রম অর্থাৎ প্রবাল সদৃশ রক্তবর্ণ অধরের
হাস্তই অরঞ্জিত চন্দ্রিকা, সেই গৌরাক্ষদেব নিজাক্ষের ছটাতেই নিম্নত কাল
দিগ্ধুর বদনমণ্ডলকে সিক্ত করিতেছেন ॥১১৪॥

ত্রিকৃষ্ণচৈতন্যের চরণাসবলম্পট অর্থাৎ চরণপদ্মের মধুমত্ত ভক্তগণ স্নান-
যাত্রা দর্শনার্থ নিরন্তর উৎসুকচিত্ত হইলেন ॥১১৫॥

ভক্তগণ পরম উৎসুক হইয়া একাদশীতে বিবাহোৎসব এবং পূর্ণিমাতে
পবিত্রকারিণী স্নানযাত্রাও দর্শন করিলেন ॥১১৬॥

যাহার গোপুর অর্থাৎ পুরদ্বারে সৌধসুখা অর্থাৎ চূর্ণলিপ্ত অট্টালিকা
শোভা পাইতেছে, যাহার সৌন্দর্য্য অতীব সুদৃশ্য এবং স্তম্ভবর্ণ অল্লংলিহ

ততঃ পূৰ্বেহ্যরস্তাদ্রিং ছ্যামণৌ যাতি স্পন্দরম্ ।

তং মঞ্চং মণ্ডিতং কৰ্ত্তু মাৰেভে তংপরো জনঃ ॥১১৮॥

তথৈব তত্র কলয়া হীনঃ পূৰ্ণবহুদগতঃ ।

ররাজ রজনীকান্তঃ কাস্তয়ংস্তং পুরং মহং ॥ ১১৯ ॥

স্নানমঞ্চমপি শ্রীমান্ সুধাংশুঃ সুধয়াবিতঃ ।

করৌ সংমার্জয়ামাস সেবাপর ইব প্রভোঃ ॥১২০॥

জালেন মহতা রাজংক্ষুদ্রঘণ্টাসুঘর্ঘরৈঃ ।

সত্তোরণেন দীবোন পুষ্পমাল্যৈরনেকধা ॥১২১॥

মণ্ডিতে স্নাননিলয়ে তচ্ছোভানাং সমুদগমে ।

ভাভূং ক ইব নির্বাচ্যো জগজ্জনমনোরমঃ ॥১২২॥

অর্থাৎ মেঘের তায় শোভাযুক্ত, যাহার প্রাসাদ রমণীয় নীলগিরির উপরিস্থিত সেই সুরম্য ও সুশ্রাবহপুর মধ্যে কোন এক আশ্চর্য্য স্নানমঞ্চ সুধাহরজ্জিত হইয়া যেন সঞ্চরণ করিতেছে অর্থাৎ সুধাকিরণে বোধ হইতেছে, যেন স্নানমঞ্চ অচল হইয়াও সচল হইয়াছে ॥১১৭॥

পূর্বদিনে স্বর্ষ্যদেব অন্তগত হইলে সেবাপরায়ণ জনসকল সুশোভিত সেই মঞ্চকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১১৮॥

এক কলাহীন অর্থাৎ চতুর্দশী চন্দ্রের মত পূর্ণবৎ উদ্ভিত হইয়া মঞ্চ সেই মহৎপুরকে সুদৃশ্য করিয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥১১৯॥

সুধাযুক্ত শ্রীমান্ সুধাংশু শশধরও যেন প্রভুর সেবাপরায়ণ হইয়া স্বীয় কররূপ কিরণদ্বারা স্নানমঞ্চকে সম্মার্জিত করিতে লাগিলেন ॥১২০॥

সুহৃৎ জাল, শোভমান ক্ষুদ্র ঘণ্টায় সুশ্রাব্য মর্ম্মর ধ্বনি, এবং পুষ্পমালা দ্বারা বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত স্নান মণ্ডপে জগন্মনোহারী ও অনির্বচনীয় উক্ত বিবিধ বস্তুর শোভার সমুদ্রাস হইতেছিল ॥১২১॥১২২॥

ততো গৌরান্ধচন্দ্রশ্রাজ্জাপনেন মহাশয়া: ।

স্নানসংদর্শনোৎকণ্ঠা: প্রাকারোপরি স্তুস্থিরা: ॥১২৩॥

বিরেজুরন্তরীক্ষস্থা দেবা ইব হরে: পুর: ।

শ্রীগৌরান্ধকরালিপ্তচন্দ্রনৈ রাজিতোরস: ॥১২৪॥

যামিত্রাশ্চরমে কালে আগতে দয়িতাদয়:

সন্মাহপটং বিমলং শ্রীমদঙ্গে ঞ্চযোজয়ন্ ॥১২৫॥

তত: পূর্ব্বং হলধরো বিজয়োত্তমমাবহন্ ।

সিংহাসনাদবতরন্ বভৌ কোটীন্দুবদ্বিভু: ॥১২৬॥

ততো ভগবতী দেবী স্তুভদ্রাথ জগৎপতি: ।

জগন্নাথোহপ্যবতরন্ বিচিত্রাং শ্রিয়মাষযৌ ॥১২৭॥

যাহাদিগের বক্ষ:স্থল শ্রীগৌরচন্দ্রের কর দ্বারা আলিপ্ত চন্দ্রনে শোভমান, সেই মহাত্মা ভক্তগণ তদীয় আজ্ঞায় স্নান দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রাচীরের উপরি স্তুস্থির হইয়া ইন্দ্রের অগ্রে আকাশস্থ দেবগণের হ্রায় গৌরচন্দ্রের সন্মুখে বিরাজমান হইলেন ॥১২৩॥১২৪॥

যামিনীর চরমকাল অর্থাৎ অরুণোদয় কাল উপস্থিত হইলে দয়িতাদি অর্থাৎ তন্মামক সেবকগণ শ্রীঅঙ্গে বিমল সন্মাহপট অর্থাৎ পট্টডোরী সংযোজিত করিলেন ॥১২৫॥

প্রথমত: হলধর বিজয়োত্তম অর্থাৎ বাজার উদ্বোধন করিয়া সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া কোটি কোটি চন্দ্রের হ্রায় শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥১২৬॥

ভগবতী স্তুভদ্রা দেবী ও তৎপরে জগন্নাথদেব অবতীর্ণ হইয়া বিচিত্র শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥১২৭॥

ତତୋ ଗୌରସୁଧାରାଶ୍ମିଃ ପୁରତଃ ପୁରତୋ ବ୍ରଜନ୍ ।

ଦଦର୍ଶ ବତ୍ସାବିଜୟଂ କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରେୟଃ ଚ ॥୧୨୮॥

ପାଦଚ୍ଛାୟାଂ ଭୂମିଃ କଶିପୋଃ କଶିପୁତ୍ରମ୍ ।

ବ୍ରଜନ୍ ବତ୍ସୋ ଜଗନ୍ନାଥୋ ଯଥା ଭାଦ୍ରାଶ୍ରେୟଃ ଶଶି ॥୧୨୯॥

ତଂ ସୋପାନପରମ୍ପରାଭିରମଣ୍ୟଃ ସ୍ବଚ୍ଛଦ୍ୟାତିଂ ମଘପଂ

ଚକ୍ରଦ୍ବୀପପରମ୍ପରାଂ ପ୍ରବିଳସଂକ୍ଷୀରାକ୍ଷିଣୋଭାୟମ୍ ।

ଘଟୀଘର୍ଷଣାଦଳକ୍ଷିତଜୟଧ୍ବନିନିଶ୍ଚ ଜାଲୋଚ୍ଛୟେଃ

ସମ୍ୟଗ୍ ଭୂଷିତମାରୁରୋହ ଭଗବାନ୍ ନୀଳାଦ୍ରିଚୂଡ଼ାମଣିଃ ॥୧୩୦॥

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟମହାପ୍ରଭୁଃ ପୁରତୋ ଭକ୍ତଜନେରାବୃତଃ

ଶଂଖଲୋଚନପଦ୍ମଜୟଗଳଦ୍ବାରାଂ ବହନ୍ ବନ୍ଧୁଃ ।

ଧାରାଭିବିଳସନ୍ନିଶାବପି ଜଗନ୍ନାଥଃ ଅୟଂ ଆପିତୋ

ରେଜେହନ୍ତୋଽସମାନବିଭ୍ରମସମାଲୋକେନ ହର୍ଷାକୂଳଃ ॥୧୩୧॥

ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରେ ଗମନ କରିয়া କ୍ରମଶଃ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଶୁଭଦ୍ରା ଏହି ତିନିଜଣେ ପଥବିଜୟ ଦର୍ଶନ କରିତେ ଲାଗିଲେ ॥୧୨୮॥

ଶଶଧର ସେରୂପ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ହୈତେ ଅଗ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରେ ଗମନ କଲେ ତତ୍ରୁପ ଜଗନ୍ନାଥ-ଦେବ ପାଦବିଛାୟା ଭୂମି ବିଦଳିତ କରିয়া କଶିପୁ ହୈତେ କଶିପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ତୁଳିକା ହୈତେ ଅଗ୍ର ତୁଳିକାୟ ଗମନ କରିয়া ଶୋଭା ବିସ୍ତାର କରିତେ ଲାଗିଲେ ॥୧୨୯॥

ବହମାନ ତରଙ୍ଗମାଳାୟ ଶୋଭମାନ କ୍ଷୀରସାଗରେର ଗ୍ରାସ ବାହାତେ ସୋପାନ ପରମ୍ପରାୟ ଅନିର୍ମଳ ସ୍ବଚ୍ଛକାନ୍ତି ହୈତେ, ଯାହାତେ ଘଟୀର ଘର୍ଷଣ ନାଦେ ଜୟଧ୍ବନି ଲକ୍ଷିତ ହୈତେ ଏବଂ ଜାଲୋଚ୍ଛୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଜାଳେ ସମ୍ୟକ୍ ନିବଦ୍ଧ, ଭଗବାନ୍ ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ଜଗନ୍ନାଥଦେବ ସେହି ଶ୍ରେୟତର ସ୍ନାନମଘୁପେ ଗିରୀ ଆରୋହଣ କରିଲେ ॥୧୩୦॥

ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ରଭାଗେ ଭକ୍ତଜନେ ଆବୃତ ହୈତା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋଚନ ପଦ୍ମଜୟଗଳ ହୈତେ ବିଚଳିତ ଜଳଧାରାକେ ବନ୍ଧୁଃସ୍ବଳେ ଧାରଣ କରିତେହେନ ଏବଂ

উচ্চৈরুচ্চবহুহ্রসজ্জয়জয়স্বানৈঃ সমানোথিতৈঃ
 পুষ্পস্তোমসমানবৃষ্টিভিরপি শ্রীমান্ মহানুৎসবঃ ।
 আসীৎ সর্বজনশ্রু লোচনযুগানন্দামৃতায়াম্ফুটং
 ব্রহ্মাঠোরপি ত্বর্লভো সিতগিরিশ্রীমন্মণেঃ সাম্প্রতম্ ॥১৩২॥

স্নানানুধারাপ্লুত এষ নীলগিরীশ্বরো গৌরসুধাকরশ্রু ।
 বিচ্ছেদভাবেন রুদন্ বিরাজে চিরায় গুপ্তো
 ভবিতেনিতি দেবঃ ॥১৩৩॥

এবং স্নানমহোৎসবামৃতরসস্নিগ্ধোবক্ষঃস্থলঃ
 শ্রীনীলাচলমোলিরম্যতিলকঃ স্থিত্বা ক্ষণং সক্ষণঃ ।
 আরোভে পুনরপ্যসৌ কশিপুভির্গচ্ছন্ শুভং দক্ষিণা-
 বর্ত্তং সেবকসঞ্চয়ৈবু'তভুজস্তত্তদ্বয়ঃ শ্রীযুতঃ ॥১৩৪॥

জগন্নাথদেবও স্বয়ং জলধারার সুবিলাসে স্নানপিত হইতেছেন, স্নাতরাং বেন
 পরস্পর পরস্পরের সমান শোভা সন্দর্শনে হর্ষাকুল হইয়া বিরাজিত হইতে-
 ছিলেন ॥১৩১॥

উচ্চরবে সমুদ্রাত ও উল্লাসযুক্ত এবং সমান অর্থাৎ সমকালে উচ্চারিত
 জয় জয় ধ্বনি তথা পুষ্পরাশির সমভাবে বর্ষণদ্বারা সজ্জাত, স্নাতরাং ব্রহ্মাদি
 দেবগণেরও সুদুর্লভ নীলাচলমণি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমান্ মহোৎসব অর্থাৎ
 স্নানযাত্রা স্পষ্টরূপে সকলেরই লোচন যুগলের আনন্দামৃতের জন্ত হইয়াছিল
 অর্থাৎ ঐরূপ মহোৎসব দর্শনে সকলেরই লোচন যুগলের পরিতৃপ্তি লাভ
 হইল ॥১৩২॥

এই নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেব স্নানানুধারার আপ্লুত হইয়া “শ্রীগৌরাজ-
 দেব দীর্ঘকালের জন্ত গুপ্ত হইবেন” এতাদৃশ শ্রীগৌরচন্দ্রের বিচ্ছেদ ভাবেই
 যেন রোদন করিয়া বিরাজমান হইলেন ॥১৩৩॥

এইরূপে স্নান মহোৎসব রূপ অমৃতরসে বাহার উক্স ও বক্ষঃস্থল স্নিগ্ধ
 সেই নীলাচল মন্তকের রমণীয় তিলকবক্ষপ শ্রীমান্ জগন্নাথদেব কিয়ৎকাল

কূর্মঃ সীদতি শেষ এষ চলিতঃ সর্বৈঃ ফণামণ্ডলৈঃ
 ক্ষৌণী ক্ষুভ্যতি ভূভূতো বিদলিতা ব্রহ্মাণ্ডমুৎখণ্ডিতম্
 মর্যাদামপি সাগরোপ্যতিগতো ছত্রাব ভাষ্মানসৌ
 প্রস্থানে মুরবৈরিণো বিজয়িনো নীলাদ্রিচূড়ামণেঃ ॥১৩৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে

চতুর্দশঃ সর্গঃ ॥

উৎসবে অবস্থিতি করিয়া পুনর্বার কশিপু অর্থাৎ তুলিকা দ্বারা সেবকগণে
 আবৃতভূজ হইয়া মনোহর ভঙ্গীতে দক্ষিণাবর্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৩৪॥

বিজয়শীল নীলাদ্রি চূড়ামণি মুরবৈরী শ্রীজগন্নাথদেব প্রস্থানকালে গমনের
 বেগে বোধ হইল যেন কুর্মদেব অবসন্ন, অনন্তদেব ফণামণ্ডল সমূহে প্রচলিত,
 মেদিনীমণ্ডল ক্ষুর, পর্বতসকল বিদলিত, ব্রহ্মাণ্ড উৎখণ্ডিত, সমুদ্র স্বীয়
 মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছলিত এবং সূর্য্যমণ্ডল দ্রুতগতিতে ধাবমান
 হইতে লাগিল ॥১৩৫॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

অসিতগিরিপতিস্ততোহয়মন্তঃপুরপরিচারিকয়া শ্রিয়া সমেতঃ ।

অনবসরমুপেত্য গৃঢ়বেশো বসতি জনস্য বিলোচনাতিদূরঃ ॥১॥

অসিতগিরিনিবাসিভক্তলোকানতিশয়িতাৰ্ত্তিপন্নান্ বিধাতুকামঃ ।

স নিভৃতমথবা শ্রিয়া বিহৰ্ত্তুং রহসি নিলীয় ররাজ দেব এষঃ ॥২॥

অথ তদনবলোকনাতিদূঃখক্ষুভিততমানি মনাংসি বিভ্রতস্তে ।

অসিতগিরিনিবাসিনো মহাস্তো ভৃশমতপন্ প্রভুদর্শনেন হীনাঃ ॥৩॥

প্রভুরপি স শচীমুতোহথ দূঃখী ভৃশমভবদ্বিকলো ন তং বিলোক্য ।

প্রকটয়তি চ তচ্ছলেন বৃন্দাবনরমণীজনবিপ্রয়োগদূঃখম্ ॥৪॥

নিরবধি হৃদয়স্থিতানি বৃন্দাবনরমণীবিরহস্য দূঃখিতানি ।

অনুভবতি স তচ্ছলেন লব্ধাবসরমুদেতি হি চেতসো বিকারঃ ॥৫॥

নীলাচলপতি জগন্নাথদেব লক্ষ্মীযুক্ত হইয়া অন্তঃপুর পরিচারিকার দ্বারা
অনবসর লাভ করিয়া প্রচ্ছন্নবেশে বসতিস্থানের জন সকলের নেত্রপথের
দূরস্থিত হইলেন ॥১॥

নীলাচলবাসি ভক্তগণকে অতিশয় দূঃখিত করিবার নিমিত্ত অথবা নির্জন
বিলাস বাসনাতেই যেন জগন্নাথদেব নির্জনে গোপন ভাবে বিরাজ করিতে
লাগিলেন ॥২॥

নীলাচলবাসি মহদ্ব্যক্তিগণ প্রভুর দর্শনবিহীন হইয়া অদর্শন জন্ম দূঃখে
ক্ষুভিততম চিন্তকে ধারণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন ॥৩॥

প্রভুর শচীনন্দনও জগন্নাথদেবকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় দূঃখী ও
বিকল হইলেন এবং ঐ ছলে বৃন্দাবনস্থ রমণীজনের বিরোগ দূঃখ প্রকটিত
করিলেন ॥৪॥

নিরবধি হৃদয়স্থিত বৃন্দাবন রমণীগণের বিরহ দূঃখরাশিকে সেই ছলে

নিরবধিগলদক্ষণোহবতারণৈ রুরসি সুসংভূতহার বিভ্রমাত্যঃ ।

ক্রশিমভিরবশিষ্টশিষ্টনামাচিরবিরহাদ্বিষসাদ গৌরচন্দ্রঃ ॥৬॥

বিকিরতি বহুদীর্ঘমুষ্ণমুচ্চৈঃ শ্বসিতসমীরণমধু লোচনাভ্যাম্ ।

সদরুণকমলদ্বয়ারুণাভ্যাং কৃশতনুরন্বহমেবমেব ভূতঃ ॥৭॥

অসিতগিরিপতেরদর্শনেন দ্বিগুণিতদ্বন্দ্বদবানলঃ কৃপাক্ধিঃ ।

কিয়দিব স জগাম তত্র গোপীপতিবিজয়ং পরিলোচ্য চিত্তধৈর্যম্ ॥৮॥

সুললিতমুরলীকরঃ স দোলামতি মধুরামধিকৃহ রাজমানঃ ।

নিরবধি বরবারনাগরীণাং নটনকলাকুতুকী ত্রিসঙ্ক্যমেব ॥৯॥

বিলসতি পটহপ্রকৃষ্টভেরীমধুরমৃদঙ্গবিভঙ্গরম্যগীতৈঃ ।

নিরবধি স্মনঃসমুহবৃষ্ট্যা গুরুধবলীকৃতবেশ্মমধ্যভূমৌ ॥১০॥ (যুগ্মকং)

অনুভব করিতে লাগিলেন, কারণ অবসর পাইলেই চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৫॥

যিনি নিরবধি বিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থলে পরিহিত হারের শোভা ধারণ করিতেছেন এবং অত্যন্ত কৃশতায় ষাঁহার বিশিষ্ট নাম মাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে এতাদৃশ অবস্থায় গৌরচন্দ্র চিরবিরহ হেতু অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন ॥৬॥

এইরূপে প্রতিদিনই গৌরচন্দ্র অত্যন্ত কৃশ হইয়া প্রশস্ত অরুণবর্ণ কমল যুগলের ভ্রায় লোচনদ্বয়দ্বারা অতীব উষ্ণজল ও সুদীর্ঘ নিশ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

নীলাচলপতির অদর্শনে ষাঁহার দ্বন্দ্বদবানল দ্বিগুণতর হইল, সেই কৃপাসাগর গৌরচন্দ্র ঐস্থানে গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের বিজয় পর্যালোচনা করিয়া কিকিন্মাত্র যেন অস্থচিস্ত হইলেন ॥৮॥

অমধুর দোলায় আরোহণ পূর্বক ত্রিসঙ্ক্যাই উৎকৃষ্ট বারাদ্ব্যাদিগের নৃত্য কৌশলে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া যিনি নিরবধি শোভা পাইতেছেন, সেই

ইতি বিরহ বিষন্নচিত্তবৃন্তিনিজজনবীক্ষণকিঞ্চিদান্তর্ধৈর্য্যঃ ।

নিরবধি বিরুদন্ বিমুক্তকণ্ঠং কতি দিবসানি নিনায় গৌরচন্দ্রঃ ॥১১॥

অথ নিজচরণানুজৈকভক্তৈঃ সহ সতু গৌরশশী সমুত্ততোহভূৎ ।

রচয়িতুমভিমার্জনাং সমস্তাং প্রথিতবতো ভবনশ্চ গুণ্ডিচেতি ॥১২॥

অথ সকলজনৈশ্চকার পূর্বেহহনি শচিতুজো বিধায় যুক্তিম্ ।

ঝাটিতি রুচিরমার্জনীসমূহমুদিতমনা ভবনশ্চ মার্জনার্থম্ ॥১৩॥

অথ রজনীবিরামকালপূর্বং রতসবশাহুদিয়ায় তল্লমধ্যাং ।

বিমলসলিলসঞ্চয়েবিধাতুং অপনমনো ভগবান্ সমুত্ততোহভূৎ ॥১৪॥

বিমলসুরভিশীতলবারিবৃন্দৈঃ অপনমনৈষ বিধায় চেলমগ্নাং ।

সদরুণমভজৎ যথাস্থমেকরুনিবিড়মুপাশ্লিষতুংস্বকেন সঙ্ক্যাম্ ॥১৫॥

সুন্দরিত মুরলীকর শ্রীকৃষ্ণ, পটহ প্রকৃষ্ট ভেরী এবং মধুর মৃদঙ্গের বিভঙ্গী দ্বারা রমণীয় গান সহকারে নিরবধি পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা গুরুতর ধবলীকৃত গৃহের মধ্যভাগে বিলাস করিতেছেন ॥১—১০॥

এইরূপে বিরহ বিষন্ন চিত্তবৃন্তি গৌরচন্দ্র নিজজন দর্শনে কিঞ্চিন্নাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিয়ত বিমুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে কতিপয় দিবস যাপন করিলেন ॥১১॥

গৌরশশী স্বীয় চরণপদ্মের একান্ত অমরক ভক্তের সহিত “গুণ্ডিচা” এই নামে বিখ্যাত ভবনের সম্যকরূপে মার্জনা করিবার নিমিত্ত উত্তত হইলেন ॥১২॥

শচীনন্দন গৌরচন্দ্র পূর্কদিবসেই সকল জনের সহিত যুক্তি বিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহ মার্জনের নিমিত্ত শীঘ্র সুদৃশ্য মার্জনীসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥১৩॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র রজনী প্রভাতেই পূর্বকালেই অতিবেগে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সুনির্মল জলে স্নানক্রিয়া সম্পাদনার্থ উত্তত হইলেন ॥১৪॥

দিবাবসানে হুমেক পর্বত যেক্রপ সঙ্ক্যাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে

সুরুচিরকটিনুজ্জ্বল বন্ধা বসনমণ্ডীৰ দৃঢ়ং মহাকৃপাক্তিঃ ।
মলয়রুহবিশেষকং বিধায় শ্রিয়মতিনির্ভরশুন্দরীমবাপ ॥১৬॥

অথ বহিরূপগত্য সৰ্বলোকানরূপকটাক্ষতরঙ্গিতেন দৃষ্ট্ৰ ।
নিজপুর উপনীয় মার্জনীনাং শতমদদাং ক্রমতঃ পৃথক্ পৃথক্ সং ॥১৭॥

প্রভুচরণপয়োজভক্তবর্গঃ স চ সুখভূরুহমঞ্জরীমিবৈতাম্ ।
প্রভুকরকমলাদবাপ্য চাব্বাং সপদি রহোতিমার্জনীং ননন্দ ॥১৮॥

অথ মদকরিরাজরাজিগামী কনকমহীধ্র ইবাতিজঙ্গমোহসৌ ।
পরমরভসলোলচিত্তখেলন্তুরিতমধাবত মাধুরীধুরীণঃ ॥১৯॥

তজ্রপ গৌরচন্দ্র বিমল ও সুস্নিগ্ধ জলরাশিতে স্নান করিয়া উৎসুকচিত্তে অত
একখানি অরুণ বসন পরিধান করিলেন ॥১৫॥

মহাকৃপাক্তি গৌরশুন্দর শুদৃশ কটিনুজ্জ্বল বসনকে শুদৃঢ় বন্ধন করিয়া
এবং মলয়জ চন্দনের বিশেষক অর্থাৎ তিলক বিধান করিয়া পরম শুন্দর
শোভা লাভ করিলেন ॥১৬॥

গৌরচন্দ্র বহির্গত হইয়া অরুণবর্ণ নেত্রকটাক্ষে সকলকে অবলোকন
করিয়া এক শত মার্জনী নিজের অগ্রে আনিয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে
অর্পণ করিলেন ॥১৭॥

প্রভুর পাদপদ্মের ভক্তগণ আনন্দ মহাক্রহের মঞ্জরীরূপ সেই মনোজ
মার্জনীকে প্রভুর করকমল হইতে গ্রহণ করিয়া নির্জনে মহা আনন্দ লাভ
করিলেন ॥১৮॥

ঐহার গমন মদমত্ত করিরাজরাজী অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গজযুথের ভায়, তথা
যিনি মাধুর্য্যশালির অগ্রগণ্য এবং যিনি সচল কনকপর্কতের সদৃশ সেই
গৌরচন্দ্র পরম কৌতুকোন্মসিত চিত্ত হইয়া ক্রীড়া বিস্তার করিয়া শীঘ্র ধাবমান
হইলেন ॥১৯॥

চিরসময়নিরুদ্ধশীঘ্রমুক্তঃ প্রমদকরীব নিরুদ্ধশোহভিধাবন্ ।

পদকমলবিহারভূরিভারৈরবনিতলং তরলীচকার শশ্বৎ ॥২০॥

ক্রতগতিরথ গুণ্ডিচালয়স্ত প্রভুবরগম্যসমীপমুৎকচিহ্নতঃ ।

সুখজলধিমিবাশিশ্বং পুরং তচ্চিরসময়েন তু তে সমীপমীযুঃ ॥২১॥

প্রথমময়মতীবর্ষপূর্ণঃ পুরমভিবিশ্য নির্জৈর্জনৈস্তদৈব ।

ইত ইত উপগৃহ্য মার্জনীং তাং সপদি মমার্জ পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণ ॥২২॥

অথ যুগপদয়ং প্রমার্জ্জনোৎকো জননিচয়ঃ প্রভুকীর্তনাতিমুগ্ধঃ ।

অহুগৃহমভিস্তি চাবলিন্দং তদুভভি প্রমার্জ মার্জনীভিঃ ॥২৩॥

প্রভুবদননিরীক্ষণেন মুগ্ধারহসি চ কেচন মার্জনীং গৃহীত্বা ।

নয়নজলঝরেণ ধৌতদেহাশ্চিরমিব বিশ্বিতমার্জনক্রিয়াঃ স্যুঃ ॥২৪॥

দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ও তৎপরে শীঘ্রই বিমুক্ত মদমত্ত গজরাজের আয় নিরুদ্ধশ
অর্থাৎ শাসন বিহীন হইয়া গৌরচন্দ্র ধাবমান হইয়া পদকমল বিহারের
প্রচুরভারে নিরস্তর ভূতলকে চঞ্চল করিতে লাগিলেন ॥২০॥

গৌরচন্দ্র সমুৎকচিস্তে ক্রতগতিতে গুণ্ডিচালয়ের সমীপে উপস্থিত
হইয়া সুখসমুদ্রের আয় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু ভক্তগণ অতিবিলম্বে
পশ্চাৎ তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন ॥২১॥

প্রথমতঃ গৌরচন্দ্র অতীব হর্ষপূর্ণ হইয়া তৎকালে নিজজনের সহিত পুরমধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া এদিকে ওদিকে মার্জনী গ্রহণ পূর্বক পৃথক পৃথক রূপে মার্জন
করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২২॥

এই সকল ভক্তগণ মার্জনার্থ উৎসুক এবং মহাপ্রভুর কীর্তনে অত্যন্ত
প্রমুগ্ধ হইয়া প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক ভিত্তি ও অলিন্দ অর্থাৎ বহির্দ্বারের
প্রকোষ্ঠভাগ এবং বড়ভীকে সম্মার্জনী দ্বারা মার্জিত করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

কতগুলি ভক্ত প্রভুর বদন সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নির্জনে মার্জনী গ্রহণ
করিয়াও নয়নজলে ধৌতাস হইয়া অনেকক্ষণ মার্জন বিশ্বিত হইয়া রহিলেন ॥২৪॥

সুপুলকমপি কেচিদীশসুজ্জিহ্বাবণপরেণ হৃদা বিনিদ্রিতান্নাঃ ।

গৃহমপি চ তথৈব মার্জয়ন্তঃ কৃতমপি কর্ম নচাবিদন্ বিমুখাঃ ॥২৫॥

প্রভুরপি পরমপ্রহর্ষমুৎকৃষ্টমিত ইতস্ততস্ততস্তম্ ।

সুললিতমিতি মার্জয়েতি লোকানদিশদলং সুখিতান্মুহঃ প্রকুব্বন্ ॥২৬॥

প্রভুবচনবিলাসতে যদেতে বিদধতি কর্ম ততস্ততো নিকামম্ ।

দ্বিগুণিতমলভন্ত সৌখ্যভারং ন চ পরিতৃপ্তিসমাপ্তিরাবভূব ॥২৭॥

প্রভুরপি চ বিলম্বিতেন যো যঃ পুরত উপৈতি স তস্তাতস্ত্য পৃষ্ঠে ।

প্রণয়রসভরেণ মার্জনীভির্বহতরগাঢ়মতিক্রুধা জঘান ॥২৮॥

সত্ জননিচয়শ্চ মার্জনীনাং দৃঢ়তরঘাতরুজাপি সৌখ্যমায়াং ।

পরিণতিরিয়মেব হৃদ্রারশেষদলঘু দুঃখমপি প্রিয়ং তনোতি ॥২৯॥

কতগুলি ভক্ত প্রভুর পুলকিতাজে কথিত মনোজ্ঞবাক্য শ্রবণে নিবিষ্টচিত্ত হওয়ায় অলসাজে গৃহই মার্জনা করিতেছিলেন, কিন্তু কত মার্জন করিলেন বিমুখ হইয়া তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই ॥২৫॥

প্রভুর গৌরচন্দ্রও মহানন্দে মুগ্ধ হইয়া “তুমি এদিকে মার্জন কর, তুমি এই দিকে কর, তৎপরে তুমি এই দিকে মার্জন কর” এইরূপ বাক্যে ভক্তগণকে সুখী করিয়া বারম্বার আদেশ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ভক্তগণ প্রভুর বচন বিলাসে মার্জন ক্রিয়া উত্তম করিয়া তৎকার্য্যে দ্বিগুণতর সুখাতিশয় লাভ করিলেন, কিন্তু ঐ সুখাতিশয় লাভবিষয়ে পরিতৃপ্তির সমাপ্তি হইল না ॥২৭॥

যে যে ব্যক্তি বিলম্বে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন, গৌরচন্দ্র প্রণয়নশব্দে তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশে মার্জনী দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

কিন্তু সেই সকল জন মার্জনী দ্বারা স্পৃষ্ট আঘাতজনিত পীড়াকেও পরমসুখ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন, ইহাকেই প্রণয়রাশির পরিণতি বলিতে হইবে, যাহাতে প্রচুরতর দুঃখও প্রিয়বিধান করিয়া থাকে ॥২৯॥

ক্ষণমপি ভগবান্ স্বয়ং বিধত্তে সুললিতমার্জনমূর্জিতপ্রহর্যঃ ।

ক্ষণমপি চ বিলোকতেহুত্বকর্ম্ম ক্ষণমপি চ কারয়তি প্রিয়ৈর্নিন্দৈশৈঃ ॥৩০॥

সকলজনসমীপমেব গচ্ছন্নতিশয়হর্ষভরং চকার তেষাম্ ।

স্মিতবচননিরীক্ষণাভিমর্শৈঃ শমিতসমস্তস্তগোষদত্তহর্ষৈঃ ॥৩১॥

স্বয়মপি কতিভির্জনৈঃ স সিংহাসনমভিতোহভিত একদন্তচিত্তঃ ।

পরমসুখভরেণ মার্জয়িত্বা সপদি চ সেতুমথোত্ততো বভূব ॥৩২॥

অসকৃদসকৃদাপত্তিরেতি নিরবধিবদ্ধিতমার্জনীরজোভিঃ ।

অভিবৃতকনকাচলেন্দ্রদেহঃ ক ইব বভূব শচীশুতস্তদানীন্ ॥৩৩॥

অপি নিরবধি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যুপমধীরগভীরচারু জল্পন্ ।

স্মিতমধুরস্মেমহুরাস্তচন্দ্রঃ পুরপরিমার্জনমাততান নাথঃ ॥৩৪॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র ক্ষণকাল নিজেই মহাহর্ষে মনোহর মার্জনক্রিয়া করিতেছেন, ক্ষণকাল অশ্রু কর্ম করিতেছেন এবং ক্ষণকাল বা প্রিয়বাক্যে কার্য করাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥৩০॥

গৌরচন্দ্র ভক্তগণের নিকট গমন করিয়া, যাহাতে সমস্ত লোকের শাস্তি ও আনন্দ উৎপন্ন হয় তাদৃশ মধুর হাস্য, কৃপাদৃষ্টি ও অভিমর্শ অর্থাৎ ক্রোধদ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দাতিশয় বিস্তার করিলেন ॥৩১॥

স্বয়ং গৌরচন্দ্র কতিপয় জনের সহিত একচিত্ত হইয়া আনন্দভরে সিংহাসনকে উত্তমরূপে মার্জন করিয়া শীঘ্র সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩২॥

বারম্বার আপতিত অসীমবদ্ধিত মার্জনীরজ অর্থাৎ কাঁটার ধূলাদ্বারা সুবর্ণাচলকাস্তি শচীনন্দন আবৃত্ত হইয়া যেন তৎকালে অশ্রু এক আকার ধারণ করিলেন ॥৩৩॥

পথে গৌরহরি নিরবধি “কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ” এই শব্দ পুনঃ পুনঃ নিরুপম ধীর ও গভীর স্বরে উচ্চারণ করিয়া ঈষৎ হান্তে মধুর ও সুমিষ্ট বদন হইয়া শুভিচা মার্জন বিস্তার করিতেছিলেন ॥৩৪॥

অথ সকলজনৈর্ঘটীঘটাভির্ঘটয়িতুমশ্য পুরশ্য ধৌতমূচ্চৈঃ ।

অতিশয়দৃঢ়রজ্জুসজ্জিতাভির্জনহরণার্থমভাবি তত্র কূপাং ॥৩৫॥

কচিদথ গৃহীতরজ্জুকৃন্তাঃ কটিতটপরিনদ্ধতরৌস্তরীয়বস্ত্রাঃ ।

কতিচিদপি তদন্তিকে সূসজ্জাঃ কতি চ তথৈব তদন্তিকেহ তন্তুঃ ॥৩৬॥

অথ জননিচয়ঃ স কোহপি রজ্জা ঘটঘটয়া হরতিস্ম বারিপূরম্ ।

অথ কথমভি কশ্যচিচ্চ কোহপি ব্যাদদদথ ক্রমতশ্চ কোহপি নিশ্চে ॥৩৭॥

কতিচিদথ সমুদ্রয়ন্তি পূর্ণান্ কতিচিদধুশ্চ ঘটান্নয়ন্ত্যপূর্ণান্ ।

পরিণতিরুভয়োরিয়ং হি রম্যা ন থলু বিপর্যয়মেতি হি স্বভাবঃ ॥৩৮॥

সুখভরপরমোল্লসন্তিরেভিমূর্ছরিতরেতরিরিক্তিপূতিভাজাম্ ।

ঘটনবিঘটনৈর্ঘটীঘটানাং ঘটময়কন্দুককেলিরঘঘাটি ॥৩৯॥

জনসকল গুণ্ডিচালয় ধৌত করিবার নিমিত্ত এবং কূপ হইতে জল আহরণ জগ্ন হুদ্র হুদ্র ঘটকে অতিশয় দৃঢ়তর রজ্জু দ্বারা সজ্জিত করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

ভক্তগণ কটিতটে উত্তরীয় বস্ত্র বন্ধন করিয়া রজ্জু ও কুন্ত গ্রহণ করিলেন, এবং কেহ তাঁহাদিগের নিকটে অবস্থিত রহিলেন ॥৩৬॥

কতিপয় জন রজ্জুদিয়া ঘটসমূহদ্বারা জল আহরণ করিতে লাগিলেন কেহ বা কাহার নিকট আনিয়া দিতেছেন, অথ কোন জন তাঁহার নিকট হইতে অপরকে যথাক্রমে প্রদান করিতেছেন ॥৩৭॥

কেহ পূর্ণঘট আনয়ন করিতেছেন, কেহ বা অপূর্ণ ঘট লইয়াই আসিতেছেন, উভয়ের পরিণাম এমনি রমণীয় যে কাহারই স্বভাব বিপর্যয় হইল না অর্থাৎ কেহ কাহাকে জিগীষা বা কাহার প্রতি মাৎসর্য্য বা “আমি অধিক আনিয়াছি, তুমি অল্প আনিয়াছ” ইহা বলিয়া কেহ কোপ করেন নাই ॥৩৮॥

সুখভরে পরম উল্লসিত ভক্তগণ মুহূর্মূহঃ পরস্পরের শূণ্যঘট ও পূর্ণঘটের আদান প্রদান করায় যেন ঘটময় কন্দুক ক্রীড়াই সংঘটিত করিলেন ॥৩৯॥

ইত ইত ইত আনয়ানয়েতি ধনিসকৌ রসকৌতুকাং সমুখঃ ।
 সপুলকমুদিতোচ্ছত্ কৃতাচ্যো ঘটভরণস্বনচুষ্টিতো জগল্ভে ॥৪০॥

কচিদথ পয়োঘটানলিন্দে মুহুরকিরন্ কচিচ্চ ভিত্তিবন্দে ।
 কতিচন বড়ভৌ কতিচ্ছদিঃষুপ্রভুবচনেন সূত্থৈকমগ্গচিন্তাঃ ॥৪১॥

ত্বমিতইত ইতস্বমত্র চ ত্বং ত্বমিত ইতি প্রতিলোকমুক্তিমাধ্বা ।
 প্রভুরপি পরিশোধয়াঞ্চকার প্রতিভবনং সকলপ্রদেশবৃন্দম্ ॥৪২॥

কতিচিদথ জনা ঘটান্ সুপূর্ণান্ প্রভুকরপদ্যযুগে দদত্যভীক্ষম্ ।
 কতিচিদপি চ তস্মৈ পাদভূমী পরিসরতঃ সিষিচুঃ পয়ঃপ্রপূরম্ ॥৪৩॥

প্রভুরপি চ দধাতি তত্র পূর্ণং ঘটমপরং বিজহাতি হৃষ্টচিন্তঃ ।
 অবসর মধি পুষ্টিশৃণুতাভ্যামভবত্বদাহরণং দ্বয়োদ্বয়ং তৎ ॥৪৪॥

পুলকাজ ভক্তগণের “এদিকে আনয়ন কর, এদিকে আনয়ন কর” এইরূপ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত ও রসকৌতুক সমুখিত শব্দ হৃদয়যুক্ত এবং ঘটপূরণের এতাদৃশ অক্ষুট শব্দে মিশ্রিত হইয়া কোলাহল করিতেছিল ॥৪০॥

কেহ প্রভুর মধুর বাক্যে স্মৃথে একমাত্র মগ্গচিন্ত হইয়া জলপূর্ণ ঘট আনয়ন করিয়া আনন্দে অর্থাৎ বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে এবং কেহ বা গৃহের চূড়ার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

“তুমি এদিকে তুমি এদিকে, তুমি এখানে এবং এদিকে তুমি” এইরূপ প্রত্যেক লোকের প্রতি মধুর বাক্য দ্বারা গৌরচন্দ্রও প্রতি গৃহ ও প্রত্যেক প্রদেশকে পরিভ্রম করাইলেন ॥৪২॥

কতিপয় ভক্ত প্রভুর করকমলে বারম্বার জলপূর্ণঘট সকল অর্পণ করিতেছেন এবং কতিপয় ভক্ত প্রভুর পাদপদ্মের নিকট পরিসর ভূভাগে জলরাশি সেচন করিতেছেন ॥৪৩॥

মহাপ্রভুও হৃষ্টচিন্ত হইয়া ঐখানে ভক্তজনের পূর্ণঘট গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শূন্যঘট প্রদান করিতেছেন। এইরূপে যথাবসরে পূর্ণতা ও শূন্যতা দ্বারা

পুলকপটলপুন্নিতাখিলাঙ্গাঃ সুখভরতঃ পুথুবোপথুখভঙ্গাঃ ।
প্রভুভরকমলে ঘটপ্রদানাং কতিচননিবৃতিমেব তত্র নাপুঃ ॥৩৫॥

কতিচন দয়িতস্ত পাদপদ্মদ্বয়মভি নির্ভরমুৎসুক। জলানি ।
রহসি পরিকিরন্তি কেবলং স্য কচ গৃহধোতবিধিস্থিতস্তদৈষাম্ ॥৪৬॥

অবকিরতি মুহুঃ স্বলোকবন্দে পদসবিধে শতধা ঘটৈর্জলানি ।
প্রভুরয়মথ জাহ্নুদগ্নতিম্যং সদরুণচেলবরো ররাজ ভূয়ঃ ॥৪৭॥

শ্রমজলকণিকাবিকাশভাস্বদনবিধুস্তিমিতারুণাং শুকান্তঃ ।
ইত ইত ইত উক্ষিতানুসার্দ্রঃ স্পর্শনকলোথিতবৎ প্রভু ররাজ ॥৪৮॥

দুইজনেই দুইজনের উদাহরণ হইলেন অর্থাৎ কখন ভক্ত পূর্ণ ও শূন্য এবং কখন
প্রভুও পূর্ণ ও শূন্য ঘট ধারণ করিতেছেন ॥৪৪॥

কতক ভক্ত পুলক পটলে পুন্নিতাঙ্গ ও অতিহর্ষহেতু মহাকম্পে অবশ
হইয়া প্রভুর করকমলে ঘট প্রদান করিয়া কোন ক্রমেই স্নহতা লাভ করিতে
পারিলেন না অর্থাৎ মহানন্দে বারম্বার অর্পণ করিতে থাকিলেন ॥৪৫॥

কতিপয় ভক্ত প্রিয়তম গৌরচন্দ্রের পাদপদ্মকে লক্ষ্য করিয়া নির্জনে
মহানন্দে জলসেচন করিতেছেন, গৌরচন্দ্র যেন ভক্তগণ মধ্যে কখনও গৃহফালন
বিষয়ে সাক্ষাৎ বিধি অর্থাৎ মূর্ত্তিমদ্ ব্যবস্থা হইয়াছিলেন ॥৪৬॥

নিজভক্তগণ পাদপদ্ম সমীপে ঘটদ্বারা শতবার জলসেচন করায় প্রভুবর
গৌরচন্দ্রের জাহ্নু পরিমাণ প্রশস্ত অরুণ বসন সিক্ত হইয়া গেল, তাহাতে তিনি
অতিশয় শোভমান হইয়াছিলেন ॥৪৭॥

শ্রমজল কণিকার বিকাশে ধাহার মুখচন্দ্র বিকাশমান ও ইত্যন্ততঃ প্রক্ষিপ্ত
জলধারায় যিনি আদ্রপ্রায়, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র যেন স্নানকলা অর্থাৎ
সস্তরগাদি ক্রিয়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিরাজমান হইলেন ॥৪৮॥

স্বয়মপি নিজভক্তপাণিপদ্মাদৃষ্টমপি গৃহ জলেন পূর্ণপূর্ণম্ ।
সরভসমবকীৰ্য্য চাবকীৰ্য্য প্রাঘমপূরি ঘনং ঘনো যথা সং ॥৪৯॥

কচন জলকণাভিচূষিতাজ্জঃ কচন চ কৰ্দমখেলয়া বিমুক্তঃ ।
অভিনবসরসীবিলোড়নোথঃ সতু জলকুঞ্জরবস্তদা ররাজ ॥৫০॥

সলিলপটলসেকতোহভিতাম্যং সদরুণচেললসন্নিতম্বশোভঃ ।
দিনকরভয়মগ্নশাস্ক্যমেঘাবৃত ইব মেরুরয়ং তদা ররাজ ॥৫১॥

কতি কতি ন ঘটাস্তদা বভঞ্জুঃ কতি কতি নো পুনরায়যুচ্চ তত্র ।
কতি কতি ন জ্ঞানি চাহ্তানীত ইত ইতঃ কতিবাতবল্ল নত্বঃ ॥৫২॥

নিরবধি কলসৈশ্চ লোচনৈশ্চ প্রস্মরহর্ষভরৈঃ কিরন্তু আপঃ ।
বভূরতিরহসান্তরাস্তরা চ স্মৃটজয়নাদজুষো ঘনা ইবৈতে ॥৫৩॥

গৌরচন্দ্র নিজ ভক্তের করকমল হইতে সমধিক জলপূর্ণ ঘট গ্রহণ করিয়া
বারম্বার নিক্ষেপ করিয়া বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠকে সাতিশয় পূর্ণ করিলেন, সুতরাং
ঐ পূর্ণ করণ মেঘের স্তায় অর্থাৎ মেঘ বর্ষণে বেক্রপ হয় তদ্রূপ হইল ॥৪৯॥

গৌরচন্দ্র কোন স্থানে জল কণিকায় অভিষিক্তাজ এবং কোথাও কৰ্দম
খেলায় বিমুক্ত হইয়া যেন অভিনব সরোবরের বিলোড়ন ক্রিয়া হইতে
সমুখিত জলহস্তির স্তায় তৎকালে বিরাজমান হইতে লাগিলেন ॥৫০॥

জলরাশির সমধিক অভিষেচন হেতু উৎকৃষ্ট অরুণবসন সিক্ত হওয়ায়
ঐহার নিতম্বশোভা উল্লসিত হইতেছে, এতাদৃশ গৌরচন্দ্র যেন সূর্য্যভয়াভিতুত
নিবিড় মেঘমালায় আবৃত সূমেরু পর্ব্বতের স্তায় শোভমান হইলেন ॥৫১॥

তৎকালে কত কত ঘটই না ভঙ্গ হইয়াছিল ? কত কত ঘটই বা আগত
হয় নাই, কত কত জলই না আহত হইয়াছিল ? ইত্যন্ততঃ কত নদীই বা না
হইয়াছিল ? ॥৫২॥

এই সমস্ত ভক্তগণ কলস ও হর্ষপূর্ণলোচনদ্বারা জলবর্ষণ করিয়া অর্থাৎ
নেত্রে আনন্দাশ্রুর সহিত জলসেচন করিয়া সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে যেন প্রস্ফুট
জয়ধ্বনির ঘোষণা করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৩॥

নিরবধি সলিলাভিষেকতিম্যংকরনিকরা বরবারণা ইবৈতে ।

উপপুরি বিবভুঃ প্রভোঃ সমীপে ন সুখচয়ন্তু মমৌ জগত্যমীষাম্ ॥৫৪॥

অথ সকলপুরং বিশোধ্য সিংহাসনমপি নির্ভরদৌতমাবিধায় ।

বহিরগমদয়ং স চত্বরাস্তঃ প্রভুরসকৌ রসকৌতুকী সদৈব ॥৫৫॥

অথ সুবিহিতপঙ্ক্তিম্ পবিশ্য প্রভুরধি চত্বরমেকতঃ ক্রমেণ ।

অতিশয়মৃদুলাঙ্গুলীভিরঙ্গৈঃ স ইত ইত্যঙ্গশর্করা নিরাস ॥৫৬॥

অধিধরণি নিপাত্য ভূরিলীলো ললিতবহির্বসনং ত্বরায়ুতঃ সঃ ।

বিহিতপণফলং বলাজ্জিগীষূর্ন কতি তৃণানি শর্করাশ্চ জহে ॥৫৭॥

ক্রমত ইত ইতঃ সমস্তলোকাস্ততৃণলোষ্ট্রচয়ং বিলোক্য নাথঃ ।

ইয়দিয়দিয়দেব যদ্ববস্তিস্তদিহ পরাজিতমিত্যথেলয়ং সঃ ॥৫৮॥

নিরবধি সলিলাভিষেক দ্বারা ক্লিশহস্ত গজরাজের আয় ভক্তগণও ক্লিশবাহ হইয়া পুরী সমীপে প্রভুর নিকটে শোভিত হইতেছিলেন, কিন্তু এই ভক্তদিগের সুখ সমূহের পরিমাণ হইল না ॥৫৪॥

রসকৌতুকী গৌরসুন্দর সমস্ত গুণ্ডিচাগৃহ বিশোধন করিয়া এবং সিংহাসনও উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বহির্ভাগে অঙ্গনमध्ये গমন করিলেন ॥৫৫॥

গৌরচন্দ্র অঙ্গনमध्ये সুবিহিতপঙ্ক্তি অর্থাৎ শ্রেণীভূত ভক্তগণের একদিকে উপবেশন করিয়া অতিশয় মৃদুল অঙ্গুলীদ্বারা যথাক্রমে তৃণ ও শর্করাসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥

প্রচুর লীলাশালী গৌরচন্দ্র ত্বরায়ুক্ত হইয়াও ধরণীতলে মনোহর বহির্বাস পাতিত করিয়া পণফল দান বিধান করিয়া জিগীষু হইয়া অনেক তৃণাদি দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৭॥

গৌরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ইত্যন্ততঃ সমস্তলোক কর্তৃক আহততৃণ ও লোষ্ট্রচয় অবলোকন করিয়া এই পরিমাণ, এই এই পরিমাণ, এই পরিমাণ, যখন

ইতি সকলগৃহস্থ চত্বরাশুঃ প্রতিপুরগোপুররথ্যমসৌ বিশোধ্য ।
অতিরভসভরালসাস্তুরাশ্মা স নিজজ্ঞনৈর্নিজকীর্তনং ততান ॥৫৯॥

সহজপরমসুস্বরাস্ত এতে প্রভুপুরতঃ প্রভুনর্ভনে তথৈতে ।
যদথ জগুরুদার চারুধীরং তদিহ জনঃ পরিবর্ণয়েদহো কঃ ॥৬০॥

অতিশয় ললিতাতিদীর্ঘদীর্ঘস্বরপরিপূরিতকিন্নরৌষকর্ণাঃ ।
পুলকবিকলিতাঃ স্মৃৎকৈকপূর্ণাঃ প্রভুনটনে জগুরেত একচিত্তাঃ ॥৬১॥

অতিরভসভরেণ জামুহুংক্ষেপণপরিজ্জ্বলিতদীর্ঘরোমহর্ষঃ ।
নিরবধিগলদশ্রুবৃন্দধৌতাখিলতমুরুল্লসিতো ননর্ভ গৌরঃ ॥৬২॥

তোমরা আহরণ করিয়াছ, তখন তোমরা পরাজিত হইয়াছ, এই বলিয়া ক্রীড়া
করিতে লাগিলেন ॥৫৮॥

এইরূপে সেই গৌরচন্দ্র সকল গৃহের অঙ্গনপ্রাস্ত এবং প্রত্যেকপুরের
গোপুর ও প্রত্যেক পথ সংশোধন করিয়া দৃষ্টান্তঃকরণে অলসাব্রিত হইয়া
নিজ জনের সহিত নিজ নাম সঙ্কীর্তন বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

প্রভু নৃত্য করিলে পর স্বভাবতই মহাসুস্বর ভক্তগণ প্রভুর অগ্রে তদ্রূপই
নৃত্যারম্ভ করিলেন এবং অতি সুশ্রাব্য ও সুধীরস্বরে যেরূপ গান করিতে
লাগিলেন, অহো ! সেই গান এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সম্যক্রূপে বর্ণন
করিবে ? ॥৬০॥

অতিশয় সুন্দর ও সুদীর্ঘ স্বরপূরিত কিন্নরগণের ঝায় বাঁহাদিগের কর্ণ
এবং বাঁহারা একমাত্র সুখেতে পরিপূর্ণ সেই একান্ত চিন্ত ভক্তগণ পুলকাকুল
কলেবর হইয়া প্রভুর নৃত্যাবসানে গান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬১॥

অত্যন্ত হর্ষভরে জাহ্নু ও বক্ষঃস্থল বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বাঁহার সুদীর্ঘ পুলক
হইতেছে এবং নিরবধি বিগলিত অশ্রুধারায় বাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত
হইতেছে, সেই গৌরসুন্দর উল্লসিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

- ଜଳିତକଳଗଭୀରହସ୍ତ ଶ୍ରୀନାମ ଶତମତିହର୍ଷଭରେଣ ଚାରୁ କୁର୍ବନ୍ ।
 ଶ୍ରୀମପି ଚ ଲଘୁ ଶ୍ରୀମପି ଶ୍ରୀମପି ମହରମାତ୍ରମମନର୍ତ୍ତ ॥୬୩॥
- ଶ୍ରୀମପି ନିଜଦେହନିର୍ବିଶେଷଃ ଜନମବିରାମରମେନ ନର୍ତ୍ତୟନ୍ ସଃ ।
 କରତଳକଳନାଦମାଧୁରୀଭିଃ ପ୍ରମୁଖରୟନ୍ କକୁଭୋ ଜଗୋ ଗଭୀରମ୍ ॥୬୪॥
- ଶ୍ରୀମପି ପରିପଞ୍ଚାତି ପ୍ରହସ୍ତଃ ଶ୍ରୀମପି ଗାୟତି ନୃତ୍ୟାତି ଶ୍ରୀମପି ।
 ଶ୍ରୀମଜ୍ଜଳନୟନାଶ୍ରମପଦ୍ମବ୍ୟାତିକରଳକରଚିର୍ବତୋ ମ ନାଥଃ ॥୬୫॥
- ଶ୍ରୀମପି ପୁରପରିମାର୍ଜନାବସାନେ ନଟନକଳାଂ ଚ ବିଧାୟ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରଃ ।
 ଅଥ ସରସି ବିହର୍ତୁକାମ ଏସ ଭ୍ରମଭରନିଃସହଦେହ୍ୟଷ୍ଟିରାସୀଂ ॥୬୬॥
- ଶ୍ରୀମପି ମୁହୂର୍ତ୍ତଶୀତଳସ୍ଥଳାନ୍ତଃ ସ୍ବଜନଗଣେନ ପରିଶ୍ରମାପନ୍ନତ୍ତ୍ୱେ ।
 ସରଭସମୁପବିଷ୍ଠ ସଂକଥାଭିର୍ମଧୁରମୁଖୋବିଲଲାମ୍ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରଃ ॥୬୭॥

ତିନି ମନୋହର ଅମ୍ବୁଟ ମଧୁର ଅଥଚ ଗଭୀର ଶତ ଶତ ହସ୍ତକରେ ହର୍ଷଭରେ ଶୁନ୍ଦର କରିয়া କখনଓ ଲଘୁ, କখনଓ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏବଂ କখনଓ ବା ମହରଭାବେ ଭ୍ରମଣ କରିয়া ନୃତ୍ୟ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୬୩॥

ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କখনଓ ବା ନିଜଦେହ ନିର୍ବିଶେଷ ଅର୍ଥାଂ ନିଜାତ୍ମସଦୃଶ ଭକ୍ତଜନକେ ଧାରାବାହିକ ଆନନ୍ଦରସଦ୍ବାରା ନୃତ୍ୟ କରାହୁଁ ଏବଂ କରତଳୋପିତ ଶୁଭଧୁର ନାଦେର ମାଧୁରୀତେ ଶବ୍ଦିତ କରିয়া ଗଭୀରସ୍ବରେ ଗାନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୬୪॥

ଅମଞ୍ଜଳ, ନେତ୍ରଜଳ ଏବଂ ବର୍ଷାପଦ୍ମ ସମୂହେ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ତି ଲାଭ କରିଷା ଏତାଦୃଶ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରିଲେନ ଯେ, କখন ପ୍ରହସ୍ତ ହୁଁ ଏବଂ କখন ଶ୍ରୀମପି କରିତେଲେନ, କখন ଗାନ କରିତେଲେନ ଏବଂ କখন ବା ନୃତ୍ୟ କରିତେଲେନ ॥୬୫॥

ଏହିରୂପେ ଶୁଦ୍ଧିଚାଗ୍ରହ ମାର୍ଜନେର ପର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନୃତ୍ୟାକୌଶଳ ବିସ୍ତାର କରିଷା ତତ୍ପରେ ସରୋବରେ ବିହାର କାମନା କରିଷା ଭ୍ରମଣାତିଶୟେ ଅତୀବ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଁଲେନ ॥୬୬॥

ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଅମାପନୋଦନେର ଜଞ୍ଜ ସ୍ବଜନଗଣେର ସହିତ ଶ୍ରୀମକାଳ ସୂତ୍ର ଓ ଶୁଶୀତଳ ସ୍ଥଳମଧ୍ୟେ ଉପବିଷ୍ଠ ହୁଁ ଏବଂ ମଧୁରମୁଖେ ସଂକଥାର ଆଲୋଚନା ଅତିଶୟ ଶୋଭା ପାହିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୬୭॥

জলবিহরণবাঞ্ছয়া ততোহসৌ সহ নিজভক্তচর্যৈঃ পুরঃ সরস্য়াম্ ।
লঘু লঘু বিচলন শ্রমালসাক্ষঃ সুখমতনোং পরিপশ্যতাং দৃশোঃ স ॥৬৮॥

সুচিরমথ বিলাসবারিখেলাবিধিমভিশীতলশীতলাঙ্গযষ্টিঃ ।
সহ নিজজনসঞ্চয়েন তীরং সরসমুপেত্য সুবাসসী দধার ॥৬৯॥

তদনুচ নরসিংহদেবমেত্য প্রমুদিত এব ননাম গৌরচন্দ্রঃ ।
তদনু চলিতুমুত্ততন্তুথৈব প্রতিপদমুল্লসিতাজিঘ্রপদ্য আসীৎ ॥৭০॥

অথ সকল জগজ্জনস্য নেত্রোৎসবকরমাননপদ্মমীশ্বরস্য ।
অসিতগিরিবিশেষকস্য পক্ষান্তুরিতমদর্শি সমং জনৈশ্চ তেন ॥৭১॥

চিরবিরহকৃতোপবাসতৃষ্ণাকুলিততমেন বিলোচনেন নাথঃ ।
গতনিমিষমপি প্রলোচ্য নাসীৎ সপদি তদাননচন্দ্রমাত্রতৃষ্ণিঃ ॥৭২॥

জলবিহার বাসনায় স্বীয় ভক্তগণের সহিত অত্রৈই সরোবরমধ্যে গমন
করিয়া পরিশ্রমে অলসাক্ষ হইয়া এবং সেই সরোবরকে দেখিয়া নেত্রযুগলের
আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৬৮॥

গৌরমুন্দের সুচিরকাল বিলাসপূর্বক জলকেলিতে শীতলাঙ্গ হইয়া এবং
নিজ ভক্তগণের সহিত সাহুরাগে তীরভূমিতে উপস্থিত হইয়া মুন্দের বস্ত্রযুগল
অর্থাৎ উত্তরীয় ও পরিধেয় ধারণ করিলেন ॥৬৯॥

গৌরচন্দ্র নরসিংহদেবের নিকট আগমন করিয়া প্রমুদিতচিত্তে প্রণাম
করিলেন এবং তদনন্তর তথা হইতে সেই প্রকার চলিতে উত্তত হইয়া
প্রতিপদবিছাসেই পাদপদ্মে উল্লসিত হইতে লাগিলেন ॥৭০॥

অসিতগিরি অর্থাৎ নীলাচলের তিলক ঈশ্বর গৌরমুন্দের সকল
জগজ্জনের নেত্রানন্দকর আনন্দপদ্মকে তৎপরে জনগণ পক্ষান্তরিত অর্থাৎ
একপক্ষকাল পরে যুগপৎ দর্শন করিলেন ॥৭১॥

গৌরচন্দ্র চিরবিরহে কৃতোপবাস অর্থাৎ স্বীয় দর্শনক্রিয়া শূন্য এবং তৃষ্ণা-
কুলিতলোচনে নির্নিমেষ হইয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার কেবল
মুখচন্দ্রদর্শনেই পরিতৃপ্ত হইলেন না ॥৭২॥

অভিনবঘনরাগরম্যমূর্ত্তা বিগতনিমেষসতৃষ্ণলোচনাজ্ঞৌ ।

অসিতশিখররত্নগৌরচন্দ্রৌ রহসি তদা সদৃশৌ বভূবতুঃ স্ম ॥৭৩॥

অখিলজনমুখোদগতৈঃ সমস্তাজ্জয় জয় দেব জয়েতি রম্যশব্দৈঃ ।

মুহুরদয়িতহস্তবীচিপূরৈরপর ইবাজনি তত্র বারিরাশিঃ ॥৭৪॥

সকলজনসমূহমেব জিত্বা মুহুরতুলোচ্ছিতকায়যষ্টি শোভঃ ।

• বিমলদৃশদিভোগমণ্ডপান্তে পরিকলয়ন্নুপতস্থিবান্ পরেশম্ ॥৭৫॥

নয়নজলঝরৈঃ পদারবিন্দদ্বয়নখচন্দ্রমসঃ পবিত্রয়ন্ সঃ ।

• ন হি জগতি দুরাপমেতদন্যৎ কিমিতি তদাভিসিষেচ সোহজিষ্ম পদম্ ॥৭৬॥

নয়নযুগমুবাহ শোণপদ্মশ্রিয়মতি কুটালতাং ততঃ শরীরম্ ।

অসিতগিরিশুধাংশুবক্ত্রচন্দ্রং রহসি বিলোকয়তোহস্ম নিস্পৃহস্ম ॥৭৭॥

অসিতগিরিশিখররত্ন জগন্নাথদেব ও গৌরচন্দ্র এই উভয়েই তৎকালে নির্জনে সদৃশ হইলেন, কারণ উভয়েই অভিনব ঘনরাগ অর্থাৎ নিবিড় রক্তিমায় রমণীয় মূর্ত্তি ও নিমেষ না থাকায় উভয়ের সতৃষ্ণ লোচনাজ্ঞ অর্থাৎ দর্শনার্থ নেত্রকমল অভিলাষ যুক্ত হইল ॥৭৩॥

নিখিল জনের সর্বতোভাবে মুখোদগত “জয় জয়, জয় দেব” এইরূপ স্তুত্ৰাব্য শব্দ দ্বারা এবং পুনঃ পুনঃ উত্তোলিত হস্তরূপ বীচিপূর অর্থাৎ তরঙ্গমালা দ্বারা সেই স্থানে যেন অপর একটি জলরাশি সমুদ্রই উৎপন্ন হইল ॥৭৪॥

নিরুপম ও সমুন্নত অঙ্গযষ্টিদ্বারা স্বাহার সমধিক শোভা হইয়াছে সেই গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে বারম্বার জয় দিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া ভোগ-মণ্ডপ সমীপে সুবিমল শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন ॥৭৫॥

গৌরচন্দ্র নয়নগলিত জলঝরদ্বারা পাদপদ্মযুগলের নখচন্দ্রকে পবিত্র করিয়া “জগন্মণ্ডলে ইহা ভিন্ন আর কিছুই দুর্লভ নয় অর্থাৎ এই পাদপদ্মই ‘দুর্লভ’ এই জানেই কি চরণারবিন্দকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

অসিতগিরিশুধাংশু অর্থাৎ নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথদেবের মুখচন্দ্রকে নির্জনে

ইতি সত্ৰ জগদীশ্বরোহসিতাদ্রৌ মধুরতত্ৰঃ দশপঞ্চবাসরাস্তে ।

অবসরমবগম্য বাসরৈকং সহ রময়া রমণেচ্ছয়া নিনায় ॥৭৮॥

অপরদিবস এষ নীলচন্দ্রো দ্বিগুণিতভোজনহৃষ্টপুষ্টিদেহঃ ।

পরমরুচিমনোহরোহৃভবিষ্যদ্রথবিজয়োৎসবকৌতুকৌ ররাজ ॥৭৯॥

অয়মসিতমহীপ্রনীলরত্নং সকলরসাস্বাদিতো মহাবিলাসী ।

অনুকৃতসকলাবতারলীলঃ সততমনুগ্রহবান্ স্বকীয়লোকে ॥৮০॥

নিজজনমভিসংকুপাভিরার্জঃ স্বয়মনুবৎসরমেব গুণ্ডিচায়াম্ ।

ব্রজতি সমনুদীয় তত্র লক্ষ্মীং রহসি মিথঃ দশপঞ্চবাসরেণ ॥৮১॥

পথি মৃত্যুসিকতাসমুহরম্যে যত্নভয়তো বিবিধক্রমাদিরম্যঃ ।

উপবননিচয়ঃ স এষ বৃন্দাবন-পরমশ্রুতিকুজ্জগন্মনোজ্ঞঃ ॥৮২॥

দর্শন করিয়া স্পৃহাশূন্য গৌরচন্দ্রের নেত্রযুগলরক্তপদ্মের শোভা ধারণ করিল
এবং শরীর কুটুমল অর্থাৎ মুকুলের স্থায় হইল ॥৭৭॥

মধুরকাস্তি জগদীশ্বর জগন্নাথদেব এইরূপে নীলাচলে পনের দিবসের পর
অবসর পাইয়া রমার সহিত রমণেচ্ছায় একদিবস বাপন করিলেন ॥৭৮॥

এই নীলাচলচন্দ্র অপর দিবসে দ্বিগুণ ভোজনে হৃষ্টপুষ্টি দেহ এবং পরম-
কাস্তি দ্বারা মনোহর হইয়া ভবিষ্যৎ রথযাত্রার উৎসবে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭৯॥

যিনি সকল লীলাবতারেরই অনুকরণ করিয়াছেন এবং স্বীয় ভক্তজনে
যিনি সতত অনুগ্রহ করেন, সেই সকল রসের রসিক মহাবিলাসী নীলাচলরত্ন
জগন্নাথদেব নিজজনের প্রতি সতত রূপারসে আর্জ হইয়া স্বয়ং প্রতিবৎসর
গুণ্ডিচাগৃহে নির্জনে লক্ষ্মীদেবীকে বিশেষ বিশেষ অহ্নয় করিয়া পরম্পর পনের-
দিবসে গমন করেন ॥৮০॥৮১॥

কোমল বালুকাসমূহে রমণীয় পথের উভয়পার্শ্বে যে বিবিধ ক্রমাদিতে
জগন্মনোজ্ঞ উপবন সকল “সেই এই” বৃন্দাবনের পরমশ্রুতি উদ্ভাবন

ইতি রথবিজয়চ্ছলেন বৃন্দাবনচলিতানুবিধানদন্তচিন্তঃ ।

উপবননিচয়ে বিহারবাঙ্গাকুলিত উবাচ পুরা যদেষ গৌরঃ ॥৮৩॥

বিহরতি রথযাত্রয়া পরেশঃ সুখমনুভূয় পুনঃ স গৌরচন্দ্রঃ ।

উপবনমধি তত্র তত্র বৃন্দাবনরমিতানুমিতানি সন্তনোতি ॥৮৪॥

* স্থিতবতি সতি নীলশৈলরত্নে নবদিবসেন হি গুণ্ডিচাগৃহাস্তঃ ।

উপবন-পবনানুপাতপূতো বিলসতি গৌরশশীরাসুরাশিঃ ॥৮৫॥

অথ বিজয়রসোৎসুকো নিশান্তে পরিহিতস্নহনোচিতপ্রকাশঃ ।

* অবতরনমিষেণ নীলচন্দ্রো রুচিরমহাসনতো গিরেঃ শশীব ॥৮৬॥

বিরচিতরুচিরাবতারমধ্যে সহজপদাদিজয়ী স গৌরচন্দ্রম্ ।

কনকময়মিব ক্ষিতিক্ষিদগ্র্যং নিজপুরতঃ স্থিতমেব মন্যতে স্ম ॥৮৭॥

করিতেছে, এই কথা বলিয়া সেই উপবনসমূহে গৌরচন্দ্র এই পূর্বোক্ত রূপ রথ-বিজয়চ্ছলে বৃন্দাবনাগত অমুকরণ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া বিহার বাঙ্গায় আকুল হৃদয় হইলেন ॥৮২॥৮৩॥

পরমেশ্বর গৌরচন্দ্র মহানন্দ অমুভব করিয়া পুনর্বার রথযাত্রায় বিহার করিতে লাগিলেন, তথা উপবন দর্শন করিয়া সেই স্থানে স্থানে বৃন্দাবনের নিরুপম রমণীয়তাও বিস্তার করিলেন ॥৮৪॥

নীলাচলরত্ন জগন্নাথদেব এদিকে নয়দিবসে গুণ্ডিচা গৃহমধ্যে অস্থির হইলে পর রসসাগর গৌরচন্দ্র উপবনের বহমান পবনের সঞ্চলনে পুতাজ হইয়া বিলাসানন্দ অমুভব করিতে লাগিলেন ॥৮৫॥

নীলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথদেব রাত্রিশেষে স্নহনোচিত অর্থাৎ যুদ্ধোপযুক্ত কবচ-বর্মাদি ধারণপূর্বক বিজয়োৎসবে উৎসুকচিন্ত হইয়া পর্বত হইতে অন্তাচল-চুড়াবলম্বি শশধরের তায় মহাআগন হইতে অবতরণের ইচ্ছা করিলেন ॥৮৬॥

বিজয়কারী শ্রীজগন্নাথদেব স্বস্থান হইতে মনোহর পাদবিক্ষেপ মধ্যে অর্থাৎ তৎকালেই গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া যেন নিজের অগ্রস্থিত সুবর্ণময় মহাশৈলের স্তায় জ্ঞান করিলেন ॥৮৭॥

অথ ধরনিষু ক্রমাত্তপেতঃ কশিপুচ্যৈবিহিতাপ্লুতিঃ সমস্তাং ।

প্রতিভমিব শশী ব্রজন্ বিরেজে হ্যতিসমুদায়বিদূরিতান্ধকারঃ ॥৮৮॥

ক্রমত ইত ইতঃ পদানি জিষ্ণুঃ কশিপুযু নিক্ষিপতি ক্ষণাদথৈষঃ ।

দ্রুতসুরপতিরত্নসাগরোর্মিপ্রচয়রুচিং বিজিগায় তৎ প্রকামম্ ॥৮৯॥

কটিতটপরিবন্ধপট্টডোরদিতয়-বিজ্জ্বলিত-সেবকাবহৃষ্টঃ ।

স জয়তি কিমু নাভিপদ্মনালদ্বয়জবিধাতৃসভা রহঃ সমস্তাং ॥৯০॥

উপরি পরিধৃতাতপত্রবৃন্দৈর্মুখশশিসেবনতৎপরেন্দুরূপৈঃ ।

নিরবধি স্তম্ভনঃসমূহবৃষ্ট্যা সিতরণভূরপি নীলশৈলনাথঃ ॥৯১॥

অনুসরতি পুরো যথাসিতেন্দুঃ কিমপি তথাপসরত্যসৌ শচীজঃ ।

অভিমুখমভিগচ্ছতোস্তয়োস্তৎ সুললিতকন্দুকবিভ্রমং বভার ॥৯২॥

প্রতিনক্ষত্রে হ্যতিমালায় অন্ধকার বিনাশকারী শশধরের হায
শ্রীজগন্নাথদেব ধরণীমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া কশিপুচ্য অর্থাৎ বসনাবৃত গদি
পরম্পরায় সম্যক্রূপে লক্ষ প্রদান করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮৮॥

এই বিজয়ী শ্রীজগন্নাথদেব যথাক্রমে ইতস্ততঃ পাতিত শয্যাতে পাদবিক্ষেপ
করিতে লাগিলেন এবং তাদৃশ পাদবিক্ষেপ করায় গলিত ইন্দ্রনীলমণিসাগরের
উর্মিমালা ও কাস্তিকে বিশেষরূপে জয় করিলেন ॥৮৯॥

কটিতটে পরিহিত পট্টডোর দুইটি দ্বারা যিনি সেবকবর্গকে প্রফুল্লিত
করিতেছেন, সেই বৃষ্টমণা জগন্নাথদেব নাভিপদ্মের মৃণালমুগল হইতে সজুত
বিধাতৃসভা অর্থাৎ প্রজাপতিগণকেই কি নির্জনে জয় করিতেছেন ? ॥৯০॥

প্রভুর মুখচন্দ্রের উপাসনাপরায়ণ চন্দ্রস্বরূপ উপরিধৃত ছত্রসমূহ এবং
নিরবধি পুষ্পবৃষ্টিতে শৈলরাজ নীলাচলও যেন শ্বেতবর্ণ রণক্ষেত্র হইয়া
উঠিল ॥৯১॥

অসিতেন্দু জগন্নাথদেব বেক্রপ অনুসরণ করিতেছেন, তেমনি শচীনন্দন
গৌরচন্দ্রও কিছু অপসরণ করিতেছেন, অতএব অভিমুখে উভয়ে গমন করিয়া
তন্মধ্যে গৌরচন্দ্রই কন্দুকক্ৰীড়ার বিলাস ধারণ করিলেন ॥৯২॥

অসিতগিরিপতির্থথা স্বভূত্যেঃ পরিকলিতঃ স তথৈব গৌরচন্দ্রঃ ।

সূরপতিমনিহেমরত্নভাসৌ জনচয়লক্ষ্যতনু বভূবতুস্তৌ ॥৯৩॥

কচিদয়মপি গৌরচন্দ্রভাসা ভবতি স্ববর্ণরুচিস্তথৈব সোহপি ।

জগতি তদুভয়োঃ সিতেতরাদ্রেঃ পরিবৃঢ়তা পরিতঃ প্রকাশিতাসীৎ ॥৯৪॥

গজপ্লুতিকরদণ্ডখণ্ডখণ্ডীকৃত সকলারিরশেষবিস্ত্রহর্তা ।

কৃপাতিগণপতিঃ প্রতাপরুদ্রো রবিরিব যঃ প্রতপত্যসৌ সদৈব ॥৯৫॥

সতু লঘুতরসেবকায়মানঃ করকলিতামলহৈমমার্জনীকঃ ।

কিমপি তদুভয়োर्वিহারলীলাং পরিকলয়ন্ গতসর্বচেষ্ট আসীৎ ॥৯৬॥

(বৃগ্নকম্)

সততমূভয়তোজ্জলনমহোক্ষা বিবিধ-মহাতপ-বিস্মৃত-ক্ষপাস্তুঃ ।

পটহপটলমণ্ডিভিমাঠৈরতিমহিমা সময়োহয়মেবমাসীৎ ॥৯৭॥

নীলাচলপতি জগন্নাথদেব যেক্ষণ নিজভূত্যে পরিবেষ্টিত, তজ্জপ গৌরচন্দ্র ও নিজভূত্যগণে পরিবেষ্টিত হইলেন, স্নতরাং সেই প্রভুঘরই যেন ইন্দ্রনীলমণি ও হেমরত্নকাস্তিরূপে জনসকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৯৩॥

জগন্নাথদেবও কখন গৌরচন্দ্রের কাস্তিতে স্বর্ণকাস্তি হইতেছেন এবং গৌরচন্দ্রও কখন জগন্নাথদেবের কাস্তিতে কৃষ্ণবর্ণ হইতেছেন এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রভু নীলাচল হইতে জগন্মণ্ডলে সম্যকরূপে প্রকাশিত হইলেন ॥৯৪॥

গজরাজের ডণ্ডাদণ্ড দ্বারা যিনি শৃঙ্গগণকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন এবং অশেষ বিঘ্নের যিনি হরণকারী ও নৃপতিমণ্ডলের যিনি প্রধান; তথা স্বর্ঘ্যদেবের স্থায় যিনি নিয়ত প্রতাপশালী, সেই রাজা প্রতাপরুদ্র অতীব ক্ষুদ্র সেবকের স্থায় হইয়া করকমলে সুনির্মল স্বর্ণমার্জনী গ্রহন করিয়া সেই নীলাচলচন্দ্রও গৌরচন্দ্রের অনির্বচনীয় বিহারলীলা দর্শনপূর্বক একেবারে চেষ্টাশূন্য হইলেন ॥৯৫॥৯৬॥

উভয়দিকে নিয়ত প্রজলিত মহোক্ষা অর্থাৎ অগ্নিশিখার বিবিধ মহাতপে যে সময়ে ক্ষপাস্ত অর্থাৎ মধ্যরাত্রও অরণ্য হইতেছে না, সেই সময়ট পটহপটল

ইতি রথনিকটং ব্রজন্ বিরেজে পরিকলয়ন্ পুরতঃ স গৌরচন্দ্রঃ ।

ইত ইত ইত এতদেতদেতৎ পরিকলনীয়মিতঃ স্বভৃত্যনাটৈঃ ॥৯৮॥

অথ রথমধিক্রুহ নীলশৈলপ্রভুরসকৌ রসকৌতুকী ররাজ ।

পরিণত ইব পূর্বপর্বতান্তে মধুমধুরো জলদাত্যয়ে হিমাংশুঃ ॥৯৯॥

ইতি পথি বিহিতেহপি সদ্ধিহারে রথমধিরোহতি নীলশৈলনাথে ।

নিজজননিচরৈঃ স গৌরচন্দ্রঃ স্পনবিহারচিকীর্ষয়া জগাম ॥১০০॥

অথ লঘুবিহিতাবগাহরম্যা প্রভুপুরতো মিলিতা বভুবুরেতে ।

স্বয়মপি বিহিতাপ্লবঃ প্রকামং মলয়জপঙ্কচরৈর্লিপে তাংস্তান্ ॥১০১॥

অর্থাৎ চকাসমূহ ও মণ্ডুভিগুয়াদি বিবিধ বাজে সমধিক মহিমাশালী হইয়া উঠিল ॥৯৭॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র পূর্বে রথের নিকট গমন করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া “এই স্থান হইতে ইহাই দেখিতে হইবে” নিজ ভক্তগণের এইরূপ বারম্বার উচ্চারিত কোলাহল ধ্বনিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৯৮॥

জলধরগণের অবগান হইলে স্নমধুর শারদীয় পূর্ণশশধর যেক্রপ পূর্বশৈলের মধ্যে শোভা পাইয়া থাকেন, তদ্রূপ এই রসকৌতুকী নীলশৈলনাথ জগন্নাথদেবের রথাক্রূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৯৯॥

এইরূপে পথমধ্যে প্রশস্ত বিহারশালী নীলাচলনাথ রথারোহণ করিলে পর গৌরচন্দ্র নিজভক্তগণের সহিত স্নান বিহার করণেচ্ছু হইয়া গমন করিলেন ॥১০০॥

ভক্তগণ শীঘ্র অবগাহন করিয়া রম্যমূর্তি হইয়া প্রভুর অগ্রে মিলিত হইলেন এবং নিজে প্রভুও অবগাহন করিয়া মলয়জ চন্দনপঙ্ক দ্বারা সেই সেই ভক্তগণকে লেপন করিতে লাগিলেন ॥১০১॥

প্রথমমসকৃদ্বিতীয়ভাবোরসি রসিকঃ করপল্লবেন হৃষ্টঃ ।

মলয়রুহরসৈলিলেপ তস্মা দ্বিগুণিতমুৎসুকয়ন্ সরোমবৃন্দম্ ॥১০২॥

তদনুচ ভুবি নারদস্বরূপং দ্বিজকুলচন্দ্রমসং মহানুভাবম্ ।

তদনু তদনুজং ততস্তথান্মান্ ক্রমত ইতো মলয়োদভবৈলিলেপ ॥১০৩॥

তদনু সকলগায়নান্ বিশেষং প্রতিজনমেবমুরঃস্থলে কৃপালুঃ ।

শ্রীমদভরভরালসাজ্জযষ্টির্নটিনকলাকুলিতো লিলেপ তৈতস্তে ॥১০৪॥

যেঁ তে শ্রীবাসরামৌ স্বরবিজিতপিকৌ বাসুদেবো মুকুন্দঃ ।

শ্রীমদ্দামোদরাখ্যো যতিরিতি জগতি খ্যাতবান্ প্রেমপুঞ্জঃ ।

শ্রীমদ্বক্রেখরশ্চ প্রথিতগুণগণঃ শ্রীলদামোদরোহসৌ ।

ভূমীগীর্বাণমুখ্যস্তদনু স্মমধুরঃ কোহপি নারায়ণাখ্যঃ ॥১০৫॥

রসিকচূড়ামণি গৌরচন্দ্র হৃষ্ট হইয়া প্রথমত অদ্বিতীয় ভাবযুক্ত বক্ষঃস্থলে
রোমরাজীকে দ্বিগুণতর উৎসুক করিয়া স্বীয় করপল্লব দিয়া চন্দ্রনরস সমূহ দ্বারা
লেপন করিলেন ॥১০২॥

যিনি পৃথিবীতে নারদ স্বরূপ সেই দ্বিজকুলচন্দ্র মহানুভাব শ্রীবাস পণ্ডিত
তথা তাহার অনুজ শ্রীরাম পণ্ডিত এবং তৎপরে অত্যান্ত ভক্তগণকে যথাক্রমে
চন্দ্রনদ্বারা লেপন করিলেন ॥১০৩॥

সমধিক আনন্দভরে বাহার অঙ্গযষ্টি অলসাদিত সেই কৃপালু গৌরচন্দ্র
নৃত্যকলায় আকুলিত হইয়া তৎপশ্চাৎ গায়কগণকে বিশেষরূপে এবং প্রত্যেক-
জনের বক্ষঃস্থলে মলয়জ রসদ্বারা লেপন করিলেন ॥১০৪॥

বাহারা স্বীয় কণ্ঠস্বরে কোকিলকে জয় করিয়াছেন, সেই শ্রীবাস পণ্ডিত
ও শ্রীরাম পণ্ডিত, বাসুদেব, মুকুন্দ এবং জগন্নাথুলে যতিরূপে প্রসিদ্ধ সেই
প্রেমপুঞ্জ দামোদর বিখ্যাত গুণরাশি শ্রীমান্ বক্রেখর, ভূম্বরশ্রেষ্ঠ শ্রীদামোদর,
স্মমধুর কোন একজন নারায়ণ নামক ভক্ত, মধুরমূর্তি শ্রীকান্ত, মকরধ্বজ,

শ্রীকান্তো মকরধ্বজঃ স্মধুরঃ শুদ্ধঃ শুভানন্দকঃ
 কালীনাথক-বল্লভো চ হরিদাসাখ্যো রঘুঃ শুদ্ধধীঃ ।
 এতাংস্তান্ সহসৈব চন্দনরসৈলিপ্তাস স্বয়ং শ্রীমতা
 গৌরাজেন দৃঢ়ং নিবধ্য বসনং শ্রীমৎকটীরোধসি ।
 আজাহুদ্বয়লম্বিপীবরভুজদ্বন্দ্বেন মন্দোল্লস-
 দ্রোমাঞ্চাঞ্চিতবিগ্রহেণ পরমাবিষ্টেন তৈর্নির্যযে ॥১০৬॥

অমলকরতালকপ্রকররম্যসন্মন্দিরা-
 স্বলঙ্কৃতকরাসুজাঃ পুলকবৃন্দসান্দ্ৰাঙ্গকাঃ ।
 অমী তদনু সত্বরং প্রতিপদং পদং নির্ভরং
 স্থলংপদসরোরুহাঃ সুখসমুদ্ভ্রমগ্না যযুঃ ॥১০৭॥

গোবিন্দস্মৃতিতং সমেত্য নিতরাং নৈকট্যমাসাদিতঃ
 পার্শ্বস্থঃ সুখসাগরেষু সততং মজ্জন্ প্রতপ্তে ততঃ ।
 এতে যে চ সমাগতাঃ প্রতিপদোল্লাসাকুলাঃ শ্রীযুজো
 নৈবাং হর্ষমুখাসুধিনিরবধিত্বা ক্রাণ্ডমধ্যেক্ষিতুম্ ॥১০৮॥

পবিত্র শুভানন্দ, কালীনাথ মিশ্র, বল্লভাচার্য্য, হরিদাস এবং শুদ্ধবুদ্ধি রঘু,
 এই সমস্ত ভক্তগণকে সহসাই চন্দনরসে লিপ্ত করিয়া এবং সুশোভন কটিতটে
 বসনকে সূদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিয়া, ষাঁহার পীবর বাহুগুল আজাহুলম্বিত এবং
 মন্দ মন্দ উল্লসিত রোমাঞ্চে ষাঁহার বিগ্রহ শোভিত সেই গৌরচন্দ্রে পরম আবিষ্ট
 হইয়া উল্লিখিত ভক্তগণের সহিত নির্গত হইলেন ॥১০৫॥১০৬॥

সুবহু করতালে রমণীয় উৎকৃষ্ট মন্দিরায় ষাঁহাদিগের করকমল স্পন্দ
 অলঙ্কৃত, পুলকবৃন্দে ষাঁহাদিগের অঙ্গ সান্ন এবং প্রত্যেক পাদবিজ্ঞাসেই
 ষাঁহাদিগের পাদপদ্ম স্থলিত হইতেছে এতাদৃশ অবস্থায় ভক্তগণ আনন্দসাগরে
 মগ্ন হইয়াই গৌরচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥১০৭॥

ইতিমধ্যে গোবিন্দ স্মৃতিগতিতে আগমন করিয়া নিকটবর্তী হইলেন
 এবং পার্শ্বস্থ হইয়াই সতত সুখসাগরে মগ্ন হইয়া তথা হইতে পুনরায় প্রস্থান

অথ মদমুগেন্দ্রালীলাবিলাসিপদক্রমঃ

প্রমদবিগলদ্বর্ষম্নানপ্রচায়কপদক্রমঃ ।

অনুপমসুখারোহাজ্রোমোদগমাঙ্কিতবিগ্রহঃ

পথি লঘু যযৌ গৌরস্তুজোনিরন্ত-রবিগ্রহঃ ॥১০৯॥

রথমভি বলদেবস্ত্রাগ্রতো গৌরচন্দ্রঃ

প্রমদমদমনোজঃ শ্রীবিরাজন্তনূকঃ ।

দ্রুতকনকমহীপ্রৈর্দণ্ডবদভূমিপৃষ্ঠং

সহ নয়নজলেন প্রেমতঃ প্রাপ ভূয়ঃ ॥১১০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥

করিলেন । এই সকল শ্রীমান্ ভক্তগণ প্রতিপদ বিজ্ঞানসে হর্ষাকুল হইয়া সমাগত হইলেন । ইহাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিলনা ॥১০৮॥

মদমন্ত সিংহগণের লীলাবিলাস যুক্ত যাহার পাদবিক্রম এবং অতিহর্ষে বিগলিত স্বর্ষজলে স্নানহেতু সিক্তপাদেই যিনি গমন করিতেছেন এবং নিরুপম সুখাবির্ভাববশতঃ রোমাঞ্চ দ্বারা যাহার বিগ্রহ শোভিত হইতেছে, সেই গৌরচন্দ্র নিজাপ তেজোরশিতে রবিগ্রহ অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলকেও যেন নিরন্ত করিয়া পথমধ্যে দ্রুতপদে গমন করিলেন ॥১০৯॥

আনন্দ ও মত্ততা সমুদ্ভূত মনোজ্ঞ শোভায় যাহার তহু বিরাজিত, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র অগ্রেই বলদেবের রথানুগে গমন করিয়া এবং মহাপ্রেমোদগত নেত্রজল দ্বারা আশ্রুত হইয়া বিগলিত কনকচল স্নানের ছায় গৌর-সুন্দর দণ্ডবৎ ভূমিপৃষ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ দণ্ডের ছায় ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥১১০॥

ষোড়শঃ সর্গঃ

অথ পুলকসমূহভ্রাজমানং প্ররোহ-
মুকুলকুলবিরাজৎকাঞ্চনদ্রুপ্রকাশম্ ।
মধুরমপঠতুচ্চৈঃ পীনমুনীয় বাহুং
কনকগিরিরিবাসৌ শৃঙ্গলগ্নাস্তরীক্ষঃ ॥১॥

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোহসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥২॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যত্নবরপরিষৎ সৈবদৌভিরশ্রমধর্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনম্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥৩॥

যাহার শিখরদেশ আকাশমণ্ডলকে ভেদ করিতেছে, তাদৃশ কনকগিরি-
শুমেরুর ভ্রায় শ্রীগৌরচন্দ্র অভিনব মুকুলমালায় বিরজিত কাঞ্চনবৃক্ষতুল্য
প্রকাশমান এবং পলকারাজিতে বিভূষিত সেই সমুদ্র ও স্থলভম বাহুগল
উন্নত করিয়া সুমধুর পাঠ করিতে লাগিলেন ॥১॥

যিনি বৃষ্ণিবংশের প্রদীপস্বরূপ, যাহার বর্ণ নবজলধরমেঘের ভ্রায় শ্যামল
এবং যিনি কোমলাঙ্গ ও যিনি পৃথিবীর ভারনাশ করিতেছেন, সেই
দেবকীনন্দন মুকুন্দ পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন ॥২॥

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্যামীরূপে নিবাস করিতেছেন, দেবকীতে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই কথা যাহার অপবাদ মাত্র, যিনি স্বাবর জন্মের
দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যত্নবর-পার্বদরূপ বাহুদ্বারা পৃথিবীর অধর্মনাশ করিয়া
ও হস্তমুখ দ্বারা ব্রজবনিতাগণের অনঙ্গবর্দ্ধন করিয়া জয়যুক্ত হউন ॥৩॥

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো ।

নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।

কিন্তু প্রেতান্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতান্ধে-

গোপীভর্তৃঃ পদকমলয়োদাসদাসানুদাসঃ ॥৪॥

ইতি নটনকলাদেঃ শ্রীলব্ধাবনেন্দোঃ

পরমমহিমবত্ত্বং নির্ভরার্ভো নিরুপ্য ।

অতিশয়করুণার্দ্ৰঃ প্রেমভক্তিং বিতম্ব-

ন্নয়মতিমধুরাক্ষো হর্ষপূর্ণো বভূব ॥৫॥

আক্ষোটা বামকরকক্ষতটীং করেণ রজ্যদ্বপূর্মধুরকোমলতাতিরম্যঃ ।

লীলাবিলোলমুখচন্দ্রময়ুখরোচিঃ শ্রীমচ্ছটাবল্যামলায়িতদিক্ণমূহঃ ॥৬॥

উচ্চৈর্মুহুর্জয়জয়েতি বিমুক্তকণ্ঠমুচ্চারয়ন্ সহ তনুরুহবৃন্দহর্ষৈঃ ।

মুষ্টিপ্রমেয়তনুমধ্যবিলাসবন্ধ-রক্তাস্বরদ্যতিবিড়ম্বিতবন্ধুজীবঃ ॥৭॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণী, গৃহপতি, বনস্থ অথবা যতি এই সকল জাতি ও আশ্রমमध्ये আমি কিছুই নহি, কিন্তু সমুচ্ছলিত পরমানন্দের সম্পূর্ণ অধাসাগর গোপীভর্তা। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্মদ্বয়ের দাস দাসের অনুদাস ॥৪॥

এইরূপে প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় করুণার্দ্ৰ হইয়া নৃত্যকৌশল মধ্যেই শ্রীলব্ধাবনচন্দ্রের মহামহিমত্ব অতীব মর্মস্পীড়িতচিত্তে নিরূপণ করিয়া প্রেমভক্তি বিস্তারপূর্বক অতিশয় মধুরাক্ষ ও হর্ষপূর্ণ হইলেন ॥৫॥

বাম করের কক্ষতটী অর্থাৎ বামবাহুগুলে হস্ত দ্বারা আক্ষোটন করিয়া রক্তাক্ষ, মধুরতা ও কোমলতায় যিনি সমধিক রমণীয় এবং যিনি লীলাবিলোল মুখচন্দ্রস্থিত ময়ুখকান্তির অশোভিত ছটায় দিক্ণমূহকে ঝলমল করিতেছেন তথা মুক্তকণ্ঠে মুহমূহঃ অত্যাচ্চ “জয় জয়” ধ্বনি করিতেছেন ও তৎসঙ্গেই ষাঁহার লোমাঞ্চ হইতেছে এক মুষ্টিতে যাহাকে বেঁটন করা যায় তাদৃশ কীণোদরে সবিলাসে পরিহিত অরুণ বসনের কান্তিধারা যিনি বন্ধুজীব

শ্রীমদ্বিলোচনজলাপ্লুতগৌরদেহঃ প্রত্যগ্রঘর্মকণিকাখচিতাস্রচন্দ্রঃ ।

উদামতাণ্ডবকলাকুলিতাজ্জভঙ্গঃ শ্রীমানথ স্বজনমধ্যমলংচকার ॥৮॥

(বিশেষকম্)

ঔত্থঙ্গেন নভস্থলং তরলয়ন্মার্গতুবিম্বং মুহু-

শ্চুধ্বন্ দেবসভাসভাজনবিধিং সংপাদয়ন্নির্ভরম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডান্তরসংস্থিতস্তা নয়নানন্দোৎসবোৎসাহকঃ ।

সাটোপং মুরবৈরিণো বিজয়তে লক্ষ্মীময়ঃ স্রন্দনঃ ॥৯॥

কৈলাসং নময়ন্নশেষবিধিনা মেরুং সহস্রির্ভরং

সোৎকণ্ঠং কিল বিদ্ব্যকং বিকলয়ন্ গৌরীগুরুং গ্লাপয়ন্ ।

অন্তঃ কোহপ্যধুনাবনৌ শিখরিণাং রাজেব কিং নিমিত্তো ।

ধাত্ৰা স্রন্দন ইত্যসৌ মুররিপুশ্রীমূর্ত্তিপীষুষভূৎ ॥১০॥

অর্থাৎ বাঁধুলী ফুলকে লঙ্ঘিত করিতেছেন। অশোভিত নেত্রযুগলপতিত জলধারায় বাঁহার গৌরদেহ আপ্লুত হইতেছে, অভিনব ঘর্মবিন্দুতে বাঁহার মুখচন্দ্র খচিত এবং বাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল উদ্ভগু নৃত্য করার আকুলিত হইয়া ভঙ্গপ্রায় হইয়াছে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন শ্রীগৌরচন্দ্র তৎপরে ভক্তমণ্ডলীকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৬॥৭॥৮॥

সমধিক ঔন্নত্যবশতঃ যে রথ আকাশমণ্ডলকেও চঞ্চল করিতেছে, সূর্যমণ্ডলকে মুহুমূহঃ স্পর্শ করিতেছে এবং যে দেবসভার সভাজন অর্থাৎ আনন্দ সম্যক্ বিধান করিতেছে তথা ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন অত্মস্থিত জনগণেরও নয়নানন্দোৎসবে উৎসাহ দান করিতেছে, সেই মুরবৈরী জগন্নাথদেবের রথ সর্গবে জয়যুক্ত হউক ॥৯॥

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তির অমৃতধারি এই রথকে বিধাতা ভূমণ্ডলে পর্বত সকলের অন্ত কোন এক অনির্বচনীয় রাজার তুল্যই কি নির্মিত করিয়াছেন? যেহেতু এই রথ কৈলাস পর্বতকেও নত করিতেছে, উৎকণ্ঠিত হইয়া বিদ্ব্যাগিরিকে বিকল করিতেছে এবং গৌরীগুরু পর্বতরাজ হিমালয়কেও গ্লানিযুক্ত করিতেছে ॥১০॥

উপংক্ষ্মাক্ষিসরোরুহাঞ্জলিপুটৈর্নালাদ্রিচূড়ামণেঃ ।
 শ্রীমূর্তিচ্ছুরিতামৃতানি পিবতামুল্লাসখণ্ডান্নাম্ ।
 নিষ্পন্দং পুলকাবলীবিলসতামানন্দমন্দাকিনী-
 কল্লোলৈঃ কিল তত্র তত্র ভবতামাসীন্মহানুৎসবঃ ॥১১॥

ভূয়ো ভূয়ঃ সমস্তাং সরভসমনসামাগতানাং বিশেষং
 তন্তুং সীমন্তিনোনামলিকবিকলিতৈঃ কত্রসিন্দূরপূরৈঃ ।
 সৈন্দূরীকর্তুমাসীদ্ভথপরিসরভূচ্চক্রনিষ্পীড়নেন
 ক্ষুদ্রাপি প্রায়শঃ সা প্রমুদিতমনসাত্মানমুৎকষ্টিতেব ॥১২॥

নৃত্যন্তু গৌরচন্দ্রং চরণসরসিজদ্বন্দ্ববিজ্ঞাসরম্যং
 দৃষ্ট্ৱ। দৃষ্ট্ৱ। প্রকামং সরভসমনসো ভ্রাতরন্তে রথস্থাঃ ।
 ভূয়োহংপূর্বিকাভিঃ প্রস্মরগতয়ঃ কোতুকেনাগ্রতোহমা ।
 জজ্বালাস্তত্র তত্র প্রমদমদভরান্নর্তনং কুর্ব্বতেব ॥১৩॥

উৎপন্ন নেত্রপদ্বরূপ অঞ্জলিপুটদ্বারা নীলাচল চূড়ামণি শ্রীজগন্নাথদেবের
 শ্রীমূর্তি রঞ্জিত অমৃতকে নিমিষশূন্য হইয়া পান করিয়া মহানন্দে ষষ্ঠ জীবন
 হইয়াছেন এবং আনন্দরূপমন্দাকিনীর মহাতরঙ্গে ষাঁহারা পুলকাবলী দ্বারা
 বিলাস পাইতেছেন, সেই শ্রীক্ষেত্রবাসি মহাত্মাগণের রথযাত্রা সময়ে মহান্
 উৎসব উপস্থিত হইল ॥১১॥

রথপরিসর ভূমি অর্থাৎ রথের গমনপথ চক্রনিষ্পীড়নে সম্যকরূপে ক্ষুদ্র
 হইয়া প্রমুদিত চিত্তে চতুর্দিক হইতে বিগলিত স্নানর সিন্দূর দ্বারা নিজাক্রকে
 সবিশেষ সিন্দূর বর্ণ করিতেই যেন উৎকণ্ঠিত হইল ॥১২॥

রথস্থ ভ্রাতৃত্রয় অর্থাৎ জগন্নাথ, বলরাম ও অুভদ্রা, ইহঁারা পাদপদ্বয়ুগলের
 বিস্তাশে রমণীয় নৃত্যকারি গৌরচন্দ্রকে সাভিলাষে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া
 ষষ্ঠচিত্ত হইলেন এবং অগ্রভাগে দ্রুতগামী পুরুষগণ বারম্বার অহংপূর্বিক
 অর্থাৎ আমি অগ্রে যাইব এইরূপ বাসনায় আরও সর্কোতুকে আরও দ্রুতগতি
 হেতু রথের অগ্র অগ্র ভূভাগে হর্ষ নির্ভরচিত্তে যেন নৃত্যই করিতেছে ॥১৩॥

আরুন্ধন দিক্‌করীন্দ্রোংকরকরবিবরণ সাধু চক্ষুঃসহস্রং
কুর্ব্বমৈরাবণেশং পলিতবিলসিতা দেবতাস্তত্র কুর্ব্বন ।
সেতুভ্রান্তিঃ পয়োদেঃ পুনরপি রচয়ন্মেবমুজ্জ্বন্ততেহসৌ
প্রোক্ষীলচ্চক্রচক্রোদলনবিস্মরোদ্ধুতধূলীপ্রবাহঃ ॥১৪॥

কূর্ম্মো মর্ম্মব্যথোভূৎ ফণিপতিরসকৌ শীর্ষতঃ শীর্ষমধ্যং
ভূয়োভূয়ো ধরিত্রীং নয়তি নতশিরা জীর্ণমণ্ডং বভূব ।
বেলালোলৈঃ পয়োভিশ্চিরমিব জলধিঃ ক্ষীর্ণমর্যাদ আসী-
ত্তত্রোৎসুক্যেন নীলক্ষিতধরতিলকে প্রস্থিতে গুণ্ডিচায়াম্ ॥১৫॥

রাজস্তাং তত্র তাস্তাঃ সুরপতিপরিষৎকম্পলক্ষ্মীরোধঃ
কৃহ্মা কৃহ্মা মুরারেরথ রথবিজয়ে ভূতয়ো রত্নভাজঃ ।
তত্তাদৃগ্‌ভূষণাঢ্যঃ স্বয়মপি ভগবান্ সম্যগুজ্জ্বন্ততাং স
শ্রীমান্ কিস্তেষ নৃত্যমখিলজনমনোরুদ্ধগৌরাজ্জলঃ ॥১৬॥

সবিকাশ চক্রসমূহের নিষ্পেষণে বহু দুরোখিত ধূলীপ্রবাহ, যেন অষ্টদিকে
দিগ্‌গজ সমূহের নাসাবিবর অবরোধ করিতেছে, ঐরাবতপতি ইন্দ্রদেবের
সহস্রলোচনকেও জলক্লিষ্ট করিতেছে, দেবতাগণের কেশকলাপকে ধ্বলিত
করিয়া যেন তাঁহাদিগকেও বৃদ্ধি করিতেছে এবং বোধ হইতেছে যেন পুনরায়
সেতুবন্ধন ভ্রান্তি উৎপাদিত করিয়াই উল্লিখিত ধূলীপটল বৃদ্ধি পাইতেছে ॥১৪॥

লীলাচলতিলক শ্রীজগন্নাথদেব মহানন্দে গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করিলে
পর, পাতালস্থ কূর্ম্মদেবও ব্যথিত হইলেন এবং ফণিপতি অনন্তদেবও নতশিরা
হইয়া ভূয়োভূয়ঃ পৃথিবীকে মস্তক হইতে মস্তকান্তরে লইতেছেন এবং তাঁহার
সেই সেই মস্তকও জীর্ণমণ্ডল হইল তথা তীর প্রোচ্ছলিত জলরাশি দ্বারা
জলধিও যেন মর্যাদাহীন হইয়া উঠিল ॥১৫॥

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় সেই সেই বিবিধ রত্ন সম্পত্তি সকল ইন্দ্র-
সভার রমণীয় শোভাকেও পুনঃ পুনঃ অতীব হীন করিয়া দীপ্তি হউক এবং
তাদৃশ ভূষণভূষিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমান্ জগন্নাথদেবও সম্যক্ বৃদ্ধি লাভ করুন,

শচীমুতকলানিধিঃ কিমপি সাক্ষভঙ্গং মুহু-
 বিবলাসচরণক্রমোন্মথিতরম্যপঙ্কেরুহঃ ।
 নিরন্তরদিগন্তরচ্ছুরিতমচ্ছকাস্তিচ্ছটা-
 মলজ্ঝলমলায়িতং মনসি বঃ সমুজ্জ্বলিতাম্ ॥১৭॥

অমন্দতরমঙ্গিরানিনদসঙ্গিসঙ্গীতক-
 ধ্বনিধ্বনিতদিগ্‌বধূবদনপঙ্কজৈঃ পূজিতঃ ।
 বিভিণ্ড মুহুরুচ্চবচ্চরমখণ্ডখণ্ডাস্তুরং
 প্রযাতি কতি দূরতঃ স খলু মীয়তাং কৈঃ পুনঃ ॥১৮॥

মুহূর্মধুরচক্রবদভ্রমিবিলোলয়াল্পেষণঃ
 পরিস্ফুরিতধারয়া পরিধিভূষিতশচন্দ্রবৎ ।
 বিলোচনপয়োঝরৈর্বলয়িতৈঃ সমস্তাদিশাং
 মুখানি পরিমার্জয়ন্ জয়তি সোহত্র নৃত্যোত্তমে ॥১৯॥

কিন্তু এই শ্রীগৌরচন্দ্র যে নিখিলজনের মনে অবরুদ্ধ হইয়াও নৃত্য করিয়া
 শোভা পাইতেছেন ॥১৬॥

কলানিধি শ্রীশচীনন্দনের অঙ্গভঙ্গীর সহিত মুহুমূহুঃ পাদপদ্মের সবিলাস
 বিজ্ঞাপে শোভনপদ্ম পরাজিত এবং বাহা দিগ্‌দিগন্তে ছুরিত হইতেছে, সেই
 স্বচ্ছকাস্তির ছটায় সুনিখিল দীপ্তিমালা তোমাদিগের মনে সম্যক্ বুদ্ধিলাভ
 করুক ॥১৭॥

ধ্বনিত দিগ্‌জনাগণের বদনারবিন্দুদ্বারা পূজিত সুবৃহৎ মঙ্গিরার শব্দ
 মিশ্রিত সঙ্গীতধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড কটাহকেও ভেদ করিয়া যে কতদূর যাইতেছে,
 তাহা কে অহুমান করিতে সমর্থ হইবে ? ॥১৮॥

বারম্বার চক্রবৎ মধুর ভ্রমণ করার চঞ্চলপরিষ্কৃত নেত্রজলধারায় যিনি
 ব্যাপ্ত হইয়াছেন, স্তবরাং ঐহাকে পরিধি ভূষিত শশধরের দ্বারা বোধ
 হইতেছে, সেই গৌরচন্দ্র লোচন বিগলিত মণ্ডলাকার জলঝরে দিগ্‌মণ্ডল
 সম্যক্ পরিমার্জিত করিয়া নৃত্যোত্তমে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥১৯॥

জয় জয় জয়ত্ৰিত্যত্যাচৈনিনাদপরঃ শতৈ-
 মুখরমুখরীভূতাঃ সৰ্বা দিশঃ কিমকুব্বত ।
 নিরবধি দৃশৌ তাসু ক্ষিপ্তা যদেষ বিলোহিতে
 নটনকলয়া লোলশোণীচকার জগন্তলং ॥২০॥

মুখশশিসমুদগীর্ণৈঃ ফেনৈর্হসন্নিব শারদং
 সততবিজিতং লক্ষ্মা লক্ষ্মাকুলং হিমদীধিতিম্ ।
 পুলকপটলৈরত্যাভিন্নৈঃ স্নমেকুমিবোদগতা-
 ক্ষুরশতপরিচ্ছেদাতীতঃ সএষ বিরাজতে ॥২১॥

উন্মীল্য প্রথমং পরিপ্লবয়তা পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ
 শ্রীমদগণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ ।
 প্রাপ্যোয়ঃপদবীং ত্রিধা প্রসরতা ভূমৌ ক্রটনুমৌক্তিক-
 শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সর্দৈব জগতাং হর্ষঃ প্রভোরজ্জ্বলা ॥২২॥

সংখ্যাতীত অত্যাচ্ছ জয় জয় ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল শব্দিত হইয়া কি ঘটনা
 উপস্থিত হইল ! যেহেতু গৌরমুখর নৃত্যকলার চঞ্চল হইয়া সমস্তদিক্কে
 লোহিত করিয়া তুলিলেন ॥২০॥

মুখচন্দ্র সমুদগীর্ণ ফেণদ্বারা যিনি কলঙ্ক সমাকুল ও শোভায় নিয়ত শশধর-
 মণ্ডলকে উপহাস করিতেছেন এবং পুলক দ্বারা যিনি স্নমেক পর্বতকে পরাজয়
 করিতেছেন, সেই গৌরচন্দ্র অভিনবোদাত্ত পুলক সীমাকে অতিক্রম করিয়া
 শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২১॥

যে জল প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই নেত্রলোমকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং
 ঋণকালমধ্যেই পুনর্বার স্নশোভিত গণ্ডস্থলে স্নদীর্ঘাধারে বহমান হইতেছে,
 তৎপরে যে সুবিশাল বক্ষঃস্থল পাইয়া তথা হইতে তিন ধারায় ভূতলে পতিত
 হইতেছে, সেই প্রভুর নেত্রপতিত জল, হ্রিস্থত মুক্তাহারের স্রাব সর্বদা
 জগন্মণ্ডলে হর্ষবিধান করুন ॥২২॥

বিশ্বং প্রাবয়তেব তত্র লুঠতা ভূমাযু বক্ষঃস্থলে
 গর্ভোদ্রুৎকনকাস্মরম্যতটিনীশোভাং তিরস্কুবর্বতা ।
 অক্সোর্মগ্নসরোজসুন্দরসরঃশোভেন গৌরপ্রভো-
 রানন্দাশ্রব্বরেণ তেন জগতামানন্দ আধীযতাম্ ॥২৩॥

গায়ন্তির্গায়নৈশ্চৈঃ প্রমথবলয়িতে মণ্ডলে তদ্বহিষ্চ
 শ্রীকাশীমিশ্রমুখ্যৈঃ পরমসুস্মৃতিভিস্তৎপদ্যজ্ঞপ্রপন্নৈঃ ।
 হস্তগ্রাহং প্রমোদাং সততবলয়িতে তদ্বহিষ্চ প্রতাপ-
 প্রাক্ শ্রীশ্রীরুদ্রদেবে নিভৃতমিত ইতোবেষ্টিতে ভাতি নাথঃ ॥২৪॥

ইন্দ্রঃ কিং কিমথ বিধিঃ কিমীশদেবো-
 নৈবেষাং ভবতি তদা হ্যপেক্ষণীয়ঃ ।
 শ্রীগৌরে নটনবিলাসবেশরম্যে
 নৈবাসীং ক্ষণমপি পক্ষ্মণো নিবৃন্তিঃ ॥২৫॥

যে ভূতলে লুপ্তিত হইয়া বিশ্বমণ্ডলকেই যেন প্রাবিত করিতেছে, বক্ষঃস্থলে
 লুপ্তিত হইয়া মধ্যদেশ হইতে যাহার সুবর্ণ উদগত হইতেছে, তাদৃশ ধারায়
 স্মরম্য নদীর শোভাকেও যে তিরস্কার করিতেছে এবং জলমগ্ন পদ্মদ্বারা
 সুরোবরের স্তায় শোভা প্রকাশ পাইতেছে, প্রভু গৌরচন্দ্রের সেই
 নেত্রযুগলের আনন্দাশ্রু জগন্মণ্ডলের আনন্দ সম্পাদন করুন ॥২৩॥

গায়কগণ গান করিতে করিতে প্রথমত বলয়াকারে যে মণ্ডলী রচনা
 করিলেন, তাহার বহির্ভাগে শ্রীকাশী মিশ্র প্রভৃতি গৌরপাদপদ্মাসুহৃৎ
 সুবুদ্ধি ভক্তগণ হস্তধারণপূর্বক প্রমোদভরে মণ্ডলী রচনা করিলেন এবং তাহার
 বহির্ভাগে শ্রীপ্রতাপরুদ্র নির্জনে ইতস্ততঃ বেষ্টিত হইলে শ্রীগৌরচন্দ্র তন্মধ্যে
 শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৪॥

কি ইন্দ্র, কি ব্রহ্মা, কি মহাদেব, ইহাদিগের কখনই নিবৃন্তি হয় না । সুতরাং
 এ বিষয় অপেক্ষণীয় অর্থাৎ ইহাতে আর কিছু বক্তব্য নাই কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্র
 নৃত্য বিলাসের বেশে রমণীয় হইলে জড়পদার্থ নেত্র লোমেরও ক্ষণকাল
 নিবৃন্তি হয় নাই তাহার নিমেষশূন্য হইয়া প্রভুকে দেখিতে লাগিল ॥২৫॥

আনন্দেন জড়ীকৃতে ভুবি চিরং স্তব্ধে তথা স্তম্ভেন
 ত্রীনীলাঙ্গিপতেরুপৈতি চ সতি ব্যগ্রীভবস্তিভৃশম্ ।
 তৈরতৈ: করপল্লবৈর্নিজনিজক্রোড়েষু কৃষা কিয়-
 দদূরে স্বৈরমুপাপিতো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্র: প্রভু: ॥১৬॥

আনন্দেন জড়ীভবমুপদং হৃদ্যাকোলাহলৈ-
 রদ্বৈতাপিত-পানিপল্লব-রসস্নিগ্ধাকরবক্ষ:স্থল: ।
 দগুণাকারমিতস্ততো বিনিপত্তদোদগুপাদদ্বয়ো-
 ল্লাস্তোল্লাসমনোহরো বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্র: প্রভু: ॥১৭॥

আনন্দোৎসাহমুর্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দনিখাসমন্দে
 রোহদ্রোমাঞ্চপূরৈর্বিকলিত-বপুষানন্দমন্দীকৃতেন ।
 স্পন্দনেত্রাবিন্দদ্বয়সলিলজুষা রুদ্রদেবেন ভূয়:
 সানন্দং সেবিতাজ্জিহ্বদ্বয়সরসিরুহো রাজতে গৌরচন্দ্র: ॥১৮॥

গৌরচন্দ্র মহানন্দরসে জড়ীকৃত হইয়া অনেকক্ষণ ভূতলে পতিত হইয়া
 রহিলেন, নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের রথও নিশ্চল হইল, তৎপরে পুনর্বার
 ঐ রথ প্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া ভক্তগণ অতিশয় ব্যগ্র
 হইয়া স্বীয় করপল্লব দ্বারা নিজ ক্রোড়ে করিয়া অতি শীঘ্র কিয়দূরে যিনি
 স্থাপিত হইলেন, সেই প্রভুবর গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥১৬॥

যিনি ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে জড়ীভূত হইতেছেন এবং হৃদ্যাকোলাহল করিয়া
 যিনি অদ্বৈতের অঙ্গে করপল্লব অর্পিত করিয়াছেন, ষাঁহার উরু ও বক্ষ:স্থল
 অতীব সুস্নিগ্ধ, তথা দণ্ডের গ্রাহ ইত্যন্ত: ষাঁহার বাহুদণ্ডও পাদবুগল পতিত
 হইতেছে এবং যিনি নৃত্যোল্লাসে মনোহর, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥১৭॥

শরীর স্পন্দন ও নিখাস বায়ু মন্দীভূত হওয়ার নেত্রপদ্মবিগলিত জলধারা-
 যুক্ত তথা আনন্দে জড়ীকৃত ও লোমাঞ্চসমূহে বিকলিত অঙ্গ দ্বারা ষাঁহাকে
 বোধ হইতেছে যেন আনন্দ উৎসাহ ও তত্তৎক্ষণেই মুর্ছাগত হইতেছেন
 এবং প্রতাপকল্প কর্তৃক সানন্দে তদবস্থায় ষাঁহার পাদপদ্মবুগল সেবিত
 হইতেছে, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইতেছেন ॥১৮॥

উন্মীলনৈত্রপদ্মে পুলকপটলিকালোলসর্বাঙ্গযন্তৌ
নিষ্ঠীবৎফেণপুরোল্লসিতমুখশশিতোতনিক্ততচন্দ্রে ।
সাম্প্রানন্দালিমন্ডে মধুরিমলহরীসিক্তসৌভাগ্যচন্দ্রে
নৃত্যত্যাগ্নিম্ন কেষাং প্রভবতি জড়িমা শ্রীলগোরাঙ্গচন্দ্রে ॥২৯॥

আনন্দং নেত্ররঞ্জনিরবধি পরমানন্দসন্দোহধারা-
ক্ষেত-প্রত্যঙ্গ-লক্ষ্মীমধুরিমবিভবো রামণীয়াংকচিত্তঃ ।
পীড়া পীড়া যদায়াং নটনরসধুনীপুরমুল্লাসলোলো
নিষ্পল্লো বো ভবীতি প্রথয়তি পরমানন্দপুরী সহর্ষম্ ॥৩০॥

- দ্বধার কটিসুত্রকং প্রভুরিতীহ দামোদরঃ
- স্বরূপ ইব তস্মা কিং যতিবরোহয়মুদঘুষ্যতে ।
য এষ নটনোৎসবে হৃদয়কায় বাগ্‌বৃত্তিভিঃ
শচীসুতকলানিধৌ প্রবিশতীব সান্দ্রোৎসুকঃ ॥৩১॥

নৃত্যকালে ষাঁহার নেত্রপদ্ম উন্মীলিত, ষাঁহার সমস্ত অঙ্গলতা পুলক পটলে
চঞ্চল, নিষ্ঠীব অর্থাৎ উদগীর্ণ ফেণপুঞ্জ দ্বারা উল্লাসিত মুখচন্দ্রের কান্তিতে
যিনি স্ন্যাকর তিরস্কার করিতেছেন এবং যিনি নিবিড় আনন্দরসে জড়ীকৃত
ও যিনি মাধুর্য্যলহরীযুক্ত সমুদ্রের সৌভাগ্যচন্দ্র, সেই শ্রীমান্ গোরাচন্দ্র নৃত্যারম্ভ
করিলে এই ভূমণ্ডল মধ্যে কোন্ ব্যক্তির না জড়তা হয় অর্থাৎ তাদৃশ
অনির্বচনীয় ভাবময় নৃত্যদর্শনে কে না মুগ্ধ হয় ? ॥২৯॥

নিরবধি পরমানন্দসমূহের ধারায় প্রক্ষালিত প্রত্যেক অবয়বে ষাঁহার
মাধুর্য্যরাশি পরিলক্ষিত হইতেছে ষাঁহার চিত্ত নিরতই রমণীয়তার সমুৎসুক,
সেই পরমানন্দপুরী হর্ষলোল হইয়া পুনঃ পুনঃ নিষ্পন্দ হইতেছেন এবং নৃত্যরূপ
রসময়ী নদীর প্রবাহ বারম্বার পান করিয়া সানন্দে নেত্রছিন্নদ্বারা বিস্তারও
করিতেছেন অর্থাৎ ষাঁহার নেত্রপথে নিরত জলধারা গলিত হইতেছে ॥৩০॥

“প্রভুবর গোরাচন্দ্র কটিসুত্র ধারণ করিয়াছেন” এই হেতু শ্রীক্ষেত্রমধ্যে
বসতিভব দামোদরই প্রচুর স্বরূপরূপে উদ্ভোষিত হইতেছেন, কারণ যে

উন্মীলন্যকরন্দশূলরপদদ্বন্দ্বারবিন্দোল্লস-
 দ্বিত্যাসঃ ক্ষিতিষু প্রকামমমুনা দামোদরেণ প্রভুঃ ।
 আমুক্কেঃ করকুট্টলৈরিত ইতো হর্ষাদধোধো গুরু-
 স্নেহার্দ্দেণ দৃঢ়োপগৃহিতপদো নৃত্যান্সৌ দৃশ্যতাম্ ॥৩২॥

কাশীশ্বরপ্রভৃতয়ো রভসেন কাশী-
 মিশ্রশচ হর্ষভরবিশ্রমগৈকপাত্মম্ ।
 গোবিন্দএষ চ পরস্পরমুৎকচিস্তা
 দৃগ্ভিস্তদীয়নটনামৃতমাধয়ন্তি ॥৩৩॥

নৃত্যান্ ক্ষিতৌ সমুপদিশ্য নিজাজিঘ্রপদ্বাং
 দোর্ভ্যাং সুখেণ পরিরভ্য বিলোলমৌলিঃ ।
 চুষন্ জনং জনমভিপ্রকটাতুরাগো
 মুক্ধি ক্ষিপন্ বিজয়তে কনকাদ্রিগৌরঃ ॥৩৪॥

দামোদর নৃত্যোৎসবে উৎসুক চিত্ত হইয়া কায়বাক্য ও মনোবৃত্তির সহিতই
 কলানিধি গৌরচন্দ্রে যেন প্রবেশই করেন অর্থাৎ নৃত্যকালে প্রভুর সহিত যেন
 একাঙ্গী হইয়া যান ॥৩১॥

উন্মীলিত মকরন্দ দ্বারা থাঁহার পাদপদ্মের সহর্ষ বিদ্যাস মনোহর হইয়াছে
 অর্থাৎ নৃত্যকালে চরণ হইতে ঘর্মনির্গত হওয়ায় মকরন্দ-করণকারি পদ্মের
 সহিত সাদৃশ্য লাভ করিতেছে, সেই গৌরচন্দ্র দামোদর কর্তৃক হর্ষ ও গুরুতর
 স্নেহে এবং আর্দ্রচিত্তে স্নান করকুট্টল দ্বারা ইতস্ততঃ ও অধোহঃ প্রদেশে
 স্পৃষ্ট আলিঙ্গিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, হে ভক্তগণ, সন্দর্শন করুন ॥৩২॥

হর্ষাতিশয় ও বিশ্রামের একমাত্র ভাজন কাশী মিশ্র গোবিন্দ ও কাশীশ্বর
 প্রভৃতি ভক্তগণ পরস্পর অতিহর্ষে উৎসুকচিত্ত হইয়া নেত্র দ্বারা গৌরচন্দ্রের
 নটনামৃত পান করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

নৃত্য করিতে করিতে ভূতলে পাদপদ্ম নিক্ষেপ করিয়া বাহবুগলদ্বারা
 ভক্তগণকে শিরঃ কম্পনপূর্বক আলিঙ্গন ও চুষন এবং নিজ চরণ মন্তকোপরি

এতদ্দিনা জগতি নাশ্যদিহাস্তি রম্যাং
 শ্রীমৎশুগন্ধিগুরুকারুণিকং তুরাপম্ ।
 ইত্যা কলম্য নটনে নিজপাদপদ্মং
 হৃদ্যপয়নং বিজয়তে সততঞ্চ চুষন্ ॥৩৫॥

স্নিহ্মনিব প্রতিপদং হৃদয়াস্তরেষু
 কুব্ধস্নিবাঙ্কিযুগলেন পিবস্নিবাসৌ ।
 আশ্বাদয়স্নিব মুহূর্নিজপাদপদ্মং
 নৃত্যে জয়ত্যবিরতং কমনীয়গৌরঃ ॥৩৬॥

পদান্তোরুহদ্বন্দ্ববিজ্ঞাসনেহভি-
 ক্ষুরম্মাধুরীধোতশোনাজ্জশোভঃ ।
 ললভ্রামরস্তাবিলাসাবলম্ব-
 স্থলোকর্ণিনীপীনোল্লসংশ্রোণিবিশ্বঃ ॥৩৭॥

উন্মোলন করিয়া যিনি অমুরাগ প্রকটন করিতেছেন, সেই সুবর্ণ শৈলাকৃতি
 গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥৩৪॥

“এই জগন্মণ্ডলে ইহা ভিন্ন আর রমণীয় কিছুই নাই এবং ইহা স্মৃত্তিক,
 অশুগন্ধি, অতিশয় কারুণিক ও দুর্লভ” গৌরচন্দ্র এই বলিয়া নৃত্যকালে নিজ
 পাদপদ্ম হৃদয়ে অর্পণ করিয়া যিনি চুষন করিতেছেন, সেই ভাবময় মহাপ্রভু
 জয়যুক্ত হউন ॥৩৫॥

যিনি নিজপাদপদ্মকে স্নেহ করিতেছেন এবং কণে কণে বক্ষঃস্থলে ধারণ
 ও নেত্রযুগল দ্বারা কখন পান এবং কখনও আশ্বাদন করিতেছেন সেই কমনীয়-
 কান্তি গৌরচন্দ্র নৃত্যমধ্যে নিরন্তর জয়যুক্ত হন ॥৩৬॥

পাদপদ্মের বিজ্ঞাসে ধাহার মাধুর্য্য প্রকালিত রক্তপদ্মের শোভা প্রস্ফুরিত
 হইতেছে এবং যাহার উরুস্থল স্নেহোদ্ভিত রামরক্তার বিলাসের অবলম্বন স্বরূপ
 ধাহার নিতম্বমণ্ডল স্থূল অথচ মনোহর ॥৩৭॥

সমুত্তজ্জবাজালকোদ্যমরক্তাং-
 শুকং স্বচ্ছশোভারুগিন্মানুরক্তাম্ ।
 ত্রিলোকীং বিধায়োদগতানন্দখেলঃ
 ক্ষুরস্তাণ্ডবোদগদোদগ্ধলীলঃ ॥৩৮॥

ক্ষুরমুষ্টিমেয়াবলগ্নে নিতান্ত-
 ত্রিতন্ত্রীকটিনুত্রকাস্ত্যাতিকান্তঃ ।
 গুরুশ্বেদবারিপ্রবাহাপ্লুতে ৷৩৯
 স্থলীকঃ সত্ৰদ্যমরোমাঞ্চপুরঃ ॥৩৯॥

তদানন্দধারাং বহনু ক্ষীরবারাং-
 নিধেঃ সানুকারাং বিকারিপ্রচারাম্ ।
 বিলোলালিখেলাবিলাসাক্সিলীলা-
 রসৈঃ সাধু কুব্বনু জনশ্যাজগর্তুম্ ॥৪০॥

অভিনব জবাপুষ্পের দলের তায় উৎকৃষ্ট বসনের সুনির্মল শোভাযুক্ত
 রক্তিমাদ্বারা যিনি ত্রিলোককে অহরক্ত করিয়া আনন্দে খেলা করিতেছেন
 এবং ক্ষুরিত উদগু নৃত্যে ষাঁহার উত্তোলিত বাহুগুলের লীলা বিলাস
 পাইতেছে ॥৩৮॥

প্রক্ষুরিত ও মুষ্টিমেয় অর্থাৎ মুষ্টিদ্বারা যাহা ধরা যায় তাদৃশ ক্ষীণোদরে
 সমধিক পরিহিত ত্রীমৎ কটিনুত্রে কাস্তিতে যিনি কাস্তিমান্ অতিশয়
 ঘর্ম্মবারির প্রবাহে ষাঁহার বক্ষঃস্থল আশ্রিত এবং ষাঁহার রোমাঞ্চমূহ
 প্রশস্ত ও বৃহৎ ॥৩৯॥

ক্ষীরসমুত্রেয় অহুকারিণী ও প্রেমবিকারেয় প্রস্তাবকারিণী আনন্দধারাকে
 যিনি বহন করিতেছেন এবং চঞ্চল সখীগণের ক্রীড়া কৌতুহল সম্পাদক
 নেত্রযুগলের লীলারস দ্বারা ভরুগণের নিকট যিনি উত্তমরূপে অজগর্ত
 সম্পাদন করিতেছেন অর্থাৎ যে নেত্র পূর্বে ব্রজাঙ্গনাদিগের বিবিধ কটাক্ষ
 বিলাস সম্পাদিত করিয়াছিল সেই নেত্রযুগলে বিবিধ বিলাস বিস্তার

অলংকুবর্বদানন্দমুর্ছাপ্রকাশ-
 ত্রিতত্তত্তরোমাঞ্চকম্পপ্রকাশঃ ।
 অনির্ব্যর্থ্য-ভাবপ্রকাশাতিরেক-
 ক্ষুরদেহকাস্তিচ্ছটাচ্ছন্নলোকঃ ॥৪১॥

ত্রিলোকীক্ষুরংকীর্তিগীযুষধারঃ
 প্রকাশীকৃতপ্রেমভক্তিপ্রচারঃ ।
 লসন্তপ্তকার্ত্তস্বরশ্রীমদঙ্গ-
 চ্ছটাচ্ছন্নলাবণ্যতারুণ্যভঙ্গঃ ॥৪২॥

নদানন্দিরাবৃন্দরিঙ্গনৃমদঙ্গৈঃ
 সমুদ্রনৃমহোল্লাসপাথোধিভঙ্গৈঃ ।
 মুহুর্গায়নৈর্মুগ্ধসঙ্গীতভঙ্গী-
 সমুৎকণ্ঠকণ্ঠৈঃ সদানন্দসঙ্গী ॥৪৩॥

করিতেছেন, সুতরাং ভক্তগণ সেই নেত্রকে পদ্মগুণ্ডের স্থায় স্নান করিয়া সন্দর্শন করিতেছেন ॥৪০॥

সামর্থ্যবর্জক আনন্দ, মুর্ছা প্রকাশ ও তদাশ্রিত তত্ত রোমাঞ্চ এবং কম্প ষাঁহাতে প্রকাশ পাইতেছে এবং অনির্ব্যর্থ্যতাবের প্রকাশাতিশযে প্রক্ষুরিত দেহকাস্তির চ্ছটায় যিনি সমস্তলোককে আচ্ছন্ন করিয়াছেন ॥৪১॥

ষাঁহার দেদীপ্যমান কীর্ত্তিরূপ অমৃতধারা ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে, যিনি প্রেমভক্তির প্রচারকার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, শোভমান তপ্তকাঞ্চনের তুল্য সূত্রীক অঙ্গচ্ছটাচ্ছন্ন লাবণ্য ও তারুণ্যের তরঙ্গ ষাঁহার বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিত্য নববোবন ॥৪২॥

শব্দায়মান মন্দিরা সকল ও মৃদঙ্গসমূহের বাজুদ্বারা এবং বর্জনশীল মহানন্দরূপ সমুদ্রতরঙ্গ অর্থাৎ অতিহর্ষের সহিত বাহারা গান করিতেছে, সেই গায়কদিগের মনোহর সঙ্গীত তরঙ্গে যিনি সর্বদা আনন্দিত হইয়াছেন ॥৪৩॥

জগন্নাথদেবং বিমুক্তং স্বলাস্তৈ-
বিলোক্যাতিহর্ষাশ্চর্মামুহাসৈঃ ।
রসোৎকর্ষতো নিঃসহশ্রীমদঙ্গঃ
সদারজ্যদাকুঞ্চিতাপাঙ্গভঙ্গৈঃ ॥৪৪॥

পুরস্বেন নীলাভ্রিমৌলীশ্বরেণ
স্বালস্তাবলোকাস্থিরাত্যস্থিরেণ ।
নিমেষণ দৃশোঃ কর্তুমপ্যক্ষমেণ
প্রমত্তীকৃতো ভূরিহর্ষোদগমেন ॥৪৫॥

বিলোলাননাস্তোজলীলাবিনাসঃ
ক্ষুরচ্ছীৎকৃতোদ্ভাসিরোমপ্রকাশঃ ।
অপূর্বং ত্রিলোকীং প্রতি প্রেমপাথঃ-
প্রদো গুণ্ডিচায়াং নরীন্ডিত্বি নাথঃ ॥৪৬॥ (কুলকম্)

নৃত্য করিতে করিতে পরমহৃদয় শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া অতি-
হর্ষে বিগলিত আনন্দাশ্রু ও ধর্মজলযুক্ত কণ্ঠহেতুক এবং সর্বদা আরক্ত ও
আকুঞ্চিত অপাঙ্গতরঙ্গহেতুক এবং ভাবোৎকর্ষবশতঃ বাহার শ্রীমান্ অঙ্গসমূহ
নিঃসহ হইয়াছে ॥৪৪॥

নৃত্যদর্শনাভিলাষে অতিশয় অস্থির পুরীকৃত শ্রীজগন্নাথদেব এবং নেত্র-
দ্বয়ের নিমেষ ত্যাগেও যে অক্ষম অর্থাৎ নিমেষকালেও বাহার বিরাম নাই
তাদৃশ হর্ষোদগম কর্তৃক যিনি অত্যন্ত প্রমত্ত হইয়াছেন ॥৪৫॥

বাহার মুখপদ্মের লীলা অতিশয় চঞ্চল এবং প্রক্ষুরিত শীৎকার শব্দে বাহার
রোমশোভা উদ্ভাসিত হইতেছে, এতাদৃশ ভাবময় সেই গৌরচন্দ্র ত্রিলোকের
প্রতি অপূর্ব প্রেমবারি বিতরণ করিয়া গুণ্ডিচামন্দিরে পুনঃপুনঃ নৃত্য
করিতেছেন ॥৪৬॥

বিলোক্যাস্ত্র লাশ্রং ললনমাধুরীকং
 ক্ষমো নৈষ কৰ্ত্তুং নিমেষো দৃশোঃ কিম্ ।
 যত্নংফুল্পপাথোরুহাকোহয়মাসীৎ
 সমস্তাঅনা তত্র মগ্নঃ প্রকামম্ ॥৪৭॥

অঙ্গুল্যগ্রৈঃ স্রজমনুপমাং চক্রবদভ্রাময়িত্বা
 হর্ষোৎকর্ষাং ক্ষিপতি স তথা মণ্ডলে তত্র নৃত্যন্ ।
 ইচ্ছাপূর্বং যমহু চকমে চেতসা তস্ম কণ্ঠে
 দূরস্থস্তাহপি চ বত তথা রাজতে চিত্রমেতৎ ॥৪৮॥

ইত্যেবং বহুধা বিধায় নটনং রম্যং শচীনন্দনঃ
 শ্রীনীলাচলমৌলিনীলভিলকস্তাগ্রে পথি প্রেমবান্ ।
 দৃষ্ট্ৱা তন্মুখচন্দ্রশূলররুচিং পীযুষবচ্ছীতল-
 মানন্দান্বুনিধৌ মমজ্জ সুভূষণং সার্কং নিজাজ্জিঘ্রিপ্রিয়ৈঃ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে

ষোড়শঃ সর্গঃ ॥

এই জগন্নাথদেব শ্রীগৌরচন্দ্রের অভিলষিত মাধুর্য্যশালি নৃত্য দেখিয়াই
 কি নেত্রের নিমেষ নিক্ষেপ করিতে অক্ষম হইয়াছেন ? যেহেতু উৎকল্ল
 কমললোচন এই শ্রীজগন্নাথদেব সমস্ত আত্মার সহিতই গৌরভাবে যথেষ্ট
 মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥৪৭॥

গৌরচন্দ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগে নিরুপম মালাকে চক্রের স্থায় ঘূর্ণিত করিয়া
 অতিশয় হর্ষহেতুক সেইরূপেই পুনর্ব্বার নৃত্য করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ
 করিতেছেন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক চিন্তামধ্যে ঐহাকে কামনা করিয়াছিলেন, দূরস্থ
 হইলেও তাঁহারই অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের কণ্ঠেই সেই মালা শোভা পাইতেছে,
 ইহা অতীব আশ্চর্য্য ॥৪৮॥

শচীনন্দন গৌরসুন্দর শ্রীনীলাচলমৌলিতিলক জগন্নাথদেবের অগ্রপথে
 অতীব প্রেমাবিষ্ট হইয়া এইরূপে বহুবিধ রমণীয় নৃত্য করিয়া এবং অমৃতবৎ-
 স্মণীতল নীলাচলনাথের মুখচন্দ্রের স্নন্দরকান্তি সন্দর্শন করিয়া নিজপাদ-
 পদ্মানুরক্ত ভক্তবৃন্দের সহিতই আনন্দশাগরে সাতিশয় মগ্ন হইলেন ॥৪৯॥

সপ্তদশঃ সর্গঃ

নটনাস্তরেহ্থ ঘনঘর্মবারিণা বিলসন্তুর্ভবরবিলোহিতাংগুতকঃ ।

পূরতোহসিতাচলপতের্মুহূর্বভৌ কনকাচলৌ রুচিরধাতুনির্ঝরঃ ॥১॥

অভিতোহভিতঃ পথিরথাস্তুরাস্তরে প্রতিমান্তথাস্ত জগতাংপতের্মুহুঃ ।

অবলোক্য তেন কনকাদ্রিকাস্তিনা কিমিবেশিতৃহ্মিহ তাত্য আদধে ॥২॥

সুচিরং বিলস্য পূরতো রথস্য স প্রবিবেশ শীতলতলদ্রুমাবহম্ ।

অসিতাদ্রিমৌলিতিলকস্য বল্লভং শ্রমশাস্তয়ে হ্যুপবনং মনোরমম্ ॥৩॥

নবজাতি-কুন্দ-করবীর-যুথিকা-নবমালিকা-ললিতমাধবীচরৈঃ ।

বকুলৈ রসালশিশুভিশ্চ চম্পকৈঃ পরিতঃ সমাবৃতমমলবিভ্রমম্ ॥৪॥

(যুগ্মকম্)

নৃত্য সমাপনপূর্বক ঘন ঘন ঘর্মবারিতে বিলসিতাজ হইয়া এবং উৎকৃষ্ট
অরুণ বসন পরিধান করিয়া নীলাচলপতির অগ্রে যেন মনোহর ধাতু
নির্ঝরযুক্ত কনকাচলের স্থায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১॥

কনকাচল কাস্তি গৌরসুন্দর রথমার্গের মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ জগন্নাথদেবের
প্রতিমূর্ত্তি সকল বারম্বার সন্ধান করিয়াই কি ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরত্ব
আধান করিলেন ? ॥২॥

অভিনব জাতি, কুন্দ, করবীর, যুথিকা, নবমালিকা, মনোহর মাধবীসমূহ
বকুল, রসাল শিশু তথা চম্পকবৃক্ষে সমাবৃত ও গুরুতর শোভায়ুক্ত তথা বাহার
তলপ্রদেশ সুশীতল, সেই বৃক্ষরাজীদ্বারা বেষ্টিত এবং নীলাচলপতির বাহা
অতীব প্রিয়, সেই সেই মনোরম উপবনमध्ये গৌরাসুন্দর সুদীর্ঘকাল রুথায়ে
বিলাস করিয়া শ্রম শাস্তির নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন ॥৩॥৪॥

পরিতঃ প্রসূনভরমাল্লিখংস্তথা সরসাং বহনু সরসশীকরোৎকরম্ ।

তদমুসঙ্গি-ঘর্মকণিকাঃ সমাহরণভজৎ প্রভুং লঘু লঘু ক্ষণং মরুৎ ॥৫॥

বনদেবতাভিরনিশং মনোরমৈর্বপল্লবৈর্বশিরীষচামরৈঃ ।

লঘুবীজ্যমানতমুরুৎসুকাঅভিঃ সদৃশং বভৌ বিহিতগৌরবিগ্রহঃ ॥৬॥

মধুরোল্লসদ্বদনদীপ্তিচ্ছটামৃতধারয়া স্পয়তীব কিং জগৎ ।

ত্রিবিধৈশ্চ তাপতপনৈর্ভূরাসদৈর্নহি বাধ্যতামিতি স গৌরচন্দ্রমাঃ ॥৭॥

অথ কেচনাস্ম জগতাং পতেঃ প্রিয়াঃ পরমপ্রভাবভরভূরিভূষিতাঃ ।

রসসারসিদ্ধব ইব যযুঃ প্রভোঃ পদপঙ্কজদ্বয়মবেক্ষিতুং তদা ॥৮॥

সসনাতনানুপমরূপরূপিণঃ স্বপদাজ্জভক্তিরসসাগরত্রয়ান্ ।

প্রদদর্শ বিস্মুরিতভাববীচিভিজ্জগদাপ্লুতং বিদধতঃ কৃপানিধিঃ ॥৯॥

সুশীতল জলবিন্দুবাহী বায়ু ইত্যন্ততঃ পুষ্পমুহূকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর
অঙ্গঙ্গি ঘর্মকণা অপহরণ করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চালনে গৌরচন্দ্রকে ভজনা
করিতে লাগিল ॥৫॥

বনদেবতাগণ নূতন পল্লব ও নূতন শিরিশপুষ্প রূপ চামর দ্বারা নিযত
বাহার অঙ্গে সমুৎসুকচিত্তে মন্দ মন্দ বীজ্ঞন করিতেছেন, সেই বিহিত গৌরবপুঃ
গৌরচন্দ্র নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬॥

“আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ সস্তাপরূপ
তপন এই জগৎকে বাধিত না করে” এই নিমিত্তই কি গৌরচন্দ্র মধুরোল্লাস
বিশিষ্ট বদন দীপ্তির ছটামৃত দ্বারা জগৎকে প্লাবিত করিতেছেন ॥৭॥

রসসারের সাগর স্বরূপ অর্থাৎ মহারসিক চূড়ামণি কতকগুলি জগন্নাথ-
দেবের প্রিয়ভক্ত মহাপ্রভাবাতিশয়ে সমধিক ভূষিত হইয়া গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম
সুগল দর্শনার্থ সমাগত হইলেন ॥৮॥

বাহারা বিস্মুরিত ভাবভরঙ্গ দ্বারা জগৎকে আপ্লুত করিতেছেন এবং
পাদপদ্মের ভক্তিরসের তিনটি সমুদ্রতুল্য ও জগন্নাথদেবের অমুপমরূপে বাহার

অথ তে সমেত্য নিকটং মহাপ্রভোরনুভাবসোদরতমা ইব ত্রয়ঃ ।

প্রিয়সোদরা বিহিতকাকুভাষিতা ভূশমস্তবন্ জলজজন্মনস্তবৈঃ ॥১০॥

অথ ভূয়শো গলিতনেত্রবারিভিঃ পুলকোৎকর্ষৈর্মুদ্রতয়া চ চেতসঃ ।

বিবশা মহাপ্রভুসমীপমাস্থিতাঃ স্তবনং প্রচক্ৰুরথ বীতসাধ্বসাঃ ॥১১॥

স নিশম্য তত্তদবহিথয়া প্রভুর্নিজগাদ ভূয়শ ইদং কৃপানিধিঃ ।

অয়মেব নীলগিরিমৌলিচন্দ্রমাঃ পুরতঃ সমেত্য কুরুত স্তবং ন কিম্ ॥১২॥

নিবিড়ানুরাগপটলীবলন্তরদ্রুটিমান এত ইতি যাস্ত্ব বা কথম্ ।

শ্লথতাং ততোহধিকমভিপ্রযত্নতঃ স্তবনং প্রচক্ৰুরপি বীতসাধ্বসাঃ ॥১৩॥

বিবিধপ্রকারমপনীয় সাহসং ন শশাক বারয়িতুমেষ তান্ যদা ।

অতিহর্ষবারিনিধিপুরসঙ্কয়েরবগাহিতা বিদধিরে তর্দেব তে ॥১৪॥

রূপী অর্থাৎ প্রভুরূপধারী সেই জনত্রয়েকে অর্থাৎ সনাতন, অহম ও রূপ এই তিনকে কৃপানিধি গৌরচন্দ্র অবলোকন করিলেন ॥২॥

অনুভাবে সোদরতম সেই তিনটি সহোদরভ্রাতা মহাপ্রভুর নিকটে সমাগত হইয়া অতীব বিনয়বাক্যবিধানপূর্বক ব্রহ্মস্তুবদ্বারা অতিশয় স্তব করিতে লাগিলেন ॥১০॥

সেই তিনজন মহাপ্রভুর নিকটে বিগতভয় হইয়াও বিগলিত নেত্রজলে ও পুলকসঙ্করে পরিব্যাপ্ত শরীর হইয়া মুদ্রচিহ্নে বিবশ হইয়া পুনর্বার স্তব করিতে লাগিলেন ॥১১॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেই স্তব শুনিয়া কহিলেন যে “এই নীলাচল-মৌলী জগন্নাথদেবই কি আকার গোপন করিয়া আমার অগ্রে আসিয়া স্তব করিতেছেন ? ॥১২॥

এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃত্ব ততোধিক যত্নে স্তব করিতে লাগিলেন, কারণ নিবিড়তম অনুরাগ কি কখন শিথিল হয় ? ॥১৩॥

গৌরচন্দ্র বিবিধ প্রকার সাহসকে অপনীত করিয়াও যখন তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই, তখন সমধিক আনন্দ সাগরের প্রবাহ-

ন মে ভক্তশততুর্বেদী মন্তকঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হুহং ॥১৫॥

ইতি সংনিপাঠ্য মধুরং মহাপ্রভুঃ প্রণনাম ভূমিষু নিপত্য দণ্ডবৎ ।

তদতিপ্রগল্ভমনসো ন তে ততো ভয়মাবয়ুঃ প্রবলভক্তিমন্তয়া ॥১৬॥

মধুরোল্লাসদ্বদ বদেতি ভূয়শো বচনং যদাবিরভবন্মহাপ্রভোঃ ।

দদৃশুস্তদাভিমতরূপমুত্তমং শতচন্দ্রসান্দ্রকিরণপ্রকাশবৎ ॥১৭॥

সতু গৌরচন্দ্র ইতি নির্ভরোৎসুকে দ্বিগুণপ্রকাশমধুমাধুরীময়ঃ ।

অবদনমুর্ছবদবদেতি নির্ভরং স্মিতদীপ্তিতন্মপিতভূমিমণ্ডলঃ ॥১৮॥

রাশি দ্বারা তাঁহাদিগকে অবগাহন করাইলেন অর্থাৎ অতীব ছষ্টচিত্ত হইলেন ॥১৫॥

চতুর্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত নহে কিন্তু আমার ভক্ত যদি স্বপচ হয় অর্থাৎ চণ্ডাল হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও আমার প্রিয়, আমি তাহাকে দান করি এবং তাহারই নিকট গ্রহণ করি, আমি যেমন পূজনীয় ; সে ব্যক্তিও তদ্রূপ পূজনীয় হয় ॥১৬॥

মহাপ্রভু এই শ্লোকটির মধুরস্বরে পাঠ করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলে, প্রগল্ভচিত্ত সেই ভ্রাতৃত্ব প্রবল ভক্তিমত্ত্বহেতু তাহাতে ভীত হইলেন ॥১৬॥

“বারম্বার বল” এইরূপ মধুর উল্লাসযুক্ত বাক্য যখন মহাপ্রভু হইতে আবির্ভূত হইল, তখন ভ্রাতৃত্ব শত শত চন্দ্রের নিবিড় কিরণ প্রকাশের ভাষা উত্তম অভিমত রূপ গৌরচন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন ॥১৭॥

ঐ সময়ে দ্বিগুণ প্রকাশরূপ মধুর মাধুর্যময় গৌরচন্দ্র সাতিশয় উৎসুক হইয়া “বল বল” এই কথা যখন বারম্বার বলিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার স্নমধুর হাস্যকান্তি দ্বারা ভূমণ্ডল সিক্ত হইতে লাগিল ॥১৮॥

অথ তে বিহায় জলজোদভবস্তবং তৃণসঞ্চয়ং চ পরিগৃহ্য দন্তকৈঃ ।

অধিবৃষ্টমভিনিবধ্য বাসসোহঞ্চলমুৎসুকা বিদধিরেতরাং স্তুতিম্ ॥১৯॥

স্বমনোহুকূলমভিবাঞ্ছিতপ্রদং বিনিপঠ্য গোপরমণীজনোদিতম্ ।

বিদধুস্তবং নয়ননীরভূষিতাঃ সুখসাগরে পরিমমজ্জুরপ্যমী ॥২০॥

ইতি নির্ভরং পরমকাকুভাষিতৈর্মধুরং সুধাময়মিবাকল্য সঃ ।

ভূশমানয়ানয় বিধীয়তাং দ্রুতং স্নমহাপ্রসাদ ইতি সম্পূহোহভবৎ ॥২১॥

অথ তে পদাঘ্রুজয়ুগস্ত্য সন্নিধৌ ক্ষিতমূলমধ্যতিশয়প্রবেশিতাঃ ।

নিপতস্ত এব নয়নাঘ্রুনির্ঝরৈঃ পরিধৌতসর্বতনবঃ সমাসত ॥২২॥

অথ সপ্রসাদিতমহাপ্রসাদকো ললিতৈর্ঘসাভিধঘটৈস্ত্রিভিষ্ততঃ ।

মধুরোল্লসদবদনচন্দ্রসুন্দরো রুরুচে বিভূনিজজনপ্রিয়ঙ্করঃ ॥২৩॥

ভ্রাতৃত্বয় ব্রহ্মস্বব পরিত্যাগপূর্বক দন্তদ্বারা তৃণগুচ্ছ ধারণ করিয়া গল-
লয়ী কৃতবাসা হইয়া অতিশয় উৎসুকচিত্তে অত্যন্ত শ্রব করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥১৯॥

ভ্রাতৃত্বয় নেত্রজলে ভূষিত হইয়া নিজমনে অহুকূল ও অভিলষিতপ্রদ
গোপরমণীগণের কথিত বাক্য পাঠ করিয়া শ্রব করিলেন এবং তজ্জন্ম অশ্ব-
সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥২০॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে পরম কাকুবাচ্যে স্নমধুর ও সুধাময় বাক্য শ্রবণ
করিয়া “শীঘ্র আনয়ন কর আনয়ন কর” এই কথা বলিয়া অতিশয় স্পৃহাযুক্ত
হইলেন ॥২১॥

সেই ভ্রাতৃগণ প্রভুর পাদপদ্মের নিকটে ক্ষিতিতলে কম্পিতাজ হইয়া
নয়নাঘ্রু নির্ঝরে সমস্তাঙ্গ ধৌত করিয়া যেন পতিত হইতে হইতেই উপবিষ্ট
হইলেন ॥২২॥

নিজজনের প্রিয়কারী প্রভু গৌরচন্দ্র ঘস নামক তিনটি ঘট পূর্ণ
মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া মধুর ও উল্লসিত মুখচন্দ্রের স্নন্দর শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥২৩॥

অথ তেহপি নিবৃত্তজ্ঞানো মনোরথানুমতপ্রকাশরুচিদর্শনোৎসুকাঃ ।

বিগলদ্বিলোচনঝরাপ্লুতাজ্জকাশচলিতা বভুব্রতিভাগ্যরাশয়ঃ ॥২৪॥

উপবনমধি হর্ষবারাংনিধিনটনরভসলোলচিত্তস্তদা ।

অথ মধুমধুরং চকারোদভটং নটনমভিরসং সমং তদ্বিধেঃ ॥২৫॥

সরভসমপি তত্র বক্রেশ্বরদ্বিজকুলশশিনা সমং প্রেমবান্ ।

মধুমধুরুচিচ্ছটাসুন্দরঃ সততমিহ ততান লীলায়িতম্ ॥২৬॥

ক্ষণমপি পরিরভ্য বক্রেশ্বরং সরভসমমুচুষতি শ্রীযুতঃ ।

ক্ষণমপি লঘু বিশ্রাসন্ রাজতে সমধুরুচিরপাদপদ্মদ্বয়ম্ ॥২৭॥

ক্ষণমপি পরিতো মুহুর্বিভ্রমং সচ পরিরভতেহথ তং ভূয়শঃ ।

লঘু লঘু মধুরং কলং গায়তি স্মিতরুচিররুচা ক্ষণং দীপয়ন্ ॥২৮॥

মনোরথের অভিমত প্রকাশিতকাস্তি গৌরচন্দ্রের সন্দর্শনে ষাঁহারা উৎসুক এবং লোচন বিগলিত জলধারায় ষাঁহাদিগের অঙ্গ আগ্রুত সেই মহাভাগ্যরাশি ভ্রাতৃগণ সুস্থমনে গমন করিলেন ॥২৪॥

আনন্দনিধি গৌরচন্দ্র নৃত্যহর্ষে চঞ্চলচিত্ত হইয়া উপবনमध्ये ভক্তগণের সহিত সুমধুর ও রসবহুল এবং উদ্দগু নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৫॥

সুমধুরকাস্তি অর্থাৎ অতি বিস্তীর্ণ দীপ্তিচ্ছটায় সুন্দরাজ গৌরচন্দ্র দ্বিজকুল-চন্দ্র বক্রেশ্বরের সহিত প্রেমাবিষ্ট হইয়া সানন্দে নিয়ত বিবিধ লীলা বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

শ্রীযুক্তগৌরচন্দ্র সহর্ষে কখনও বক্রেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া চুষন করিতেছেন, কখনও বা সুমধুর পাদপদ্মদ্বয় ভূতলে শীঘ্র শীঘ্র বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥২৭॥

গৌরচন্দ্র কখনও মুহুর্মুহঃ বিবিধ বিলাস বিস্তার করিয়া পুনঃপুনঃ সেই বক্রেশ্বরকেই আলিঙ্গন করিতেছেন এবং সুমধুর হাস্যরুচিতে দিগ্‌মণ্ডল উদ্দীপ্ত করিয়া সুমধুর অক্ষুটধরে গান করিতেছেন ॥২৮॥

ইতি নিভৃতমনেন বক্রেশ্বরদ্বিজকুলশশিনাথ সম্পাদয়ন্ ।

নটনমভিরসং রসান্তোনিধিন্যাধিত স পরিতঃ পদান্তোরুহম্ ॥২৯॥

তন্তুথৈব রভসাত্তপবনতো বাসুদেব ইতি নির্ভরমধুরঃ ।

গান কৌতুকরসৈর্নিজদয়িতং রঞ্জয়ন্ কলপদং রহসি জগৌ ॥৩০॥

এককঃ স্রমধুরং কলনিনদো গীতমুত্তমতমং মধুমধুরং ।

যজ্জগৌ কথময়ং তমতিরসো নো বিকারমিহ জাত্বহহ কিমু ॥৩১॥

গায়তীহ মধুরং ভিষগৃষভে বাসুদেব ইতি নির্ভরমধুরে ।

আননর্ভ রভসাদবশতমুর্ভাবভাবিততমুদ্র্যতিমধুরঃ ॥৩২॥

অশ্রুভিঃ স্রবহলৈঃ পুলকঘটাপুরিতৈরবয়বৈরতিমধুরৈঃ ।

স্তম্ভ-ঘর্ম-হসিতাদিভিরনিশং তাণ্ডবাকুলিততনুঃ স বিজয়তে ॥৩৩॥

রসনিধি গৌরচন্দ্র এইরূপে দ্বিজকুলচন্দ্র বক্রেশ্বর দ্বারা অতীব নির্জনে রসযুক্ত নৃত্য সম্পাদন করিয়া তৎপরে নিজেই ইতস্ততঃ পাদনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৯॥

সাবেগে সমাগত বাসুদেব অতিশয় মধুর চিত্ত হইয়া সেই সেই রূপেই নিজ প্রিয় প্রভুকে গান কৌতুকরস দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নির্জনে পদগান করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

মধুরভাষী বাসুদেব একাকী যে উত্তম মধুরস্বরে গান করিলেন, আহা ! সেই অত্যন্ত অমুরাগী গৌরচন্দ্র সেই গানে কেন না বিকার প্রাপ্ত হইবেন ? ॥৩১॥

বৈষ্ণৱাজ বাসুদেব এই প্রকার গান করিলে ভাবাধিততম কান্তিতে স্রমধুর গৌরসুন্দর অতিহর্ষে অবশাদ হইয়া নৃত্যারম্ভ করিলেন ॥৩২॥

বহল পরিমাণ নেত্রধারা পুলকাচিত অতএব অতিমধুর অবয়ব, স্তম্ভ, ঘর্ম এবং হাস্যাদি দ্বারা অনিয়ত নৃত্যকোশলে আকুলিত তনু-গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন ॥৩৩॥

চন্দ্রবজ্রপিহিতং বদনরুচা মেরুরেষ বিজ্রিতোহপঘনরুচা ।

নিম্নিতং হু কমলং পদকমলৈন্ ত্যতোহস্ত মধুরং মধুররুচঃ ॥৩৪॥

যন্তু গায়তি মহারসবলিতং তত্র যদ্যদিহ নাস্ত্যতিললিতম্ ।

ভাবভাবিতমসৌ নিন্দয়িতে তত্ততো দ্বিগুণিতং সমকলয়ং ॥৩৫॥

অষ্টভাববলিতং সতু যুগপৎ শ্রীমদঙ্গতলতঃ পরিকলয়ন ।

আননর্ভ রভসাদবশতগুর্গায়তোহস্ত মধুরং বহু রচয়ন ॥৩৬॥

স্তম্বথোপবনমধ্যতিমধুরঃ শ্রীশচীজঠরবারিধিশশভূং ।

রম্যতাণ্ডবরসস্মুরিততনুঃ সর্বতোহন্তনুত নির্ভরললিতম্ ॥৩৭॥

যো বিলোকয়তি তস্য তু হৃদয়ং তৎক্ষণেন চুলুকীকৃতমভবৎ ।

কিন্তু তস্য নয়নং গতনিমিষং তত্র তত্র সুভূষণং পরিমিলতি ॥৩৮॥

নৃত্যকারি মধুরকাস্তি গৌরচন্দ্রের বদনকাস্তিতে চন্দ্রবজ্র অর্থাৎ আকাশপথ
আচ্ছাদিত, অঙ্গকাস্তিতে এই সুমেরু পর্বত পরাজিত এবং পাদকমল দ্বারা
কমলও নিম্নিত হইতেছে ॥৩৪॥

বাসুদেব মহারস প্রচুর যে যে পদ গান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে
যদিও কোন স্থলে অতিশয় ভাব নাই, কিন্তু গৌরচন্দ্র নিজপ্রিয়জনের গানে
সর্বত্রই দ্বিগুণতর ভাবরাশি অবলোকন করিলেন ॥৩৫॥

গৌরচন্দ্র মহাহর্ষে অবশ্যঙ্গ হইয়া যুগপৎ অষ্টশাস্তিক ভাবভূষিত শ্রীঅঙ্গ
দর্শন করিয়া বিবিধ মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া গায়ক বাসুদেবের নিকটে নৃত্য
করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

শ্রীমতিশচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রের চন্দ্র মাধুর্য্যময় গৌরচন্দ্র উপবনমধ্যে
রমণীয় নৃত্যরসে স্মুরিতাঙ্গ হইয়া বিবিধ লালিত্য বিস্তার করিলেন ॥৩৭॥

যে ব্যক্তি একবার গৌরচন্দ্রকে দেখিতেছে তখনই তাহার হৃদয় চুলুক
অর্থাৎ গণ্ডূলের স্থায় হইয়া যেন প্রভুর দশনামৃত পান করিতেছে, কিন্তু
তাহার নেত্র নিমেষশূন্য হইয়া সেই সেই সময়েই পরিমিলিত হইতেছে ॥৩৮॥

এবমেষ ভগবানতিললিতং বাসুদেবসহিতো নটনরসম্ ।

আবিধায় পরিতো লঘুবিলসংস্তত্র তত্র সরসস্তটমগমং ॥৫৯॥

ফুল্পপঙ্কজরজঃপটলীকয়া কুব্জবতাসিতরুচিভ্রমরকুলম্ ।

দীর্ঘিকারুচিরশীকরনিকরৈর্বায়ুনা পরিধৃতং প্রভুমভজং ॥৬০॥

তত্র শীতলতটে প্রস্মরয়া চ্ছায়য়া স্মমধুরে মধুরমুখঃ ।

আদধে সপদি বিশ্রমণবিধিং কং ন হর্ষতি বস্তৃত্যতিললিতম্ ॥৬১॥

সুপবিষ্টবতি কারুণিকতরে সঙ্গতাঃ সমভবন্নথ কতরে ।

ভাগ্যসিদ্ধুনিবিড়াপ্লুতভনবস্তংপদাজপরিলোকনকুত্কাং ॥৬২॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপদাজপ্রতিপন্নস্তত্ত্বমধ্যে কোহপি মহাত্মা বহুভাগ্যঃ ।

কৃষ্ণাভো দাসঃ স ধরিত্রীষু রম্যঃ শ্রীগৌরান্ধং তং তত্র

বিলোক্যভিননন্দ ॥৬৩॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র এইরূপে বাসুদেবের সহিত অতি মধুর নৃত্যরস বিধান করিয়া ইতস্ততঃ দ্রুতপদে বিলাসপূর্বক সরোবরের তীরে গমন করিলেন ॥৬০॥

প্রফুল্লিত পদ্মশূহের পরাগপটলী এবং মনোহর জলকণিকা দ্বারা যে বায়ু ভ্রমরগণকে শুভ্রকাস্তি করিতেছে সেই শৈত্য, সৌগন্ধ্য ও মান্দ্য ও গুণ-বিশিষ্ট বায়ু কর্তৃক কম্পিতাঙ্গ গৌরচন্দ্রকে দীর্ঘিকা ভজনা করিতে লাগিল, অর্থাৎ গৌরচন্দ্র গিয়া দীর্ঘিকায় প্রবেশ করিলেন ॥৬০॥

তৎপরে স্মমধুর মুখ গৌরচন্দ্র সুবিস্তৃত ছায়ার স্নশীতল তীরভূমিতে বিশ্রাম কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, যেহেতু ললিতবস্ত্র কাহাকে না ছুঁই করে ? ॥৬১॥

কারুণিকশ্রেষ্ঠ গৌরচন্দ্র অর্থে উপবেশন করিলে পর গৌরান্ধের পাদদর্শন কৌতূহলহেতু ভাগ্যলাগরে নিবিড়তর আপ্লুতান্ন কতিপয় ভক্তগণ প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন ॥৬২॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মাহরক কোন এক বহুভাগ্য মহাত্মা ও ধরণীতলে রমণীয় কৃষ্ণদাস নামক ভক্ত তথায় শ্রীগৌরান্দেবকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥৬৩॥

ତମଥ ମଧୁରମୁଖଚନ୍ଦ୍ରମବେକ୍ୟ କ୍ଳିତ୍ତିସୁରବର ହିଂ ଗୌରସୁଧାଂଶୋଃ ।

ନଟନରତନଭରସର୍ବଜଳାକ୍ତଂ ଅପୟିତୁମତନ୍ତୁତ ଚେତସି ଚେଷ୍ଟାମ୍ ॥୫୫॥

ସ କୁତଞ୍ଚିଦାନ୍ତଘଟେବ ମହାତ୍ମା ଲଘୁଦୀର୍ଘିକାଞ୍ଜଳଚୟେନ ସତୃଷ୍ଣମ୍ ।

ପ୍ରଭୁଗୁଞ୍ଜି ନେତ୍ରସଲିଳାମ୍ଳୁତଦେହଃ ପୁଲକାବଳୀବିଲୋସିତୋହଥ ସିଷେଚ ॥୫୬॥

ହିତ୍ୟାନୀୟ ଋତମଥ ସଲିଳଂ ଚକ୍ରେ ସେକଂ କଳସଶତହ୍ରତମ୍ ।

ଅଦୈତୋହ୍ୟଂ ତଦବସରଗତଃ ଶ୍ରୀମାନେ ଜେ ପ୍ରଭୁମୁଖପୁରତଃ ॥୫୭॥

ତଂ ପରିଲୋଚ୍ୟ ମନୋରମଦେହୋ ଗୌରଶଶୀ କରମସ୍ତ୍ରା ବିଧୃତ୍ୟ ।

ପାଣିଦଳେନ ତଦାତ୍ମସମୀପଂ ସ୍ନାନରସାୟ ନିନାୟ କୃପାଂଶୁଃ ॥୫୮॥

ଅଦୈତୋହ୍ୟଂ ତତ୍ତଥୈବୋପବିଷ୍ଠଃ ସ୍ନାନାର୍ଥଂ ଶ୍ରୀଗୌରଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ସଞ୍ଜେ ।

ସୋପ୍ୟେବଂ ତଂ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରଂ ଚ ଭୃଃ ସ୍ବଚ୍ଛସ୍ବଚ୍ଛର୍ବାରିଭିଃ ସିଞ୍ଚତି ସ୍ମ ॥୫୯॥

ଅନନ୍ତର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅମଧୁର ଓ ନୂତନ ହର୍ଷଜ୍ଜନିତ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଜ୍ବଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର ଅବଲୋକନ କରିয়া ସ୍ନାନ କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ଯେନେ ଯେନେ ଚେଷ୍ଟା କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୫୫॥

ସେହି ମହାତ୍ମା କୃଷ୍ଣଦାସ କୋନ ସ୍ଥାନ ହୈତେ ଘଟ ସଂଗ୍ରହ କରିয়া ଲୋଚନ-ସଲିଳେ ଆମ୍ଳୁତାଞ୍ଜ ଓ ପୁଲକିତ ହୈତା ଦୀର୍ଘିକାର ଜଳ ଦ୍ବାରା ଅତୀବ ସାତ୍ତ୍ବିକା-ଚିତ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁର ମନ୍ତ୍ରକେ ଜଳସେଚନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୫୬॥

ଏହିରୂପେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଋତଗତିତେ କଳସ ସ୍ନାନସ୍ନାନ କରିয়া ପ୍ରଭୁର ଅଭିଷେକ କରିଲେନ, ତଦବସରେ ଅଦୈତ ସମାଗତ ହୈତା ପ୍ରଭୁର ମୁଖାଞ୍ଚେ ଶୋଭିତ ହୈଲେନ ॥୫୭॥

ଅନ୍ତରାଞ୍ଜ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଅଦୈତକେ ଦେଖିଆ ତଦୀୟ କର ସ୍ବାର୍ଗପୂର୍ବକ ନିଜ କରପଞ୍ଜର ଦ୍ବାରା ସ୍ନାନ ବିଳାସେର ନିମିତ୍ତ ଲୈତା ଗେଲେନ ॥୫୮॥

ଏହି ଅଦୈତପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ବପେହି ଗୌରାଞ୍ଜଦେବେର ସଞ୍ଜେ ସ୍ନାନାର୍ଥ ଉପବିଷ୍ଠ ହୈଲେନ ଏବଂ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳସ୍ବାରାୟ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରକେ ଅଭିଷେକ କରିତେ ଲାଗିଲେନ ॥୫୯॥

ভূয়োভূয়ন্তৈঃ পয়োভিঃ শ্মশীতৈ-
রতো্যৎকণ্ঠাং সেচয়ামাস বিপ্রঃ ।
নেত্রান্তোভিঃ সোহপি তত্রাভিষিক্ত-
শ্চিত্রং চিত্রং গৌরচন্দ্রাহুভাবঃ ॥৪৯॥

ততঃ সমান্তোদগমনায়বস্ত্রো
গোবিন্দ আনন্দময়ো মহাত্মা ।
সমাযযৌ তৎপুরতন্তুতোহসৌ
জগ্রাহ বাসঃ সকটীরশূত্রম্ ॥৫০॥

এবমাস্তবসনঃ প্রভুশুদা
তত্র তত্র চ মহাপ্রসাদকম্ ।
শৈর্জ্যনৈঃ সমম্পাশ্য নির্ভরং
রম্যহাসপরিহাসবন্তয়া ॥৫১॥

তন্তুখোপবনবিভ্রমেক্ষণে
সম্পৃহঃ প্রতিলতং প্রতিক্রমম্ ।
কৌতুকানি মনসা সমাবহ-
ন্नावভৌ পরমরম্যচেষ্টিতঃ ॥৫২॥

বিপ্রবর অদ্বৈত অতীব উৎকণ্ঠায় শ্মশীতল জলদ্বারা প্রভুকে সেচন
করিলেন এবং আপনিও নেত্রজলে সমধিক অভিষিক্ত হইলেন, অহো কি
আশ্চর্য্য গৌরচন্দ্রের অহুভাব ? ॥৪৯॥

মহাত্মা গোবিন্দ আনন্দিত হইয়া উদগমণীয় অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ
করিয়া মহাপ্রভুর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্রও কটি-
শূত্রের সহিত বসন গ্রহণ করিলেন ॥৫০॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে স্বীয় ভক্তগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া রমণীয় হাস্য ও পরিহাস করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন

ভূয়োহপি তত্র রথসম্মিকটং সমেত্য
 দৃষ্ট্বা জগৎপতিমমন্দবিলাসরম্যম্ ।
 হর্ষাৎ সমং নিজজনৈঃ সমুপেত্য পশ্চাৎ
 ক্ষিপ্যনুতং বিজয়তে পরমপ্রকাশঃ ॥৫৩॥

ক্ষণমপি করকমলজয়ুগকলিত-
 ধ্বনি জয় জয় জয় জয় জয় জয় ভোঃ ।
 ইতি নিরবধি রথপরিসর পৃথিবী-
 মভি কলপদময়মতিরহসি জগৌ ॥৫৪॥

ধূত্বা ধূত্বা শৃঙ্গনরশ্মীন
 শ্রীগৌরাদঃ পানিসরোজৈঃ ।
 হর্ষোৎকর্ষৈঃ সাদ্ধবিভঙ্গং
 রেজে রাজীবায়তনেত্রঃ ॥৫৫॥

করিলেন । এবং তৎপরে সেই সেই রূপে উপবনের শোভা সন্দর্শনে প্রত্যেক
 লতা ও প্রত্যেক বৃক্ষের প্রতি সম্পূর্ণ হইয়া মনে মনে বিবিধ কোতুহল লাভ
 করিয়া পরম রমণীয় চেষ্টায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫১॥৫২॥

পুনর্বার গৌরচন্দ্র রথের নিকট উপস্থিত হইয়া অমন্দবিলাসে রমণীয়
 জগৎপতি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে নিজজনের সহিত গমন করিয়া
 পশ্চাৎদিকে রথক্ষেপণপূর্বক পরম প্রকাশে জয়যুক্ত হইতে লাগিলেন ॥৫৩॥

গৌরচন্দ্র রথমার্গমধ্যে কখনও করতালী দিয়া অতিনির্জনে স্তম্ভুর স্বরে
 বারম্বার জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫৪॥

পন্থের স্থায় বিশাললোচন শ্রীগৌরাদেব করকমল দ্বারা বারম্বার রথরজ্জু
 ধারণ করিয়া পরমানন্দে অজভঙ্গীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৫॥

উল্লাসেইর্ষোৎকর্ষে রোমাঞ্চালী রাজদেহে
 গায়ন্তিত্তৈস্তৈঃ স্বীয়ৈঃ স্বীয়াং লীলাগাথামেব ।
 উন্মীলদ্বিত্বান্মালাকান্তিপ্ৰায়শ্ৰীমৎকান্তি-
 বলাজ্জ শ্ৰীগৌরাজ্ঞে ধৃত্বা ধৃত্বা তত্তদ্রশ্মীন্ ॥৫৬॥

উচ্চৈরুচ্ছিতচূড়াকুন্তপ্রস্তপতাকা-
 চুষ্ববদভাস্করবিষ্মঃ শ্ৰীমান্ শ্রুদ্দনমুখ্যঃ ।
 সোহয়ং নীলমহীধ্রুশ্ৰীমশ্লোলিসুধাংশো-
 র্লোকোহগ্নিন্ন হি কেষামানন্দং তনুতে বা ॥৫৭॥

ইত্যেবং পথি দৃষ্ট। দৃষ্ট। কোতুকচেষ্টা-
 মাত্রবিলাসো লাশ্রোদ্দামশ্রুমুষ্টিঃ ।
 শ্ৰীমৎশ্রুদ্দনযাত্রাং ত্রৈলোক্যাস্তুতরূপাং
 গৌরাজ্ঞোতিকুপালুর্নেত্রাভ্যামপিবৎ সং ॥৫৮॥

উল্লাস ও হর্ষোৎকর্ষহেতু এবং গৌরগাথাই বাহারা গান করিতেছে সেই
 গায়কগণের সহিত রোমাঞ্চসঙ্ঘে ব্যাপ্ত হইয়া উন্মীলিত বিদ্যামালা অর্থাৎ
 সৌদামিনীর জ্ঞায় কান্তিশালী শ্ৰীমান্ গৌরচন্দ্র সেই রথরজ্জু পুনঃ পুনঃ ধারণ
 করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৬॥

বাহার সমুন্নত চূড়ার কুন্তস্থিত পতাকা স্পর্ষ্যবিষয়ে স্পর্শ করিতেছে
 নীলাচলর্মোলিচন্দ্র শ্ৰীজগন্নাথদেবের সেই শোভমান মুখ্যরথ কাহার না
 আনন্দ বিস্তার করিতেছে? ॥৫৭॥

কোতুকচেষ্টাই বাহার বিলাস এবং বাহার শ্রীমুষ্টি নৃত্যবিষয়েই উৎসুক
 সেই অতিকুপালু শ্ৰীগৌরচন্দ্র এইরূপে পথমধ্যে ত্রৈলোক্য হইতেও আশ্চর্যরূপ
 রথযাত্রা স্বীয়নেত্রে দর্শন করিলেন ॥৫৮॥

অস্তাদ্রিস্বনালীং বিশ্রামার্থমুপৈতি
 ত্রৈলোক্যস্থতমিশ্রং ভূয়োভূয় উদস্ত ।
 অর্কে স্থল্লনমুখ্যঃ শ্রীনীলাদ্রিসুধাংশো-
 ত্তর্কে তত্র নিষগ্নো নোৎসাহো মনুজানাম্ ॥৫৯॥

আগত্যানয় কচ্ছে তত্রত্যান্ সুখসিক্ধৌ
 ক্ষিপ্যন্ সাইমকার্যোচ্ছ্রীনীলাদ্রিসুধাংশুঃ ।
 বস্তু'ন্যেব সমস্তাং সঞ্চার্যৈঃ কশিপুনা
 ক্রামন্ পাদবিহারৈরুর্দ্ধাংস্তত্র নিবেশম্ ॥৬০॥

প্রাসাদং স নিবেশ্য স্বস্থানে কৃতবাসৌ
 নানাবিলমরম্যশ্চেষ্টামাত্রবিহারঃ ।
 ভোগান্ ভূরিসাচ্যাংস্তত্রোপাস্ত্য কৃপালু-
 ব্রজাসিতশৈলশ্রীমচ্ছীতময়ুধঃ ॥৬১॥

সূর্য্যদেব ত্রিভুবনের অঙ্ককাররাশিকে ভূয়োভূয়ঃ বিনাশ করিয়া বিশ্রামার্থ,
 অস্তাচলস্থিত বনরাজীমধ্যে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে নীলাচল-
 চন্দ্রের মুখ্য রথও গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুস্থির হইল, কিন্তু জনগণের
 উৎসাহের নিবৃত্তি হইল না, ইহাই বোধ করি ॥৫৯॥

নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথদেব আশ্রয় সমীপে সমাগত হইয়া এবং পথমধ্যে
 ইত্যন্ততঃ সঞ্চালিত পাদবিহার অর্থাৎ প্রভুর মন্দ মন্দ গমনে অপরূপ
 তত্রত্য ভক্তগণকে সুখসিক্ধিতে নিমগ্ন করিয়া কশিপু অর্থাৎ তুলিকাকে
 আক্রমণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে প্রবেশ সময়েই সন্ধ্যাকাল উপস্থিত
 করিলেন ॥৬০॥

যিনি স্বস্থানে নিবাস করিতেছেন ও চেষ্টামাত্রই বাহার লীলা সেই কৃপালু
 শ্রীমান্ নীলাচলচন্দ্র মন্দিরমধ্যে প্রবেশ এবং প্রচুর রসপূরিত ভোগ্যবস্তু সকল
 ভোজন করিয়া বিবিধ বিলাসে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১॥

অত্রাস্তে স নিশায়া আগত্যানুজনেত্রো
দৃষ্ট্ৱা তম্মুখচন্দ্রং নির্ঘল্লোচনবাম্পঃ ।
ভূয়ো গৌরমুখাং শূর্গোবিন্দেন সমেতো
রোমাঞ্চাঞ্চিতদেহো বভ্রাজামিতচেষ্ঠঃ ॥৬২॥

ইত্যেবং সতু গুণ্ডিচোৎসবরসং দৃষ্ট্ৱা সমাস্বাত্ত চ
প্রায়ঃ কীৰ্ত্তননর্তনেন দিবসং নীত্বা মহোল্লাসবান্ ।
হর্ষোৎকর্ষমনোহরোহতিমধুরঃ শ্রীশ্রীশচীনন্দনঃ
সর্বেষাং হৃদয়ং জহার পরমানন্দৈবিমুখীকৃতম্ ॥৬৩॥

তত্তাদৃগ্ বরভূষণোৎকরলসদবেশেন সঙ্ঘিল্লমং
তত্তাদৃগ্ রমাল্যসঞ্চয়লসৎ সর্বান্ধভঙ্গীশতম্ ।
তত্তাদৃগ্ রবৈভবপ্রস্মরানন্দোৎসবশ্রীময়ং
দ্রাগদৃষ্ট্ৱৈব জগৎপতিং জনচয়াস্ত্রৈব চেতো দধুঃ ॥৬৪॥

ইত্যবসরে অম্বুজাক্ষ গৌরচন্দ্র রাজ্যের পূর্বেই সমাগত হইয়া বিগলিত
নেত্রবাম্পে নীলাচলচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিয়াও অপরিমিতচেষ্ঠা প্রভু, গোবিন্দের
সহিতই রোমাঞ্চিত শরীর হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬২॥

অতিশয় উল্লাসী গৌরচন্দ্র এইরূপে গুণ্ডিচা যাত্রার উৎসবরস দর্শন ও
আনন্দন করিয়া নৃত্য কীর্ত্তনেই প্রায় দিবস যাপিত করিলেন এবং হর্ষোৎকর্ষে
মনোহর ও অতিমধুর শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র বিমুখীকৃত জনসকলের হৃদয়
হরণ করিলেন ॥৬৩॥

তাদৃশ উৎকৃষ্ট ভূষণসমূহে বাহার বেশ উজ্জ্বল হওয়ার বিশেষ শোভা
প্রকাশ পাইতেছে এবং তাদৃশ নিরুপম ও উৎকৃষ্ট মাল্যসমূহে বাহার সর্বান্দের
ভঙ্গীসকল বিলাসযুক্ত হইয়াছে ও তাদৃশ শ্রেষ্ঠবৈভব বিকৃত আনন্দোৎসবে
যিনি শোভমান, সেই জগৎপতি জগন্নাথদেবকে দেখিয়া জনসকল শীঘ্রই
তাঁহাতে চিন্তা সমর্পণ করিলেন ॥৬৪॥

শক্ত্যা চেন্নয়নং নয়ত্যতিতরাং নীলাদ্রিরত্নে জন-
 স্তংসাস্তং পুনরত্র চিত্রলিখিতপ্রায়ং শচীনন্দনে ।
 চেতনৈব দদাতি লোচনযুগং চিত্রং চরিত্রং ততো-
 হকস্মাদা জড়িমা বিমোহনকরোহকস্মান্মুহুর্জায়তে ॥৬৫॥

ইত্যেবং রথযাত্রয়া সরভসং শৈঃ শৈঃ স্বকীর্ত্তৈশ্চ
 সঙ্কীর্ত্ত্য স্বমবেক্ষ্য তত্র মুদিতঃ প্রত্যক্ষমাত্রীভূতি ।
 তন্তুল্লাশ্চবিলাসকৌতুককথা কৈবর্ষা সমুদগীযতাং
 ব্রহ্মাদেবপি নাস্তি নাস্তি নিতরাং শক্তিভুখা তাদৃশী ॥৬৬॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে

সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥

জনগণ যখন বলপূর্ব্বক নীলাচলচন্দ্রে নেত্রোপগম করিতেছে, তখন
 তাহাদের মন যেন শচীনন্দনেই চিত্র লিখিতের ছায় রহিতেছে এবং যখন
 সেই শচীনন্দনেই নেত্র মন উভয় স্থাপন করিতেছে, তখন যেন কোথা হইতে
 হঠাৎ বিমোহনকারিণী জড়তা আসিয়া বারবার জন্মিতেছে ॥৬৫॥

শ্রীমান্ গোবিন্দ এইরূপে রথযাত্রায় সানন্দে স্বীয় ভক্তগণের সহিত স্বীয়
 ভগবান্ অর্থাৎ কৃষ্ণভগ্ন কীর্ত্তন করিয়া এবং নিজেই ভিন্ন মূর্ত্তিতে
 জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাহুহু হইয়া প্রতি বৎসর যে লীলা করেন, সেই
 সব নৃত্য বিলাসের কৌতুহল বার্ত্তা, কে বলিতে সমর্থ হয় ? এবং ইহাও
 বারবার বলিতেছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও তৎকথনে তাদৃশ শক্তি নাই ॥৬৬॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ

অথ তত্র রথোৎসবে প্রভুঃ স্বজনে নৈব বিলম্ব্য ভূয়শঃ ।

মুহুর্তেষু বাসরেষু চ প্রমোদোপবনে স কৌতুকী ॥১॥

ইহ রম্যসরঃসু সম্পৃহং বিহিতস্নানবিধির্যথাযথম্ ।

অবলোক্য সিতেত্তরাচলদ্ব্যমণিং রাজতি তত্র তত্র সঃ ॥২॥

প্রতিভূরহমূলমূলসন্ প্রতিবল্লি-প্রতিকুঞ্জমঞ্জসা

প্রতিসৈকতরঞ্জিতস্থলং বিলসন্ ভ্রাজতি তত্র তত্র সঃ ॥৩॥

বিলসংকলকণ্ঠকাকলীং কলয়ন্ কোমলচিত্তবৃত্তিকঃ ।

মধুরং মধুপোৎকরধ্বনিং শ্রবণেনৈব পিবন্ বিরাজতে ॥৪॥

ইহ তন্তুদদভবিভ্রমৈভ্রমমাণঃ স ইতস্ততো মুহুঃ ।

বিজহৌ হৃদয়স্য কর্ষণং চিরবৃন্দাবনবিপ্রয়োগজম্ ॥৫॥

শ্রীগৌরচন্দ্র রথযাত্রায় স্বজনের সহিত ভূয়োভূয়ঃ বিলাস করিয়া আট দিবসেই উপবন মধ্যে কৌতুকী হইয়া প্রমোদাশুভব করিলেন ॥১॥

এই রমণীয় সরোবরমধ্যে যথাক্রমে স্নান ক্রিয়া সমাপন করিয়া নীলাচল-চন্দ্রকে দর্শন করিয়া সেই সব স্থানে শোভা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥২॥

গৌরচন্দ্র সেইসকল স্থলে প্রত্যেক কুঞ্জে, প্রতিবৃক্ষ ও প্রতিলতার প্রতি সহসা উল্লাসিত হইয়া এবং বালুকারণিত প্রত্যেক স্থানে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩॥

গৌরচন্দ্র অতীব কোমল চিত্ত হইয়া সবিলাস কলকণ্ঠের কাকলী অর্থাৎ কোকিলের মধুরধ্বনি এবং মধুপগণের সুমধুরশব্দ শ্রবণ করিয়া বিরাজমান হইলেন ॥৪॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে সেই সেই বিপুলতর বিলাসে বারম্বার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া চিরকালের বৃন্দাবন-বিয়োগ জন্ত হৃদয়াকর্ষণ চিন্তোৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিলেন ॥৫॥

অথ তন্তু বহির্বিহারতো বিজয়ে নীলগিরৌ জগৎপতেঃ ।

স তথৈব পরিচ্ছদোৎকরৈরভবৎ সর্বজনপ্রমোদকৃৎ ॥৬॥

নববাসরমধ্যাতঃ প্রভুঃ স নরেন্দ্রাখ্যসরোবরে ততঃ ।

স্বজনৈঃ সহ ভোয়খেলনং সমমদৈতমহাত্মনাকরোং ॥৭॥

উপগম্য নরেন্দ্রসংজ্ঞকাং সরসীং তাং সরসীকুহেলকঃ ।

কুতূকেন নিদাষশাস্ত্রয়ে সললস্বে নিজভক্তবৎসলঃ ॥৮॥

অরুণারুণপাদপঙ্কজে দ্রুতচামীকরগৌরবিগ্রহঃ ।

করুণারুণলোচনদ্বয়স্ত্রিবিধোত্তাপবিরামকৃৎ সদা ॥৯॥

অবলম্ব্য স ইখমঞ্জসা সরসীং সারসসালসেক্ষণঃ ।

ক্ষণবান্ জলকেলিকৌতুকে সহ ভৈত্তৈরমৃতাং শুবদ্বভৌ ॥১০॥

(যুগ্মকম্)

গৌরচন্দ্রে সেই উপবনের বহির্ভাগে নীলাচল বিহারী জগৎপতি
জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পর তদ্রূপেই বিবিধ পরিচ্ছদে সমস্ত ভক্তজনের
আনন্দকারী হইলেন ॥৬॥

... মহাপ্রভু মহান্না অদ্বৈত ও ভক্তগণের সহিত নরেন্দ্র সরোবরে নয় দিবস
ব্যাপিয়াই জলক্রীড়া করিলেন ॥৭॥

নিজভক্তবৎসল রাজীবলোচন গৌরচন্দ্রে অতি কুতূহলে নরেন্দ্র সরোবরে
সমুপস্থিত হইয়া গ্রীষ্মশাস্তির নিমিত্ত অবগাহন করিলেন ॥৮॥

বাহার পাদপদ্ম সমধিক অরুণবর্ণ, অঙ্গ বিগলিত কাঞ্চনের স্থায় গৌরবর্ণ,
লোচনযুগল কারুণ্যপূর্ণ ও রক্তাভ এবং যিনি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক
ও আধিদৈবিক ভেদে বিবিধ তাপের বিনাশকারী, সেই পদ্মবৎ সালসলোচন
গৌরচন্দ্রে ক্ষণবান্ অর্থাৎ উৎসবাভিলাসী হইয়া সহসা সরোবরে অবতরণ
করিয়া সেই ভক্তগণের সহিত জলকেলি কৌতুকে অমৃতাংগ শশধরের স্থায়
দীপ্তমান্ হইলেন ॥১০॥

কতরে দলসঞ্চয়াঃ পরে নবকিঙ্কচয়া ইব স্থিতাঃ ।

স্বয়মেব বরাটকাকৃতিঃ স বভৌ গৌরশশী চ পদ্মবৎ ॥১১॥

করবারিভিরস্ত্র কেচ তে সিম্বিচুস্তংপদপঙ্কজং যুছ ।

কতরে নয়নাজ্বরঙ্ককৈরিহ তদ্রূপস্থাঃ সমাপিবন্ ॥১২॥

স তু ভূরিবিলাসকৌতুকং রচয়ন্নিদ্রুমুখঃ কৃপানিধিঃ ।

শয়িতং কুতূকেন সংশ্রিতঃ সুখমদ্বৈততত্ত্বং ব্যারোচত ॥১৩॥

সুনিপাত্য কৃপানিধিস্তদা প্রভুমদ্বৈতমধোজলাস্তুরে ।

তদ্রূপর্যাপি সালসঃ স্বয়ং পরিস্মৃণুঃ স যযৌ সনিদ্রতাম্ ॥১৪॥

ইতি ভূয় ইহৈব বিভ্রমং রচয়িত্বা তটমুদঘযৌ প্রভুঃ ।

বিগলজ্জলবিন্দুস্পন্দরং বসনং বিভ্রুপাত্তকৌতুকঃ ॥১৫॥

এবং সেই সরোবরमध्ये কতিপয় ভক্ত পদ্মাদিদলের জ্বায় ও কতিপয় ভক্ত অভিনব কিঙ্করের তুল্য এবং কতিপয় ভক্ত নিজেই বরাটকাকৃতি অর্থাৎ পদ্মবীজের জ্বায় হইয়াছিলেন এবং গৌরচন্দ্রও পদ্মের জ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১১॥

কতিপয় ভক্তবৃন্দ হস্ত প্রক্ষিপ্ত জলধারায় গৌরচন্দ্রের কোমল পাদপদ্মকে অভিষিক্ত করিলেন এবং কতিপয় ভক্ত নেত্রপদ্ম রূপ ছিদ্র দ্বারা গৌরচন্দ্রের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

চন্দ্রবদন কৃপানিধি গৌরসুন্দর বিবিধ বিলাস কৌতুক বিস্তার করিয়া শয়ন করিবার নিমিত্ত অতিহর্ষে অদ্বৈতানু সংশ্রয়পূর্বক আনন্দ বিস্তার করিলেন ॥১৩॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র তৎকালে অদ্বৈতকে অর্জু পাতিত করিয়াও নিজে তদ্রূপরি সালস হইয়া শয়ন করিয়া স্নখে নিদ্রাহুভব করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

মহাপ্রভু এইরূপে সরোবরमध्ये বারম্বার বিলাস বিস্তার করিয়া তটে উৎখিত হইলেন এবং বিগলিত জলবিন্দু দ্বারা স্পন্দর বসন ধারণ করিয়া অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন ॥১৫॥

অথ নীলগিরীন্দ্রচন্দ্রমা বিদধেস্তুবিজয়ং তথৈব সঃ ।

স তথৈব শচীতনুভবঃ পরিলোচ্য ভ্রমদং যযৌ মুহুঃ ॥১৬॥

প্রথমাবসরং জগৎপতেঃ প্রযতো দ্রষ্টুমসৌ শচীশুভঃ ।

শয়নাং প্রহরে সমুদযযৌ ক্ষণদায়াশ্চরমে কৃপানিধিঃ ॥১৭॥

শয়নাং স তথা শচীশুভঃ প্রভুরুথায় বিভোর্দিদৃক্ষয়া ।

বিবিধং বিদধে বিধানতঃ সতু দৈনন্দিনকর্ম্ম নির্মলম্ ॥১৮॥

বিমলৈঃ সলিলৈঃ পরিস্কৃতৈর্বিহিতস্নানবিধির্মহাপ্রভুঃ ।

কটিসূত্রসমেতমঞ্জসা বরবাসঃ স দধার লোহিতম্ ॥১৯॥

মদবারণরাজবিভ্রমো নিজ্জনাগ্রহণে কৃতক্ষণঃ ।

অরুণাস্বরসংবৃতাজকো বহিরেযোহতিশুখেন নির্যযৌ ॥২০॥

নীলাচলচন্দ্র সেইভাবে মাঝখানে বিজয় করিলেন এবং শচীনন্দনও সেই
রূপেই বিজয় দর্শন করিয়া বারম্বার প্রমোদলাভ করিলেন ॥১৬॥

কৃপানিধি শচীনন্দন জগন্নাথদেবের প্রথমযাত্রা সম্পর্শনার্থ অতীব সংযত
হইয়া নিশার অবসানে শয্যা হইতে উখিত হইয়া গমন করিলেন ॥১৭॥

প্রভু শচীনন্দন সেইরূপ জগন্নাথের দর্শনেচ্ছায় শয্যা হইতে উখিত হইয়া
বিধিপূর্ব্বক বিবিধ দৈনন্দিন নির্মল কর্ম্ম বিহিত করিলেন ॥১৮॥

মহাপ্রভু পরিস্কৃত বিমল সলিলে স্নানবিধি বিহিত করিয়া সহসা কটিসূত্র
সমেত উত্তম লোহিত বসন ধারণ করিলেন ॥১৯॥

মদমত্ত গজরাজের ভ্রায় বাহার বিলাস ও নিজে হরিনাম গ্রহণে বাহার
সর্ব্বদাই উৎসব, সেই গৌরচন্দ্র অরুণ বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া অতিশুখে
বহির্ভাগে নির্গত হইলেন ॥২০॥

করকং পরিগৃহ্য পাণিনা সতু গোবিন্দমহামতিস্ততঃ ।

সতত্তং প্রভুসঙ্গসঙ্গতঃ সতু দামোদর ইত্যসৌ যতিঃ ॥২১॥

নিজনামস্থাপয়োনিধে: সততাস্বাদলসন্মনোরথঃ ।

সমুপেত্য ততঃ প্রভো: পুরং প্রবিবেশ প্রণতিং বিধায় সঃ ॥২২॥

অসিতাচলমৌলিচন্দ্রমোবদনেন্দু: পরিলোক্য নির্ভরম্ ।

বিগলগ্নয়নাসুধারয়া পরিধৌতাজ্জলতো বিরাজতে ॥২৩॥

নমু নীলগিরীন্দ্রচন্দ্রমা: পরিলোক্যৈক্যনমদভবিভ্রমম্ ।

অভিষিঞ্চতি তদ্বিলোচনদ্বয়নীরৈরতিহর্ষধর্মিতঃ ॥২৪॥

নিমিষেণ হ্রনোতি মানসং বহুধেত্যস্ত বিলোকনে প্রভু: ।

অসিতাচলরত্নমঞ্জসা নয়নে নির্নিমিষে চকার কিম্ ॥২৫॥

স শচীতমুজো নিজাং তনুমভিষিচ্যাক্ষিপয়োবরৈর্মুহু: ।

পুলকৈর্দ্বিগুণীভবন্তুমুদে হর্ষবশন্তথা তথা ॥২৬॥

তৎপরে মহামতি গোবিন্দ এবং সেই যতিবর দামোদর স্বীয় করে করক অর্থাৎ কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া নিয়ত প্রভু সঙ্গে আসিয়া সঙ্গত হইলেন ॥২১॥

তৎপরে যতিবর দামোদর হরিনামরূপ স্মৃতিসমুদ্রে নিয়তাস্বাদে মনোরথে উল্লসিত হইয়া প্রভুর অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রণতি বিধানপূর্বক প্রবিষ্ট হইলেন ॥২২॥

যতিবর দামোদর নীলাচলচন্দ্রের বদনচন্দ্র নিয়ত দর্শন করিয়া বিগলিত নেত্রধারায় অঙ্গলতা ধৌত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৩॥

নীলাচলচন্দ্রই কি অত্যন্ত হর্ষাক্ষুণ্ণ হইয়া অতিশয় শোভাশালী যতিবরকে দর্শন করিয়া তাঁহারই লোচন সলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন ? ॥২৪॥

দর্শন বিষয়ে নিমেষ এই যতিবরের মানসকে সন্তুষ্ট করিতেছে এই নিমিত্তই কি প্রভু নীলাচলরত্ন ইহার নয়ন যুগলকে নিমেষশূন্য করিলেন ? ॥২৫॥

শচীনন্দন গৌরচন্দ্র লোচনপতিত জলধারায় বার বার নিজ তনুকে

প্রথমাবসরং প্রভৃত্যধো সতু ধূপাবধি তত্র সুস্থিতঃ ।
বহধা প্রগতি-প্রদক্ষিণাশ্চপি কৃত্বা নিজামলয়ং যযৌ ॥২৭॥

সমুপেত্য নিজালয়ং ততো নিজনামানি মুহমু'র্হর্জপন্ ।
উপবিশ্য ররাজ চন্দ্রবৎ জগদাহ্লাদকরঃ প্রকাশবৎ ॥২৮॥

অথ তত্র সুখং গৃহান্তরে স্থিতবন্তুং করুণালয়ং প্রভূম্ ।
পরিলোকিতুমঞ্জসা মুহঃ পরিতঃ শৈশুমু'দিতাঃ সমাযযুঃ ॥২৯॥

প্রথমং পরিগৃহ্য সাদরং প্রভুপূজার্থমুপায়নং বহু ।
পুলকাশ্রবরাকুলঃ সুখং প্রভুরদ্বৈত ইহাগমস্তদা ॥৩০॥

অভিষিক্ত করিয়া পুলকাবলীতে দ্বিগুণিতাঙ্গ হইয়াও হর্ষবশে মহাদ্বষ্ট
হইলেন ॥২৬॥

মহাপ্রভু জগদ্বাথের প্রথমাবসর অর্থাৎ প্রথমাবকাশ হইতে ধূপাবধি সেই
স্থানেই সুস্থিত হইয়া এবং বহধা প্রগতি ও প্রদক্ষিণাদি করিয়া নিজালয়ে
গমন করিলেন ॥২৭॥

প্রভু নিজালয়ে উপস্থিত হইয়া মুহমুহঃ নিজ নাম জপ করিয়া
জগদাহ্লাদকর গৌরচন্দ্র চন্দ্রের স্থায় প্রকাশমান হইয়া শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥২৮॥

গৃহমধ্যে সুখে অবস্থিত করুণালয় প্রভু গৌরচন্দ্রকে অনায়াসে দর্শন
করিবার নিমিত্ত তত্তগুণ স্বজনবেষ্টিত হইয়া বারবার হর্ষভরে আগমন
করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

ঐ সময়ে প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর পূজানিমিত্ত বিবিধ উপহার
সাদরে গ্রহণ করিয়া পুলক ও অশ্রুভরে সমাকুল হইয়া সহর্ষে মহাপ্রভুর গৃহে
উপস্থিত হইলেন ॥৩০॥

পদয়োর্বিনিবেত্ত ভক্তিত: সলিলং শুদ্ধতমং সুবাসিতম্ ।

মলয়োদ্ভবপঙ্কসঞ্চয়ৈরথ ভালস্থলমালিলেপ স: ॥৩১॥

কুসুমানি মনোহরাণ্যথো শুচিহর্বাক্ততসঞ্চয়ং তত:

বিলিলেপ কুপানিধিস্তদা প্রভুরদ্বৈতবিভুং বিশেষত: ॥৩২॥

অথ ভূমুরবংশচন্দ্রমা: প্রথিতো নারদ ইত্যসৌ ভুবি ।

বিহিতপ্রণিপাতসংহতির্নয়নাজেন তথা সমর্চয়ৎ ॥৩৩॥

অথ যে প্রভূপাদপল্লবপ্রিয়ভূত্যা: সুনিবারিতাশ্চ তে ।

সময়াৎ সমুপেত্য সম্পৃহং নয়নৈস্তদ্বদনং পপুমূহ: ॥৩৪॥

ইতরে বহবোহপি সর্বত: সমুপেতা: প্রভূদর্শনোৎসুকা: ।

সভয়স্পৃহকৌতুকত্রয়ং সততোহধিকষ্ঠিতচিত্তবৃন্তয়: ॥৩৫॥

বহিরেব চিরং সুখোৎকরৈ: স্থিতবন্ত: স্মহাকুপালয়ম্ ।

দদৃশু: ক্রমশোহতিসাধ্বসাদপি গোবিন্দনিবেদনাস্তরে ॥৩৬॥

(যুগ্মকম্) .

ভক্তিপূর্বক পাদযুগলে শুদ্ধতম ও সুবাসিত জল অর্পণ করিয়া তৎপক্ষে মলয়োদ্ভব চন্দনপক্ষে ললাটস্থল লেপন করিলেন ॥৩১॥

কুপানিধি গোরচন্দ্র ও মনোহর পুষ্প, পবিত্র দূর্বা ও অক্ষত প্রভৃতি মাজল্যাদ্রব্য সকল বিশেষরূপে অদ্বৈতের শরীরে লেপন করিলেন ॥৩২॥

পৃথিবীতে নারদরূপে বিখ্যাত ষিদ্ধকুলচন্দ্র শ্রীবাস পণ্ডিত বারম্বার প্রণতি বিধান করিয়া নয়নপদ্মদ্বারা অর্চনা অর্থাৎ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

বাহারা প্রভূপাদপল্লবের প্রিয়ভূত্যা এবং বাহারা একেবারে নিবারিত সকলেই সময় পাইয়া উপস্থিত হইয়া নয়নদ্বারা প্রভুর বদনচন্দ্রে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তৎপক্ষাৎ বহুসংখ্যক লোক সর্বতোভাবে প্রভূদর্শনোৎসুক উপস্থিত হইয়া ভয়, স্পৃহা ও কৌতুহলে সতত চিত্তবৃন্তিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াও মহানন্দে

ইতি তে প্রহরদয়াবধি প্রথিতা ভাবশতেন ভূয়সা ।

দদৃশু প্রভুমাস্তকৌতুকং বরকল্পক্রমবদ্বনোরমম্ ॥৩৭॥

হসিতৈরপি কাংশ্চিদঞ্জসা বচনেনাপি তথৈতরান্ প্রভুঃ ।

কৃপয়াচ কয়াচ নেতরানকরোদাস্তমনোরথোৎসুকান্ ॥৩৮॥

হৃদয়েষু পুনর্মনোরথানিহ যো যো বিদধে যথাবিধান্ ।

সকলান্ স্বয়মাস্তকৌতুকঃ সফলানেব চকার তাংস্তথা ॥৩৯॥

নচ নির্ববৃতে বিলোক্য তং নচ দৃষ্টীরহিতাশ্রবাহিতা ।

প্রপদাস্তগমশ্রুনোজ্জ্বলিতং মহুজেনাস্ত্য সমীপতন্তদা ॥৪০॥

বহির্দেশেই অবস্থিতি করিয়া অতিভয়ে গোবিন্দ নিবেদন করিলে পর অমহান্ কৃপালয় গৌরচন্দ্রকে ক্রমশঃ দর্শন করিলেন ॥৩৫॥৩৬॥

এইরূপে দুইপ্রহরকাল ভক্তগণ উৎকৃষ্ট কল্পবৃক্ষের ছায় মনোরম ও কৌতুকাক্রান্ত গৌরচন্দ্রকে সুবিস্তৃত ভাবসমূহে বারম্বার দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

মহাপ্রভু সমাগত ভক্তগণमध्ये কাহাকে হান্ত দ্বারা, কাহাকেও ঝাটিতি বাক্য দ্বারা এবং তদ্রূপ অত্যাশ্র কতিপয় ভক্তকেও বাক্য দ্বারা তথা অত্যাশ্র কতগুলিকে কোন এক অনির্বচনীয় কৃপাদ্বারা স্বীকৃত এবং মনোরথে আনন্দিত করিলেন ॥৩৮॥

পুনশ্চ যে যে ব্যক্তি মনোমধ্যে যে কোন মনোরথ করিয়াছিল, শ্রীগৌরানন্দেব মহাকৌতুকে এককালেই তাহাদিগের সমস্ত মনোরথকে সফল করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

তৎকালে ভক্তগণের দৃষ্টি অবরুদ্ধ আনন্দাশ্রুতে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রভুকে দেখিয়াও মুগ্ধ হইতে পারে নাই এবং জনসকলের প্রভুর নিকটে নেত্র হইতে শাদাশ্রু পর্যন্ত নেত্রের জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল ॥৪০॥

স বিধায় সমস্তদেহিনাং সুখমালোকনভাষণাদিভিঃ ।

বিদধে মধুরাননঃ সুখাদথ মাধ্যম্লিনকর্ম্য শুদ্ধিমং ॥৪১॥

শুচিভিঃ সলিলৈঃ কৃতান্নবো ধৃতকোপীনবহিঃসদংশুকঃ ।

মলয়োদভবপঙ্কভূষিতো নিজনামানি গ্ণন্ বভৌ প্রভুঃ ॥৪২॥

উপযুক্ত্য চ শুদ্ধমোদনং কৃতশুদ্ধাচমনাদিকক্রিয়াঃ ।

পরিধায় চ ভিন্নমংশুকং শুচিকাস্তির্বব্ধে শ্রিয়া প্রভুঃ ॥৪৩॥

পুনরপ্যুপগম্য তে চ তে প্রভুপাদাযুক্তসীধূলম্পটাঃ ।

নয়নাঞ্জলিভিনিরন্তরং বহু তদ্রূপসুখাং পপুস্তদা ॥৪৪॥

স যথাতথমুক্তিমাধুরীমধুরস্মেরমুখেন্দুসুন্দরঃ ।

মুদিতানথ তান্ স পূর্ববৎ পরিসংভাষ্য চকার নির্ভরম্ ॥৪৫॥

মধুরানন গৌরচন্দ্র রূপাদৃষ্টি ও বাক্য কথনাদিদ্বারা সমস্ত লোকের সুখ বিধান করিয়া তৎপরে মহানন্দে বিভূক্ত মধ্যাহ্নকালীন ক্রিয়া বিধান করিলেন ॥৪১॥

মহাপ্রভু পবিত্র সলিল দ্বারা স্নানবিধি সমাপন করিয়া কোপীন ও উৎকৃষ্ট বহির্কাস পরিধান করিয়া এবং মলয়পর্বতজাত চন্দনপঙ্কদ্বারা বিভূষিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪২॥

পবিত্রকাস্তি গৌরচন্দ্র বিভূক্ত অন্নভোজনপূর্বক শুদ্ধ আচমনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তৎপরে বসনান্তর পরিধান করিয়া স্বীয় অঙ্গকাস্তিদ্বারা বুদ্ধিশীল হইলেন ॥৪৩॥

মহাপ্রভুর পাদপদ্মের সীধূলম্পট অর্থাৎ শ্রীচরণে অত্যন্তাসক্ত ভক্তগণ পুনর্বার উপস্থিত হইয়া বারম্বার নয়নাঞ্জলী দ্বারা নিরন্তর গৌরালের রূপামৃত পান করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

বাক্যমাধুরী ও স্নমধুর হাস্যদ্বারা ধাহার মুখচন্দ্র সুন্দর, সেই গৌরচন্দ্র পূর্ববৎ যথাক্রমে ভক্তগণকে সন্তোষণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত করিলেন ॥৪৫॥

নিজনামসুখাং মুহুঃ পিবন্তিতি দৈনন্দিনকর্ম ভুষয়ন্ ।

শরদি প্রতিযাত্রামুৎসুকঃ সুখসিদ্ধৌ পরিগাহতে স্য সঃ ॥৪৬॥

বহুকৌতুকবীক্ষণক্ষণামুদিতো দ্বাদশযাত্রকেণ সঃ ।

অসিতাচলমৌলিমণ্ডনং নয়নাভ্যামকরোদিবাত্মনি ॥৪৭॥

মকরোৎসবমধ্যতঃ প্রভুবিহিতাভীরুরুচির্ধারুচি ।

ঘৃতদুগ্ধদধীনি ভারতো নিদধৎ কণ্ঠতটে বিরাজতে ॥৪৮॥

ক্ষণমপ্যতিসৌখ্যচঞ্চলো লগুড়োৎক্ষেপণকৌতুকী মুহুঃ ।

বরগোপ ইবেহ হর্ষদো জয়তি শ্রীযুতগোরবিগ্রহঃ ॥৪৯॥

ক্ষণমুৎক্ষিপতি ক্ষণং পদা ক্ষিপতি ভ্রাময়তি ক্ষণন্ত তম্ ।

ভূজকক্ষতটোরুজানুপংকমলাধোহধ ইতস্ততঃ প্রভুঃ ॥৫০॥

গৌরচন্দ্র হরিনাম সুখা নিয়ত পান করিয়া এইরূপে দৈনন্দিন কর্ম সম্পাদন-
পূর্বক শরৎকালে প্রত্যেক যাত্রাতেই উৎসুকচিত্তে আনন্দসিদ্ধিতে অবগাহন
করিলেন ॥৪৬॥

গৌরচন্দ্র দ্বাদশবার যাত্রা করিয়া বহুবিধ কৌতুক দর্শনজন্ত উৎসবে
আনন্দিত হইয়া স্বীয় লোচনদ্বারাই যেন আশ্রিতে নীলাচলবৃক্ষের ভূষণ
রচনা করিলেন ॥৪৭॥

মহাপ্রভু মকরযাত্রার মধ্যে স্বীয় অভিলাষ মতে আভীরশোভা বিধান
করিয়া নিজস্বদে ঘৃত, দুগ্ধ ও দধিভার অর্পণ করিয়া শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥৪৮॥

শ্রীযুত গোরবিগ্রহ মহাপ্রভু কখনও বা অতীব আনন্দে চঞ্চল হইয়াও
লগুড়ক্ষেপণে কৌতুকী হইয়া মহানন্দপ্রদ গোপরাজের ভ্রায় জয়যুক্ত
হইতেছেন ॥৪৯॥

প্রভু কখনও সেই লগুড়কে উৎক্ষেপণ, কখনও পাদপদ্মে ক্ষেপণ এবং
কখনও ঘূর্ণিত করিয়া কখনও ভূজ, কক্ষতট, উরু, জাহ্ন তথা পাদপদ্মের
অধঃ অধঃ প্রদেশে ক্ষেপণ করিতেছেন ॥৫০॥

অতিকৌতুকচেষ্টয়া নৃণাং নয়নানন্দমভীষ সাস্রবকম্ ।

বিদধৎ সকলোৎসবেষু সপ্রভুরানন্দমমন্দমাযযৌ ॥৫১॥

অথ দোল ইতীরিতো হরেঃ স্তমহানুৎসব এক উত্তমঃ ।

বিবিধৈঃ খলু কৌতুকেহিতৈঃ পুরতো নৃত্যতি গৌরবিগ্রহঃ ॥৫২॥

অরুণৈশ্চ সিঁতৈশ্চ কোমলৈরথ হারিদ্ভরজোভিরুত্তমৈঃ ।

মলয়োদভবরেণুভিশ্চ তৈর্ভগবাংশ্চিহ্নিতবিগ্রহো বভৌ ॥৫৩॥

সফলক্রমুকক্রমোচ্চয়ৈঃ ফলনত্রৈঃ কদলীক্রমৈরপি ।

সুমনোভরনিষ্পাতচ্ছিথৈস্তরুভিশ্চাধিকমণ্ডলীকৃতে ॥৫৪॥

বরমঞ্চবিভূষিতে লসদ্বরপর্যঙ্কতটোপরি প্রভৌ ।

নিজভক্তগণেন দোলিতে সতি গৌরান্ধশশী চ নৃত্যতি ॥৫৫॥

(যুগ্মকম্)

এইরূপে গৌরচন্দ্র সকল উৎসবেই বিবিধ কৌতুক চেষ্টায় মানবগণের অতীব নিবিড়তম নয়নানন্দ বিধান করিয়া নিজেও মহামহা আনন্দ লাভ করিলেন ॥৫১॥

দোলযাত্রা নামক হরির স্তমহান্ এক উৎকৃষ্ট উৎসব উপস্থিত হইলে পর গৌরচন্দ্র বিবিধ কৌতুক চেষ্টায় অগ্রভাগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫২॥

তৎপরে অরুণবর্ণ, গুরুবর্ণ ও উত্তম কোমল হরিদ্ভারজোহারা এবং মলয়জ চন্দনরেণুতে ভগবান্ গৌরান্ধদেব চিত্রিতাঙ্গ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৩॥

কলবান্ ক্রমুকক্রমোচ্চর অর্থাৎ সুপারী বৃক্ষসমূহ এবং পুষ্পভারে নতমণ্ডক অন্তান্ত তরুগণে যাহা মণ্ডলীকৃত এবং উৎকৃষ্ট মঞ্চবিভূষিত সেই শোভমান পর্য্যঙ্কে অর্থাৎ দোলায় উপরি প্রভু জগন্নাথদেব স্বীয় ভক্তগণ কর্তৃক দোলিত হইলে পর প্রভু গৌরচন্দ্রও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫৪॥৫৫॥

কনকাচলকাস্ত্রবিগ্রহৌ মুহুরন্তোহুবিলাকনোৎসুকৌ ।

অভিদোলননৃত্যচঞ্চলাবথ গোবিন্দশচীশ্রুতৌ প্রভু ॥৫৬॥

নিজচেষ্টিতবৈভবশ্রিয়া জনতানং নিবিড়ং সুখোৎকরম্ ।

অবিরামরসাদকুর্ব্বতামধিদোলোৎসবমুৎসুকান্না ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ইতরেষু মহোৎসবেষু স প্রথিতো দোল ইতীহ যঃ সদা ।

সমএব রথস্য কীর্ত্তিতো মধুমাসপ্রথমে স রাজতে ॥৫৮॥

নহু তৎ কিমিদং জগৎপতেরিহ দোলোৎসবকৌতুকং জনৈঃ ।

কথনীয়মমুং মহাপ্রভুঃ পুরতঃ পশ্যতি নির্ভরৈঃ সূতৈঃ ॥৫৯॥

পুনরপ্যথ তৈঃ সমাগতৈরথযাত্রাসময়ে মহাপ্রভুঃ ।

বিলসত্যনিশং তথা তথা নিজসঙ্কীৰ্ত্তননর্তনাদিভিঃ ॥৬০॥

ইতি বিংশতিহায়নৈঃ প্রভুর্বলদেবস্য রথাগ্রতো মুহুঃ ।

নটনানি বিধায় কীর্ত্তনৈরিদমেতদ্যকিরঞ্জগন্তলে ॥৬১॥

বাহাদিগের বিগ্রহ কনকাচলের ছায় কমনীয় এবং পরম্পরের দর্শনেই পরম্পর উৎসুক, সম্যকরূপ দোল নৃত্যে চঞ্চল, সেই প্রভু গোবিন্দ ও শচীনন্দন পরম্পরের স্বকীয় বিলাস শোভায় দোলযাত্রায় উৎসুকচিত্তে অবিরাম বিলাসরসে জনসকলের নিবিড় সুখরাশি বর্ধন করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥৫৭॥

নীলাচলক্ষেত্রে অত্যাশ্রমহোৎসবের মধ্যে রথযাত্রার তুল্য “দোল” । সেই দোল যাত্রা চৈতন্যমাসের প্রথমে হয় ॥৫৮॥

জগৎপতি জগন্নাথদেবের এই দোলযাত্রার কৌতুক জনসকল কি বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? মহাপ্রভু তাহা আনন্দসহকারে দর্শন করিয়া থাকেন? ॥৫৯॥

মহাপ্রভু পুনর্বার সমাগত ভক্তগণের সহিত সেই নিজ কীর্ত্তনাদিঘায় নিরন্তর বিলাস করিতে লাগিলেন ॥৬০॥

এইরূপে মহাপ্রভু বিংশতি বৎসর বলদেবের রথাগ্রে মুহূর্হঃ নৃত্য করিয়া জগৎগুণে কীর্ত্তন বিকিরণ করিয়াছিলেন ॥৬১॥

স তু সর্বজনাস্তরস্থিতো জগদাধার ইতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
ইতি তস্মৈ পুরো মুহুৰ্ঘর্নটনং কীৰ্ত্তনমাততান সঃ ॥৬২॥

ইথাং শ্রীপুরুষোত্তমে বিহরণং কৃতা শচীনন্দনো
হর্ষাদ্বিংশতিবৎসরেণ বিহিতক্ৰীড়ো বভৌ নির্ভরম্ ।
এতন্মধ্যমখিপ্রয়াণকৃত্তুকাদাগত্য ভাগীরথী-
তীরে শ্রীমথুরামলঙ্কৃতিমতিং কর্ত্বুং স বিক্ৰীড়তি ॥৬৩॥

ইতি চৈতন্ত্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

জগন্নাথদেব সমস্তজনের মধ্যস্থিত জগতের আধার বলিয়া কীর্তিত ।
মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের অগ্রে ইহাই বলিয়া বারবার নৃত্য ও কীর্তন বিস্তার
করিয়াছিলেন ॥৬২॥

শচীনন্দন গৌরনুন্দর এইরূপে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিহার করিয়া অতিহর্ষে
বিংশতি বৎসরকাল বিবিধ ক্রীড়া বিধানপূর্বক নিরতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন ।
এই বিংশতি বৎসরের মধ্যেই প্রয়াণকৌতূহলে ভাগীরথীতীরে আগমন-
পূর্বক শ্রীমথুরাকে স্নশোভিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ ক্রীড়ার কালাতিপাত
করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

উনবিংশঃ সর্গঃ

দ্রুতচামীকরাকারো মথুরাং চলিতুং ততঃ ।

লসংকরিকরাকারোদামদোদ্বিতয়ো বভৌ ॥১॥

প্রযাতুং যমুনাতীরং গঙ্গাতীরে মনো দধে ।

যন্তটে সোহবতীর্ণোহস্তি তস্তাং প্রীতির্মহীয়সী ॥২॥

দক্ষিণাদাগতো যাবতাবতত্র মহাপ্রভুঃ ।

মথুরায়াং চলত্যেব রামানন্দোহত্র বাধতে ॥৩॥

চাতুর্মাশ্রান্তরে নাথং কহিচিৎগমনোত্তমং ।

উবাচ বহুত্বংথেন শ্রীরামানন্দরায়কঃ ॥৪॥

দশম্যাং বিজয়ায়াং তু গমনং ভবিতা প্রভোঃ ।

দশম্যাং বিজয়ায়াং তু দশায়ামহমগ্রতঃ ॥৫॥

ঐহার শরীর গলিতকাঞ্চনের ত্রায় গৌরবর্ণ এবং ঐহার বাহুগুল করিকণ্ডের ত্রায় মনোহর, সেই গৌরচন্দ্র মথুরা বাইবার নিমিত্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১॥

যমুনাতীরে গমন করিবার নিমিত্ত গৌরচন্দ্র গঙ্গাতীরে মনোনিবেশ করিলেন । যে গঙ্গাতীরে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্তবরাং তাঁহার প্রতি প্রভুর মহীয়সী প্রীতি ছিল ॥২॥

মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে আগত হইয়া বখন মথুরায় গমন করিতেছেন, তখন রামানন্দ রায় সেই বিয়োগ বেদনায় বাধিত হইতে লাগিলেন ॥৩॥

চাতুর্মাশ্রের অবসানে কোন এক সময়ে মহাপ্রভুকে গমনোত্তম দেখিয়া রামানন্দ রায় বহু ত্বং প্রকাশ করিয়া কহিলেন ॥৪॥

বিজয়াদশমীর পর প্রভুর গমন হইবে, ইহাতেই আমি বিজয়কারিণী দশমী দশায় অর্থাৎ যুভাদশাতে অগ্রেই বর্তমান রহিয়াছি ॥৫॥

গোবিন্দো জগদানন্দঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।

পরমানন্দপুরী চ তৎসঙ্গে মিলিতা যযুঃ ॥৬॥

গঙ্গাতীরে সমাগত্য বৈষ্ণবেভ্যো বিসর্জিতুম্ ।

মহাপ্রসাদান্ বিবিধান্নেতুং তত্রাদিশং প্রভুঃ ॥৭॥

এতে নাথনিদেশেন মুদিতা ভূয় আদহুঃ ।

মহাপ্রসাদান্ বিপুলান্ ডোরচন্দনমুখ্যকান্ ॥৮॥

মাত্রৈ নিন্মাণ্যবসনমায়েচ্ছাভির্মহাপ্রভুঃ ।

পরমানন্দপুৰুষ্যুঢ়াং পরমাং যুক্তিমা দধে ॥৯॥

ইদং শ্রীমজ্জগন্নাথনিন্মাণ্যং পরমাং শুকম্ ।

প্রতাপরুদ্রেণ চ মে দত্তং পরমদুর্লভম্ ॥১০॥

গোবিন্দ, জগদানন্দ, শ্রীদামোদর পণ্ডিত এবং পরমানন্দ পুরী, ইহারা সকলেই মহাপ্রভুর সঙ্গে গমন করিলেন ॥৬॥

মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া তথায় বৈষ্ণবদিগকে দিব্য নিমিত্ত নানাপ্রকার মহাপ্রসাদ আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন ॥৭॥

ভক্তগণ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ছুট হইয়া পুনর্বার ডোর, চন্দন প্রভৃতি বিপুল মহাপ্রসাদ সকল গ্রহণ করিলেন ॥৮॥

মহাপ্রভু নিজের ইচ্ছাতেই প্রসাদবসন “মাতাকে দেওয়া যাইতে পারে কিনা ?” এই বিষয়ে পরমানন্দ পুরীর অঙ্গীকৃত মহতী যুক্তি অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

এই উৎকৃষ্ট বসন শ্রীজগন্নাথদেবের নিন্মাণ্য, প্রতাপরুদ্র আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, ইহা অতি দুর্লভ ॥১০॥

কশ্মৈ দাস্ত্যামি তন্মূনং গদিতুং ভ্রমিহাইসি ।

ময়া সন্দ্বিদ্ধমনসা স্থীয়তে সাম্প্রভং খলু ॥১১॥

ইত্যুক্তোহসৌ পুরী স্বামী বভাষেহথ মহাপ্রভুঃ ।

জনৈশ্চ দেয়মেতত্ত্বমমৈতন্মতমুত্তমম্ ॥১২॥

উচে পূর্বেহ্যরসকৌ রসকৌতুকবিভ্রমঃ ।

বিভ্রমচ্ছেদকৃদৃষ্টির্হৃদৃষ্টিস্থখদঃ প্রভুঃ ॥১৩॥

গায়ং গায়ং গমিষ্যামি জগন্নাথং বিলোকিতুম্ ।

দামোদরোহসৌ মৎসঙ্গে গায়ন্ স্থাস্থ্যতি নিশ্চিতম্ ॥১৪॥

ইত্যসৌ রজনীশেষে প্রথমাবসরং বিভোঃ ।

নিজকীর্তনসংহর্ষৈর্গচ্ছন্ পথি বভৌ প্রভুঃ ॥১৫॥

হে স্বামিন্ ! এ বজ্র কাহাকে দিব ? আপনি বলতে পারেন, আমি সম্প্রতি সন্দ্বিদ্ধচিত্তে রহিয়াছি ॥১১॥

পরমানন্দপুরী স্বামী মহাপ্রভু কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎপরে মহাপ্রভুকে কহিলেন, এই উত্তম বসন জননীকে দেওয়া কর্তব্য, ইহাই আমার উৎকৃষ্ট মত ॥১২॥

ঋাহার দৃষ্টি ভ্রান্তিচ্ছেদিকা ও আনন্দদায়িনী সেই এই রসকৌতুকশালী মহাপ্রভু পূর্বেদিবস কহিয়াছিলেন—॥১৩॥

আমি গান করিতে করিতে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করিব, দামোদর আমার সঙ্গে গায়করূপে থাকিবেন, ইহাই স্থির করিয়াছি ॥১৪॥

এই বলিয়া প্রভু জগন্নাথের প্রথমোক্তান সময়েই রাত্রিশেষে নিজ কীর্তনানন্দে পথিমধ্যে গমন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

দৈবাদ্দামোদরঃ সোহয়ং মিলিতো নাভবন্তদা ।

সিংহদ্বারে ক্ষণং তস্মৌ তমপেক্ষ্য স্বয়ং প্রভুঃ ॥১৬॥

দৈববশতঃ সেই দামোদর মিলিত হইতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁহার অপেক্ষা করিয়া কিয়ৎকাল সিংহদ্বারে অবস্থিতি করিলেন ॥১৬॥

ভাবাভাবাভিভাবাভিভবভাবে বভৌ ভবঃ ।

বিভাবেবস্তাবভাবে বভুব ভুবি বৈভবম্ ॥১৭॥ (দ্ব্যক্ষরঃ)

পদচ্ছেদঃ :— ভাব অভাব অভিভাব অভিভব ভাবে বভৌ ভবঃ ।

বিভৌ এবস্তাবভাবে বভুব ভুবি বৈভবম্ ॥

অর্থঃ :— ভাব অভাব অভিভাব অভিভব ভাবে ভবঃ বভৌ, বিভৌ

এবস্তাব ভাবে (সতি) ভুবি বৈভবং বভুব ।

দামোদরাগমনেন প্রভৌ ব্যাকুলতামাহ ভাবেত্যাদিদ্ব্যক্ষরশ্লোকেন । ভাবঃ সত্তা তস্ম অভাবঃ অসত্তা অবিद्यমানতা সচ শ্রীদামোদরস্তেতি জ্ঞেয়ম্ । তেন ভাবাভাবেন অভি সমস্তাং যো ভাবঃ বিয়োগদশা তেন যোহভিভবঃ তস্মভাবে সতি ভবৌ জন্ম শ্রীদামোদরস্তেত্যর্থঃ । বভৌ উত্তভে । বিভৌ প্রভৌ শ্রীগৌরাস্তে এবং ভাবস্ত এবং প্রকার ভাবস্ত ভাবৌ বিद्यমানতা যস্মিন্ তাদৃশে সতি ভুবি পৃথিব্যাং বৈভবং গৌরবং বভুব আসীৎ । ইদমত্র তাৎপর্যং, এবং পূর্বোক্তপ্রকারেণ শ্রীদামোদরস্তাভাবজনিতদুঃখেন প্রভৌ ব্যাকুলে সতি শ্রীদামোদরস্ত জন্মৈব বভৌ । যদ্বিরহে প্রভৌ ব্যাকুলতা তস্মৈব জন্ম সফলং তস্মৈব গৌরবক্ষেতি ফলিতম্ । ইত আরভ্য একষিষ্টাঙ্গা-শ্লোকানন্তরমেকৈকং চিত্র্যাকাব্যং বিদ্যতে ॥১৭॥

অভাবজনিত বিয়োগে মহাপ্রভু ব্যাকুল হওয়ার দামোদরেরই জন্ম শোভা পাইয়াছিল এবং ভূমণ্ডলে মহাগৌরবও হইয়াছিল । মহাপ্রভু ষাঁহার বিরহে ব্যাকুল, তাঁহারই জন্ম সফল ও তাঁহারই গৌরব ॥১৭॥

ততঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বেন মিলিতোহভূং স ভূম্বরঃ ।
প্রভুরাবিষ্টচিত্তোহসৌ তং দৃষ্টা কুপিতোহভবৎ ॥১৮॥

তং তু গীতাপুস্তিকয়া পৃষ্ঠে ভূয়ো জঘান সঃ ।
নিষ্পিপেষ পদাঘাতৈঃ প্রণয়াং প্রণয়াম্বুধিঃ ॥১৯॥

ইথাং প্রবিশ্য প্রাসাদং দৃষ্টা শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
নহা স্তুহা চ চলিতুং মনশ্চক্রে কৃপানিধিঃ ॥২০॥

কিঞ্চিং বিলম্বে সেই দ্বিজবর দামোদর আসিয়া মিলিত হইলেন এবং
মহাপ্রভুও আবিষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া কোপাশ্রিত হইলেন ॥১৮॥

প্রণয়সাগর মহাপ্রভু দামোদরের পৃষ্ঠদেশে একখানি গীতাপুস্তক দ্বারা
আঘাত তথা অতি প্রণয়ে পদাঘাতেও নিষ্পেষিত করিলেন ॥১৯॥

কৃপানিধি প্রভু এইরূপে প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে
নমস্কার ও স্তব করিয়া বাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥২০॥

কী র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মু ৎ স্ম ক ম নো ল য়াঃ ।

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ন র্ত্ত নং চ ক্রি রে কে চ স মু ৎ স্ম ক ম নো ল য়াঃ ॥২১॥

(গোমূত্রিকা বন্ধঃ)

কীর্ত্তনমিতি । অস্ত্র পাঠক্রমঃ গবাং মূত্রপতনধারাক্রমেণ । তন্মূত্রধারা
যথা বায়াদক্ষিণতো দক্ষিণাধামতঃ ঘূর্ণনভঙ্গ্যা পততি । অয়মপি শ্লোকস্তথৈব
পঠনীয়ঃ । অত্র উর্দ্ধে অধশ্চ বক্রগত্যা পুনঃপুনঃচরণস্তাদিবর্ণবাদায়
উর্দ্ধাধঃক্রমগত্যা চ সমং পঠনম্ ॥২১॥

অতঃপর, কতকগুলি ভক্ত অতীব উৎসুক হইয়া কীর্ত্তন করিলেন ।
কতকগুলি ভক্ত বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে নৃত্যও করিলেন ॥২১॥

কাশীমিশ্রমুখা: সৰ্বে পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাযযু: ।

সমমুত্রজতস্তাংস্তান্ বিসসর্জ কৃপানিধি: ॥২২॥

নিশাবসানে তৈরৈতৈ: কীর্তয়ন্তিমু'হমু'হ: ।

প্রতস্থে গানকলয়া লোল: শ্রীগৌরমুন্দর: ॥২৩॥

গোবিন্দো জগদানন্দ: শ্রীদামোদরপণ্ডিত: ।

যতিশ্রেষ্ঠপুরীস্বামী কীর্তয়ন্ত: সমাযযু: ॥২৪॥

কাশীমিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাগত হইতে লাগিলেন
কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেই অমুগামী ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিলেন ॥২২॥

শ্রীমান্ গৌরমুন্দর চঞ্চলমনা । সেই সমস্ত ভক্তগণ বারম্বার কীর্তন করিতে
লাগিলে স্বয়ং গান করিতে করিতে প্রশ্নান করিলেন ॥২৩॥

গোবিন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত এবং যতিবর পরমানন্দপুরী ইহারা
সকলে কীর্তন করিতে করিতে গমন করিলেন ॥২৪॥

ললল্লীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্লল: ।

লীলালোলো হলিলীলালীং লীলালীং লোললাং ললু: ॥২৫॥

(একাক্ষর:)

ললন্তী শোভমানা ব্রজগমনরূপা লীলা যন্ত স ললল্লীল: । ললন্তী
লড়য়োরৈক্যাৎ লড়ন্তী ফিপন্তী লীলাচলবাসরূপা লীলা যন্ত স ললল্লীল: ।
লোলশ্চঞ্চল: পুনর্লোল: সতৃষ্ণ: ব্রজগমনার্থং ইত্যর্থাৎ । লোলশ্চলসতৃষ্ণয়ো
রিত্যমরঃ । ললন্ দৈপ্সন্ লল: লড়: সমস্তজনপ্রেরণরূপ: ক্ষেপো যন্ত স: ।
নীলাচলং ত্যক্তা ব্রজগমনার্থমেতাদৃগবস্থোহপি মহাপ্রভু: নীলালোল:
লীলয়া বিলাসেন লোলশ্চঞ্চল আসীৎ । তদর্থমেব ভক্তোৎকণ্ঠামাহ অলীতি ।
অলীনাং ভ্রমরাণাং লীলালীব লীলা তামিত্যুপমিতসমাস: । অত্র লীলাং চেষ্টাং
ভ্রমরচেষ্টামিবেত্যর্থ: । লোললাং লোলস্ত চঞ্চলচিস্তস্ত লা গ্রহণং যয়া সা তাং ।
যথা প্রভূর্বিদ্যেত তথেষ্ট্যর্থ: । লীলালীং চেষ্টাকুলং ললু: প্রাপুশ্চকুরিত্যর্থ: ।
অত্র ভক্তা ইতি বোজ্যং । চঞ্চলদলমপি জলজং যথা মধুলুকোহলিন্ ত্যজতি

পুনঃদবরোহণাঠৈব যততে তথা প্রভুসঙ্গস্থিণো গোবিন্দদামোদরাদয়োহপি
তাজস্বমপি শচীনন্দনং ন ততাজুঃ কিস্ত স্থাপয়িতুমেব যযতিরে । প্রথমাবধি
দ্বিতীয়ার্দ্ধস্ত্র লীলালোল এতৎপর্যন্তঃ প্রভুবিশেষণং । ললুরিতি ল ল গ্রহণে
ইত্যাদাদিকাং লিটি (ঠ্যাং) রূপমিতি বিবেকঃ ॥২৫॥

নীলাচললীলাকে ছাড়িয়া ব্রজগমনরূপ লীলাই বাহার অভিপ্রেত স্ততরাং
তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হইয়া সমস্ত ভক্তজনকে ত্যাগ করিয়া
বিলাসে চঞ্চলমনা হইলেন, অমুগামী ভক্তগণও বাহাতে সেই চঞ্চলমনা
গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায়, তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলার তায় বিবিধ লীলা
করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

ইহার তাৎপর্য্যার্থ যথা—বায়ুতে পুষ্প চালিত হইলে মধুলুক ভ্রমর যেমন
কিছুতেই ত্যাগ করে না, বরং বসিবারই চেষ্টা পায়, তদ্রূপ প্রভুপাদাহরক্ত
ভক্তগণ বৃন্দাবন গমনার্থ চঞ্চলচিত্ত প্রভুকে না ছাড়িয়া ধরিবারই চেষ্টা করিতে
তৎপর হইলেন ॥২৫॥

ততোহনু দোলামারুহ শ্রীরামানন্দরায়কঃ ।

এতদীয়াশচ যে চান্দ্রে সমেতান্তে ত আযযুঃ ॥২৬॥

শ্রদ্ধা সর্বের জনাস্তত্র স্ত্রীপুমাংসঃ সমস্ততঃ ।

হরিং বদেতি সোংকণ্ঠং বদন্তো ভূয় আযযুঃ ॥২৭॥

ততঃ সমুদিতে ভানৌ ভানুকোটিসমপ্রভঃ ।

প্রাতঃকৃত্যং চকারাসৌ তৈরৈতৈর্নিজভক্তকৈঃ ॥২৮॥

তৎপরে শ্রীরামানন্দ রায় দোলারূঢ় হইয়া এবং অত্যাশ্রিত যে সমস্ত ভক্তগণ
ঐহারী সকলেই আগমন করিলেন ॥২৬॥

স্ত্রী, পুরুষ সমস্তজনই মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া “হরি বল” এই কথা
উৎকণ্ঠার সহিত ভূয়োভূয়ঃ উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে তথায় আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ॥২৭॥

তৎপরে কোটিস্বর্ঘ্য সমকান্তি গৌরসুন্দর স্বর্ঘ্যোদয়ের পর সমস্ত ভক্তবৃন্দের
সহিত প্রাতঃকৃত্য নির্বাহ করিলেন ॥২৮॥

স তত্র গমনারম্ভে নতত্রাত্ৰা ন নাববৌ ।

পবিত্রাজিহ্নু জনানন্দং ভবিত্রাগমনাননম্ ॥২৯॥ (মূরজবন্ধঃ)

স তত্রোতি । “নতত্রাত্ৰাঃ ন ন আববৌ” ইতি হ্রস্বহাংশস্ত পদচ্ছেদঃ । তত্র তস্মিন্ গমনারম্ভে যাত্রাপ্রারম্ভে সতি নতত্রাত্ৰাঃ নতত্রাণাং প্রণতপালকানামপি ত্রাঃ পালকঃ সঃ শ্রীগৌরান্নঃ পবিত্রাজিহ্নু জনানন্দং অজিহ্নুসেবিনো জনাঃ অজিহ্নু জনাঃ । মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ঃ । পবিত্রঃ অজিহ্নু জনানাং পাদসেবিত্ত্বজ্ঞানং আনন্দঃ স্মরণং যস্মিন্ তৎ । তথা । ভবিত্রে শুভদে আগমনে আননং মুখং যস্মিন্ তাদৃশং যথা তথা । ন আববৌ ন সম্যক্ জগাম ইতি ন, কিন্তু জগামৈবেত্যর্থঃ । যদৈব গমনোত্তমমুদৈব ভক্তেভ্যঃ স্মরণং দত্ত্বা পুনরাগমনে তেষামাশাঞ্চ বর্দ্ধয়িত্বা ক্রতং জগামেতি ফলিতং ॥২৯॥

প্রণত পরিপালকগণেরও পরিপালক সেই মহাপ্রভু গমনোত্তম হইবামাত্রই গমন করিলেন এবং সেই গমন দর্শনে ভক্তগণ বিশেষ আনন্দ সহকারে পুনরাগমন প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিলেন ॥২৯॥

প্রভাতে পৃষ্ঠতো দৃষ্ট্বা প্রহারস্ত চ লক্ষণম্ ।

দামোদরস্ত পিদধে বস্ত্রেণৈব পুরীপ্রভুঃ ॥৩০॥

কিয়দ্দূরং ততো গতা বিররাম মহাপ্রভুঃ ।

শ্রীরামানন্দরায়েণ প্রণয়দ্বন্দ্ববান্ধিথঃ ॥৩১॥

স ত্যক্ত্বা গচ্ছতা তেন প্রভুনামুনৈর্বহ ।

তর্পিতোহপি ন বৈ তৃপ্তিং জগাম ক্ষণমপ্যুত ॥৩২॥

প্রভু পরমানন্দপুরী প্রভাতসময়ে দামোদরের পৃষ্ঠে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ॥৩০॥

তৎপরে মহাপ্রভু কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্রীরামানন্দরায়ের সহিত প্রীতি-বিবাদ করিবার বাসনায় গমন হইতে বিরত হইলেন ॥৩১॥

সঙ্গত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু গমন করিলে পর রামানন্দ বিবিধ প্রকার অমুনয়ে প্রভুকর্তৃক প্রবোধিত হইয়াও ক্ষণকালও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না ॥৩২॥

মনোজ্ঞদৃঙ্ নামনোজ্ঞবিভ্রমভ্রমণাকুলঃ ।

মনোজ্ঞদৃঙ্ নামনোজ্ঞবিভ্রমভ্রমণাকুলঃ ॥৩৩॥

মনোজ্ঞেতি । “মনোজ্ঞদৃঙ্ নাম নো জ্ঞ বিভ্রম ভ্রমণাকুলঃ ।” ইতি পরাৰ্দ্ধস্ত
পদচ্ছেদঃ । পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধস্তার্থমাহ । মনোজ্ঞদৃঙ্ মনোজ্ঞে মনোহরে দৃশৌ যন্ত সঃ । ন
অমনোজ্ঞঃ বিভ্রমঃ শোভা যত্র তাদৃশেন ভ্রমণেন আকুলঃ উৎকণ্ঠিতঃ । অপি তু
প্রভোর্মনোজ্ঞবিভ্রমযুক্তভ্রমণেনাকুল এব । তথা পরাৰ্দ্ধস্তার্থমাহ । মনোজ্ঞা
অন্তরঙ্গা দৃক্ দৃষ্টিৰ্যন্ত সঃ । নামেতি প্রাকাশে । তথাচামরঃ । নাম প্রাকাশ-
সম্ভাব্য-ক্রোধোপগম কুৎসনে । ইতি । জানন্তি বস্ত্ততত্ত্বমিতি জ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ ।
জানাতেঃ কর্ত্তরি কঃ । তেষাং বিশিষ্টঃ ভ্রমঃ ভ্রান্তিৰ্যত্র তাদৃশেন ভ্রমণেন
আকুলঃ ইতি নো ন । নিবেদে ন হ নো নাপি । ইত্যমরঃ । ঈদৃশঃ রামানন্দঃ
তৃপ্তিং ন জগামেতি পূৰ্বেণাশ্রয়ঃ । প্রভুমহুগচ্ছন্ রামানন্দো বৃধৈর্নাশোচীতি
তাৎপর্য্যং । অস্ত পূৰ্ব্বপরাৰ্দ্ধয়োরাবৃত্ত্য সাম্যম্ ॥৩৩॥

মনোজ্ঞলোচন রামানন্দরায় মহাপ্রভুর মনোহর বিভ্রমযুক্ত ভ্রমণদ্বারা
আকুল হইলেন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিশীল রামানন্দকে জ্ঞানীগণ কোন বিশেষ ভ্রমের
বিষয়রূপে দেখেন নাই ॥৩৩॥

স তু প্রেমাম্পদস্ত্যস্ত রামানন্দো মহানিধিঃ ।

তদলোকনদ্ব্যংথেন কথঙ্কারং ভবিষ্যতি (‘করিষ্যতি’ পাঠান্তরং) ॥৩৪॥

ততো মহাপ্রসাদোঘঃ সত্ত্বস্তত্র চতুর্বিধঃ ।

বাগীনাথেন প্রহিতো মিলিতোহভূদনেকশঃ ॥৩৫॥

সেই মহানিধি রামানন্দ প্রেমাম্পদ গৌরচন্দ্ৰের সেই অদর্শনদ্ব্যংথে কি
জানি কি প্রকার হইবেন ॥৩৪॥

বাগীনাথ কর্ত্ত্বক প্রেরিত চৰ্ক্য, চুষ্য, লেহ ও পেয় ভেদে চতুর্বিধ
মহাপ্রসাদরাশি বিপুল পরিমাণে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত
হইল ॥৩৫॥

নীলাচলাং সমায়াস্তং সদাঃ শ্রীমদনুত্তমং ।

মহাপ্রসাদং দৃষ্টাসৌ মুমুদে পরমপ্রভুঃ ॥৩৬॥

তখন পরমপ্রভু গৌরচন্দ্র নীলাচল হইতে সদ্যই সমাগত হৃদয় ও উত্তম
মহাপ্রসাদ সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩৬॥

নানানা হুনি নানেনে নানা নুনননু নহু ।

নানা নুনে নাননানোনে নো নানা নহুমহু ॥৩৭॥

(পুনরেকাক্ষরঃ)

পদচ্ছেদঃ—নানানা হুনি নানা ইনেনান্ আ-অগুন্ অনগুন্ অহু ।

নানা অগুনে ন আনন অগুনে নো নানা ন হুং নহু ॥

অর্থঃ—নহু নানানা হুনি আগুন্ নানা ইনেনান্ অনগুন্ অহু নানানুনে

ন আননানোনে নো নানা হুং ন নহু ॥

অথ শ্রীমদ্ব্যহাপ্রসাদবৈভবঃ বর্ণয়তি নানেত্যাক্ষরশ্লোকেন । নহু
ভো নানানা নানাপুরুষঃ কোহপি ইত্যর্থঃ । হুনি সাহুনয়ং যথা তথা আগুন্
আ সম্যক্ প্রকারেণ অগুন্ অগুন্ অহু লক্ষীকৃত্য প্রচুরতয়া যথৈত্যর্থঃ ।
নানাহুনে নানাপ্রকারবহতরে অতএব নাননানোনে আননশ্চ মুখশ্চ যদনু
তস্যাং উনং হীনং ন তাদৃগিতি তত্ত্বম্ভিন্ অধরামৃতশ্রাব্যতরত্ববিষয়ে ইত্যর্থঃ ।
নো (ন) নানা ন বহতরঃ ইতি হুং প্রেরকঃ এতদ্বাদী ন আসীদিতি শেষঃ ।
ইদমাকুতং যৎ, কোহপি মহাত্মা অজ্ঞানপি প্রভুসদৃশপ্রভুপ্রসাদান্ সর্বিনয়ং
অনজ্ঞান্ দৃষ্টা তেষাং চ বিবিধপ্রকারে বহুপরিমিতত্বে অধরামৃতশ্রাব্যতরত্ব
চ বিষয়ে “ন প্রচুরাঃ” ইতি ন অবাদীং কিন্তু প্রচুরান্ এব অবাদীদ্বিতি । প্রভু
প্রসাদান্ অনজ্ঞান্ অপি বহুতয়া সম্মানিতবান্ ইতি সংক্ষেপঃ । অন্নমভিপ্রায়ঃ ।
শ্রীমদ্ব্যহাপ্রভাবাং যঃ কোহপি পুরুষ এবং সিদ্ধাস্তসারং নিশ্চিকায় যৎ
প্রভুত্বল্যৎ মহাপ্রসাদস্ত । তথাচ শ্রীমদ্ব্যহাপ্রভাবতামতে । নৈবেদ্যং জগদীশস্য
অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ । ব্রহ্মবর্গিণীকারণং যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ইত্যাদি । হু
বিতর্ক্যাপমানয়োঃ । বিকল্পাহনয়েত্যাদি । মেদিনী । বিরুদ্ধধর্ম সমবায়ৈ ভূষণাং

স্তাৎ সধর্মকত্মমিতি জ্ঞায়েন। অনেকদন্ত্যনকারসংসর্গাৎ “অণুন্ আনণুন্
ইত্যত্রাণোর্গকারস্ত দন্ত্যত্বং। ইনঃ প্রভূঃ। অজ্ঞহৎসার্থলক্ষণয়া তৎপ্রসাদো
জ্ঞেয়ঃ। ইনেন তুলাঃ ইনতূল্যস্তাদৃশঃ ইনঃ। ইতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ।
ইনঃ পত্যোন্পার্কয়োরিতি মেদিনী। কৃতমিতি বিস্তরতঃ পরং সুগমং ॥৩৭॥

কোন এক মহাত্মা বিবিধ প্রকারের প্রভূসদৃশ মহাপ্রসাদ অত্যন্ত দেখিয়া
ও “ইহা অত্যন্ত কিম্ব প্রচুর নহে” একথা কেহই বলেন নাই অর্থাৎ অল্পতর
প্রভুর প্রসাদকেও বহুরূপে জানিয়াছিলেন ॥৩৭॥

মহাপ্রসাদোপযোগং কৃত্বা তত্র কৃপানিধিঃ।

বিশ্রম্য চ ক্ষণং হর্ষাৎ প্রতস্থে তৈঃ সমং পুনঃ ॥৩৮॥

কক্ষিদ্দেশং সমাসাচ্চ স্থিতং তং সর্ব্বএব হি।

দ্রষ্টুং সমস্তাদৌৎসুক্যাদাযযৌ চিত্রমেব তৎ ॥৩৯॥

বিরমত্যেব যে বাপ্সিন্ কৃষ্টা আসন্ সমস্ততঃ।

তত্রত্যা বায়ুনা সার্কিং ধৈর্য্যাসৌহিত্যসৌরভৈঃ ॥৪০॥

কৃপানিধি মহাপ্রভু সেইখানে মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম
করিয়া পুনর্বার ভরুগণের সহ প্রস্থান করিলেন ॥৩৮॥

কোন একদেশে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু অবস্থিতি করিলে পর তত্রত্যা
সমস্ত লোক দর্শনার্থ অতি উৎসুকচিত্তে সমাগত হইয়াছিল, ইহা অতীব
আশ্চর্য্য ! ॥৩৯॥

গৌরচন্দ্র গমন হইতে বিরত হইলেই তদ্দেশীয় জনসকল বায়ুর সহিত
প্রভুর ধীরতা ও শূন্য হিতকারিত্বরূপ সৌরভদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাৎপর্য্য
এই যে শূণীতল সমীরণের স্থায় প্রভুশাব্যের উক্তবিধ গুণসকলে সম্বষ্ট
হইয়াছিল ॥৪০॥

লীলা লোলালিললনা লললললিন-লালনৈঃ ।

নলাল ললনালীনাং লীলাং লাননিলো ললন্ ॥৪১॥

(দ্ব্যক্ষরঃ)

অনিলঃ পবনঃ নলিনলালনৈঃ কমলচালনৈঃ লীলালোলালিললনাঃ লীলয়া
বিলাসেন লোলানাং অলীনাং ভ্রমরাণাং ললনাঃ কামিনীঃ ভ্রমরীরিত্যর্থঃ ।
ললন্ ঈপ্সন্ ললনালীনাং ললনাস্থিতাং লীলাং কেলীং লান্ গৃহ্ণন্ ললন্
ঈপ্সন্ স্তুতিতঃ সন্তিত্যর্থঃ । নলাল চচাল । লড় কু ভ্রংশে অত্র ডলয়োরৈক্যং
স্বীকার্য্যং । প্রথমত্র ললং কেষ্পে ইতি নির্বিরোধঃ । লীলা কেলিবিলাসয়োরিত্তি
মেদিনী । লাল গ্রহণে ইত্যাদাদিকাং শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ । অত্রোহপি পতির্ষথা
বিলাসিনীং বনিতাং করেণাহ্বয়তি । তথা বায়ুরপি পদ্মকরচালনৈর্বিলাস-
শালিনীঃ ভ্রমরবনিতাঃ অভিলসন্ চচালেতি ভাবঃ ॥৪১॥

পবনদেবও পদ্মলঙ্ঘনদ্বারা বিলাসশালিনী অলিমালাকে অভিলাষ করিয়া
স্ত্রীবিলাসকে ইচ্ছা করিয়াই যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়াছিল ॥৪১॥

পথি প্রেমাবিষ্ফুতিভিঃ কৃতিভিস্তেঃ সমং ব্রজন্ ।

মজ্জতি স্নৈষ পরমামানন্দামৃতদীর্ঘিকাম্ ॥৪২॥

অথ বীক্ষ্য দ্রুমং শ্রেষ্ঠং ধাবন্নারাদবারিতঃ ।

স্কন্ধমুৎপ্লুত্য ধৃত্বা চ লম্বমানঃ শ্রিয়ং দধে ॥৪৩॥

গৌরচন্দ্র পথমধ্যে প্রেম বিতরণ করিতে করিতে বুদ্ধিমান্ ভক্তগণের সহিত
গমন করিয়া আনন্দামৃতরূপ মহতী দীর্ঘিকাতে নিমগ্ন হইলেন ॥৪২॥

একটি বৃক্ষকে দেখিয়া নির্ঝাধে ধাবমান হইয়া লক্ষ প্রদানপূর্বক ঐ বৃক্ষের
স্কন্ধদেশ ধারণ করিয়া লম্বমান হইলেন এবং তাহাতে বিশেষ শোভাও
পাইতে লাগিলেন ॥৪৩॥

আলিঙ্গিতরুং ভূয়ো লোচনানুভিরাপ্পুতঃ ।

কং বা কেন প্রকারেণ নোদধার মহাপ্রভুঃ ॥৪৪॥

মহাপ্রভু পুনর্বার লোচনজলে আপ্পুত হইয়া বনমধ্যে বৃক্ষ সকলকেও আলিঙ্গন করিলেন । সুতরাং কি প্রকারে কাহাকে না উদ্ধার করিলেন ইহা বলা যায় না ॥৪৪॥

কা কে নে ব ব নে কে কা

লা ব কে ন ন কে ব লা ।

শু দ্বা সা র র সা দ্বা শু

হু তি রা হু হু রা তি হু ॥৪৫॥

(প্রতিলোমাহুলোমপাদঃ ॥)

কাকেনেতি । “ঔদ্ধ আসার রসা অদ্ধা আশু নুতি রা হুহুয়া অতিহু ।” ইতি পরাঙ্কস্ত পদচ্ছেদঃ । বনে কাননে কাকেন বায়সেন ইব লাবকেন তদাখ্যপক্ষিণা নকেবলা অকেবলা পূর্ণেত্যর্থ । ঔদ্ধঃ আসারঃ ধারাসম্পাতঃ যত্র সঃ ঔদ্ধাসারঃ বর্ষর্ভুঃ তত্র রস অহুয়াগঃ যন্তাঃ তাদৃশী কেকা ময়ূরবাণী । কেকা বাণী ময়ূরশ্চেত্যমরঃ । হু-ধাতো ভাবে ক্টিঃ হুতিঃ শুবঃ তাং রাতি দদাতীতি রা ধাতোঃ কর্তরি ডঃ স্রিয়ামপ্ । তাদৃশী বা হু-শুধদা হুয়া তামপি অতিক্রম্য নুঃ শুবনং যত্র তাদৃশং যথা তথা দ্বিদ্দীপে ইতি শেষঃ । অস্ত্র পাদচতুষ্টয়ে অহুলোমবিলোমপাঠে অর্থাৎ বামাদক্ষিণতো দক্ষিণাদ্ বামতন্তুল্যঃ পাঠঃ ॥৪৫॥

কাননমধ্যে কাকের আয় লাবকনামক পক্ষিগণের ধ্বনির সহিত ময়ূরের উচ্চধ্বনি পূর্ণ হইল । প্রকৃতপক্ষেই ময়ূরধ্বনি বিগুহ্ব বর্ষাঋতুর সম্বন্ধবশতঃ উৎকৃষ্ট হইয়া যেন মদমত্ত ব্যক্তিকেও অতিক্রম করিয়া উচ্চ শুবপাঠের আয় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৫॥

বৃন্দাবনক্রমানিখমালিঙ্গয়তি বিহ্বলঃ ।
তথালিলিঙ্গ স তরুং যথা চূর্ণায়তে মুহঃ ॥৪৬॥

অধঃ কণ্টকসংকীর্ণে নিপতিষ্যন্তুমঞ্জসা ।
ভিয়া পুরিপ্রভৃতয়ো জগৃহ্বর্বরবাহভিঃ ॥৪৭॥

উচেহ পশ্য পশ্যায়ং কৃষ্ণচন্দ্রোহভিতোহভিতঃ ।
প্রতিক্রমং বিলসতি জগতেত্যন্নয়ীক্ষ্যতে ॥৪৮॥

অবপয়োহতিবিমলমনস্তমসকৃদ্বভৌ ।
নিষ্পঙ্কং ভূতলং চাখ চিত্রচিত্রা প্রভোর্গতিঃ ॥৪৯॥ (শ্লোকাবৃতিঃ)

অধিকং শুশ্রুভে তত্র বিজয়েন প্রভোরসৌ ।
বিকসংকাশকুসুমসুস্মিতা শ্রুত্বা শরং ॥৫০॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র বিহ্বল হইয়া বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং প্রভু সেইপ্রকারে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বাহাতে মুহমূহ বৃক্ষগণকে চূর্ণ করিতে পারেন ॥৪৬॥

কণ্টকসমাকীর্ণ অধঃপ্রদেশে প্রভু পতিত হইবেন এমন সময়ে পরমানন্দপুরী প্রভৃতি ভক্তগণ সভয়ে শীঘ্র স্বীয় বিশাল বাহুদ্বারা ধারণ করিলেন ॥৪৭॥

গৌরচন্দ্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া কহিলেন যে “দেখ দেখ এই কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যন্তঃ প্রত্যেক বৃক্ষে বিলাস করিতেছেন, আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতেছি” ॥৪৮॥

জলরাশি সমাকীর্ণ, অতি নির্মল ও পঙ্কবিহীন অনন্ত ভূতল নিয়ত শোভা পাইয়াছিল এবং বর্ষা চাতুর্মাস্তের পর শরৎকালে বিচিত্র গতিতে প্রভুর গতি হইয়াছিল ॥৪৯॥

প্রভুর বিজয়ে উক্ত সুরসশালী শরৎ বিকসিত কাশকুসুম, স্তম্ভুর হাস্যরূপে বিস্তার করিয়া সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫০॥

ভুবনেশ্বর আগত্য দদর্শ ভুবনেশ্বরম্ ।

মহাপ্রসাদং প্রোপাশ্য তত্রৈব বিররাম সঃ ॥৫১॥

অশ্রোদ্য রজনীশেষে প্রতস্থে তৈঃ সমং প্রভুঃ ।

হরিদাসং পুরঃ প্রাপ্যাবিশদগ্রামং মহাপ্রভুঃ ॥৫২॥

সা র সা স র সা সা রং

র সা নূ ত ন নূ ত না

না ত নূ ন ত নূ সা র

রং সা সা র স সা র সা ॥৫৩॥

(প্রতিলোমাহুলোমল্লোকঃ)

তত্র নূতনগেহাদি কারয়িত্বা নিদেশতঃ ।

পুরা রামানন্দরায়ো নিনায় প্রভুমঞ্জসা ॥৫৪॥

লেপিতং শুদ্ধমালোক্য গৃহং তত্র কৃপানিধিঃ ।

উবাস পরমপ্রীত্যা পরমানন্দপুরিণা ॥৫৫॥

মহাপ্রভু ভুবনেশ্বরে আগমনপূর্বক শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন এবং মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া সেই স্থানেই বিশ্রাম করিলেন ॥৫১॥

মহাপ্রভু অত্র একদিন রজনীশেষে ভক্তগণ সহ প্রস্থান করিলেন এবং হরিদাসকে অগ্রে পাইয়া গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন ॥৫২॥

শরৎকালের ভূমি বর্ষণ ভিন্নও রসে নতুন রূপ ধারণ করিয়াছিল। সারসাদি পক্ষিকুলের দ্বারা শরীরী কি অশরীরী সকলকেই বরদান করিয়া বৃক্ষলতার উল্লাসে এবং নীতের অংশ থাকায় দিক্‌সমূহকে প্রসন্ন করিয়া শোভা পাইয়াছিল ॥৫৩॥

রামানন্দ রায় অহুমতি অহুসারে পূর্বেই সেই স্থানে নূতন গৃহ নির্মাণ করাইয়া শীঘ্র প্রভুকে লইয়া গেলেন ॥৫৪॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেই গৃহকে শুদ্ধ ও আলোপনযুক্ত দেখিয়া পরম প্রীতি সহকারে পরমানন্দ পুরীর সহিত তাহাতে অবস্থিতি করিলেন ॥৫৫॥

ততো নীলাচলাদান্ত সমায়াতোহভবমুহঃ ।
 মহাপ্রসাদনিচয়ঃ স্বল্পপানকপিষ্টকঃ ॥৫৬॥
 যদাজ্ঞা ব্রহ্মরুদ্রাঐরাধায় শিরসীড্যতে ।
 কিং তস্য বিভবো লোকৈর্জ্ঞায়তে বিভবো হু কৈঃ ॥৫৭॥
 তং দৃষ্ট্বা পরমপ্ৰীতঃ প্রেমোপাস্ত চ তৈঃ সমম্ ।
 শ্রীরামানন্দরায়েণ কথয়া রজনীং যযৌ ॥৫৮॥
 এতেনৈব সমং নানাকথাকথনতৎপরঃ ।
 নিনায় রজনীং নাথো রজনীনাথসুন্দরঃ ॥৫৯॥
 প্রভুশ্চ পরমানন্দপুরী চাপি পুরো যযৌ ।
 রামানন্দস্তু মতিমান্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাযযৌ ॥৬০॥
 এবমেবং পথি চলন্মধুরাধররোচিষা ।
 জজ্ঞাপ নিজনামানি করুণারসসাগরঃ ॥৬১॥ (অসংযোগঃ)

তৎপরে নীলাচল হইতে মুহমুহঃ স্তম্ভর অন্ন, পান্য ও পিঠা প্রভৃতি অনেক
 অনেক মহাপ্রসাদ শীঘ্র আনিয়া উপস্থিত হইল ॥৫৬॥

ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ ষাঁহার আজ্ঞাকে শিরোধারণপূর্বক স্তব
 করেন, বিভবশালী লোক যে, তাঁহার বিভব জানিল ইহা আর কি ? কিছুই
 নহে ॥৫৭॥

মহাপ্রভু সেই মহাপ্রসাদ দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অত্যন্ত প্রেমে ভোজন
 করিয়া শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত বিবিধ কথায় রজনী বাপন করিলেন ॥৫৮॥

রজনীনাথ শশধরের ছায় স্তম্ভর গৌরচন্দ্র রামানন্দ রায়ের সহিত নানা
 কথোপকথনে রজনী বাপন করিলেন ॥৫৯॥

মহাপ্রভু ও পরমানন্দপুরী অগ্রে অগ্রে বাইতেছিলেন কিন্তু মতিমান্
 রামানন্দ রায় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥৬০॥

করুণাসাগর গৌরহরি এইরূপে স্তম্ভর অধররুচি সহিত পথে পথে গমন
 করিয়া নিজ নাম অর্থাৎ হরিনাম জপ করিতেছিলেন ॥৬১॥

এবং ব্রজঙ্গুপনদি বীক্ষ্যাবাসং মনোরমম্ ।
 উচেৎহুগায়ম্মধুরং মধুরাধরমুন্দরঃ ॥৬২॥
 অগ্রে গচ্ছত যুয়ং তু কটকে তত্র নীবৃতি ।
 দর্শনং মম গোপীশপ্রাসাদেষু ভবিষ্যতি ॥৬৩॥
 ইত্যুক্তান্তে মহাত্মানঃ পুরীপ্রভৃতয়ন্তদা ।
 প্রযযুস্তত্র গৌরাদ্যো বিশ্রামাথ কেনচিৎ ॥৬৪॥
 আয়াতি করুণাসিকুরিতি শ্রুত্বা গজেশ্বরঃ ।
 আজ্জয়া সকলং তীর্থং চকার করলালিতম্ ॥৬৫॥

(নিরোষ্ঠ্যঃ)

সর্বদীপনৈরলঙ্কারৈরম্মাধুর্য্যোজঃপ্রসাদবান্ ।
 গোপীনাথো ররাজাসৌ বাগ্‌বিলাসঃ কবেরিব ॥৬৬॥

এইরূপে মধুরাধর সুন্দর গৌরসুন্দর গমন করিতে করিতে নদীতীরে মনোরম বাসস্থান সন্দর্শন করিয়া মধুর স্বরে গান করিতে করিতে কহিলেন ॥৬২॥

আপনারা অগ্রে কটকদেশে গমন করুন, গোপীনাথের মন্দিরে আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবেন ॥৬৩॥

তৎকালে পরমানন্দপুরী প্রভৃতি মহাত্মাগণ গমন করিলে পর গৌরাদেব কোন একটি ভক্তের সহিত তথায় বিশ্রাম করিলেন ॥৬৪॥

“করুণাসিকু গৌরচন্দ্র আসিতেছেন” গজপতি প্রতাপরুদ্র এই কথা শুনিয়া আজ্ঞানুসারে করদ্বারা সমস্ত তীর্থ পবিত্র করিলেন ॥৬৫॥

সর্বদীপসুন্দর অলঙ্কারদ্বারা গোপীনাথ ওজঃ এবং প্রসন্নতায়ুক্ত হইয়া কবির বাক্যবিজ্ঞাসের দ্বায়া শোভিত হইয়াছিলেন ।

ব্যাখ্যা—সর্বদীপসুন্দর দোবাদিবিহীন, উপমা, নিদর্শনা ও দৃষ্টান্তাদি অলঙ্কারে শোভিত যে গুণ থাকিলে কাব্য শ্রবণ মাতে চিত্তকে দ্রবীভূত করে,

উৎকর্থাং তরুণীং প্রাপ্য নিরন্তরনবাং নবাং ।

ররাজ রাজা মধুরঃ সত্ৰীক ইব চৈত্রিকঃ ॥৬৭॥ .

তত এতে মহাত্মানো গোপীনাথমহাপ্রভোঃ ।

প্রাসাদং বিবিশুর্হৃষ্টাঃ প্রসাদোল্লসিতাননাঃ ॥৬৮॥

তত্র তান্ পরয়া প্রীত্যা বেত্রবেল্লিতপাণয়ঃ ।

অনয়ন্নস্তরং বেষ্ম বিশ্বতাত্তমনোরথান্ ॥৬৯॥

তে বিলোক্যাথ তং প্রেন্না প্রীতিমাপূর্মহন্তরাম্ ।

অথ কশ্চিৎ সমাগত্য তত্রত্যঃ পৃথিবীসুরঃ ।

ভিক্ষার্থমবুগোস্তত্র পরমানন্দপূরিণম্ ॥৭০॥

ইহার রচনা টকারাদি কঠোরবর্ণ বিহীন এবং সমাসসহিত অর্থাৎ অল্পসমাস-
যুক্ত তাহাই মাধুর্য্য, চিন্ত্রবীভাবময়ো হ্লাদো মাধুর্য্যমুচ্যতে ॥১॥ বাহা
সমাসবহুল দীর্ঘপদযুক্ত বাক্য ইহাই ওজঃ, ওজশ্চিন্ত্র বিস্তাররূপং
দীপ্তমুচ্যতে । বীর বীভৎস রোদ্বেষু ক্রমেনাধিক্যমুচ্যতে ॥২॥ অগ্নি যেক্ষপ
ওক কাঠকে শীঘ্র অধিকৃত করে তদ্রূপ যে বাক্য সহসা চিন্ত্রকে অভিব্যাপ্ত
করে, তাহা প্রসাদ, চিন্ত্রং ব্যাপ্তোতি যঃ ক্রিপ্রং শুকেদ্ধনমিবানলঃ । স প্রসাদঃ
সমগ্বেষু রসেষু রচনাসু চ ॥৩॥ তাদৃশ শুগজয়যুক্ত কবিদিগের বাক্য শোভায়
ষেক্ষপ শোভমান ॥৬৬॥

মধুরাজ রাজা প্রতাপরুদ্র ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন উৎকর্ঠারূপ তরুণী প্রাপ্ত
হইয়া সত্ৰীক বসন্তকালের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৭॥

মহাত্মা ভক্তগণ হৃষ্ট ও প্রসন্নতার উল্লসিত বদন গোপীনাথরূপী মহাপ্রভুর
প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৬৮॥

সেবকগণ বেত্রধারণ করিয়া করকম্পন করিতে করিতে পরমপ্রীতি
সহকারে অস্ত্র মনোরথশূন্য অর্থাৎ দর্শনার্থ একান্ত চিন্ত্র ভক্তগণকে গৃহমধ্যে
আনয়ন করিলেন ॥৬৯॥

উঁহার। গোপীনাথরূপী মহাপ্রভুকে মহাপ্রেমে দর্শন করিয়া স্মরহতী

অত্রাস্তরে গৌরচন্দ্রশচন্দ্রকোটিসমুজ্জলঃ ।

জ্বলংকাঞ্চনশৈলাভো লাভোদয় ইবাগমৎ ॥৭১॥

দৃষ্ট। চিরং কৃপাসিকুর্গোপীনাথং মনোরমম্ ।

মনোরথং মূর্ত্তিমন্তমিব তত্র মুদং যযৌ ॥৭২॥

অথ স্বপ্নেশ্বরো নাম সোহয়ং ধরনিদৈবতম্ ।

ভিক্ষার্থম্বৃণোন্তত্র গৃহেহপি চ সমানয়ৎ ॥৭৩॥

অগ্র্যাস্ত জগদানন্দমুখ্যান্ সুখপরায়ণান্ ।

শ্রীরামানন্দরায়োহসৌ নিনায় নিজমন্দিরম্ ॥৭৪॥

শ্রীতিলাভ করিলেন, তৎপরে তত্রত্য কোন একজন ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়া সেইখানে পরমানন্দপুরীকে ভিক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন ॥৭০॥

ইতিমধ্যে কোটিচন্দ্রসমুজ্জল গৌরচন্দ্র তপ্ত কাঞ্চনের শৈলসদৃশ উদয়লাভ করিয়াই বেন সমাগত হইলেন ॥৭১॥

কৃপানিধি গৌরচন্দ্র সেইস্থানেই মূর্ত্তিমান্ মনোরথের ছায় গোপীনাথকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥৭২॥

স্বপ্নেশ্বর নামক একজন ধরনিদৈবত ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুকে বরণ করিলেন এবং নিজগৃহে লইয়া গেলেন ॥৭৩॥

কিন্তু জগদানন্দ প্রভূতি অগ্র্য আনন্দপরায়ণ ভক্তগণকে শ্রীরামানন্দরায় নিজ মন্দিরে লইয়া গেলেন ॥৭৪॥

আগারাহিত্যসুখদে মনোরামে স তানথ ।

আগারাহিত্যসুখদে সদারামে তদানয়ৎ ॥৭৫॥

আগারেতি । অখানন্তরং সঃ রামানন্দরায়ঃ তদা তস্মিন্ কালে । তান্ ভক্তজনান্ । হিতং করোতীতি হিত্যং ভাবে ঋয়ঃ । সেতোহগিতচ্চেতি নিয়মাৎ ন দীর্ঘত্বং । আগরন্ত আ সম্যক্ হিত্যং হিতজনকং । সুখং দদাতীতি তস্মিন্ । মনোরামেনমনোহরে । ভবা । ন গচ্ছতীতি অগাঃ পর্বতাঃ তে এব ইতি স্বার্থে ঋ

আগাঃ তেবাং অরাহিত্যসুখং অর্থাৎ পার্কত্যসুখং দদাতীতি তস্মিন্ সদারামে
গৃহসমীপবর্তি প্রশস্তকাননে অনয়ৎ নীতবান প্রাপয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥৭৫॥

অতঃপর রামানন্দ রায় ভবনের হিতকর এবং সুখপ্রদ পার্কতীয় বনবিহার-
জনিত আহ্লাদদায়ক মনোহর ও প্রশস্ত উপবনে সেই ভক্তগণকে লইয়া
গেলেন ॥৭৫॥

আরামারামললিতান্ কৃত্বা তানথ সত্বরম্ ।

রামানন্দো জনানন্দোল্লাসকৃদ্ভূপমাসদৎ ॥৭৬॥

তে তত্র রন্ধনোদযোগং চত্রের্বিশ্রমণাস্তুরম্ ।

কৃতভিক্ষুঃ পুরীস্বামী প্রভুনা তত্র চাগমৎ ॥৭৭॥

তত্রোপবনমধ্যেহস্তি স্মৃচ্ছিতো বকুলক্রমঃ ।

বিসারী নিবিড়চ্ছায়ঃ কুলানাং বকুলক্রমঃ ॥৭৮॥

পরমানেন ললিতা পরমানেন সর্ব্বতঃ ।

রাজীবনস্ত রাজীবরাজীবযুগথাভবৎ ॥৭৯॥

রামানন্দ রায় সেই সমস্ত ভক্তগণকে সুখপ্রদ আরামে সত্বর সুখী
করিয়া জনসকলের আনন্দোল্লাসকারি ভূপতি প্রতাপরুদ্রের নিকট আগমন
করিলেন ॥৭৬॥

তৎপরে সেই সকল ভক্তগণ বিশ্রামান্তর রন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন,
এদিকে পরমানন্দ পুরীস্বামী ভিক্ষাকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর সহিত সেই
উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭৭॥

সেই উপবন মধ্যে এক অত্যুন্নত বকুলবৃক্ষ ছিল, যাহার শাখাপ্রশাখা
সুবিস্তৃত, ছায়া নিবিড়তর এবং স্বজাতীয় বৃক্ষগণের মধ্যে যে বকুলরূপী ক্রম
অর্থাৎ কুবেরের স্থায় প্রচুর ধনশালী, তাহা কল্পবৃক্ষ সদৃশ ॥৭৮॥

সুবৃহৎ পরিমাণশালী পরমান অর্থাৎ অশ্রান্ত বৃক্ষের পরিমাণে বাহা সমধিক
সুন্দর, সেই বনরাজী জীব অর্থাৎ জীবিত রাজীবগণ যুক্ত হইয়াছিল ॥৭৯॥

বকুলক্রমমূলেহসৌ বসন্ত ভাতি স্ম স্মিতঃ ।

অনেন হেমরাপেণ জম্বুবৃক্ষং জিগায় সঃ ॥৮০॥

অত্রাস্তরে গুরুশ্রীকো ভূপচক্রশিরোমণিঃ ।

বিজয়ং গৌরচন্দ্রাজিঘৃদ্ষ্টৌ তত্র চকার সঃ ॥৮১॥

রামানন্দসহায়ঃ স সবসন্ত ইব স্মরঃ ।

চতুরঙ্গবলৈষুক্তঃ সময়াৎ সময়াত্ততঃ ॥৮২॥

অবতীৰ্য্য গজস্কন্ধাৎ গজস্কন্ধাতিমুন্দরঃ ।

তদারামং প্রতি শ্রীত্যা ভূমৌ গচ্ছন্ বভৌ ভৃশম্ ॥৮৩॥

সদা সদানৈগুরুভিনীগৈর্নগৈর্গইয়ৈবৃতঃ ।

পতিসংপতিসঞ্চারৈর্ভূয়ো ভূয়ো ররাজ সঃ ॥৮৪॥

গৌরচন্দ্র বকুলবৃক্ষের মূলদেশে উপবেশন করিয়া সহাস্রবদনে শোভা পাইতে লাগিলেন এবং দৃশ্যমান সুবর্ণ বিজয়িনী কান্তিমালার জম্বুবৃক্ষকেও জয় করিয়াছিলেন ॥৮০॥

ইত্যবসরে বিপুলশোভাশালী ভূপতিগণের শিরোমণি প্রতাপরুদ্র গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শনে যাত্রা করিলেন ॥৮১॥

বসন্তসহ কলপের ছায় প্রতাপরুদ্র রামানন্দ রায়ের সহিত “হস্ত অথ রথ পদাতি” এই চতুরঙ্গবল সমন্বিত হইয়া যথাসময়ে সমাগত হইলেন ॥৮২॥

গজস্কন্ধ হইতেও অশ্বার স্কন্ধ গজপতি প্রতাপরুদ্র গজস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীতি সহকারে উপবনের প্রতি ভূয়োভূয়ো গমন করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮৩॥

নিরন্তর মদজলসিক্ত সুবৃহৎ ও ক্রুরচারী হস্তীদ্বারা তথা ঘোটক ও শব্দাতিক্রপ সম্পত্তিসমূহে সর্বদিকে পরিবৃত্ত হইয়া প্রতাপরুদ্র শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮৪॥

নাস্ত্যেবাস্য সমো রাজা কিং স্বর্গে কিং মহীতলে ।

ইতীয় তচ্চ তচ্চোচ্চৈঃ ক্ষুরৈরক্ষোভি ঘোটকৈঃ ॥৮৫॥ .

রামানন্দভুজং ধৃত্বা নিযোজ্যামাত্যসঞ্চয়ম্ ।

অভিতোহভিযযৌ রাজা পূর্ণচন্দ্রোহর্কযুগ্মযথা ॥৮৬॥

অমাত্যৈরমরপ্রায়ৈরন্তর্বলনিবেশিভিঃ ।

প্রথমং বলয়ীভূতো ভূপ্রদেশো ররাজ সঃ ॥৮৭॥

তদ্বহিঃ পত্তয়োহতিষ্ঠংস্তদ্বহির্হয়সঞ্চয়ঃ ।

তদ্বহিঃচ গজাঃ সর্বে বাহুএবাভবত্তদা ॥৮৮॥

পাদারবিন্দযুগলং বীক্ষ্য তত্র দ্রবন্দ্যনাঃ ।

ভূপতিভূর্তলং ভূয়ঃ প্রাপ হর্ষাশ্রুণা সহ ॥৮৯॥ (অসম্ভ্যাক্ষরঃ)

“প্রতাপরুদ্রের তুল্য রাজা কি স্বর্গে, কি ভূমণ্ডলে, কোনস্থানেই দেখিতে পাই না” উচ্চ ঘোটকগণ এই বলিয়াই বেন ক্ষুরদ্বারা ভূতলকে আলেখন করিতে লাগিল ॥৮৫॥

স্বর্ঘ্য সম্মিলিত পূর্ণচন্দ্রের স্তায় রাজা প্রতাপরুদ্র রামানন্দ রায়ের বাহু ধারণপূর্বক মল্লিগণকে নিয়োজিত করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিলেন ॥৮৬॥

মধ্যবন-প্রবিষ্ট দেবসদৃশ অমাত্যগণ প্রথমতঃ কাননের ভূভাগে গোলাকার হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥৮৭॥

মল্লিগণের বহির্দেশে পদাতিগণ, তদ্বহির্ভাগে ঘোটকগণ এবং তাহার বহির্ভাগে হস্তিগণ অবস্থিতি করায় তৎকালে স্তমহান্ এক সেনানিবেশ হইয়াছিল ॥৮৮॥

ভূপতি প্রতাপরুদ্র সেইখানে প্রভুর পাদপদ্মযুগল দর্শন করিয়া দ্রবীভূত চিত্ত হইয়া আনন্দাশ্রুর সহিত ভূতলে পতিত হইল, রাজাও ভূমিস্থিত হইলেন ॥৮৯॥

প্রণম্য বহুধা দৃগ্ভ্যামপি বদবদনানুজম্ ।

নচ তৃপ্তিমগাদভূপশ্চিত্রং গৌরান্ধচেষ্টিতম্ ॥১০॥

বহুধা গৌরচন্দ্রোহপি প্রেন্নাভাশ্চ বচোহমৃতৈঃ ।

সিষেচ তস্য সর্বাঙ্গং সর্বাক্ষীনমিবাশ্লিষন্ ॥১১॥

আজ্ঞায়াজ্ঞাং প্রসাদং চ কৃতকৃত্যঃ স নির্যযৌ ।

অমাত্যনিচয়াঃ সর্বৈ ততো দ্রষ্টুং যযুর্জ্জ্বলতম্ ॥১২॥

ভূপতি বহুপ্রকারে প্রণাম করিয়া নেত্রদ্বারা মুখপদ্ম দর্শন করিলেন কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। আহা! গৌরান্ধের কি অত্যাশ্চর্য্য চেষ্টা ॥১০॥

গৌরচন্দ্রও বহুপ্রকার প্রেম সহকারে সম্ভাষণপূর্বক ব্যাপিয়া আলিঙ্গন করিয়া বাক্যামৃত দ্বারা ভূপতিকে অভিষিক্ত করিলেন ॥১১॥

প্রতাপরুদ্র কার্য্য সম্পাদনপূর্বক প্রভুর আজ্ঞায় পরিবারবর্গের প্রতি আজ্ঞা ও প্রসন্নতা করিয়া নির্গত হইলেন তৎপরে অমাত্যবর্গ সকলেই শীঘ্র প্রভু দর্শনার্থ গমন করিলেন ॥১২॥

পারেচিত্রোৎপলং সোহকুপারে চিত্রোৎপলং যথা ।

যিযাসোঃ স্বমতং জ্ঞাত্বা ভূপঃ সৎপাত্রমব্রবীৎ ॥১৩॥ (পদ্মভেদঃ)

পারে ইতি । সঃ ভূপঃ প্রতাপরুদ্রঃ চিত্রোৎপলানাম নদী তস্তাঃ পারে ইতি পারেচিত্রোৎপলং “পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা” ইতি পারেশদেনাব্যয়ীভাবঃ । সপ্তমী স্থানে “বাৎ কৈর্যোহতোহপ্যাঃ” ইতি মকারঃ । তস্মিন্ চিত্রোৎপলা-নদীপারে অকুপারে সমুদ্রে । সমুদ্রোহকিরকুপারঃ । ইত্যমরঃ । চিত্রোৎপলং যথা চিত্রোৎপলমিব যিযাসোঃ প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ প্রভোঃ স্বমতং নিজাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা চিত্রোৎপলাস্তাহর্ষুর্মিব প্রভূর্জগামেতি নিশ্চিত্তেত্যর্থঃ । সৎপাত্রং অন্তরঙ্গ-ভূত্যমেকমঙ্গরাজনামানমব্রবীৎ প্রভুমানেন্তুমকথয়ৎ ॥১৩॥

“চিত্রোৎপলা নাম্নী নদীর পারে সমুদ্রमध्ये প্রভু চিত্রোৎপল আহরণার্থই বোধ হয় গিয়া থাকিবেন” গৌরচন্দ্রের এইরূপ স্বমত জানিয়াই যেন ভূপতি বলরাজ নামক একটি উত্তম ভূত্যের প্রতি আজ্ঞা করিলেন ॥১৩॥

মঙ্গরাজ ভবানেব হরিচন্দনসংগতঃ ।

পারেমহানদি মহাপ্রভুমেষেতু সত্বরম্ ॥৯৪॥

তদাজ্জয়াথ তে সোহপি শ্রীরামানন্দরায়কঃ ।

নৌকাঃ সুমহতীশ্চক্রে প্রভুং চাথ সমানয়ন্ ॥৯৫॥

উদিয়ায় তদা পূর্ণো ভগবান্ মৃগলাঞ্জনঃ ।

করৈঃ সম্মার্জয়ামাস পন্থানমখিলং ততঃ ॥৯৬॥

ততো গচ্ছতি গৌরাদ্ধে রাজকীয়সুদাগতঃ ।

তত্রত্যাংস্তত্র নির্ণয় তদাজ্জাং নিজগাদ সঃ ॥৯৭॥

আজ্ঞাপয়তি দেবো যচ্ছ য়তাং তন্মহোত্তমাঃ ।

আরপ্যোহত্র স্তম্ভ একো যেন তীর্থং ভবেদিদম্ ॥৯৮॥

হে মঙ্গরাজ ! আপনি হরিচন্দনের সহিত সম্মিলিত হইয়া দুইজনে সত্বর মহানদীর পারে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ গমন করুন ॥৯৪॥

নরপতির আজ্ঞায় মঙ্গরাজ, হরিচন্দন ও রামানন্দ রায় সুমহতী নৌকা করিয়া প্রভুকে লইয়া গেলেন ॥৯৫॥

তৎকালে ভগবান্ মৃগলাঞ্জন শশধর উদিত হইয়া স্বীয় কিরণমালায় নিখিল পথকে সম্মার্জিত করিতে লাগিলেন ॥৯৬॥

গৌরাদ্ধদেব গমন করিলে পর রাজকীয় ভূত্যাগণ গমন করিলেন এবং তাঁহারা রাজার আজ্ঞা নির্ণয় করিয়া তত্রত্য সমস্ত লোককে কহিলেন ॥৯৭॥

অহে মহত্তমগণ ! মহারাজ বাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা শ্রবণ কর । এইখানে একটি স্তম্ভ আরোপন করিতে হইবে, বাহাতে এই স্থান তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হয় ॥৯৮॥

ইতি শ্রদ্ধা নৃপাজ্ঞাং তে স্তম্ভমারোপ্য তত্র চ ।
নৌকামারোপ্য মুদিতাঃ প্রভুং হর্ষাছপাসত ॥১৯॥

ইথাং পারেনদি সত্ চতুর্দ্বারমাগত্য তৈস্তৈ-
রাত্রৌ চন্দ্রাতপমধুরিমব্যাবৃত্তায়াং সমস্তাং ।
স্বাপং চক্রে প্রভুরথ জগন্নাথসন্মুখপাস্ত-
লৌকৈল্লল্লাবধিভিরপিতু স্থানমেবাত্র নাপে ॥১০০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতে মহাকাব্যে
উনবিংশ সর্গঃ ॥

জনসকল রাজার এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া
প্রভুকে নৌকায় আরোহন করাইয়া প্রমুদিতচিত্তে সহর্ষে উপাসনা
করিয়াছিল ॥১৯॥

মহাপ্রভু সেই সেই ভক্তগণের সহিত নদীপার চতুর্দ্বারে সমাগত হইয়া
চন্দ্রাতপের মাধুর্য্যব্যাবৃত্ত রাত্রিতে জগন্নাথদেবের উৎকৃষ্ট মণ্ডপমধ্যে শয়ন
করিলেন, অত্যাশ্চর্য্য লল্লাবধি লোক তথায় স্থানই প্রাপ্ত হইল না ॥১০০॥

বিংশঃ সর্গঃ

রাত্রির্ধাতা নাথ তল্লং জহীহীত্যাকর্ণায়ং পক্ষিণাং কুজিতানি ।

নেত্রে নিদ্রামুদ্রিতে জাগৃহীতি জাগাক্ষিপ্যন্ পাগিনাথোদিয়ায় ॥১॥

(শালিনী ৩৬ পর্ব্যন্ত)

নির্মাল্যান্নং তত্র সতঃ সমেতং দৃষ্ট্বা হর্ষাদাহিকাত্মারভেত ।

অন্নং পানং পিষ্টকাদি প্রকামং তৈস্তৈর্ভুক্ত্বা প্রীতিমাংশ্চ প্রতস্থে ॥২॥

তত্রামাতৌ তেন সম্যগ্বিসৃষ্টৌ তাভ্যাং ভূয়ো নেত্রপাথোজপাথঃ ।

তেনে ক্রামে তন্তনু হস্ত তাভ্যামুৎসাহোহয়ং কঃ প্রকারে।

বিধাতুঃ ॥৩॥

দেশং দেশং প্রতাপেয়ুঃ সমস্তাদাজ্ঞা রাজ্ঞো লেখপূর্ব্বাঃ সমস্তাঃ ।

স্থানে স্থানে নব্যানব্যং নিশান্তং সামগ্রীভিঃ কর্তুমগ্রে পবিত্রম্ ॥৪॥

“হে নাথ ! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে শয্যা পরিত্যাগ করুন” গৌরচন্দ্র পক্ষিগণের এই কুজন শ্রবন করিয়া “জাগ” এই কথা বলিয়াই নিদ্রা মুদ্রিত নেত্রদ্বয়কে ঝটিকি আন্দোলন করিয়া তৎপরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥১॥

মহাপ্রভু শীঘ্র আনীত নির্মাল্যান্ন দর্শন করিয়া সহর্ষে আত্মিক আরম্ভ করিলেন এবং অন্ন ও পান যথেষ্ট ভোজনপূর্ব্বক প্রীতিলভ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২॥

সেই স্থানে অমাত্যদ্বয় গৌরচন্দ্র কর্তৃক সম্যক্ বিসৃষ্ট হইয়া নেত্রকমলের জল মোচন করিলেন এবং তৎকারণে স্বীয় কলেবরও ক্ষীণ করিয়া উৎসাহও বিস্তার করিয়াছিলেন, বিধাতার গতি কি আশ্চর্য্যবতী ! ॥৩॥

স্থানে স্থানে নূতন গৃহ বিবিধ সামগ্রীদ্বারা সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বেই পত্নীদ্বারা রাজার আজ্ঞা প্রত্যেক দেশে দেওয়া হইয়াছিল ॥৪॥

উত্তমাসীদযত্র তৈরেষ নাথো হর্ষোৎকর্ষাল্লক্ষসংখ্যৈর্মহুঃ ।

নিপ্তত্যাং তত্র তত্রেক্ষণাজৈঃ কাকুপ্রোক্তৈঃ পূজিতঃ সংস্কৃতশচ ॥৫॥

অত্র শ্বো বা নূনমত্রৈষ্যতীতি প্রোচ্চৈরাসীদপ্রতোহর্ষনাদঃ ।

পশ্চাদায়াতীতি তস্মাদ্ভূপেতো ভো ভোঃ পশ্চাদেব সর্বত্র ভূয়ঃ ॥৬॥

কেচিং কেচিস্তত্র পপ্রচ্ছুরাধ্যাঃ কাসৌ কাসৌ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ।

ইথাং নাথং পুরিণং তং প্রভুং তং তাবন্যোন্মৎ দর্শয়ামাসতুস্তান্ ॥৭॥

বাসং বাসং প্রত্যাপেতে প্রভাতে রাজ্জামাজ্জা-যন্ত্রিতাঃ সর্বএব ।

দেশে দেশে শুদ্ধগেহানি কৃত্বা সামগ্রীঞ্চ প্রোদ্ভদ্রা আনয়ন্তি ॥৮॥

রামানন্দো ভদ্রপর্য্যন্তমেত্য প্রত্যাবৃন্তন্তেন সম্যগ্ বিমৃষ্টঃ ।

বিচ্ছেদার্তঃ ক্ষেত্রমেব প্রতস্থে গৌরাক্ষোহয়ং সোহপ্যুপেয়াহুদীচীম ॥৯॥

গৌরচন্দ্র যে যে দেশে উদিত হইলেন সেই সেই দেশে লক্ষ লক্ষ মাহুষ
হর্ষাতিশয় সহকারে নির্ঝিল্লি নেত্রপদ্ম ও কাকুবাধ্যারা প্রভুর পূজা ও শুভ
করিতে লাগিল ॥৫॥

“গৌরচন্দ্র অত্র বা পরদিন আসিবেন” পশ্চাৎ “আসিতেছেন” তৎপরে
“অহে মহাভগবৎ ! এই তথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন” এইরূপে
গৌরচন্দ্রের আগমনের পূর্বেই সকলের অগ্রে অর্থাৎ গন্তব্যদেশে উচ্চৈঃস্বরে
মহান্ আনন্দনাদ উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৬॥

তত্রত্য কতিপয় আর্য্যগণ “কৃষ্ণচৈতন্য কোথায় ?” এই কথা পুনঃ পুনঃ
জিজ্ঞাসা করিলে, গৌরচন্দ্র ও পরমাহুন্দরী দুইজনই পরস্পর পরস্পরকে
উক্ত প্রভুদর্শনার্থ সমাগত গ্রাম্যজন সকলকে দেখাইতে লাগিলেন ॥৭॥

তৎপরে রজনী প্রভাতা হইলে, রাজাজ্ঞায় নিয়মিত লোক সকল দেশে
দেশে বিস্তৃতভবন রচনা করিয়া অতিহর্ষে বিবিধ সামগ্রী আনয়ন করিতে
লাগিল ॥৮॥

রামানন্দ রায় ভদ্রেখর পর্য্যন্ত আসিয়া মহাপ্রভু কর্তৃক সম্যকরূপে বিমুক্ত

ওড়ং যাবদুপতের্লৈথযুক্তা আসংস্তাবস্তাবদেবং ধূয়ীণৈঃ ।

প্রাতধূপাস্তর্গতং রাজযোগ্যং নির্মাল্যং চানীতমেব প্রকায়ম্ ॥১০॥

শ্রীমান্ গোড়ং দেশমাসাচ্চ গঙ্গা দ্রষ্টব্যোতি প্রেমবৈহবল্যহুম্নঃ ।

তৎসংসৃষ্টিস্নিগ্ধমুক্ষাস্তুরাত্মা তত্তৎস্থানাপ্যায়িতাঙ্গঃ স রেজে ॥১১॥

আগত্য শ্রীরাঘবস্ত্রাশ্রমাস্তুঃ শ্রীগৌরান্ধশচন্দ্রবৎ পূর্বশৈলম্ ।

গন্ধৈর্মাল্যৈঃ পুষ্পধূপোপহারৈঃ প্রেমাবিষ্টঃ কৌতুকী সংমমাদ ॥১২॥

তত্র স্থিত্বা রাঘবস্ত্রাশ্রমেহসৌ নীড়া নাথঃ পঞ্চযান্ বাসরান্ সঃ ।

জ্যেষ্ঠং তাবচ্ছীনবদ্বীপভূমাৰণ্ডে শ্রীত্যা প্রেময়ামাস হৃষ্টঃ ॥১৩॥

তস্মিন্ যাতে গৌরচন্দ্রঃ সমেতঃ শ্রীবাসস্ত প্রেমপাত্রস্ত গেহম্ ।

স্থিত্বা তত্র প্রাণিমাতে দয়ালুঃ সর্বত্রাসৌ সংব্যথিতানুকম্পাম্ ॥১৪॥

ও বিচ্ছেদার্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীক্ষেত্রেই প্রস্থান করিলেন, এদিকে গৌরান্ধদেবও উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন ॥২॥

ভূপতি প্রতাপরুদ্রের পত্রে সমস্ত উৎকলদেশীয় লোক নিযুক্ত হইয়াছিল এবং অগ্রগণ্য সকল লোক প্রাতঃকালের উপযুক্ত ধূপানাস্তর্গত রাজযোগ্য বিবিধ নির্মাল্য বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥১০॥

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র “গৌড়দেশে গিয়া গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিতে হইবে” এইরূপ প্রেমবিস্মলতায় প্রেরিত হইয়া সেই ভক্তগণের সংসর্গে স্নিগ্ধ ও মুক্ষান্তঃকরণ হইয়াও সেই সেই ভক্তগণ কর্তৃক অবগাহন ক্রিয়ায় বঙ্কিতাঙ্গ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১১॥

পূর্বাঙ্গিগর্ব্বস্তি উদয়শৈলে চন্দ্রের স্থায় শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীরাঘবের আশ্রম-মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রেমাবিষ্ট ও কৌতুকী হইয়া গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও উপহার দ্বারা সম্যক্ আমোদিত হইলেন ॥১২॥

গৌরচন্দ্র সেই রাঘবশ্রমে পাঁচ বা ছয়দিন যাপন করিয়া মহাহৃষ্ট হইয়া অগ্রে শ্রীনবদ্বীপভূমিতে শ্রীতিসহকারে জ্যেষ্ঠকে প্রেরণ করিলেন ॥১৩॥

জ্যেষ্ঠ গমন করিলে পর গৌরচন্দ্র ভক্তসঙ্গে প্রেমাস্পদ শ্রীবাসের গৃহে

দ্বিত্বৈরগ্নিন্ বাসরৈলক্ষসংখ্যা ভূয়ো ভূয়ো হর্ষপাথোদ্বিমগ্নাঃ ।

যাতায়াতং সর্বতশ্চক্রুরত্র চিহ্নং নাসীচ্চৈবমস্তাশুভাবঃ ॥১৫॥

স্বপ্নাশ্বোকদ্বারি কেচিদ্ভ্রমেষু প্রাচীরেষু প্রায়শোহন্তে মনুষ্যাঃ ।

আসন্ লীলাভিত্তিচিত্রপ্রতীকা নোংকণানং পারমীযুঃ কদাচিৎ ॥১৬॥

রাত্রাবেকোহপহুতো নৌকয়াসৌ তত্তদগ্রামস্তোত্তরেণাত্মদেশম্ ।

আয়াতঃ শ্রীবাসুদেবস্ত গেহং গতা পয়াং শ্রীশিবানন্দগেহম্ ॥১৭॥

অগ্নিন্ গেহে রাত্রিমেকাস্ত নীত্বা ভিক্ষাং চক্রে দেশ এবোত্তরে সঃ ।

তত্তল্লোকৈলক্ষসংখ্যৈঃ সমেতো নৌকাক্লুতঃ শান্তিপুৰ্ণ্যং জগাম ॥১৮॥

অবস্থান করিয়া প্রাণিমাণ্ডের প্রতি দয়ালু হইয়া সর্বত্রই অহুকম্পা বিধান করিলেন ॥১৪॥

মহাপ্রভু দুই তিনদিন শ্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করায় লক্ষ লক্ষ লোক হর্ষমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সকল দিক্ হইতে বাতায়াত করিতে লাগিল, মহাপ্রভুর মহিমা এইরূপ যে কেহ ছিদ্ৰ প্রাপ্ত হয় নাই ॥১৫॥

কতিপয় লোক পথে, কেহ দ্বারদেশে, কেহ বৃক্ষে, কেহ বা প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া যেন, বিলাসগৃহের ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কিত পুস্তলিকার ছায় শোভিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কখনই উৎকণ্ঠার অবসান লাভ করিতে পারে নাই ॥১৬॥

রাত্রিকালে একজন চোর নৌকায় সেই গ্রামের উত্তরভাগে অগ্রদেশ হইতে আসিয়া প্রহ্মায়ের গৃহে বলিয়া গমন করিয়া শ্রীশ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল ॥১৭॥

এইগৃহে একরাতি বাপন করিয়া ঐ গ্রামের উত্তরে ভিক্ষা করিয়াছিল এবং সেই গ্রামের লক্ষসংখ্যক লোকের সহিত নৌকাক্লুত হইয়া শান্তিপুরে গমন করিল ॥১৮॥

শ্রীবাসাঐশ্বর্যলোক্য নৈনং প্রত্যুদ্বিগ্নৈঃ সর্বতোহদ্বিগ্ন ভূয়ঃ ।

যাবন্মৈমোহদর্শি তাবৎ স্নহঃঐর্গাঢ়ং গাঢ়মর্দ্যমানৈরভাবি ॥১৯॥

নাবা গচ্ছন স্বধূনীমধ্যভূমৌ নাম্নাং গাথাং লোলচিত্তঃ প্রকাশ্য ।

অদৈতন্ত গ্রামমাশ্রিত্য নাথঃ প্রেমোত্তমৌ গন্তুমত্যস্তমুৎকঃ ॥২০॥

মধ্যেদ্বারং তেন সার্কং মহার্হঃ সঙ্গস্ত্যাল্লেকোলাহলেন ।

আসীন্নৈমাং প্রাণিনাং ভাগ্যভাজাং চক্ষুঃশ্রোত্রদ্বন্দ্বতৃণ্যৈ বভূব ॥২১॥

ভূয়ো ভূয়ো গাঢ়মাল্লেক্ষপীড়ৌ প্রেমাবিষ্টৌ স্তম্বথাঐতগোরৌ ।

তত্রাস্তেহসৌ তং তথা যোগমেনং পূজার্চ্যাবাগ্‌বিলাসৈরুপাসীৎ ॥২২॥

আগত্যাথো শ্রীশচীনাম দেবী ত্রৈলোক্যানামেব মাতা তমেনম্ ।

দৃষ্ট্বা মেনে হর্ষপাথোধিমগ্নং তত্রাত্মানং সপ্রমোদাঙিলজ্জম্ ॥২৩॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উক্ত ব্যক্তিকে বারবার সকল দিকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে না পাইয়া যতক্ষণ তাহাকে দেখিতে না পাইলেন ততক্ষণ হুঃখে প্রগাঢ়তর উন্নত হইলেন ॥১৯॥

গৌরচন্দ্রে চঞ্চলচিত্ত হইয়া স্বর্গনদী গঙ্গার মধ্যস্থানে গমনপূর্ব্বক নাম-গাথা প্রকাশ করিয়া অদৈতের গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গমনার্থ অত্যন্ত উৎসুক-চিত্তে সপ্রেমে উত্তিত হইলেন ॥২০॥

তৎপরে দ্বারমধ্যে অদৈতের সহিত আলিঙ্গন কোলাহলে গৌরান্দের সঙ্গ শান্তিপূরবাসি ভাগ্যবান্ প্রাণিগণের নেত্র ও শ্রবণযুগলের মহতী তৃপ্তি সাধনার্থই হইয়াছিল ॥২১॥

অদৈত ও গৌরচন্দ্রে উভয়ে পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পীড়িত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন, তৎপরে অদৈত পূজাবিধি ও বাক্যবিভাগ দ্বারা সহসা উপস্থিত গৌরচন্দ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥২২॥

ত্রৈলোক্যেরই জননী শ্রীশচীদেবী আগমন করিয়া গৌরচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ, পীড়া ও লজ্জায়ুক্ত নিম্নেকে হর্ষাগরে নিমগ্ন বিবেচনা করিলেন ॥২৩॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

৭ ষড়্ দিনানি ক্রমেণ শ্রীগৌরাক্ষো মাতৃদত্তাত্মতৃপ্তঃ ।

। শ্রীতু্যপানীতচর্য্যো নেত্রানন্দং প্রাণিনামেব কুর্বন ॥২৪॥

যাং বাসরাণাং সমূহে যামো লোকা লক্ষকোট্যঃ সমীযুঃ ।

হসৌ প্রত্যহং তান্তুথৈব দ্রব্যভূয়ঃ শ্রীণয়ামাস হর্ষাৎ ॥২৫॥

স শ্রীনবদ্বীপভূমে: পার্বেগঙ্গং পশ্চিমে কাপি দেশে ।

ঈপ্রাণিনাং তত্তদকৈর্নেত্রানন্দং সম্যাগাগত্য তেনে ॥২৬॥

: কিম্মু পঙ্গু: কিমন্ধ: কিম্বা বৃদ্ধ: কিং শিশু: কিং স্ত্রিয়ো বা ।

বর্ষ শ্রীনবদ্বীপভূম্বা: শ্রীতু্যদ্রেকান্তে তএবাথ জগ্মু: ॥২৭॥

তত্র গৌরাক্ষচন্দ্রস্তাবৎ সর্বৈ সর্ববতো লক্ষকোট্যঃ ।

ঠানির্ভরার্ভা: সমীযুর্দ্রষ্টুং তং তে কিং স্ত্রিয়: কিং পুমাংস: ॥২৮॥

অদৈত কর্তৃক শ্রীতি সহকারে আনীত বিবিধ পরিচর্যা গ্রহণ

প্রাণির নেত্রানন্দ সম্পাদন করিয়া তথা শাস্তিপুত্রেই হয়দিন

ক্রমে মাতৃপ্রদত্ত অন্নভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন ॥২৪॥

লক্ষ লোক সেই সেই দিনের এতোক প্রহরে সমাগত হইয়াছিল

দ্রব্যপ্রভু প্রত্যহ সেই সমস্ত লোককে বিবিধ দ্রব্যদ্বারা বারবার

করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

ন গৌরচন্দ্র অত্র একদিন নবদ্বীপ ভূমির পশ্চিমে গঙ্গাপারে কোন

এক গ্রামে সমাগত হইয়া স্বীয় কোমল অঙ্গদ্বারা সমস্ত প্রাণীর নেত্রানন্দ

বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

কি মুক, কি পঙ্গু, কি যুট, কি বৃদ্ধ, কি শিশু, কি স্ত্রী, কি পুংসু

সমস্ত লোকই সমধিক শ্রীতির উদ্বেকবশত: সেই স্থানে সমাগত হইল ॥২৭॥

গৌরচন্দ্র যাবৎকাল সেইস্থানে অবস্থিতি করিলেন তাবৎকাল লক্ষ

কোটি সংখ্যক কি শ্রী, কি পুরুষ, সকল লোকই প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় সাতিশয়

কাতর হইয়া সমাগত হইল ॥২৮॥

মধ্যে মধ্যে তত্র লোকপ্রচারিত্যুদ্বিগো ভূয়সোহস্তর্দধাতি ।

কিন্তু কৎকী বর্দ্ধতে গাঢ়গাঢ়ং তেষাং তেষাং ক্রন্দতাং মুক্তকণ্ঠম্ ॥২৯॥

এবং নীড়া তত্র নাথো দিনানি প্রীতু্যজ্জেকাং পঞ্চষাণি ক্রমেণ ।

নেত্রানন্দং সর্বলোকস্ত তস্মৎস্তৈস্তৈর্দিব্যাং দেশমেব প্রতস্থে ॥৩০॥

কঞ্চিদ্গোগীনাথশীতি-প্রসিদ্ধং গোপীনাথে শেত ইত্যস্ময়েন ।

তস্মিন্ দেশে কাপি গৌরচন্দ্রঃ প্রেমাবিষ্টো বীক্ষ্য শঙ্খম্ননন্দ ॥৩১॥

কালিন্দীয়ে তীর এব প্রযাতুং গাঢ়োৎকর্ঠঃ পশ্চিমে কাপি গতা ।

প্রত্যাবৃত্তো ভূয় এষ স্বচিন্তে কিস্বালোক্য স্বধূনীতীরমায়াং ॥৩২॥

তত্তদেঙ্গে ভূয় এব প্রকামং স্থিত্বা কৃত্বা দীর্ঘদীর্ঘানুকম্পাম্ ।

শ্রীনীলাচ্যো ভূয় এব প্রতস্থে চিত্রং চিত্রং তস্য তত্তচ্চরিত্রম্ ॥৩৩॥

মধ্যে মধ্যে গৌরচন্দ্র সেই গ্রামে জনতাহেতু উদ্বিগ্ন হইয়া বারবার অন্তর্দ্বান করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই সমস্ত জন মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করায় তাহাদিগের উৎকর্ঠা প্রগাঢ়রূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২৯॥

এইরূপে গৌরচন্দ্র সেই গ্রামে পাঁচ বা ছয়দিবস যথাক্রমে প্রীতিসহকারে যাপন করিয়া এবং সমস্ত লোকের দিব্য নেত্রমুখ বিস্তার করিয়া সেই সেই ভক্তের সহিত স্বীয় দেশে প্রস্থান করিলেন ॥৩০॥

“গোগীনাথে শেতে” এই সম্বন্ধে “গোগীনাথশী” এই নামে প্রসিদ্ধ সেই দেশে কোন একস্থানে কোন এক ব্যক্তিকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া নিরন্তর আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥৩১॥

গৌরচন্দ্র কালিন্দী তীরে গমনার্থ গাঢ়োৎকর্ঠ হইয়া পশ্চিমে কোন এক স্থানে গমনপূর্বক পুনর্বার তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজমনে কিছু বিবেচনা করিয়া গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন ॥৩২॥

মহাপ্রভু সেই সেই দেশে পুনর্বার যথেষ্ট অবস্থান করিয়া সমধিক অনুকম্পা বিধান করিয়া পুনরায় শ্রীনীলাচলেই প্রস্থান করিয়াছিলেন । অহো কি আশ্চর্য্যময় প্রভুর চরিত্র ॥৩৩॥

দ্ব্যজ্ঞাং স্বধূ'নীতীরমায়াং যত্র শ্রীমাংশিত্রমেবাবতীর্ণঃ ।

গানন্দং সর্বলোকস্ত কৃত্বা নীলাদ্রিস্থপ্রীতয়ে ভূয় আসীৎ ॥৩৪॥

হা তত্র শ্রীময়ো গৌরচন্দ্রঃ কঞ্চিং কালং ভূয়োহধ্বনৈব ।

লন্দীয়ং তীরমেব প্রত্যস্থে বিচ্ছেদার্তাংশুত্র তাংস্তান্ বিধায় ॥ ৩৫॥

।নন্দস্তদ্বিয়োগাধিপীড়াক্ষীণক্ষীণস্তত্যজ্যেহস্মূন মহাত্মা ।

চ্ছদে স্তাদেযোগ্যমেতচ্চরিত্রং প্রেমস্তাবস্তাদৃশস্তাশ্চ নুনম্ ॥৩৬॥

হা তত্র দিনানি হস্ত কতিচিদ্ভূয়োহসিতাজৌ প্রভুঃ

।।নেত্য ননন্দ নন্দয়তি চ স্মৈতানজস্রং জনান্ ।

ং বিংশতিহায়নাস্তুরভবাং যাত্রাং বিলোক্যখিলাং

ধামাথ জগাম কৈশ্চিদপি তৈঃ সার্কং কৃপাসাগরঃ ॥৩৭॥

যাস্তোধৌ জগদতিশয়ে মজ্জয়িত্বা স ভূয়ো

চ্ছদাশ্চাবপি চ বিদধে মগ্নমত্যস্তত্বর্গে ।

ং চিত্রং তদপি সততং প্রেমসিন্ধুর্বলীয়া-

।ং কোহয়ং শিবশিব মহান্ গৌরচন্দ্রাশুভাবঃ ॥৩৮॥

হাপ্রভু সেই সেই ছলেই গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলেন, যে স্থানে শ্রীমান্
র্গ হইয়াছিলেন। সমস্ত লোকের নয়নানন্দ বিধানপূর্বক পুনর্বার
নীলাচল প্রীত্যর্থই তথায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥৩৪॥

শোভাময় গৌরচন্দ্র সেইস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পুনর্বার তত্রত্য
লোক সকলকে বিচ্ছেদার্ত করিয়া সেই কালিন্দীতীরে প্রস্থান করিলেন ॥৩৫॥

অতঃপর মহাত্মা রামানন্দ স্বায় গোরাঙ্গ-বিরোগজনিত মনঃপীড়ায় অত্যন্ত
ক্ষীণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আহা তাদৃশ অলৌকিক প্রেম বিচ্ছেদের
ইহাই উপযুক্ত স্বভাব ॥৩৬॥

শ্রীজগন্নাথদেবের বিংশতিবৎসরসমুত্ত উৎসবসমূহ দর্শন করিয়া কৃপানিধি
গৌরচন্দ্র সেই ভক্তগণের সহিত নিজধামে গমন করিলেন ॥৩৭॥

গৌরচন্দ্র জগৎকে অতিশয় প্রেমায়ুষ্মিতে যম করিয়া পুনর্বার অত্যন্ত

নানাদেশান্নিজনজ্ঞানানবমেকত্র কৃত্বা
 ভানন্তোন্ত্রং প্রণয়নিবিড়ান্ কারয়িত্বা প্রকামম্ ।
 তৈত্তৈঃ সার্কং বত বিলসিতো হস্ত গৌড়োৎকলেষু
 স্বং ধামান্নিন্ গত্তবতি গতা ভূবিরয়োগান্নিসিকৌ ॥৩৯॥

চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিনিজপ্রেমবিবশঃ ।
 প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ ।
 ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়-
 তুথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ ॥৪০॥

ইথাং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা শ্রীগৌরান্ধো হায়নানাং ক্রমেণ ।
 নানালীলালাস্ত্রমাসাগ্র ভূমৌ ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোহসৌ জগাম ॥৪১॥

দুর্গম বিচ্ছেদাঘাতেও সেই জলমগ্ন জগৎকে নিহিত করিতেছেন, কিন্তু ইহা
 অতীব আশ্চর্য্য যে, তাহাতেও কোন এক এই অনির্কটনীয় প্রেমসিদ্ধ বলীমান
 হইয়াছিল ॥৩৮॥

গৌরচন্দ্র নানা দেশ হইতে নিজ নিজ ভক্তগণকে একত্র করিয়া এবং
 তাঁহাদিগের পরস্পর প্রীতি নিবিড় করাইয়া উক্ত ভক্তগণের সহিত গৌড়
 ও উৎকল দেশে বিলাস করিয়াছিলেন। সেই প্রভু স্বধামে গমন করিলে
 পর পৃথিবী বিরোগরূপ অগ্নিসাগরে মগ্না হইয়াছিল ॥৩৯॥

মহাপ্রভু চতুর্বিংশ বৎসরে নিজ প্রেম প্রকটন করিয়া যথেষ্ট বিবশ হইয়া
 নবদ্বীপ হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই ক্ষেত্র হইতে গমন
 করিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমনে তিনবৎসর যাপন করিয়া সকল উৎসব দর্শন
 করিয়া বিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন ॥৪০॥

শ্রীগৌরান্ধদেব এইরূপে সাতচন্দ্রিণ বৎসরে যথাক্রমে নানাবিধ লীলানুভূত
 বিধান করিয়া ভূমণ্ডলে ক্রীড়া করিয়া তৎপরে স্ব-ধামে গমন করিয়া
 ছিলেন ॥৪১॥

শৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
চিশুরারিরিতিমঙ্গলনামধেয়ৈঃ ।
যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজ্জ্ঞৈ-
তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ ॥৪২॥

কাজলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ-
য়ো নমামাহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞম্ ।
ং মুক্তকোমলধিয়ং নমু যৎপ্রসাদা-
চতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমক্ষিপীতম্ ॥৪৩॥

চতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমত্যাচারং সর্বৈ দৃশা চ মনসা মুদা বহন্ত ।
দৃষ্টমাত্রমপহন্তি ছরাপপারং সংসারসাগরমজস্রমুদগ্ৰ-হিংস্রম্ ॥৪৪॥

হিং স্ততো বত নতো বিনতো চ শক্তো
তৈশ্চ তৈর্জনচয়ং স্ববশে করিষ্যে ।
প্রিত্য কিস্ত নিজকারণিকত্বমেব
দ্যোগ্যমত্র তদহো রচয়ন্ত ধীরাঃ ॥৪৫॥

শৈশবাবধি যিনি প্রভুর চরিত্র বিলাস বিষয়ে অবিজ্ঞ, সেই তত্ত্বজ্ঞ “মুরারি”
এই মঙ্গলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাস লালিত্য সম্যক্ লিখিয়াছেন
এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লিখিয়াছি ॥৪২॥

আমি যত্নকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিরতিশয় কাকুবাক্যে পুনঃ পুনঃ সেই
মনোহর ও কোমল বুদ্ধি মুরারি নামক মহাত্মাকে প্রণাম করিতেছি । ষাঁহার
প্রসাদে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিত্ররূপ অমৃত আমার নেত্রপথের গোচর হইয়াছে ॥৪৩॥

চৈতন্যচন্দ্রের অতি উদার চরিতামৃত সকলেই আনন্দে নয়নে ও মনে বহন
করুন, যে চৈতন্যচরিতামৃত দর্শন হিংস্রজন্তু সমাকুল ছুপ্পার ভবপারাবারকে
নিহত বিনাশ করেন ॥৪৪॥

আমি স্তুতি, নতি, বা বিনতি কিছুতেই সক্ষম নহি যে, তাহা ষাঁরা
জনসকলকে নিজবশে করিতে পারিব । কিন্তু নিজের কারুণিকতা অর্থাৎ

ইহ পরমকৃপালোগৌরচন্দ্রশ্চ কোহপি

প্রণয়রসশরীরঃ শ্রীশিবানন্দসেনঃ ।

ভুবি নিবসতি তস্তাপত্যমেকং কনীয়-

স্বকৃত পরমমৌল্য্যচ্ছিত্রমেতং প্রবন্ধম্ ॥৪৬॥

ধীরোদাস্তমহন্তমো গুণনিধির্ষস্মিন্সৌ নায়কো

যত্রামূলিপয়ো নিরন্তরবলং প্রেমপ্রকাশাক্ষরাঃ ।

যত্রানেকমহামহোত্তমধিয়াং চারিত্রমন্তর্গতং

তচ্চৈতন্যচরিত্রবর্ণনমিদং জীয়াদজস্রং ভুবি ॥৪৭॥

এতস্তাপজয়নিরসনং প্রেমমাত্রৈকবীজং

শ্রীগৌরান্দ্রপ্রণয়বলিতোংকীর্ত্তিমাত্রস্বরূপম্ ।

দৃষ্ট্বা স্বাস্ত্যঃকরণপদবীং মামনালোচ্য ধীরাঃ

শঙ্খং কণ্ঠে দধতু মুদিতা রম্যমেনং প্রবন্ধম্ ॥৪৮॥

দীনতা অবলম্বন করিয়াই যদি বশে করিতে পারি, তবে হে ধীরগণ! আমার সেই কাক্ষণিকতা আপনাই বিধান করুন ॥৪৬॥

এই ধরণীমণ্ডলে পরম কৃপালু গৌরচন্দ্রের প্রণয়রসেশরীর কোন এক শ্রীশিবানন্দ সেন নামক মহাত্মা ছিলেন, তাঁহারই সর্ককনিষ্ঠ পুত্র পরম মুক্ততার অর্থাৎ সমধিক মুক্ততার এই চিত্র প্রবন্ধ রচিত করিয়াছে ॥৪৬॥

যে এই কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ধীরোদাস্ত ও মহন্তম গুণনিধি শ্রীগৌরচন্দ্র নায়ক, বাহার লিপিলেখার অক্ষরসমূহ নিরন্তর বর্ধমান প্রেম প্রকাশে শোভিত, বাহাতে অনেক মহামহন্তমগণের চরিত্র অন্তর্গত রহিয়াছে, সেই চৈতন্যচরিত্র বর্ণন পুস্তক ভূমণ্ডলে নিয়তকাল জীবিত থাকুক ॥৪৭॥

এই চৈতন্যচরিত্র আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধতাপকে দূরীভূত করে এবং প্রেমমাত্রই বাহার জীবন ও শ্রীগৌরান্দ্র-চন্দ্রের প্রণয় সম্বলিত উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিমাত্রই বাহার স্বরূপ অর্থাৎ নিজরূপ অতএব

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্

বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি-প্রসিদ্ধে
শাকে তথা খলু শুচৌ শুভগে চ মাসি ।
বারে সুধাকিরণনাম্যাসিতদ্বিতীয়া-
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুশ্য ॥৪৯॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে
বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥২০॥

সমাপ্তমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং মহাকাব্যম্
শ্লোকসংখ্যাঃ ১৯১১ । শ্রীচৈতন্যো জয়তি ॥

আমার আলোচনা না করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণ পদবী সন্দর্শন করিয়া
হইয়া এই রমণীয় প্রবন্ধকে নিয়তকাল কণ্ঠে ধারণ করুন ॥৪৮॥

৪, রস ৬, শ্রুতি ৪, ইন্দু ১, এই প্রসিদ্ধ (১৪৬৪) শাকে, সুন্দর শুচি
সে ও সুধাকিরণ সোমবারে, কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিমধ্যে এই
। সমাপ্তি হইয়াছে ॥৪৯॥

শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর পঞ্চশততমবার্ষিক আবির্ভাব উৎসব স্মরণে

এই গ্রন্থাঞ্জলি—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক

